Published by
Norendra Kumar Seal.
CROWN LIBRARY.
76/A, Nimoo Gossain's Lane,
Calcutta.

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক

জর্জ্জ উইলিয়ম রেণল্ড প্রণীত

কোরাল আইল্যাণ্ডের অবিকল

সরল বঙ্গানুবাদ

প্রবাল-দ্বীপ

বা

অভিশপ্ত-বংশাবলী।

[যন্ত্রস্থ]

শীল-প্রেস

ণ্টার—শ্রীনরেন্দ্র কুমার শীল।

৩৩ নং ার চিৎপুর রোড,

কলিকা

প্রথম খণ্ড।

ওমার পাশা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সৈন্য পরিদর্শন

ক্রশিয়া রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ তুরস্ক সুলতানের শাসনাধীন, অন্য ভাগে অস্ত্রিয়ার রাজপতাকা উড্ডীন। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে—যখন ইহা একজন অপেক্ষাকৃত হীনবল আর্কডিউকের শাসনাধীন ছিল, তখন ইহার আয়তন এত বড় ছিল না ;—এক্ষণে এক-মাত্র ডালমেশিয়া প্রদেশ ব্যতীত, এই ক্রশিয়া রাজ্যই দক্ষিণ অস্ত্রিয়ার মধ্যে আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বহুসংখ্যক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোকের অধিবাসভূমি। ইহার পশ্চিমোপকূলে অদ্রিয়তিক সাগর—মধ্যে পর্ব্বত-মালা ;—অধিবাসীরা দুর্দ্দান্ত এবং সমরপ্রিয়। গ্রীসদেশীয় খৃষ্ট সম্প্রদায়ের মতেই এখানকার অধিকাংশ লোকই উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহারা অস্ত্রিয়ার শাসনে আদৌ সন্তুষ্ট নহে। অস্ত্রিয়ার অপরাপর প্রদেশের ন্যায় এখানে অত্যাচারমূলক শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন হইলে, ইহারা কখনই তাহা অবনতমস্তকে সহ্য করিবে না ;—সে উৎপীড়ন-স্রোতে বাধা দিবার জন্য সদম্ভে দণ্ডায়মান হইবে। ক্রশিয়ার গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তার উপাধি

বাণ। কি সমর-বিভাগে, কি শাসন বিভাগে সর্ব্বত্রই বাণের শক্তি অপ্রতিহত। কার্লস্তদ এবং আগ্রাম ইহার প্রধান নগর। উভয় নগরই দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তার রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে আমাদের আখ্যায়িকার আরম্ভ। জুন মাসের এক সুন্দর প্রভাতে কার্লস্তদ নগর জনকোলাহলে মুখরিত এবং কর্ম্মব্যস্ত লোক-সমাগমে সজাগ হইয়া উঠিল। গভর্ণর সাহেব অদ্য প্রাতঃকালে নগরসন্নিহিত সুবিস্তৃত প্রান্তরে সৈন্য-পরিদর্শন করিবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে। গভর্ণর সাহেব ক্রশিয়াবাসীর ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকারে হস্তক্ষেপ করাতে, এখানকার প্রজারা বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া, এবার অপরাপর বৎসর অপেক্ষা অস্ত্রিয়ার খাস সেনা হইতে অনেক সৈন্যের আমদানি হইয়াছে। খাস সৈন্যের সহিত তুলনায় প্রাদেশিক সেনাবল, কি সংখ্যায়, কি শিক্ষা-নৈপুণ্যে, কি রণচাতুর্য্যে, কত হীনবল,—তাহাই প্রদর্শন করা, এই পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান বাণের উপর সকলেই বিরক্ত। প্রথমতঃ খাস অস্ত্রিয়ায় তাঁহার জন্ম,—তাহার পর প্রজাপীড়ক শাসন-প্রণালীর তিনি পক্ষপাতী। তৎকালে অস্ত্রিয়া-সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশেই অল্প বা অধিক পরিমাণে অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত ছিল। রাজধানী ভিয়ানা হইতে আরম্ভ করিয়া, যে প্রদেশ যত দূরে অবস্থিত এবং যাহার অধিবাসীরা যে পরিমাণ অত্যাচার সহ্য করিতে সক্ষম,—তথায় সেই পরিমাণে কঠোর শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন হইত। বর্ত্তমান বাণও ঐ সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী একজন শাসনকর্ত্তা। তিনি অল্পদিনই ক্রশিয়াতে আগমন করিয়াছেন, এবং এখানে ত[illegible]িয়াই তাঁহার অগ্রবর্ত্তী শাসন-কর্ত্তাদের অপেক্ষা কঠোর শাসনের প্রব[illegible]ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার শাসননীতিতে ক্রশিয়াবাসী বির[illegible] হইয়া উঠিয়াছে,—সে বিরক্তির-

স্রোত এখানকার সেনাদলেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই জন্যই এবারকার বাৎসরিক সামরিক পরিদর্শনে অধিকসংখ্যক খাস অস্ত্রীয় সৈন্যের সমাগম হইয়াছে।

এ সকল গোলযোগ সত্ত্বেও, রুশিয়াবাসী আজ আনন্দমত্ত। বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে সকল শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ সৈন্যের কুচ-কাওয়াজ দেখিবার জন্য ময়দানের অভিমুখে ছুটিতেছে। প্রাচীন ধরণের দুই চারিখান অশ্বযান কার্লস্তদের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে লইয়া অগ্রসর হইতেছে। অনেক সুন্দর যুবক এবং অনেক সুবেশা কামিনী অশ্বপৃষ্ঠে বাহির হইয়াছেন। আভিজাত্য সম্প্রদায়ের নরনারীগণ ইতরশ্রেণীর সহিত মিশিয়া, ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতেছেন। ধনী-সম্প্রদায়ের পোষাক-পরিচ্ছদ বহুমূল্যের এবং সুরুচি-সম্পন্ন। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র যাহারা,—তাহারাও আজ বিবিধ বর্ণের, সুন্দর সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে। নাগরিকগণ যেমন হৃষ্ট-পুষ্ট, তেমনই বলিষ্ঠ,—তাহাদের মুখে সরলতা, সাহস এবং দৃঢ়তা পরিব্যক্ত। রমণীগণের দেহ বেশ সুগঠিত, তাহাদের মুখকমল আনন্দোজ্জ্বল এবং সহাস্য। বিস্ফারিত নেত্র-কুবলয়ের চঞ্চল-কটাক্ষে দর্শকমাত্রেরই হৃদয় আকৃষ্ট। সকলেই সানন্দে সৈন্যসমাগম সন্দর্শন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ময়দানের অভিমুখে ছুটিতেছে।

অসংখ্য নরনারীর মৃদুগুঞ্জনের সহিত, সুহাসিনী রুশিয়-রমণীগণের হাস্য-তরঙ্গের মৃদু-রোল সমুত্থিত হইয়া, সেখানকার বায়ুমণ্ডলীকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। সহসা হৃদয়োন্মাদী রণবাদ্যের গুরুগম্ভীর ধ্বনি বায়ু-স্তর কাঁপাইয়া উত্থিত হইল। কয়েকদল সেনা বিভিন্নপথে রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে, নির্দ্দিষ্ট প্রান্তরের অভিমুখে আসিতে লাগিল। বাণের আদেশে খাস অস্ত্রিয়ার সেনাদল একদিক হইতে, এবং রুশিয়ার সৈন্যবল অন্যদিক হইতে, নগর বাহিরে প্রান্তরের অভিমুখে আসিতেছে।

রুশিয়ার সৈন্যবল অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার খাস রাজকীয় সৈন্য সংখ্যায় কত অধিক প্রদর্শনই—এই পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রুশিয়ার অসন্তুষ্ট সৈন্যগণ, বিরক্ত নাগরিকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, যদি কখনও বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জলিত করিতে উদ্যত হয়, সংখ্যায় রাজকীয় সেনার সাহায্যে তাহাদিগকে দমন করিতে যে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না,—গভর্ণর সাহেব তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য, এইরূপভাবে সৈন্য সমাবেশ করিতে বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সেনাদল প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া, সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। একদিকে অস্ট্রিয়ার রাজকীয় সৈন্য,—অন্য দিকে রুশিয়ার প্রাদেশিক সেনাবল। মধ্যে ব্যবধান। দর্শকমণ্ডলী অদূরে দণ্ডায়মান। বড়ই সুন্দর মহান্ দৃশ্য। জাতীয় সংস্কার, শত্রুতা এবং বৈরভাব ভুলিয়া,—সকলেই প্রফুল্ল—সকলেই উত্তেজিত। দিবাকর দীপ্তিমান হইয়া আকাশে বিরাজ করিতেছেন,—তাঁহার উজ্জল কিরণ পদাতিকের শাণিত সঙ্গিন-ফলকে, অশ্বারোহীর বর্ষার অগ্রভাগে এবং কোষমুক্ত অসির উপর পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে। সৈন্যাধ্যক্ষেরা স্ব স্ব সেনাদলের সন্মুখে দাঁড়াইয়া পরস্পর আলাপ করিতেছেন—বাদকেরা রণবাদ্য বাজাইয়া অদূরবর্ত্তী দর্শকবৃন্দকে পর্য্যন্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে।

প্রাদেশিক সৈন্যদলের মধ্যে একটা দলকে রুশিয়াবাসী বড়ই প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত এবং তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা ভাবিয়া গর্ব্ব অনুভব করিত। সীমান্তপ্রদেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া, বলিষ্ঠ যুবকদল লইয়া, এই সেনাদল গঠিত হয়, এইজন্য এই দল উজলিন সীমান্ত সৈন্য আখ্যালাভ করিয়াছিল। ইহারা রণক্ষেত্রে [illegible]হুবার ইহাদের শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। এই দলের সৈ[illegible] এবং সেনানায়কগণ যেখানেই অবস্থান করুন না কেন—সামরিক বিধান [illegible]ায় রাখিয়া, অস্ট্রিয়ার অত্যা-

চারে বাধা দিতে কখনই কুণ্ঠা বোধ করে নাই। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে রুশিয়াবাসী ইহাদের প্রতি এত অনুরক্ত এবং এই জন্যই প্রজাপীড়ক বাণ এই দলটীকে সমধিক ভয়চকিত এবং স্তম্ভিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

সহসা রণবাদ্য থামিয়া গেল এবং গুরুগম্ভীরে ভেরী বাজিয়া বাণের আগমন সূচিত করিল। সেনানায়কগণ কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া, স্ব স্ব দলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কার্লস্তদের পথে একদল অশ্বারোহী পরিদৃষ্ট হইল। তাঁহাদের মস্তকের উপর উষ্ণীষস্থ পালক সকল আন্দোলিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছিল। গভর্ণর বাণ সাহেব দলের কিছু অগ্রে—তাঁহার পার্শ্বেচরগণ তাঁহার পশ্চাতে আগমন করিতেছেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখ দিয়া গমন করিলেন।

বাণ মধ্যবয়স্ক। রণসাজে সজ্জিত। তিনি যে একজন যোদ্ধা,—সৈন্য পরিচালনে সুপটু, তাহা তাঁহার প্রত্যেক অবয়বে আলিখিত রহিয়াছে। পদ-গৌরবে গর্ব্বিত গভর্ণর সাহেবের হৃদয়ের স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য এবং কর্কশ-ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হওয়াতে, তাঁহাকে আরও কঠোরদর্শন দেখাইতেছিল। তিনি তাঁহার পার্শ্বচরগণের পুরোভাগে বলবান বেগগামী অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সমবেত দর্শকমণ্ডলীর প্রত্যেক নরনারী তাঁহাকে দেখিবামাত্র টুপি খুলিবে,—প্রত্যেক শির রাজকীয় প্রতিনিধির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ নমিত হইবে। প্রজাশক্তি যে চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাদিগকে কঠিন শাসনে শাসিত করিতে না পারিলে, সেই চঞ্চলতা এবং সংক্ষোভ যে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতে পারে, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া কেহ তাঁহার প্রতি সম্মানপ্র[illegible] বিমুখ হইবে [illegible] তিনি কখনও আশা করেন নাই।

বাণ ক্রুদ্ধ, সংক্ষুব্ধ হইয়া অশ্ববল্গা সংযত করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে বিদ্যুত-বহ্নি বিভাসিত হইতে লাগিল। রোষপ্রদীপ্ত নয়নে দর্শকমণ্ডলী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেদিকে চাহিলেন,—একটী মস্তকের টুপিও উন্মোচিত হইল না, একটী শিরও রাজশক্তির পদে প্রণমিত হইল না, – সামান্য দুই চারিটী কণ্ঠ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিল,—অভিজাত্যদলের দুই চারিখানি শকট-গবাক্ষ হইতে কামিনী-করে দুই চারি শুভ্র রুমাল আন্দোলিত হইল মাত্র। প্রজাকুলের রাজভক্তির অভাব অবলোকন করিয়া বাণ জ্বলিয়া উঠিলেন, কেহ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল না,—কেহ তাঁহার আগমনে টুপি খুলিল না দেখিয়া, তিনি অধীরভাবে অশ্ব সংযত করিলেন, কোপ-কষায়িত-নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিলেন,—অন্য কোন প্রকারে তাঁহার হৃদয়ের প্রদীপ্ত রোষ-বহ্নি, বিরাগ বা নৈরাশ্যের পরিচয় দিতে সাহস করিলেন না। এক আঘাতে এতগুলি লোককে মারিতে পারেন না,—রাজকীয় একটী কথায় তিনি এতগুলি লোককে শাসন করিতে পারেন না,—কাজেই তিনি আপাততঃ ক্ষান্ত হইলেন,—তাঁহার সগর্ব্ব আত্মসম্মান তাঁহাকে অধীরতা প্রকাশে সংযত করিয়া রাখিল।

তাঁহার পার্শ্বচরের অধিকাংশই অস্ত্রিয়াবাসী,—রুশিয়াবাসী দুই চারিজন যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও বাণের মতাবলম্বী, পক্ষপাতী। পার্শ্বচরগণও প্রভুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, প্রজাসাধারণের প্রতি রোষপ্রদীপ্তনেত্রে চাহিলেন,—তাহার পর পরস্পরে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। বাণের স্বভাব তাঁহারা ভালরূপই জানেন, কারণে বা অকারণে যে পর্য্যন্ত না কোন হতভাগ্য দণ্ডিত হইবে, ততক্ষণ বাণের এই কোপানলের প্রশমন হইবে না। অন্যের অভাবে তাঁহাদেরই কাহারও উপর তাঁহার প্রজ্জ্বলিত রোষবহ্নি প্রপতিত হইবে ভাবিয়া, তাঁহারা আকুল হইয়া উঠিলেন।

পার্শ্বচরগণকে লইয়া বাণ সৈন্যশ্রেণীর [illegible] উপস্থিত হইলেন। সঙ্কেত

পাইয়া রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং সমগ্র সেনা অস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধন করিল। বাণ সৈন্যশ্রেণীর সম্মুখ দিয়া, পরিদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রথমেই অস্ত্রিয়ার খাস সেনা,—বাণের অন্তঃকরণ কোপানলে দগ্ধীভূত হইতেছিল, যে কোন লোককে সেই কোপাগ্নিতে ভস্মীভূত করিবার জন্য, খরদৃষ্টিতে কোন একটা অপরাধের অন্বেষণ করিতেছিলেন সত্য কিন্তু অস্ত্রীয়সেনার তিনি কোন দোষই দেখিতে পাইলেন না। এই সেনাদলই তাঁহার ভরসার স্থল। তাহার পর রুশিয়ার প্রাদেশিক সৈন্যের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। অমনই তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধরক্তিম এবং ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। প্রথম সেনাদলের অধিনায়ক যিনি বাণকে অভিবাদন করিলেন, বাণ সগর্ব্বে তাঁহার প্রতিদান করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি একটা না একটা দোষ বা ক্রটী দেখিবার জন্য চারিদিকে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। তাঁহার অন্তরের যে অবস্থা—সে অবস্থায় অভাবও বড় ঘটিল না।

এ দলের পরই উজলিন সীমান্ত-সেনা। এ দলের সন্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার দৃষ্টি আরও প্রোজ্জ্বল, আরও কঠোর এবং আরও অগ্নিময় হইয়া উঠিল। সেনানায়ক কলোনেল ক্রুজকি অভিবাদন করিলেন, বাণ প্রত্যভিবাদন করিলেন কি না—তাঁহার মস্তক সঞ্চালিত হইল কি না—তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। ছিদ্রান্বেষী বাণের চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কি পোষাক-পরিচ্ছদ,—কি সামরিক রীতি-নীতি,—কোন দিকেই বাণ ক্রটী দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনের অবস্থা যদি ভাল থাকিত, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সেনাদলের পরিদর্শন করিয়া, নিশ্চয় তিনি আনন্দানুভব করিতেন। সেনাদল সারিবন্দী হইয়া দণ্ডায়মান,—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান কোথাও এক চুল কম বা বেশী [illegible] কেহ এক সূচ্যগ্রস্থান অগ্রে বা পশ্চাতে যায়

নাই। তাহাদের করধৃত বন্দুক সকল এমনই সুন্দরভাবে সজ্জিত, যদি সৈন্যরেখার একপার্শ্ব হইতে অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে কেবল একটী বন্দুকই পরিদৃষ্ট হয়। পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—অস্ত্র-শস্ত্র শাণিত, উজ্জ্বল। প্রত্যুত যে দিকেই দেখা যায়, এই সীমান্ত-সৈন্য যে কোন সভ্যদেশের পরিদর্শন-ক্ষেত্রের উপযোগী এবং গৌরবস্থল।

হইলে কি হয়,—গভর্ণর বাহাদুর ছিদ্র বা দোষ ধরিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সেনাদল রুশিয়াবাসীর অধিক প্রিয়, সুতরাং ইহাদের উপর তাঁহার বিরাগ এবং ঘৃণার মাত্রাও অধিক। রুশিয়ার প্রজারা যাহাদের ভালবাসে,—যাহাদের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত ভাবে, যাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া আনন্দ অনুভব করে,—তিনি যদি এক্ষণে সেই সেনাদলকে কোনরূপে অবমানিত, দণ্ডীত বা অবজ্ঞাত করিতে পারেন, তাহা হইলে সমগ্র রুশিয়াবাসী মর্ম্মাহত হইবে,—তাহাদের গর্ব্বে আঘাত লাগিবে,—সুতরাং ইহা অপেক্ষা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আর সহজ পন্থা নাই।

বাণ সৈন্যশ্রেণীর পুরোভাগ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কলোনেল ক্রুজকি সভয়ে তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন। বাণের হৃদয়ের ভাব তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না—সুতরাং তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল, বুঝিবা তাঁহারই সেনাদলের উপর বাণের কোপ-বজ্র প্রপতিত হয়। তাঁহার আশঙ্কা বড় ভিত্তিহীন নহে।

সহসা বাণ অশ্ব সংযত করিয়া, কর্কশস্বরে কহিলেন, "কলোনেল! এই সকল পার্ব্বত্য-সৈন্য বড়ই বেয়াদব। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতিতে শ্রদ্ধাভক্তির বড়ই অভাব। ভবিষ্যতে তুমি তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে বিস্মৃত হইও না।"

কলোনেল উত্তর করিলেন, "হুজুর! ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি বড়ই বীরত্ব-ব্যঞ্জক। ইহা তাহাদের পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে।"

বাণ জলিয়া উঠিলেন। তাঁহার হস্তস্থিত চাবুকগাছটা যেরূপভাবে সঞ্চালিত হইল, তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি কলোনেলকে ঘা কতক বসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠোরস্বরে কহিলেন, "কি!—তুমি আমাকে শিক্ষা দিতে সাহস কর?"

কলোনেল ধীরভাবে উত্তর করিলেন, "ক্ষমা করিবেন। আমি একজন সৈন্য,—উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারীর আদেশের উপর কথা কওয়া বা তাঁহাকে কোন আদেশ করা যে অন্যায়, তাহা আমি জানি। আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর দিয়াছি মাত্র।"

সৈন্যগণ উভয়ের এই কথাবার্ত্তা শুনিল। তাহারা তাহাদের অধিনায়ককে ভালবাসে, ভক্তি করে। তাহাদের পাৰ্ব্বত্য শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের আরক্তিম কপোলে হৃদয়ভাব ফুটীয়া বাহির হইল। বাণ সকলই দেখিলেন,—সমস্তই বুঝিলেন। কঠোররবে আদেশ করিলেন, "এই সেনাদলকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে বল,—ইহাদিগকে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত কর,—আমি ভাল করিয়া ইহাদের পরীক্ষা করিতে চাই।"

মুহূর্ত্তের জন্য কলোনেলের মুখমণ্ডল রক্তহীন, পাংশুবর্ণ হইল। ক্রোধে অপমানে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। নিমিষে সে ভাব গোপন করিলেন,—মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সৈন্যগণকে অগ্রবর্ত্তী হইতে অনুজ্ঞা করিলেন। তাহারা প্রায় কুড়িপদ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে প্রত্যেক সেনাদলের দলপতি এবং প্রত্যেক সৈন্যের অন্তর অপমানে মুহ্যমানহইয়া পড়িল। সে দৃশ্য দর্শনে বাণ মনে মনে বিশেষ আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

বাণ ধীরে ধীরে অগ্র[illegible] হইতে বলিতে লাগিলেন, "সম্মুখে চাও!

আমার দিকে কি দেখিতেছ? বর্ব্বর রুশিয়াবাসী! তোমরা অন্তরে অন্তরে যে বিদ্রোহভাব পোষণ করিবে,—তাহা আমি সহ্য করিব না। তোমাদের উপরিতন কর্ম্মচারীর প্রত্যেক আদেশ পালন করিতে অভ্যস্ত হইবে—নিজের ভাবনা ভুলিয়া যাইবে। একি! আমার দিকে কেন এত ঘন ঘন খরদৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছ? আর তুমি,—" বলিয়া বাণ এবং তরুণ সেনানায়কের সম্মুখে অশ্ব থামাইলেন এবং বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় কঠোরস্বরে কহিলেন, "আমার দিকে কটাক্ষ না করিয়া, তোমার অধীন লোকগুলিকে সুশিক্ষা দাও,—তাহাতে বেশী কাজ হইবে।"

অবজ্ঞাত, কর্কশভাবে সম্বোধিত তরুণ লেপ্টন্যাণ্টের সুন্দর কপোল আলোহিত হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষু হইতে বিদ্যুৎদীপ্তি বিভাসিত হইতে লাগিল। তিনি চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে হৃদয়ভাব গোপন করিতে পারিলেন না।

কঠোরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বাণ কহিলেন, "এই—এখানে একটা অবাধ্য বিদ্রোহী যুবক! কলোনেল! এ ছোঁড়ার নাম কি?"

কলোনেল কহিলেন, "থিয়দর লোতস।"

সদয়হৃদয় ক্রুজকির অন্তর ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। বাণ মুখ ফিরাইবা-মাত্র থিয়দর লোতসকে ইঙ্গিতে কোনরূপ অবাধ্যতাচরণ করিতে বা বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

বাণ গর্জ্জিয়া কহিলেন, "লোতস! পুনর্ব্বার আমি যখন তোমার সৈন্য পরিদর্শন করিব—তোমার আকার ইঙ্গিতে যেন আমি শ্রদ্ধাভক্তি দেখিতে পাই। নচেৎ—"

অবশিষ্ট বাক্যাংশ বা তাঁহার মনোভাব কথায় ব্যক্ত না করিয়া, কর-ধৃত চাবুকগাছটা সবেগে এমন ভাবে সঞ্চালন করিলেন যে, তাহার অগ্র-ভাগটা লোতসের গণ্ডে গিয়া লাগিল। [illegible] রক্তিম ছটায় তাঁহার

যুগল গণ্ড রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরমুহূর্ত্তে মুখ-মণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। ওষ্ঠাধর দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। স্কন্ধস্থিত উলঙ্গ অসিখানা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল।

"ও ছোঁড়াটা এখনও আমাকে অবজ্ঞা করিতেছে!"—বলিয়া বাণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ক্রোধে সংযম হারাইয়া সবলে লোতসের মুখে এক চাবুক মারিলেন।

পরমুহূর্ত্তে এক কাণ্ড ঘটিল। চাবুকের আঘাত-যন্ত্রণা ভুলিয়া অপমান-ব্যথিত, মর্ম্মপীড়িত তরুণ সেনাধ্যক্ষ হস্তস্থিত তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ব্যাঘ্রবিক্রমে বাণের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। পরমুহূর্ত্তে চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে গভর্ণর সাহেব বাজীপৃষ্ঠ হইতে বিচ্যুত হইয়া ধরণী-ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দী

কার্লস্তদ সহরের সেনা-নিবাসের কারাগৃহের দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। সন্ধ্যা অতীত। টেবিলের উপর একটা বাতি জ্বলিতেছিল,—তাহার ক্ষীণরশ্মি কাঁপিয়া কাঁপিয়া থিয়দর লোতসের মুখের উপর পতিত হইতেছিল। বন্দীর মুখ বিষণ্ণ, মলিন হইলেও,—তাহাতে আশঙ্কা বা সাহসের কোনও অভাব পরিলক্ষি[illegible]ছিল না।

বন্দী তরুণ যুবক। বয়োক্রম বড় জোর কুড়ি বৎসর। দেহের দৈর্ঘ্য যে খুব বেশী, তাহা নহে। নাতিক্ষীণ সুবলিত গঠন সামর্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের আধার। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে বেশ একটা মধুর সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকাতে এবং দেহ সরল ও ঋজু হওয়াতে, তাঁহাকে বেশী দীর্ঘ দেখাইত। কটীদেশ অতি ক্ষীণ বলিয়া, স্কন্ধ স্বাভাবিক অপেক্ষা আয়ত বোধ হইত। তাঁহার রণবেশ—তাঁহার সুন্দর দেহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহার তরবারি কিন্তু তাঁহার পার্শ্বে নাই,—তিনি এখন বন্দী।

লোতস সুন্দর সুশ্রী যুবক। তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রত্যেক রেখায় তেজস্বিতা এবং সাহসের পূর্ণ আভাস প্রতিফলিত। ললাট উচ্চ, ভ্রূযুগ্ম সুন্দর চিত্রিত,—ঘন কৃষ্ণরেখাঙ্কিত হইয়া তাঁহার সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছিল। চক্ষু দুইটী খুব বড়ও নয়,—খুব ছোটও নয় কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়,—পলে পলে অন্তরের ভাবের সহিত পরিবর্ত্তনশীল। কখনও সহজ সরল, হাস্যপ্রফুল্ল,—কখনও কঠোর কুটীল বিদ্যুৎবর্ষী। মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ, সুগোল,—তাহার প্রত্যেক রেখায় দৃঢ়ান্তঃকরণের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত! দশনাবলি শ্বেত স্বচ্ছ,—ওষ্ঠে ঈষৎ গোঁফের রেখা। চিকুর-দাম ঘনকৃষ্ণ, স্বভাবস্বচ্ছ এবং গুচ্ছে গুচ্ছে কুঞ্চিত হইয়া ললাটের উপর প্রপতিত। তাঁহার বর্ণ ঈষৎ গাঢ় কিন্তু কোনমতে সে বর্ণকে শ্যামবর্ণ বলা যায় না। লোতস তরুণ যুবক এবং ক্ষীণগঠন হইলেও,—বীরপুরুষের মত তাঁহার আকৃতি—তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, তাঁহার প্রত্যেক আকার-ইঙ্গিতে সেনানায়কের ভাব পরিস্ফুট। উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য যে বুদ্ধি-চাতুর্য্য, সাহস, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তার আবশ্যক,—তাহা তাঁহার দেহে সমস্তই পূর্ণভাবে বিরাজমান।

আমরা থিয়দর লোতসের আকৃতি সূক্ষ্মরূপে বর্ণন করিলাম,—তিনি যখন স্বাধীন, স্বেচ্ছাবিহারী এবং সদানন্দ [illegible]। তখনকার আকৃতির

এ বর্ণনা! এখন তিনি কারাকক্ষে বন্দী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সন্ধ্যা অতীত। টেবিলের উপর বাতি জ্বলিতেছে—পার্শ্বে অস্পৃষ্ট খাদ্য পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহে সাজসজ্জা কিছুই নাই,—দ্বার সুদৃঢ়,—উচ্চে, খুব উচ্চে একটা ছোট জানালা,—তাহাও আবার লৌহ-গরাদে দ্বারা সুরক্ষিত। থিয়দর শয্যার উপর উপবিষ্ট। মুখের কান্তি ম্লান হইলেও, দৃঢ়সংস্থিত ওষ্ঠাধর, নেত্রের স্থিরোজ্জ্বলদৃষ্টি এবং সর্ব্বাবয়বের অকম্পিত সহজ ভাব তরুণ বন্দীর হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং বীরত্বব্যঞ্জক সাহসের পরিচয় দিতেছিল।

কারা-দ্বার মুক্ত করিয়া কলোনেল ক্রুজকি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়োক্রম প্রায় চল্লিশ। দীর্ঘাকার, সুগঠন সুন্দর পুরুষ। তিনি যে একজন সাহসী যোদ্ধা, উচ্চান্তঃকরণ এবং সদাশয়,—তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়।

কলোনেল কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং রক্ষীকে অর্দ্ধঘণ্টা পরে আসিতে কহিলেন।

থিয়দর তাঁহার মলিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অবিকম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন, "কলোনেল! আমার উপর আপনার অসীম অনুগ্রহ! আপনি কেন আসিয়াছেন বুঝিয়াছি। আমার দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে, —আপনি তাহাই আমাকে শুনাইতে আসিয়াছেন। আমার জীবন-মৃত্যু বা সুখ-দুঃখের উপর যাহাদের লক্ষ্য নাই,—তাহারা হয়ত আসিয়াই সহসা কঠোরস্বরে আমার ভবিতব্য শুনাইয়া যাইবে—আমি কত যন্ত্রণা পাইব—তাই তাহাদিগকে না আসিতে দিয়া, আপনি স্বয়ং আসিয়াছেন। কিন্তু এ সকল সাবধানতায় কোন ফল নাই। আমার ভবিতব্য কি—আমার প্রতি কি দণ্ডের আদেশ হইবে—আমি প্রথম হইতেই তাহা অবগত আছি। আমি প্রকৃত খৃষ্টান এবং বীরের মত সে দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আছি।"

কলোনেল ব্যথিত-হৃদয়ে হতভাগ্য যুবকের হস্তধারণ পূর্ব্বক বিষন্নকণ্ঠে কহিলেন, "প্রিয় বন্ধু! তোমার ধারণা অমূলক নয়। দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে,—কিন্তু হতাশ হইবার সম্পূর্ণ কারণ নাই—এখনও আশা আছে।

আশার কথা শুনিয়া লোতস প্রথমে আশান্বিত হইলেন বটে কিন্তু পরমুহূর্ত্তে দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "আশা আর কি আছে? অত্যাচারী নর-রাক্ষস বাণের পদে ক্ষমা-ভিক্ষা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?"

কলোনেল কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিলেন, "হাঁ—ঐ একমাত্র উপায়। ক্ষমা-ভিক্ষা ভিন্ন তোমার জীবন রক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় নাই! তুমি তরুণ যুবক—তোমার বয়সে সংসার হইতে বিদায় লওয়া বড়ই কষ্টকর!"

লোতস অবিকম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন, "কলোনেল! আপনি বীর—বীরের জীবনের প্রতি কতখানি মমতা, আপনি ভালরূপই জানেন। আপনি যদি আমার অবস্থায় পতিত হইতেন, হৃদয়ের যাবতীয় উচ্চ বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া, জীবন রাখিতে সম্মত হইতেন কি?"

সেনাধ্যক্ষ সাহেব নীরব হইলেন। তিনি সত্যবাদী—হৃদয়ভাব গোপন করিয়া, থিয়োদরকে জীবন রক্ষার জন্য শত্রুর পদানত হইতে উপদেশ দিতে পারিলেন না,—কাজেই নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

থিয়দর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কখন আমার প্রাণদণ্ড হইবে?"

কলোনেল উত্তর করিলেন, "কাল প্রাতঃকালে। প্রিয়তম থিয়োদর! আমার কথা শোন,—আমি তোমার অপেক্ষা বয়সে প্রবীণ, সুতরাং আমার যাহা কর্ত্তব্য তোমার তাহা করণীয় নয়। বাণ সমগ্র সেনা এবং সেনা-নায়কের সম্মুখে তোমাকে যেমন প্রহার করিয়াছে, তেমনই তাহার শাস্তি হইয়াছে। তোমার শৌর্য্যবীর্য্যে কাহারও সন্দেহ নাই—সাহসের পরিচয়

তুমি যথেষ্ট দিয়াছ। এক্ষণে জীবনরক্ষা করিবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া, নীরবে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিলে তোমার মহিমা আর কি অধিক বাড়িবে ?"

থিয়দর নীরব রহিলেন। উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বাক্যের কোনরূপ প্রতিবাদ করিলনে না—কিন্তু তাঁহার যে মত পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহা তাঁহার মুখভাবে বেশ বোঝা যাইতে লাগিল।

কলোনেল বলিতে লাগিলেন, "গভর্ণরের একজন পার্শ্বচরের সহিত আমার এইমাত্র কথাবার্ত্তা হইতেছিল। তাঁহার মুখে আভাস পাইলাম, গভর্ণর সাহেব কতকটা অনুতপ্ত হইয়াছেন। ক্রোধের বশীভূত হইয়া কাজটা যে তিনি ভাল করেন নাই—তাহা তিনি এখন্ বুঝিতে পারিয়াছেন। তোমাকে যখন বন্দী করা হইল, সমগ্র ক্রশীয় সৈন্য তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছিল, বাণ তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন,—সেই জন্য সমগ্র সেনার সন্তোষ বিধানের জন্য তিনি তোমার দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেও করিতে পারেন। সে সময়ে আমার মুখের একটী কথা পাইলে— আমি একবার মাত্র ইঙ্গিত করিলেই যাবতীয় সেনা তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইত। আমি কিন্তু তখন নীরব ছিলাম—কোনরূপ ইঙ্গিত করি নাই—তজ্জন্য এখন আমার মনে বড়ই কষ্ট হইতেছে—আমি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক,—উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশ পালন অধস্তন সৈনিক কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যবোধ তখন আমাকে নীরব সংযত করিয়া রাখিয়াছিল।"

অধ্যক্ষ সাহেব যে প্রকৃতই অনুতপ্ত হইয়াছেন—তাঁহার মনে যে আত্মগ্লানি জন্মিয়াছে, তাহা তাঁহার কণ্ঠস্বরে বেশ বোঝা যাইতেছিল।

থিয়দর কহিলেন, "আপনি ভালই করিয়াছেন। আমার উদ্ধার বা রক্ষা কল্পে সেনাদিগকে প্রোৎসাহিত করিলে, আপনার উন্মত্ততাই প্রকাশ পাইত।

অস্ত্রীয় সৈন্যের সংখ্যা রুশীয় সৈন্য অপেক্ষা অনেক অধিক। সে ক্ষেত্রে কেবল রক্তপাত সার হইত—আমার মত একজন নগণ্য হতভাগ্যের জন্য অনেক মূল্যবান জীবন নষ্ট হইত—বহু সহস্রের রুধির-ধারায় ধরণী রঞ্জিত হইত মাত্র। আপনি ভাল কাজই করিয়াছেন,—অনুতাপ করিবার কোনই কারণ নাই। আমি সানন্দে, সহাস্যমুখে বর্ব্বর অস্ত্রিয়াবাসীর পশু-বলের পদতলে আত্মজীবন বলি দিব।"

কলোনেল। প্রিয় বন্ধু! তুমি বীর—তোমার কথাগুলি বীরের উপযুক্ত সন্দেহ নাই কিন্তু এরূপ মহাপ্রাণ ব্যক্তির এরূপ ভাবে মৃত্যু কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

থিয়দর। সত্য কলোনেল! আমি জীবনের স্বপ্নঘোরে বিভোর ছিলাম। অনেক আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম—জীবনে অনেক উন্নতির কথা কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি সবই ভূয়া-বাজী—সবই মিথ্যা—সবই স্বপ্ন! যে তরবারির সাহায্যে আমি ভবিষ্য উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে মনস্থ করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজি সে তরবারি আমার হস্তচ্যুত—আমি নিরস্ত্র।

কলোনেল। থিয়দর! এ হেন প্রিয়তম জীবন রক্ষা করিতে কেন বিমুখ হইতেছ? বাণ তোমাকে ক্ষমা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে—তোমাকে ক্ষমা করিতে পাইলে আনন্দিত হইবে। তাহার অত্যাচার—তাহার অবিমৃষ্য-কারিতার ফলে যে দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছে, এক্ষণে তোমাকে ক্ষমা করিবার অবসর পাইলে, সেই অশান্তির নিরসন করিয়া বাণ সন্তোষ লাভ করিবে। বাণের পার্শ্বচর কথা-প্রসঙ্গে আমার নিকট যাহার আভাস দিয়াছে—তাহা কখনই অসার প্রস্তাব নয়।

থিয়দর। যদি আমি তাহার নিকট ক্ষমা-ভিক্ষা করি, আমি কি আমার তরবারি পুনঃ প্রাপ্ত হইব? আমাকে কি আবার স্বপদে সগৌরবে

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে? প্রতিহিংসার পাষাণ চাপে আমাকে নিষ্পেষিত না করিয়া, আমার উন্নতির পথে আমাকে কি অগ্রসর হইতে দিবে?

কলোনেল। তোমার সম্মুখে বিস্তৃত সংসার, বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া,—রুশিয়া বা অস্ট্রিয়া ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য রাজ্য অনেক আছে, যাহারা তোমার মত বীরের তরবারির সাহায্য পাইবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

থিয়দর। বুঝিয়াছি কলোনেল! বাণ আমার জীবন রক্ষা করিবে কিন্তু আমাকে আর স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে না।

কলোনেল। সত্য-গোপন মহাপাপ। সত্য কথা বলিতে গেলে,— বাণ এ রাজ্যের শাসনকর্ত্তা, সে অত্যাচারী, তোমার ক্রোধ উৎপাদনের কাজ করিলেও,—তুমি তাহার প্রজা, অধীন কর্ম্মচারী—তাহার গায়ে হাত তুলিয়া যে, বে-আইনি কাজ করিয়াছ,—বিনা দণ্ডে সে অপরাধের ক্ষমা হইতে পারে না।

থিয়দর। সত্য কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি কোনরূপ অপরাধ করি নাই—সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও সম্মত নহি। জীবন যে আমার নিকট অতি প্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার নিকট আমি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, যদি ঐ লৌহ-রেলিং ভগ্ন করিয়া—ঐ পাষাণ প্রাচীর দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া, পদাঘাতে ঐ গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে পারি, মুক্ত হইব—পলায়ন করিব কিন্তু বাণের নিকট মস্তক অবনত—কখনই না।

কলোনেল। পলায়ন করিতে চাও? কিন্তু পলায়ন অসম্ভব!

এই সময়ে কারাকক্ষের প্রহরী আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। কলোনেল তাহাকে কহিলেন, “মনফ্রেড! আর দুই মিনিট অবসর দাও।”

প্রহরী প্রস্থান করিল। সদয়-হৃদয় ক্রুজকি যুবককে কহিলেন, “আজ

রাত্রে যদি গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারি,—কিছুই হইবে না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তোমার স্বপক্ষে কোন কথা কি বলিব না ?"

থিয়দর। কোন কথা না।

কলোনেল। বল কি! একটী কথাও বলিব না! তোমার হইয়া একবারও ক্ষমা চাহিব না ?

থিয়দর। না।

কলোনেল। কিন্তু থিয়োদর! ভাবিয়া দেখ—তোমার জীবন—তোমার এই তরুণ জীবন যাইতে বসিয়াছে! এ জীবন রক্ষা করিতে তাঁহাকে কি কোন কথাই বলিব না ?

থিয়দর। না! পুনরায় বলিতেছি কোন কথা না।

কলোনেল নীরব বিস্ময়ে, প্রফুল্ল বিকসিত নেত্রে যুবকের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বীর হৃদয় তাহার প্রতি ধন্যবাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সময়ে পুনরায় কারাদ্বার মুক্ত হইল। বিষণ্নকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে থিয়োদরের হাত ধরিয়া প্রবীণ যোদ্ধা কহিলেন, "প্রিয়বন্ধু! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। স্বর্গস্থ পিতা তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।" পর মুহূর্ত্তে তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

থিয়দর পুনরায় একাকী—সেই নির্জ্জন কারাকক্ষে পুনরায় নিঃসঙ্গ। নিশাবসান পর্য্যন্ত তাঁহাকে এমনই নিঃসঙ্গ—এমনই ভাবে এই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। অবশেষে উষার আলোকচ্ছটা ঐ গবাক্ষ-গরাদের মধ্য দিয়া, তাঁহার অন্তিমকাল জ্ঞাপন করিতে আসিবে। সেনাধ্যক্ষের প্রস্থানের পর থিয়োদর তাঁহার শয্যায় পুনঃ উপবেশন করিলেন কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয় আতঙ্কে কম্পিত হইল না—কলোনেলের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন,

তজ্জন্য মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তাঁহার অন্তরে অনুতাপ বা দুঃখের সঞ্চার হইল না।

ক্রমশঃই রজনীর গভীরতা বাড়িতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী গির্জ্জার ঘড়িতে রাত্রি বারটা বাজিল। থিয়দর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন,—শান্তিপূর্ণ স্বপ্নবিরহিত নিদ্রা আসিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁহাকে আসন্নপ্রায় অন্তিম মুহূর্ত্তের চিন্তা বিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই সদাত্ম যুবক জীবনে কোন পাপ করেন নাই,—সুতরাং মৃত্যু-বিভীষিকা তাঁহার হৃদয়কে আকুল করিতে পারে নাই। তিনি বেশ সুখে—বেশ শান্তিতে নিদ্রা যাইতেছেন।

যেমন ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিল, অমনি কারাগৃহের লৌহ কবাট ধীরে ধীরে সতর্কতার সহিত নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইল। গৃহ এতক্ষণ অন্ধকার ছিল, এক্ষণে আলোকচ্ছটা কক্ষময় বিকীর্ণ হইয়া পড়িবামাত্র, থিয়দর জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বিভ্রম ঘটিল, পর মুহূর্ত্তে প্রশান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সময় হইয়াছে না কি ?"

কারা-রক্ষী মনফ্রেড কোন কথা কহিল না। দীর্ঘকায় এক পুরুষ তাহার পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নবাগত কলোনেল ক্রুজকি। তিনি কহিলেন, "থিয়দর! আমি তোমায় রক্ষা করিতে আসিয়াছি! যাও, তুমি পলায়ন কর।"

সেনাধ্যক্ষের হাত ধরিয়া যুবক কহিলেন, "সদাশয়! মহাত্মন্! আমার পলায়নে আপনার যদি কোন বিপদ ঘটে, আমি কখনই পলায়ন করিব না।"

দয়ার্দ্র সেনাধ্যক্ষ কহিলেন, "না, আমি কোনরূপে বিপন্ন হইব না। এই মনফ্রেড তোমার সহিত পলায়ন করিবে। সুতরাং তোমার পলায়নে

যদি কেহ দোষী হয়, মনক্রেড হইবে—তোমার জীবন রক্ষা করিয়া যদি কেহ গৌরবান্বিত হয় এই রক্ষীই হইবে। অশ্ব প্রস্তুত! এই লও পাথেয়।"

এই বলিয়া কলোনেল তাঁহার হাতে টাকার একটী তোড়া গুঁজিয়া দিলেন। যুবক উপকারী সুহৃদের কর কৃতজ্ঞতাভরে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন। মৃত্যু-বিভীষিকা এতক্ষণ যে নেত্রকে আর্দ্র করিতে পারে নাই—এক্ষণে সেই চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারা ছুটিতে লাগিল। কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা কোথায় পলাইল,—ভগ্নকণ্ঠে, রুদ্ধস্বরে :জীবনদাতা বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ক্রূজকি তাঁহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন। তখন তিন জনে অশ্বশালে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই কলোনেলের দুইটী অশ্ব সজ্জিত ছিল। থিয়দর পুনরায় প্রাণদাতার কর-মর্দ্দন ও তাঁহার নিকট কৃক্ষজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন—প্রভুভক্ত বিশ্বাসী মনক্রেড অশ্বারোহণে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা

ক্রশিয়ার পর্ব্বত-শিখরে উষার আলোক এখনও ভাল করিয়া বিকীর্ণ হয় নাই। দুইজন অশ্বারোহী সেই আলোক আঁধারের মধ্যে পাহাড়ের উপর হইতে ঢালু পথ অবলম্বন করিয়া প্লাস্কির অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। প্লাস্কি একটী গণ্ড গ্রাম—কার্লস্রুদ হইতে ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। অশ্বারোহীদ্বয় মধ্য রাত্রিতে কার্লস্রুদ হইতে বহির্গত হইয়া, উষা সমাগম

সময়ে প্লাস্কিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা যে, খুব দ্রুত অশ্ব-চালনা করিয়াছেন, তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে।

অশ্বারোহীদ্বয় যে থিয়দর লোতস এবং তাঁহার অনুচর মনক্রেড তাহা না বলিলেও চলে। প্লাস্কি : তাঁহার জন্মস্থান সেখানে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের নিকট বিদায় লইতে যাইতেছেন। এই বিদায়—এই সাক্ষাৎই বোধ হয় শেষ সাক্ষাৎ।

শৈল-শিখর হইতে অবতরণ করিতে প্লাস্কির অট্টালিকা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি থিয়োদরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এখানকার প্রত্যেক পদার্থের সহিত তাঁহার বাল্য-জীবনের সুখময় স্মৃতি বিজড়িত। ঐ ক্ষুদ্র কিন্তু সুগঠিত, সুদৃশ্য গোলাবাড়ী—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সম্পত্তি—এই স্থানেই তাঁহার জন্ম। তাহার অনতিদূরে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন—তাঁহার পিতা একজন সেনানায়ক, সমরাঙ্গণে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া, ঐ ক্ষুদ্র অট্টালিকায় জীবনের অবশিষ্টাংশ সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত—গ্রামের তিনি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই প্লাস্কির সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার প্রিয় জনক জননীর দেহাবশেষ এখনও সমাহিত রহিয়াছে। থিয়দর অশ্রুসিক্তলোচনে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গির্জ্জার অনতিদূরে আর একখানি সুন্দর পুষ্পলতাদি-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ভবন—সেখানে তাঁহার পিতার একমাত্র সহোদর—গ্রাম্য পুরোহিত বাস করিতেছেন। তাহার আর একটু অন্তরে প্লাস্কির সামরিক বিদ্যালয়—থিয়দর প্রথমে এই স্থানেই বিদ্যালাভ করেন—তাহার পর কার্লস্তদের সন্নিহিত আর্মের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। এ সকল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অশ্রুসিক্ত চঞ্চলদৃষ্টি সেই গোলাবাড়ীর উপর পড়িবামাত্র তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহের কারুণ্যমণ্ডিত স্ন[illegible] মুখখানি মনে পড়িল। তাঁহার পিতা

যখন যুদ্ধকার্য্যে বিদেশে অবস্থিতি করিতেন, এই বৃদ্ধই তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন। থিয়োদর মনফ্রেডকে সঙ্গে লইয়া এক্ষণে এই গোলাবাড়ীর অভিমুখেই চলিলেন।

থিয়দর গোলাবাড়ীর দ্বারে অশ্ব হইতে অবতরণ করিবামাত্র, এক ব্যক্তি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। ইহার নাম যোশেফ—তাঁহার একমাত্র সহোদর—তাঁহা অপেক্ষা দুই কি তিন বৎসরের বড় এবং তিনিই এখন উত্তরাধিকারিস্বত্বে এই গোলাবাড়ীর মালিক।

থিয়দর সংক্ষেপে তাঁহার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র যোশেফের আনন্দসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল —মনে করিয়াছিলেন, কনিষ্ঠ অবসর লইয়া, তাঁহার সহিত কিছুদিন বাস করিবেন বলিয়া আসিয়াছেন—এখন দেখিলেন তাহা নহে। তিনি নিরাশায় মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। গভর্ণরের অনুচর এখনই এখানে তাঁহার অনুসন্ধানে আসিবে—সুতরাং এখানে তিনি আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে আশ্রয় দিবার যোশেফের ক্ষমতা নাই—বিস্তীর্ণ এ অস্ত্রিয়া রাজ্যে তাঁহার মাথা রাখিবার একটুও স্থান নাই।

যোশেফ লোতস কিছুদিন পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহের ফলে দুই মাস হইল তাঁহাদের একটী পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। থিয়দর সুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে আলিঙ্গন করিয়া, দোলায় শায়িত সুপ্তশিশুর অধর চুম্বন করিতে ছুটিলেন।

থিয়দর বিষণ্নকণ্ঠে শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার বৃদ্ধি এবং উন্নতি দেখিয়া কতই না আমি আনন্দানুভব করিতাম, কিন্তু আমি দুর্ভাগ্য—[illegible] অদৃষ্টে সে সুখ নাই।

আমার ভবিতব্য অন্যরূপ! আমি জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত, চির-নির্ব্বাসিত হইয়া, বিশাল বিশ্বে একটু আশ্রয় অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়াছি।"

এই সময়ে বৈঠকখানায় এক বৃদ্ধ পুরোহিত প্রবেশ করিলেন। তিনি থিয়দরের খেদোক্তি শুনিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাতর নিরাশ উক্তি কেন বৎস? কি হইয়াছে তোমার?"

থিয়দর ভক্তিভাজন বয়োবৃদ্ধ খুল্লতাতকে অভিবাদন করিয়া, সংক্ষেপে সকল বিবরণ বিবৃত করিলেন। বৃদ্ধ মর্ম্মপীড়িত হইলেও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া, গতিহীনের গতি ভগবানে অটল বিশ্বাস রাখিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়গণ গভর্ণর এবং সম্রাটের নিকট আবেদন করিতে বলিলেন। থিয়দর সম্মানের সহিত সে সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিলেন,—আমি কখনই দয়ার প্রার্থী হইয়া অত্যাচারী অস্ত্রীয় গভর্ণমেণ্টের দ্বারে উপনীত হইব না—এবং আমার স্বপক্ষে আমার কোন আত্মীয়কেও সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দিব না। আমি আমার ভবিতব্যে সন্তুষ্ট—বিশাল বিশ্বে সুখ্যাতি এবং ধনার্জ্জনে বহির্গত হইয়াছি। যদি আমি কৃতকার্য্য হই, আমার আত্মীয় যাঁহারা, গৌরবে মস্তক উন্নত করিবেন,—যদি না পারি, পৃথিবীর কোন অজ্ঞাত নিভৃত প্রদেশে নিতান্ত হীন দরিদ্রের মত মৃত্যুর অঙ্কে আশ্রয় লইব—বংশগৌরব কখনই কলঙ্কিত করিব না!"

যোশেফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু এখন তুমি কোথায় যাইবে?"

থিয়দর। যেখানে আমার তরবারির সাহায্য আবশ্যক হইবে।

যোশেফ। দেখ ভাই! পত্র লিখিতে ভুলিও না—কোথায় কতদূর উন্নতি করিলে, সংবাদ দিতে বিস্মৃত হইও না।

থিয়দর। চেষ্টা করিব; এ কার্য্যে খুব সতর্কতার আবশ্যক।

আমার ব্যক্তিগত নাম কলঙ্কিত হইয়াছে—আমি বিদেশে নূতন নাম ধারণ করিয়া, নবভাবে নবজীবনে প্রবেশ করিব।

বৃদ্ধ ভৎর্সনার স্বরে বলিলেন, "বল কি থিয়দর! তুমি তোমার বংশের নাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে? তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, উহা সামান্য হইলেও কখনই গৌরবহীন নয়।"

থিয়দর। সত্য খুড়া মহাশয়! আমাদের বংশের গৌরব এ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু আমার নাম পরিবর্ত্তন একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা অধীর হইবেন না, আমি বুঝাইয়া বলিতেছি। কার্লস্তদের সংবাদ শীঘ্রই চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। বাণ—রাজপুত্র বিশেষ—একটা দেশের শাসন কর্ত্তা, সামান্য একজন সৈনিকের দ্বারা প্রহৃত হইয়াছে,—কথাটা বড় সামান্য নয়। বাণের দোষ সত্ত্বেও, সমরনীতিজ্ঞেরা সমর-শাস্ত্রের কঠোর বিধানানুযায়ী আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবে। এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ দেশের কোন্ রাজা—কোন্ সেনাপতি—কোন্ সেনানায়ক আমাকে তাঁহার সৈন্য মধ্যে গ্রহণ করিবে? যাহারা এ সংবাদ অবগত নয়—তাহারা আমাকে গ্রহণ করিলেও, সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র আমাকে বরখাস্ত করিবে। সুতরাং আপনারা দেখিতেছেন, আমি অষ্ট্রিয়ার অত্যাচারে কেবলমাত্র দেশ হইতে বিতাড়িত হইলাম না—আমার নাম পর্য্যন্ত গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

সকলেই তাঁহার যুক্তির সারবত্তা লক্ষ্য করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন—কোনরূপ প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

থিয়দর ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "এখন আপনারা আমার অবস্থার বিষয় কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ উপায়ে পত্রের আদান প্রদান চলি[illegible] কারণ প্রতিহিংসাপরায়ণ

বাণ কোনরূপে অবগত হইলে, আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কণ্টকময় করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবে না। এই অভিশপ্ত অস্ত্রিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রকাশ্য শত্রুতার পাশে পাশে বিশ্বাসঘাতকতার অলক্ষিত পাশ প্রসারিত রহিয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের কতখানি সতর্কতাবলম্বন কর্ত্তব্য, সহজেই অনুমেয়। হাঁ—দেখ ভাই!—"

তাঁহার মনে একটা ভাবোদয় হইবামাত্র সহসা তিনি থামিলেন এবং তাঁহার মুদ্রাধার হইতে দুইটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া, একখানি তীক্ষ্ণাস্ত্র ছুরিকা দ্বারা উভয় মুদ্রাই সমভাবে চিহ্নিত করিলেন, তৎপরে একটী মুদ্রা যোশেফের হস্তে দিয়া কহিলেন, "ভাই! এইটী রাখিয়া দাও! অপরটী আমার নিকট থাকিল। ইহার পর যদি কখনও কোন লোক আমার সংবাদ লইয়া, তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তুমি তাহাকে কোন নিদর্শন বাহির করিতে বলিবে; যদি সে এই চিহ্নিত স্বর্ণ-মুদ্রা বাহির করিতে পারে—এবং ইহার চিহ্নের সহিত তোমার নিকটস্থ মুদ্রার চিহ্ন অবিকল মিলিয়া যায়,—বুঝিবে সে লোক আমার নিকট হইতে আসিয়াছে!"

যোশেফ মুদ্রাটী বস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া দিলেন—উদ্গত বারিধারায় তাঁহার দৃষ্টি রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল! থিয়দর এই শোকাত্মক দৃশ্যের পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অন্য কথা পাড়িলেন। দোলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "দাদা তোমার এ ছেলের কি নাম রাখিয়াছ?"

যোশেফ। আমরা তোমার নামানুসারে শিশুর নাম থিয়দর রাখিয়াছি।

থিয়দর। উত্তম! ঈশ্বর যদি দয়া করেন, আমি এই ভালবাসার উপযুক্ত হইবার চেষ্টা করিব।

এই বলিয়া, থিয়দর পুনরায় নিদ্রিত শিশুর অধর চুম্বন করিলেন। ইতিমধ্যে টেবিলের উপর ভ[illegible]্যপূর্ণ পাত্রসকল সজ্জিত হইয়াছিল,

থিয়দর মনফ্রেডকে আহ্বান করিয়া ভোজনে বসিলেন। ভোজনান্তে কহিলেন, "আত্মীয়গণ! আমি এখানে প্রায় দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম—আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা কোন ক্রমে নিরাপদ নয়। অশ্ব দুইটীও বিগতশ্রম এবং সতেজ হইয়া উঠিয়াছে, মনফ্রেড ঘোড়া লইয়া আইস।"

বৃদ্ধ পুরোহিত এবং যোশেফ লোতস,—দুই জনেই থিয়দরকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি কোনক্রমেই তাঁহাদের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও লইলেন না কিন্তু যোশেকের কক্ষ হইতে দুইখানি তরবারি এবং দুইটী পিস্তল লইয়া নিজে এবং মনফ্রেডকে সজ্জিত করিলেন। বিদায়কালে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গুরুজনের আশীর্ব্বাদ লইয়া থিয়দর মনফ্রেডের সহিত অশ্বারোহণ করিলেন। যতক্ষণ তাঁহাদিগকে দেখা গেল, আত্মীয়-বন্ধুরা অশ্রুপ্লাবিত-লোচনে দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মধ্যাহ্ন সমুপস্থিত। প্রায় চারি ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া থিয়োদর কহিলেন,—আর বার মাইল অতিক্রম করিতে পারিলেই আমরা তুরস্কের অধিকার ভুক্ত রুসিয়ায় উপনীত হইতে পারিব। এখান হইতে নিকটবর্ত্তী জনপদ নভি—নভিতে উপস্থিত হইতে না পারিলে, আমরা কোনক্রমে নিরাপদ হইতে পারিব না।"

মনফ্রেড। যত শীঘ্র আমরা তথায় উপস্থিত হইতে পারি, ততই মঙ্গল। কারণ শত্রুসৈন্য চারিদিকে যে, আমাদের অনুসরণে ছুটিয়াছে, এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা তাহার পরি[illegible] পাইয়াছি।

থিয়দর। আমাদের ঘোটকদ্বয় অতি বেগগামী এবং বলশালী বলিয়াই, আমরা সেই বারজন অশ্বারোহীকে পশ্চাৎবর্ত্তী করিতে সমর্থ হইয়াছি!

মনফ্রেড। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা সেই উপত্যকাটা দেখিতে পাইয়া সেই পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম, তাই আমাদের অনুসরণকারীরা আমাদের দেখিতে পায় নাই, নচেৎ বিপদের অবধি থাকিত না।

থিয়দর। বন্ধুর পার্ব্বত্য-পথে ছুটিয়া অশ্বদ্বয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নভিতে উপস্থিত হই—চুপ কর—শোন—

সহসা অশ্ববল্গা সংযত করিয়া, থিয়োদর উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "অনুসরণকারী শত্রুসৈন্য!"

তাঁহার মুখ দিয়া এই কথা বাহির হইতে না হইতে উপত্যকার প্রান্তরবর্ত্তী শৈলশিখরে বারজন অশ্বারোহী পরিদৃষ্ট হইল।

শত্রুরাও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তীরবেগে তাঁহাদের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। গুড়ুম গুড়ুম করিয়া কয়েকটা পিস্তলের শব্দ হইল—থিয়োদরের কাণের পাশ দিয়া কয়েকটা অগ্নিতপ্ত গুলি ছুটিয়া গেল—কিন্তু কাহারও অনিষ্ট হইল না।

চীৎকার করিয়া থিয়দর কহিলেন, মনফ্রেড! গুলি বারুদ বৃথা নষ্ট করিও না—পুনর্ব্বার বন্দুকে গুলি ভরিতে আমরা অবসর পাইব না? আমাদের অস্ত্রের আবশ্যক হইবে।"

ঠিক এই সময়ে মনফ্রেডের ঘোড়া একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়াতে, মনফ্রেড তিন চারি হস্ত অন্তরে গিয়া পতিত হইল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল থিয়োদর প্রভুভক্ত বিশ্বাসী ভৃত্যের সাহায্যার্থ অশ্ববল্গা সংযত করিলেন! এই অবসরে শত্রুসৈন্য আসিয়া তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

মনফ্রেড অশ্বে পুনঃ আরোহণ করিবার এখনও অবসর পায় নাই। থিয়দর চীৎকার করিয়া কহিলেন, "মনফ্রেড সরিয়া আইস—আরও আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াও।"

শত্রুপক্ষের অধ্যক্ষ কহিলেন, "লেপ্টন্যাণ্ট লোতস! আর কেন—আত্মসমর্পণ কর!"

অবিকম্পিতকণ্ঠে লোতস উত্তর করিলেন,—"না—কখনই নয়!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তরবারি কোষমুক্ত হইয়া বিদ্যুৎদীপ্তি বিভাষিত করিতে লাগিল।

সেনাধ্যক্ষ ও লোতসের তরবারির ভীষণ ঘাত প্রতিঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল! থিয়দর অত্যদ্ভূত কৌশলে এবং ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তরবারি তাঁহার নিজ মস্তকের চতুর্দ্দিকে কয়েক-বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া—ভীমবলে শত্রুর মস্তকে আঘাত করিলেন। সে আঘাতে সেনাপতির শিরস্ত্রাণ কাটিল—মস্তক দ্বিধাবিভক্ত হইয়া ভূতলে পড়িল। তদ্দর্শনে ক্রোধোন্মত্ত অস্ত্রীয় সৈন্য পৈশাচিক চীৎকার করিয়া, তাঁহাদের উভয়কে তাহাদের ক্রোধানলে আহুতি দিবার জন্য ভীষণবেগে আক্রমণ করিল।

থিয়দরের রণচাতুর্য্য বড়ই চমৎকার। তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। প্রশান্তভাবে প্রত্যেক তরবারির ঘূর্ণন-বিঘূর্ণন, উত্থান-পতন, স্থিরলক্ষ্যে লক্ষ্য করিতেছেন। শিক্ষিত অশ্ব তাঁহার ইঙ্গিতে কখনও সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, কখনও পশ্চাতে হটিয়া শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। প্রত্যুত মুহূর্ত্তের জন্য তিনি বিচলিত বা ধৈর্য্য-চ্যুত হইলেন না।

যুদ্ধ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হইল। মনফ্রেড সিংহবিক্রমে তাহার প্রভুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অসি-চালনা করিতে লাগিল। চারিজন শত্রুসেনা

মৃত বা আহত হইয়া ভূশায়ী হইল—তাহাদের আরোহীশূন্য অশ্বগণ প্রান্তরের মধ্যে ছুটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আরও একজন থিয়দরের অসির আঘাতে প্রাণ হারাইল। এই সময়ে একটা পিস্তলের গুলি আসিয়া মনক্রেডের মস্তক বিদ্ধ করিল—হতভাগ্য প্রভুভক্ত ভৃত্যের তাহাতেই জীবন লীলার শেষ হইল। পরমুহূর্ত্তে তাহার বিনাশকারী থিয়দরের কৃপাণ-ফলকে মস্তকশূন্য হইয়া ধরাতলে লুটাইতে লাগিল। থিয়োদর অশ্বপৃষ্টে সবলে এক কষাঘাত করিলেন, বেগগামী বলিষ্ঠ বাজী শত্রু-সেনার বেষ্টন ভেদ করিয়া, তীরবেগে বাহির হইয়া পড়িল।

এখনও ছয়জন অশ্বারোহী জীবিত অপেক্ষাকৃত অক্ষত এবং অনুসরণসক্ষম। তাহারাও কষাঘাতে অশ্বগণকে জর্জ্জরিত করিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে আরম্ভ করিল।

এখনও ছয় মাইল অতিক্রম করিতে পারিলে, নভীতে উপনীত হইতে পারিবেন। উল্কাবেগে তাঁহার অশ্ব ছুটিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে আরও দুই মাইল অতিক্রম করিয়া আসিলেন। শত্রুসেনা ক্রমশঃই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। একবার ভাবিলেন, "ফিরিয়া দাঁড়াই—যুদ্ধ করিয়া মরি।" পরমুহূর্ত্তে অন্য চিন্তা হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। তাহারা সংখ্যায় তাঁহার অপেক্ষা অনেক অধিক, এ অবস্থায় যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নয়—যাহাতে পলাইতে পারেন, সেই চেষ্টাই করিলেন। অশ্বের স্কন্ধে হাত বুলাইয়া তাহাকে আদর করিলেন, শিক্ষিত অশ্ব প্রভুর বিপদ বুঝিয়াই যেন প্রাণপণশক্তিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। আর দুই মাইল পথ অবশিষ্ট।

সন্মুখে—দূরে সৌধমালা পরিদৃষ্ট হইল। আশায় উৎসাহিত হইয়া, অশ্ববরকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য থিয়দর কহিলেন, "চল—দৌড়াও

—প্রাণপণশক্তিতে ছোট অশ্ববর! ঐ—ঐ স্থানে যাইলেই আমরা নিরাপদ হইব!"

অশ্ব তাঁহার কথা বুঝিল। ঝঞ্ঝাবাতকে পরাস্ত করিয়া ছুটিতে লাগিল। পশ্চাতে অস্ত্রীয় সেনা—বজ্র নির্ঘোষে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতেছে।

"আর ভয় নাই। নিরাপদ আমরা!" বলিয়া থিয়দর চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং অস্ত্রিয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া অশ্ববেগ শ্লথ করিয়া দিলেন।

অস্ত্রীয়সেনা সহসা বল্গা সংযত করিল এবং উভয় রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশক স্তূপীকৃত প্রস্তরপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, আন্তরিক ক্ষোভ এবং ক্রোধবশতঃ হস্তপদ বিক্ষেপ করিতে লাগিল। থিয়দর সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, মন্থরগমনে অগ্রবর্ত্তী হইয়া, নোভির প্রসিদ্ধ পান্থশালার দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কনস্তান্তিনোপল

থিয়দর যখন মুসলমান রাজ্যের প্রধান নগরীতে পদার্পণ করিলেন, তখন তাহার প্রত্যেক মসজিদ হইতে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের উদ্দেশে ভজনার গুরু গম্ভীর গীতি উচ্চারিত হইতেছে। জুলাই মাসের মধ্যাহ্ন সবে মাত্র অতীত। ভজনালয় এবং প্রাসাদাবলীর সহস্র চূড়া রবিকর-মণ্ডিত হইয়া, কাঞ্চন-কান্তি বিকাশ করিতেছে। সীমান্ত নগরী নোভি

হইতে রাজধানী কনস্তান্তিনোপল ছয় শত মাইল দূরবর্ত্তী। সুলতানের সেনা-বিভাগে কর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশাতেই তিনি এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন।

মুসলমান নরপতির সেবা করিবার জন্য থিয়োদর এত ব্যস্ত, এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন? কারণ আছে,—তাঁহার অন্তরে অস্ত্রিয়ার প্রতি ঘোর বিদ্বেষ ও ঘৃণার বহ্নি লোল-জিহ্বা বিস্তার করিয়া জলিতেছে। অস্ত্রিয়া এবং তুরস্কের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। সুতরাং তুরস্ক-সুলতানের অধীনে সেনাবিভাগে প্রবেশ করিতে পারিলে, তিনি তাঁহার এই চিরপোষিত অস্ত্রীয়-বিদ্বেষ প্রশমিত করিবার অবসর পাইবেন। এই হইল প্রথম এবং প্রধান কারণ। তাহার পর, অন্য কারণ,—সুলতানের রাজ্যে পদোন্নতি ব্যক্তিগত সাহস, বীর্য্য, এবং কার্য্য-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। এখানে সম্মানিত উচ্চপদবী-সমূহ আভিজাত্য-কুলের বংশপরম্পরাগত মৌরশী সম্পত্তি নহে। অজ্ঞাতকুলশীল সামান্য ব্যক্তিও গুণপনা দেখাইয়া, এখানে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে। এ হেন মুসলমান সাম্রাজ্যের অসংখ্য মুসলমান প্রজাগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে রুশিয়াবাসী থিয়োদর বলিয়া চিনিতে পারিবে না,—আত্মগোপন করিয়া—ব্যক্তিবিশেষের সাহায্য না লইয়া—কেবলমাত্র তরবারি-সহায়ে আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইবার এমন রাজ্য আর কোথাও নাই। অপরাপর—ইউরোপীয় রাজ্য অপেক্ষা সুলতানের রাজ্যে অশান্তি—যুদ্ধবিগ্রহ কিছু বেশী। তাঁহাকে সদাসর্ব্বদা কোন না কোন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। সুতরাং অন্য কোন রাজ্যে তাঁহার ঈপ্সীত উন্নতির পথ এত সুগম হইবে না ভাবিয়া, তিনি এ রাজ্যে রাজ-প্রসাদ লাভের জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছেন।

থিয়দর উত্তম লেখাপড়া জানেন। আর্ম নগরের সামরিক বিদ্যালয়ে

অবস্থান কালে মাতৃভাষা ব্যতীত, তিনি আরও অনেক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রবল অধ্যবসায় এবং আন্তরিক যত্নের সহিত তিনি জর্মাণি, ইতালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং তুরস্কের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং যে রাজ্যে তিনি কর্ম্মপ্রার্থী হইবেন, তাহার চলিত ভাষায় তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন। এ দেশের ইতিহাস এবং রাজনীতিতেও তাঁহ'র যথেষ্ট অধিকার আছে এবং বিস্তীর্ণ রুশিয়া রাজ্য যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অপরার্দ্ধ তুরস্ক সুলতানের অধিকারে থাকায়, এ দেশের আচার-ব্যবহার এবং স্বভাব-চরিত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি যখন রাজধানীতে উপনীত হইলেন, তখন মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়। মস্‌জিদে মস্‌জিদে দৈনন্দিন তৃতীয় উপাসনা হইতেছে। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে মৃদুকদমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং চলিতে চলিতে স্বাস্থ্যকর, স্বাচ্ছন্দ জনক, সুলভ পান্থাবাসের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটী হোটেলে উপস্থিত হইয়া, যত সত্বর সম্ভব, স্নান এবং বস্ত্রপরিবর্ত্তন-কার্য্য সমাধা করিলেন। আহারাদির পর, অশ্বটীর একবার তত্ত্বাবধান করিয়া, খস্রু পাশার প্রাসাদ দেখাইয়া দিবার জন্য একজন পথপ্রদর্শকের প্রার্থনা করিলেন।

খস্রুপাশা রাজ্যের প্রধান সেনানায়ক এবং যুদ্ধ-বৈঠকের প্রধান মন্ত্রী। থিয়োদর তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া হোটেল-স্বামীর নিকট একজন পথ-প্রদর্শকের প্রার্থনা করায়, সবিস্ময়ে বিস্ফারিতনেত্রে লোকটা চীৎকার করিয়া উঠিল। থিয়োদরের আকৃতি বা বাহ্য গঠন ধীর, শান্ত, —তাঁহার পরিচ্ছদ সৈনিকপুরুষের মত হইলেও, মাসাবধি পরিধান করিয়া থাকাতে এবং ক্রমাগত পথপর্য্যটনে বড়ই মলিন হইয়াছিল। খস্রুপাশা রাজ্যের একজন প্রধান লোক, থিয়োদরের মত মলিনবেশ কোন যুবক

তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতে যাইতেছে শুনিয়া হোটেলস্বামী সাশ্চর্য্যে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

থিয়দর। অমন করিয়া চাহিতেছেন কেন ? এ সময়ে কি মন্ত্রীবরের সাক্ষাৎ পাইব না ?

তুর্কী। এই সময়ই—মধ্যাহ্নের পর হইতে সান্ধ্য-প্রার্থনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রশস্ত সময়।

থিয়দর। তবে আমার সহিত একজন পথপ্রদর্শক দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন ?

তুর্কী। আমার ইতস্ততঃ করিবার অন্য কারণ আছে,—আপনার ও পোষাকটা পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হইত।

থিয়দর। সত্য! কিন্তু উপস্থিত আমার নিকট ইহার অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছদ নাই।

তুর্কী :একজন পথ-প্রদর্শক সংগ্রহ করিয়া দিল। থিয়দর তাহার সহিত চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন, "তুরস্কের রাজকর্ম্মচারীগণের সহিত সাক্ষাৎ করা দুরূহ ব্যাপার হইতে পারে কিন্তু একবার এই বাধা অতিক্রম করিতে পারিলে, একবার এখানে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে, সাহসী, দৃঢ়সংকল্প এবং অধ্যব্যাসায়ী কোন যুবকের আত্মোন্নতি করা অসম্ভব নয়।"

থিয়দর এইরূপ ভাবের চিন্তা করিতে .করিতে রাজপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—সংকীর্ণ গলির মধ্যে সৌধশ্রেণীর সম্মুখ-ভাগ হেলিয়া পুরোবর্ত্তী অপর বাটীর গাত্র প্রায় স্পর্শ করিতেছে। প্রশস্ত লোকাকীর্ণ রাজপথেরও অভাব নাই। পথের উভয়পার্শ্বে গগনস্পর্শী হর্ম্ম্যমালা—মধ্যে মধ্যে বাজার—বাজারে বাজারে সুন্দর সজ্জিত, বিবিধ পণ্যপরিপূর্ণ আপণশ্রেণী। স্থানে স্থানে মসজিদ। তুর্কীদের সহিত মিশিয়া

কত আর্ম্মণী, কত ইহুদি, কত গ্রীক, এবং বহু ফরাসী আপন আপন কার্য্যে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছে। থিয়দর তাঁহার পথপ্রদর্শকের সহিত নগরশোভা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা একটী প্রাসাদের তোরণসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দ্বারের দুই দিকে দুই জন সশস্ত্র প্রহরী দ্বার রক্ষা করিতেছে। পথ চিনিয়া হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন ভাবিয়া, প্রদর্শককে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন এবং সাহস সহকারে সেনাধ্যক্ষের প্রাসাদ তোরণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সামরিক রীতিনীতিতে তিনি অভ্যস্ত। দ্বার-রক্ষী প্রহরীদের কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ফটক পার হইয়া, প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র একজন কাফ্রি দৌবারিক তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

গম্ভীরতাপূর্ণ শিষ্টাচারের সহিত দৌবারিক জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে আপনার আবশ্যক ?"

থিয়দর। মহামান্য খস্রুপাশার সহিত আমি কোন বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে ইচ্ছা করি।

দৌবারিক। সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া তিনি এখন দরবার করিতেছেন,—এ সময়ে তথায় অপর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই।

থিয়দর। দরবার ভঙ্গের পর ?

সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে একটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া ধরিলেন। রক্ষী কহিল, "মহাশয়! যদি উহার পরিমাণ শতগুণও বাড়াইয়া দেন, আজ কোন রূপেই আপনার আশা পূর্ণ করিতে পারিব না।

থিয়দর। কাল ?

দৌবারিক। কাল চেষ্টা করিব।

তুর্কী অথবা তাহাদের ভৃত্যেরা বড়ই সতর্ক, বড়ই চতুর। তাহারা সহসা কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে চাহে না।

ভগ্নান্তঃকরণে থিয়দর হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। হতাশা বহুক্ষণ যুবক-হৃদয় অধিকার করিতে পারে না। আজ যে কার্য্যে বিফল হইয়াছেন, কাল সে কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন ভাবিয়া, হৃদয়কে আশ্বস্ত করিলেন। পরদিন যথাসময়ে পাশার দ্বারে উপনীত হইলেন,—আজও কোন অনিবার্য্য কারণে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। এইরূপে এক দিন, দুই দিন করিয়া একপক্ষ অতীত হইল—ইহার মধ্যে কোনরূপে খস্রুপাশার সহিত সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পাইলেন না। ক্রমশঃ তিনি হতাশ এবং ভগ্নান্তঃকরণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। হোটেলে যে নামে তিনি পরিচিত, সেই নাম স্বাক্ষরিত একখানি দরখাস্তও উক্ত কর্ম্মচারীর সমীপে প্রেরিত হইয়াছে, অদ্যাবধি তাহারও কোন প্রত্যুত্তর না আসাতে, তিনি আরও অধিকতর নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

খস্রুপাশার সহিত সাক্ষাৎ করা দূরে থাক, এই একপক্ষের মধ্যে তাঁহার আকৃতি কিরূপ,—তাহাও তিনি দেখিতে পান নাই। সম্প্রতি মন্ত্রীবর শারীরিক কিছু অসুস্থ থাকায় প্রায়ই তাঁহার প্রাসাদ মধ্যে বাস করেন। যদি কখনও রাজ-দরবারে উপস্থিত হইবার আবশ্যক হইয়াছে, শরীর-রক্ষীগণের দ্বারা এরূপভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে কোন সাক্ষাৎপ্রার্থীর তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া একরূপ অসম্ভব কার্য্য।

পক্ষান্তরে থিয়দর শুনিলেন, খস্রুপাশা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন এবং খুব সম্ভবতঃ অদ্য সান্ধ্য উপাসনায় তিনি নিকটবর্ত্তী কোন ভজনালয়ে উপস্থিত হইবেন। মুসলমান রাজকর্ম্মচারীরা প্রায়ই এইরূপ সময়ে, উপাসনা শেষ করিয়া ভজনালয় হইতে বহির্গত হইবার কালে অনেক অর্থী প্রত্যর্থীর দরখাস্তাদি গ্রহণ করেন। এই সংবাদ

অবগত হইবামাত্র থিয়দরও একখানি দরখাস্তে স্থলতানের সেবায় তাঁহার প্রবেশলাভের আগ্রহাতিশয্য লিপিবদ্ধ করিয়া, তাঁহার দর্শনলাভের আশায় উৎফুল্লান্তঃকরণে নির্দ্দিষ্ট মসজিদের দ্বারে উপনীত হইলেন। সে স্থানে তাঁহার মত আরও অনেক লোক সমবেত হইয়াছে। কিন্তু সকলকেই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইল। মন্ত্রীবর বিশেষ কোন কার্য্যবশতঃ অদ্য এ ভজনাগারে আসিতে সমর্থ হন নাই।

নিরাশভগ্নহৃদয়ে কোনরূপে সেই জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া, থিয়দর চিন্তাকুল অবসন্নমনে, মন্থরগমনে পথাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কোন্ পথে কোথায় যাইতেছেন, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য রহিল না। অবশেষে যখন চিন্তার ঘোর ভাঙ্গিল, দেখিলেন সহরের কোন একটা নিতান্ত অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়াছে। তিনি একটা লোকসমাগমশূন্য অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ নাই, কেবল তাঁহার নিজের পদশব্দের প্রতিধ্বনি এবং সারমেয়-কুলের কঠোর চীৎকার-রব কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে।

থিয়দর ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, হোটেলে যাইবার পথ জানিয়া লইবেন বলিয়া ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন কিন্তু সে পথে জনমানবের সাক্ষাৎ পাইলেন না। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, একটা গলির মোড় ফিরিবামাত্র সাগরতটে উপস্থিত হইলেন। সহসা কতকগুলা মদ্যপের আনন্দ-কোলাহল তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই একটা ছোট পান্থাবাস—তাহার দ্বারে মিট্ মিট্ করিয়া আলোক জ্বলিতেছে। সেই ক্ষীণালোকে দূর হইতে দেখিলেন, ছয়জন লোক মদ খাইয়া

বিকট চীৎকার করিতে করিতে হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা যে ফ্রান্সদেশীয় নাবিক—আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য জাহাজ হইতে তীরে আসিয়াছে, তাহা তাহাদের বেশভূষা হইতে বেশ বুঝিতে পারিলেন।

সহসা মাতালগুলা আরও চীৎকার করিয়া উঠিল। থিয়দর শুনিলেন, একজন বলিতেছে, "একটা বুড় মুসলমান! এস তাহাকে ধরিয়া খানিকটা মদ খাওয়াইয়া দিই।"

দ্বিতীয় এক ব্যক্তি রসের মাত্রা আর একটু বাড়াইয়া কহিল, "উহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ খাইতে নাই—বুড় কখনও মদের আস্বাদ পায় নাই—এস তাহাকে জন্মের শোধ একবার মদের আস্বাদ বুঝাইয়া দিই।"

তৃতীয় কহিল, "বুড়কে পাকড়াইয়া হোটেলের মধ্যে লইয়া চল, বড়ই মজা হইবে।"

থিয়দর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, বাস্তবিকই পক্ককেশ বৃদ্ধ এক সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। মদ্যপের দল সহসা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হোটেলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধ বেশ পরিস্কার ফরাসী ভাষায় তাহাদের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে লাগিল এবং যথাসাধ্য বল প্রকাশ করিতেও ত্রুটী করিল না।

বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া থিয়দরের মমতা হইল মাতালগুলার এবম্বিধ অত্যাচার আর দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিলেন না। বলপূর্ব্বক নবিকগণের মধ্যবর্ত্তী হইলেন এবং ধাক্কা মারিয়া, তাহাদিগকে হটাইয়া দিয়া, বৃদ্ধকে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিলেন। নিমিষের মধ্যে এ কার্য্য সমাহিত হইল। মত্ত নাবিকদল যখন বুঝিল বৃদ্ধের সাহায্যকারী

একজনমাত্র, তখন তাহারা ক্রোধে ও অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। থিয়দর বৃদ্ধকে একপার্শ্বে টানিয়া লইয়া, অপর হস্তে তাঁহার অসি কোষোন্মুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন।

ফরাসি নাবিকেরা তখন সকলেই নিরস্ত্র, তথাপি তাহারা এই অপরিণামদর্শী যুবককে তাঁহার কার্য্যের প্রতিফল দিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে তাহাদের একজন অধ্যক্ষ তথায় উপস্থিত হইয়া, তন্মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। বশ্যতা বা ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আদেশ পালনে তাহারা এতদূর অভ্যস্ত যে, বিনা বাক্যব্যয়ে অবনতমস্তকে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। অবসর বুঝিয়া থিয়দরও বৃদ্ধকে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

সাগরতটের সেই ক্ষীণালোকে থিয়দর দেখিলেন, তিনি যে লোক-টীকে এইমাত্র রক্ষা করিলেন, তাহার বয়স প্রায় ষাইট বৎসর। বেশ দরিদ্রের মত হইলেও, ছদ্মবেশী কোন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া মনে হয়। মাতালদের কবল হইতে রক্ষা পাইবামাত্র, লোকটা সহসা প্রকৃতিস্থ এবং অবিচলিত হইয়া উঠিল। অতি প্রবল মানসিক বল না থাকিলে কেহ কখনই এত সত্বর আত্মসংযম করিতে সমর্থ হয় না।

বৃদ্ধ ফরাসি ভাষায় তাহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। থিয়দর তুর্কী ভাষায় তাহার প্রত্যুত্তর করিলে, বৃদ্ধ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি তাহা হইলে ফরাসী নও?"

থিয়দর। না মহাশয়! আমি অদ্রিয়াতিক সাগরের পূর্ব্বোপকূল-বর্ত্তী কোন জনপদের অধিবাসী।

বৃদ্ধ। তাহা হইলে ডালমেসিয়া অথবা ক্রশিয়ায় তোমার বাড়ী?

থিয়দর। আমি রুশিয়াবাসী। অস্ত্রিয়ার শাসন আমার প্রীতিকর নয়—সেই জন্য আমি দেশত্যাগী হইয়াছি।

বৃদ্ধ। কি অভিপ্রায়ে কনস্তান্তিনোপলে আসিয়াছ?

থিয়দর। আমি সুলতানের সৈনিক-বিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ পনের দিন চেষ্টা করিয়াও, সেনাধ্যক্ষের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইলাম না।

বৃদ্ধ। আমাদের এ রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। সে যাহা হউক, তুমি এখানে কোথায় থাক এবং এ স্থানেই বা কি করিতে আসিয়াছিলে? সন্ধ্যার পর আমাদের এ স্থান তত নিরাপদ নয়।

থিয়দর সংক্ষেপে তাঁহার এ স্থানে আসিবার কারণ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া বৃদ্ধ কহিল, "তুমি আমার বড়ই উপকার করিয়াছ, আমি কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তোমাকে তোমার হোটেল পর্য্যন্ত দিয়া আসিব—আর আমার কুটীরও সেই রাস্তার নিকটে।"

থিয়দর এই ভক্তিভাজন বৃদ্ধকে এই সাহায্য করার জন্য পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কহিল, "খৃষ্টান-যুবক! অদ্যাবধি কৃতকার্য্য হইতে পার নাই বলিয়া, একেবারে নিরাশ হইও না। অধ্যবসায়ই সাফল্যের জন্মদাতা। আমার যদি কোন ক্ষমতা থাকিত, তোমার সাহায্য করিতাম! কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই—আমি অতি দরিদ্র! যাহা হউক, বৃদ্ধের কথা শোন—ভগ্নাশ হইও না—পুনঃ পুনঃ পাশার দ্বারে উপনীত হইতে বিস্মৃত হইও না। নিশ্চয় একদিন তোমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবে। ঐ তোমার হোটেল—যাও, বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদে তুমি শীঘ্র সফলমনোরথ হইবে!"

থিয়দর বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া, হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হওয়াতে, তিনি একরূপ ভগ্নোদ্যম এবং নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অদ্য বৃদ্ধের কথায় তাঁহার হৃদয় আশ্বস্ত এবং নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। শয়ন করিবার পূর্ব্বে চিহ্নিত স্বর্ণ-মুদ্রাটী বাহির করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, যদি কখনও তিনি সৌভাগ্য-শিখরে আরোহণ করিতে পারেন, কোন না কোন বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা এই অভিজ্ঞান তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট প্রেরণ করিবেন। মনফ্রেডের কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবামাত্র, তাঁহার চক্ষে জল আসিল। আহা,—হতভাগ্য প্রভুভক্ত সৈনিক যদি জীবিত থাকিত, এ সময়ে তাহার দ্বারা কতই না তাঁহার উপকার সাধিত হইত!

থিয়দর নিদ্রাঘোরে সে রাত্রিতে অনেক সুখের স্বপ্ন দেখিলেন। প্রভাতে যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, ভাবিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধ তুর্কী যেই হউক,—তাহার কথায় আমি আশ্বস্ত হইয়াছি।"

অপরাহ্ণে—নির্দ্ধারিত সময়ে থিয়দর পুনরায় খস্রুপাশার আবাসাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। অপরাপর দিন অপেক্ষা আজ তাঁহার বেশভূষা কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অনেক তুর্কী-মহিলা, তাহাদের শুভ্র নিবিড়াব-গুণ্ঠনের মধ্য দিয়া, তাঁহার উপর পুলকচঞ্চলদৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিতে লাগিল।

থিয়দর ফটক পার হইয়া, পাশার প্রাসাদ-দ্বারে উপনীত হইবামাত্র, কাফ্রি দৌবারিক তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, অপরাপর দিনের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! কাহাকে আপনার আবশ্যক?"

থিয়দর তাঁহার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিলে, দ্বারবান মস্তক অবনত করিয়া কহিল, "আসুন আমার সঙ্গে!"

থিয়দরের অন্তর আনন্দে নাচিয়া উঠিল। অদ্য এখানে আসিবার জন্য যাত্রা করিয়া অবধি, তাঁহার হৃদয় কেমন একটা অননুভূত আনন্দে

অভিভূত হইতেছিল সত্য, তথাপি এতখানি সফলতা-লাভের প্রত্যাশা একবারও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি কাফ্রি-দাসের অনুসরণ করিয়া, অপর একটা প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। ইহার মধ্যস্থলে কৃত্রিম ঝরণা,—তাহার চারিপাশে বিবিধ বৃক্ষ—মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠাসন—সেখানে বিবিধ বিচিত্র বেশধারী ভৃত্যবর্গ—কেহ বা বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কেহ বা অপরের সহিত গল্প করিতেছে। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, আর একটা খিলানকরা দ্বার পাইলেন—তাহার মধ্য দিয়া একটা বারান্দার নীচে উপস্থিত হইবামাত্র, কাফ্রি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

দুইটী বালক ভৃত্য আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের বেশভূষা অনেকটা সৈনিকপুরুষের মত। তিনি তাঁহাদের সহিত মর্ম্মর-সোপান অবলম্বন করিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিলেন। সোপানবলীর উভয় পার্শ্বে ফুলদানে বিবিধ সুরভিত কুসুমের চারু শোভা,—সোপান-শ্রেণীর উপরেই দুইটী দীর্ঘ রুদ্ধদ্বার। বালক ভৃত্যের করস্পর্শমাত্র উন্মুক্ত হইল। অনতিপরিসর একটী কক্ষ—কক্ষে বহু সৈনিক-কর্ম্মচারী সমবেত। তাঁহারা সেই কক্ষে উপনীত হইবামাত্র, দুইজন কাফ্রি-ভৃত্য কক্ষের অপর প্রান্তবর্ত্তী একটী রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। থিয়দর তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহার পশ্চাতে দ্বার পুনঃ রুদ্ধ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখের তক্তে একজন সমাসীন তাঁহার উভয় পার্শ্বে বহু সৈনিক-কর্ম্মচারী। এই সমাসীন ব্যক্তিই যে সমর-সদস্য এবং সেনাপতি খস্রুপাশা—তাহাতে আর সন্দেহ নাই ভাবিয়া, থিয়দর মস্তক নমিত করিয়া অভিবাদন করিলেন।

যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে, অদ্য তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া, অত্যধিক আনন্দে তাঁহার হৃদয় সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ হইয়া,

তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পুনরায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, আপনার দৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না,—চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া পুনরায় চাহিলেন, —দেখিলেন, এ তাঁহার দৃষ্টিবিভ্রম নয়—সত্য—বাস্তব ঘটনা! এই সেনাধ্যক্ষ খস্রুপাশা অপর কেহ নয়,—কাল সন্ধ্যাকালে উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপ-কুলের কবল হইতে যাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন,—সেই দরিদ্র বৃদ্ধ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খস্রুপাশা

থিয়দর যে কক্ষে নীত হইলেন, তাহা অতি সুন্দর সজ্জিত। মখমল-মণ্ডিত সোফাগুলির চারিদিকে স্বর্ণ-ঝালর ঝুলিতেছিল—তাহার উপর হেমখচিত কোমল গদি বিছান ছিল। পাশার এই দরবার গৃহে সে সময়ে যে সকল উচ্চপদস্থ সামরিক-কর্ম্মচারী সমবেত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই পরিধানে বহুমূল্যের মনোহর পরিচ্ছদ। এই কর্ম্মচারীগণের মধ্যে জেনিসারি সেনাদলের অধিনায়ক আগা বা কলোনেলও উপস্থিত ছিলেন।

থিয়দরকে বিস্ময়-স্তম্ভিত নিরীক্ষণ করিয়া, খস্রুপাশার কারুণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল হাস্য-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ঈষৎ হস্তসঞ্চালনে কর্ম্মচারী-গণ কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। এক্ষণে সে কক্ষে থিয়দর এবং পাশা ভিন্ন আর কেহ রহিল না।

পাশা তাঁহাকে কোমলকণ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যুবক! এদিকে

সরিয়া আইস। তুমি কাল আমার যে উপকার করিয়াছ,—তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিবার এই অবসর পাইয়া, আমি বড়ই কৃতার্থ হইয়াছি। তোমার সাহায্য না পাইলে, ফরাসি-কুকুরেরা আমাকে বলপূর্ব্বক হোটেলের মধ্যে পুরিয়া অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং হাস্যাস্পদ করিত। আমাদের মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ-মুসলমান যাহারা, চিরকাল তাহারা আমাকে বিদ্রূপ-বাণে ব্যথিত করিত। কিন্তু তুমিই কাল আমাকে এই সকল অপমানের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছ,—তজ্জন্য আমি তোমার নিকট যাহার পর নাই কৃতজ্ঞ।"

থিয়দর। কাল আমি আপনাকে চিনিতে না পারায়, আপনার সহিত সাধারণ লোকের মত কথা কহিয়াছি,—আমার এ অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

খস্রুপাশা। কিছুমাত্র না। কালই আমি তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতাম, কিন্তু আমার মনে বড় একটা কৌতূহল জন্মিল,—আমি তোমার অধ্যবসায় পরীক্ষা করিবার জন্য এবং সামান্য একজন বৃদ্ধের কথায় কতখানি তুমি আস্থা স্থাপন কর, তাহাই দেখিবার জন্য তোমাকে সে সময়ে আত্মপরিচয় দিই নাই। প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই, তুমি আসিলে, তোমাকে আমার সকাশে লইয়া আসিবার জন্য আদেশ দিয়া রাখিয়াছিলাম।

থিয়দর পুনরায় মস্তকাবনত করিলেন। পাশা মহাশয় তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি তাঁহার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলে, সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল তোমার মুখে শুনিয়াছি, তুমি ক্রশিয়ার অধিবাসী —এবং তোমার কথার আভাসে বুঝিয়াছি তুমি পূর্ব্বে অস্ট্রিয়ার সেনাবিভাগে কর্ম্ম করিতে।"

থিয়দর বৃদ্ধের চক্ষের দিকে চাহিয়া, কি উত্তর করিবেন,—ইতস্ততঃ

করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পাশা কহিলেন, "তোমাকে সত্যবাদী বলিয়াই আমার বিশ্বাস!"

থিয়দর। আমি আপনার নিকট এমন কোন কথা কহি নাই—মিথ্যার ছায়ামাত্র বর্ত্তমান আছে।

খস্রুপাশা। তুমি আমার খাতাঞ্চীর বরাবর যে দরখাস্ত পেশ করিয়াছ, তাহাতে "হুবিজ" নাম স্বাক্ষরিত আছে।

থিয়দরের গণ্ডদ্বয় আরক্তিম হইয়া উঠিল কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ শান্তভাবে উত্তর করিলেন, "সত্য! সে আমার প্রকৃত নাম নয়। কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এ পর্য্যন্ত আমার কোন কার্য্যে আমার পিতৃদত্ত নাম কলঙ্কিত হয় নাই।"

খস্রুপাশা। তাহা আমি জানি। তুমি নৈতিক পাপে পাপী না হইলেও, কঠোর সামরিক বিধানে তোমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

থিয়দর। দেখিতেছি আপনি অনেক বিষয়ই অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনিই বিবেচনা করিয়া বলুন, যদি আমি ছদ্মনাম গ্রহণ না করিয়া, আমার পূর্ব্ব—

খস্রুপাশা। আমি সেজন্য তোমায় কোন দোষ দিতেছি না কিম্বা আমার ক্ষমতায় তোমার যতখানি সাহায্য হইতে পারে, সে পথেও কোন কণ্টক পড়িতেছে না! প্রথমতঃ আমার বিষয় শোন:—আমি প্রায়ই সন্ধ্যার পর ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বাহির হই। সৈন্যেরা শান্তভাবে কাল-যাপন করিতেছে কিনা—দুর্দ্ধর্ষ জানিসারি সেনাগণ উচ্ছৃঙ্খলতা অবলম্বন করিয়াছে কিনা—এবং সুলতান মামুদের নবপ্রবর্ত্তিত সংস্কার লইয়া, লোকে কাণাঘুষা করে কিনা—তাহাই গোপনে জানিবার জন্য অপরাপর দিবসের ন্যায় কালও বাহির হইয়া ছিলাম। এ গেল আমার কথা—এক্ষণে তোমার বিষয় থিয়দর লোতস—

থিয়দর। আপনি আমার নাম পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছেন! কিন্তু কিরূপে—

খস্রুপাশা। তুরস্কের সীমা পর্য্যন্ত অস্ত্রীয় সেনা তোমার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছিল। ইহা হইতেই রুশিয়ার গভর্ণর সাহেব অনুমান করিয়া লইয়াছেন, নিশ্চয় তুমি কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া রাজধানী পর্য্যন্ত আসিবে। প্রতিহিংসাপরায়ণ বাণ এখানে তোমার ভাবী উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিবার জন্য, তাবৎ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া, আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছেন।

থিয়দর। বুঝিয়াছি, আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ঘটনাটাকে অতি-রঞ্জিত করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই।

খস্রুপাশা। কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমি তোমার বিরুদ্ধে কোনরূপ কুসংস্কারাবদ্ধ হই নাই। রুশিয়ার দূত অদ্য প্রাতঃকালে মাত্র রাজধানীতে পঁহুছিয়াছে। পত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তোমার বর্ণনা থাকাতে গত কল্যকার আমার পরিত্রাতাই যে এই পলাতক আসামী, তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না।

থিয়দর। তাহা হইলে, আপনার কর্ম্মচারীমাত্রেই আমার স্বরূপ অবগত হইয়াছে।

খস্রুপাশা। যদি হইয়াই থাকে, তোমার লজ্জিত হইবার কি কারণ আছে? ভয় নাই—আমার খাতাঞ্চী ভিন্ন অন্য কেহ ইহার বিন্দুমাত্র অবগত নয়। আর খাতাঞ্চী যিনি—বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং তোমার গুপ্ত ব্যক্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আমি তোমার উদ্দেশ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যুবক! একটী সর্ত্ত—

থিয়দর। জানি মহাশয়!

থিয়দরের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। আরক্তিমগণ্ডে কহিলেন, "সবই জানি! এ দেশের রীতি-নীতিতে আমি নিতান্ত অনভ্যস্ত নই! এক কথায়, মহামান্য স্থলতানের সরকারে কার্য্য গ্রহণ করিতে হইলে, আমাকে আমার পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্ম-বিশ্বাস যে বিসর্জ্জন দিতে হইবে—তাহা আমি জানি।"

খস্রুপাশা। যুবক! যদি তোমার কষ্ট বোধ হয়—অন্তরে আঘাত লাগে, এখনও নিরস্ত হও। সহসা কোন কার্য্য করিয়া, যাবজ্জীবন অনুতাপ ভোগ করা ভাল নয়। তদ্ভিন্ন ভগ্নহৃদয়—বিবেকবিদ্ধ সৈনিকের দ্বারা আমাদের কোন কার্য্যই হইবে না। শোন থিয়দর! আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণভারে আনত—যে কোন উপায়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করা আমার কর্ত্তব্য। যদি তুমি পৈতৃকধর্ম্ম পরিহার করিতে সঙ্কোচ বোধ কর—আমার কথা শোন, তোমার যত অর্থের আবশ্যক হয়, তাহা আমি দিতেছি—লইয়া কোন দূরতর প্রদেশে—

থিয়দর। মহাশয়! আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে কখনও না কখনও অস্ত্র ধরিতে সমর্থ হইব বলিয়া, আমি আমার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত।

খস্রুপাশা। উত্তম। অস্ট্রিয়ার উপর জাতক্রোধ হইবার তোমার আরও অনেক কারণ আছে। আমি এখনও তোমাকে সমস্ত বলি নাই।

থিয়দর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তির মত লাফাইয়া উঠিলেন। সাগ্রহে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর—তাঁহার স্ত্রী,—শিশুপুত্র—আমার বৃদ্ধ খুল্লতাত,—হায় তাহাদেরও—"

খস্রুপাশা। নবীন বন্ধু! উতলা হইও না! চাঞ্চল্য বা অধীরতা দ্বারা গত বিষয়ের কোনই প্রতিকার হয় না। আল্লা ন্যায়বান্—সর্ব্বশাস্তা! তিনি সকলের পাপের শাস্তি দেন।

থিয়দর! কিন্তু তাহারা আছে না মরিয়াছে? আমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই কি বাপের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইয়াছে?

খস্রুপাশা। না—তাহারা নিরাপদে আছে।

থিয়দর। ভগবান! তোমায় শত সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু মহাশয় আপনার কথার ভাবে, আপনার চোখের দৃষ্টিতে, আপনার আকার-ইঙ্গিতে বুঝিতেছি, নিশ্চয় তাহাদিগকে কোনরূপ নির্য্যাতনগ্রস্ত করা হইয়াছে।

খস্রুপাশা। তুমি তোমার সহচরকে লইয়া, সর্ব্বপ্রথমে প্লাস্কিতে তোমার আত্মীয়ের আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছিলে—সেই স্থান হইতেই তোমরা অস্ত্রাদি সংগ্রহ কর জানিতে পারিয়া, রুশিয়ার গভর্ণর তাহাদিগকে অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য হইতে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।

থিয়দর। তাঁহারা কোন্ দিকে—কোথায় গিয়াছেন?

খস্রুপাশা। তাহা আমি অবগত নহি—যে দূত আসিয়াছিল, সেও এ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা বলিতে পারিল না।

থিয়দরের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমার জন্যই আমার ভাই, ভ্রাতৃজায়া, শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র, ভক্তিভাজন বৃদ্ধ খুল্লতাত আশ্রয়হীন—গৃহ ছাড়িয়া বিশাল বিশ্বের কোন্ নিভৃত-প্রদেশে মনের দুঃখে কালযাপন করিতেছে! আমার জন্য তাঁহারা দণ্ডিত হইল! ভগবান কি এ অত্যাচার—এ অবিচার সহ্য করিবেন? না—কখনই না। সর্ব্বশাস্তা! আমার বাহুতে শক্তি দাও—আমি যেন গর্ব্বিত অত্যাচারী অষ্ট্রিয়ার এ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারি।"

মুহূর্ত্ত নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, চোখের জল মুছিয়া, উত্তেজিত-কণ্ঠে যুবক কহিলেন, "ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে আমার মনে এখন

আর বিন্দুমাত্র দ্বিধাভাব নাই। আজ হইতে আপনার দেশ, আমার দেশ—আপনাদের ধর্ম্ম, আমার ধর্ম্ম—আপনাদের আচার-ব্যবহার—রীতি-নীতি,—যাহা কিছু বলুন—সমস্তই আমি গ্রহণ করিলাম। কেন করিলাম জানেন? একদিন না একদিন মুক্ততরবারিকরে অষ্ট্রিয়ার অসহনীয় এই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে পারিব বলিয়া!"

খস্রুপাশা। যুবক! তোমাকে উত্তেজিত করিবার জন্য কিম্বা তোমার হৃদয় হইতে আশৈশবের ধর্ম্মবিশ্বাস মুছিয়া ফেলিয়া, নবধর্ম্ম গ্রহণান্তর সুলতানের পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইবার জন্যই যে, এই সংবাদ প্রদান করিলাম—তাহা যেন মনে করিও না। তোমার সহোদর প্রভৃতির জন্য সর্ব্বদা অনিশ্চিত উদ্বেগ ভোগ না করিয়া, তুমি তাহাদের প্রকৃত সমাচার অবগত হইতে পারিবে বলিয়াই, আমি তোমাকে ঐ নির্ব্বাসন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম,—নচেৎ বলিতাম না।

থিয়দরের চক্ষে এক্ষণে আর বিন্দুমাত্র অশ্রু নাই। মুখকান্তি নিতান্ত মলিন হইলেও, তাহাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার কঠোরতা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল। তিনি অবিচঞ্চলস্বরে কহিলেন, "আপনার সদয় আচরণ এবং সুবিচারে আমি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। জন্মভূমির সহিত আর আমার কোন সম্পর্ক নাই। এখন হইতে যে দেশের আমি অধিবাসী,—আবশ্যক হইলে তাহার জন্য সমরক্ষেত্রে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিব। আমি দৃঢ় হইয়াছি,—আমার চক্ষে আর কখনও এক-বিন্দু অশ্রু দেখিতে পাইবেন না—এখন কেবল প্রতিহিংসা!"

খস্রুপাশা একজন অভিজ্ঞ সাহসী সৈনিক। বীরত্বপূর্ণ উত্তেজক বাক্য শুনিতে তিনি ভালবাসেন। তিনি হর্ষবিস্ফারিতনেত্রে থিয়দরের মুখপানে চাহিয়া, চাহিয়া, আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার

অভিজ্ঞনেত্রে দেখিলেন, উত্তেজনাবশে যুবকের দেহ যেন ফুলিয়া দ্বিগুণিত হইতেছে,—তাঁহার নয়ন হইতে ভয়ঙ্কর জ্বালাময় অনলকণা যেন বিস্ফুরিত হইতেছে,—তাঁহার সর্ব্বশরীরে যেন একটা অমানুষিক দৈবভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি এই প্রকার শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শনের পক্ষপাতী। তিনিও একজন ঘোর অস্ত্রিয়া-বিদ্বেষী। তরুণ যুবকের তেজগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার বৃদ্ধ-হৃদয়ে নববল সঞ্চারিত হইল, জরাগ্রস্ত শীতল শোণিত উতপ্ত হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ সৈনিক কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে অবস্থান করিয়া কহিলেন, "নবীনবন্ধু! আজ হইতে তোমার ভাগ্যসূত্র আমার করে স্থাপিত হইল। নিশ্চয় কোন মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভগবান তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। আর একজন আমার অতি প্রিয় আছে—কাল বাটী ফিরিয়াই তাহার নিকট তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছি। একজন অপরিচিত খ্রীষ্টান যুবকের অযাচিত সদাশয়তাপূর্ণ সাহায্যের বিষয়ও বলিয়াছি। তাহার হৃদয় তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। আমাদের সমাজ-নীতির অনুমোদিত না হইলেও, আমি তোমাকে তাহার নিজমুখ হইতে ধন্যবাদ-বাণী শুনিবার অবসর দিতেছি। তোমাকে যে আমি কতখানি প্রীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি, ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ পাশা গাত্রোত্থান করিলেন এবং হেমময় কারুকার্য্যখচিত মখমল-পরদা অপসারিত করিয়া, একটী রুদ্ধদ্বারে ধীরে করাঘাত করিলেন। নিঃশব্দে দ্বার মুক্ত করিয়া, এক কাফ্রি-কিঙ্কর অভিবাদনপূর্ব্বক যুক্তকরে প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। পাশা মৃদু-স্বরে তাহাকে কি উপদেশ দিয়া, থিয়দরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন

এবং তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "তুমি তাহা হইলে সকল সর্ত্ত পূর্ণ করিয়া, স্থলতানের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে সম্মত?"

থিয়দর। আজ্ঞা হাঁ।

খস্রু পাশা। তুমি তোমার স্বদেশ, স্বধর্ম্ম এমন কি তোমার স্বনাম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সম্মত?

থিয়দর। হাঁ।

খস্রু পাশা। এখন হইতে তাহা হইলে তুমি "ওমার" নামে পরিচিত হইলে। পূর্ব্ব নামের সহিত আর তোমার কোন সম্পর্ক রহিল না। এখন হইতে তুমি আমাদের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্মবিশ্বাস, উপাসনা সমস্তই গ্রহণ করিলে?

থিয়দর। সমস্তই।

খস্রু পাশা। তবে যাও—এই ভৃত্য তোমাকে যেখানে লইয়া যায়,—সেই স্থানে যাও!

এখন হইতে আমরাও থিয়দর লোতসকে "ওমার" নামে অভিহিত করিব। ওমার নতজানু হইয়া পাশার হস্তচুম্বন করিয়া, কাফ্রি-দাসের সহিত প্রস্থান করিলেন।

কাফ্রি-দাস তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, একটা অপরিসর বারেন্দার মধ্য দিয়া, একটী বিস্তীর্ণ হলের মধ্যে উপস্থিত হইল। এ স্থান জনমানবের সমাগমশূন্য। এই হল বা দালানের তিন দিকে তিনটা পথ। প্রান্তবর্ত্তী একটা দ্বার-সমীপে উপনীত হইয়া, ভৃত্য ওমারকে দ্বার ঠেলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার ইঙ্গিত করিল। ওমার তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইল। কাফ্রি সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

দ্বার মুক্ত করিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র যে দৃশ্য নবীন যুবকের নয়নপথবর্ত্তী হইল, পর পরিচ্ছেদে আমরা তাহার বর্ণনা করিব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উদ্যানে।

ওমার এক পরম রমণীয় উদ্যানমধ্যে উপনীত হইলেন। গৃহ-প্রাঙ্গণে অসংখ্য বিবিধজাতীয় সুগন্ধি-কুসুম। মধ্যে মধ্যে চলিবার পথ। সে পথের বাহারই বা কত! মানুষের শিল্পচাতুর্য্য নৈসর্গ-শোভার অনুকরণ করিয়া, মনোমদ সৌন্দর্য্য বিকাশ পূর্ব্বক পড়িয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চৈন-মৃত্তিকা অথবা মর্ম্মর-প্রস্তর-গঠিত বিচিত্র পাত্র,—তাহাতে কোথাও সুরভি-কুসুম সঞ্চিত—কোথাও বা সুবাসিত স্নিগ্ধ সলিল সংরক্ষিত। মন্দানিল কুসুম-পরাগ মাখিয়া, প্রস্রবণের স্নিগ্ধ জলকণাভিসিক্ত হইয়া, ধীরে,—অতি ধীরে প্রবহমান হইতেছে। কলকণ্ঠ বিবিধ বর্ণের বিবিধ পতত্রধারী বিহঙ্গকুলের কল-কুজনে উদ্যান-ভূমি সর্ব্বদাই মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষের পত্রবহুল দোদুল্যমান শাখায় শাখায় পিঞ্জর—পিঞ্জরে পিঞ্জরে বিবিধ বিহঙ্গ। কোথাও সুগন্ধি কমলার বৃক্ষ—ফলভারে নত হইয়া দণ্ডায়মান। কোথাও দ্রাক্ষালতার নেত্রতৃপ্তিকর শোভা। শ্যামল ঘন পত্রপুঞ্জের মধ্যে গুচ্ছে গুচ্ছে মুক্তাদলের মত দ্রাক্ষাফলের সৌন্দর্য্য-বিকাশ। মধ্যে একটী লতাকুঞ্জ—চারিদিকে অর্দ্ধফুটন্ত গোলাপের বন। এই লতাগৃহের মধ্যস্থলে প্রবালখচিত দারুময় বহুমূল্য একখানি টেবিল। টেবিলের উপর একদিকে সরবতের পাত্র—অন্যদিকে সুন্দর চৈনিকপাত্রে বিবিধ সুস্বাদু ফল এবং বিবিধ মিষ্টান্ন। সমস্তই যেন কাহারও জলযোগের জন্য সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

এ উদ্যানের সুষমার তুলনা নাই। রাজ অট্টালিকার মত সৌন্দর্য্য-সম্পদে অতুলনীয়, মনোহর এক পুরীর মধ্যে এই উদ্যান অবস্থিত

হইলেও, বাহিরের কোন লোক এই প্রমোদ-কাননে প্রবেশ করিবা মাত্র মনে করে, বুঝি বা স্বপ্নঘোরে কোন পরী-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বৃক্ষ-বাটিকার চারিদিকে উন্নত প্রাচীর কিন্তু সহসা সে প্রাচীর কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কারণ প্রাচীরের ধারে ঘনসন্নিবিষ্ট তরুশ্রেণীর পত্রবহুল শাখাপ্রশাখার বিস্তারে প্রাচীরগাত্র সহজে কাহারও লক্ষীভূত হয় না। সেই সুশ্যামল নধর পত্রদলের মধ্যে দোদুল্যমান ফলগুলি মণি-মুক্তার মত শোভা বিকাশ করিতেছে।

ওমার সহসা এই ভূ-স্বর্গে নীত হইয়া, বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, প্রকৃতির চন্দ্রাতপ অনন্ত-প্রসারিত নীলাকাশ দেখিতে না পাইলে, তিনি যে মন্ত্রচালিত হইয়া সহসা কোন স্বর্গ-রাজ্যে উপনীত হন নাই—এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। উদ্যানমধ্যে পদার্পণ করিবামাত্র যুবক মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে সুখময় স্বপ্নের ছবি—তিনি নিদ্রিত কি জাগ্রত, সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তে তাঁহার চিত্তান্ধকার দূরীভূত হইল—কোন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখ-সলিলে হৃদয়ের আকণ্ঠ মজ্জিত হইয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া, ধীরপদবিক্ষেপে উদ্যানমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহসা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না—কিন্তু কেহ যে তাঁহার সাক্ষাৎ-বাসনায় এখানে অবস্থান করিতেছে, মন্ত্রীবরের কথায় তাহার আভাস পাইয়া আসিয়াছেন।

মন্থরগমনে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, প্রত্যেক লতাকুঞ্জ, প্রত্যেক ছায়াশীতল বৃক্ষতলে বৃথায় তাঁহার চঞ্চল চক্ষু কাহারও সন্দর্শন লাভের আশায় ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল,—কিন্তু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। এইরূপে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টা যেন অর্দ্ধ মিনিট সময়ের

মত চকিতে কোথায় চলিয়া গেল। প্রতিপদক্ষেপে কোন না কোন নব সৌন্দর্য্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িতে লাগিল—যাহা দেখেন, তাহাতেই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়—যাহা দেখেন, তাহাকে শতমুখে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা জন্মে। কত শত ফুল-কুসুম,—কখনও পূর্ব্বে তাহা দেখেন নাই, কখনও তাহার নামও তিনি শোনেন নাই। অস্ট্রিয়ার বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর সখের উদ্যান পাতি পাতি করিয়া খুঁজিলেও, এ ফুলের একটীও সেখানে পাইবার সম্ভাবনা নাই। এমন সুন্দর ফুলদান, এমন সুরুচিসম্পন্ন কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তরমূর্ত্তি আর পূর্ব্বে কখনও তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হয় নাই। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তিনি বাস্তব-জগৎ ছাড়িয়া, সুষুপ্তিঘোরে কোন সুখময় স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

সহসা সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। সে স্বর অতি ধীর—অতি অস্পষ্ট—অথচ অতি মধুর। তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকৃতই কোন স্থান হইতে সঙ্গীতের সুধাস্রাবীস্বর উত্থিত হইতেছে কিনা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। একবার মনে করিলেন, —এ তাঁহার চিত্তবিভ্রম মাত্র। সুরভিত সমীরণ সঞ্চালিত হইয়াই সঙ্গীতের মৃদু-গুঞ্জনবৎ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু তাহা নহে—শীঘ্রই তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। সঙ্গীতধ্বনি ক্রমশই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, কোন সুমধুর বাদ্যযন্ত্রের সুরে সুর মিলাইয়া, কোন কোমল কণ্ঠ হইতে এই সুধাময় স্বর সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছে। এ কি স্বপ্ন না সত্য—তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কে গাহিতেছে, কোথা হইতে এ স্বর আসিতেছে, কিছু বুঝিতে পারিলেন না—কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সম্মুখে পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে, অধে দৃষ্টিপাত করিলেন,—কেহ কোথাও

নাই। তবে কি সুরসিকা সুরবালিকারা অলক্ষ্যে ঐ দোদুল্যমান কুসুমাসনে বসিয়া সঙ্গীতের স্বর-ধারায় সুধার ধারা মিশাইতেছে ?

কতক্ষণ এরূপভাবে সঙ্গীত হইল, ওমার বলিতে পারেন না। তিনি তখন সুপ্ত কি জাগ্রত, তাহাও তিনি জানেন না। সঙ্গীতের সুধাময়ী মোহিনী-শক্তিতে তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে সে স্বর বায়ু-স্তরে মিশাইয়া গেল। ওমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, চমকিয়া উঠিলেন,—যেন কে তাঁহার সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে অতি সুন্দর মধুময় আর এক দৃশ্য। এ স্বপ্নময়—কল্পনাময় সুখের রাজ্যের সকলই বুঝি সুন্দর!

উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী পথাবলম্বনপূর্ব্বক এক সাবগুণ্ঠনা ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন—তাঁহার পশ্চাতে কয়েকজন ক্রীতদাসী—তাহারাও অবগুণ্ঠনবতী। অগ্রগামিনীর মুখে নিবিড়াবগুণ্ঠন থাকিলেও, তিনি যে নবীনা যুবতী, সে সম্বন্ধে ওমারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহার গঠনের সুন্দর সামঞ্জস্য, তাঁহার ললিত চলন-ভঙ্গিমা এবং যুবতীজনোচিত সলজ্জ, সসঙ্কোচভাব, অথচ তাহারই মধ্যে চপলতা এবং লঘুতা তাঁহার যৌবনের পরিচয় দিতেছিল। সুন্দর পদযুগল কিনখাপের পাদুকায় সুশোভিত—অনাবৃত শুভ্র-সুন্দর গুলফ্ গমনের তালে তালে পড়িয়া এক অনির্ব্বচনীয় শোভার বিকাশ করিতেছিল। পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই পূর্ব্বদেশীয়। বরাঙ্গের উপরিভাগের পরিচ্ছদ ধূমল বর্ণের মখমলে বিরচিত—তাহার উপর বহুমূল্যের জরির কাজ। সে পোষাক সুগোল সুন্দর দেহের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার নীচে যে পোষাক ছিল, তাহাও বহুমূল্যের। একখানা শাল ভাঁজ করিয়া গায়ে ফেলান ছিল। একটী কারুকার্য্য খচিত বহুমূল্যের স্বর্ণপিনের দ্বারা শালখানি আঁটকান। পিনের উপরিভাগে দুইখানি হীরক জ্বলিতেছিল। পায়ে

পূর্ব্বদেশীয় ঢিলে পা-জামা। পা-জামা ঢিলে হইলেও তাহার দ্বারা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যরাশির কোন অপচয় সাধিত হয় নাই। পদতল অনাবৃত, সুন্দর গুলফের সৌন্দর্য্য-হানির ভয়েই বোধ হয় সুন্দরী পদতল অনাবৃত রাখিয়াছেন। অনাবৃত সুন্দর সুগোল বাহুলতিকাতে যে বালা শোভা পাইতেছিল, তাহার মূল্য এত অধিক যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সুন্দরী এক হস্তে অবগুণ্ঠন ধরিয়া রহিয়াছেন, অপর করে কতকগুলি চয়িত কুসুম শোভা পাইতেছিল।

ওমার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যুবতীর গতি ক্রমশঃ মন্থর হইতেছে দেখিয়া তাঁহার মোহ ভাঙ্গিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে যথাবিহিত কর্ত্তব্য পালন জন্য অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং মাথার টুপি খুলিয়া, সুন্দরীর পদমূলে এক জানু নত করিয়া বসিলেন। যুবতীর কম্পিত কর হইতে ফুলের গুচ্ছ খসিয়া পড়িয়া গেল। নবীনা ধীরে ধীরে মুখের অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া, বীণা-বিনিন্দিত কোমলকণ্ঠে কহিলেন, "যিনি আমার পিতৃপ্রতিম খুল্লতাতকে মূঢ় ফরাসীদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন,আমি তাঁহার নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছি।"

ওমার বাঙ্‌রহিত হইয়া বসিয়া রহিলেন—প্রায় এক মিনিট সময় তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। রমণীকে সুন্দরী বলিয়াই ওমারের ধারণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনি যে এত অতুল রূপসী, তিনি তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কেশদাম সুকৃষ্ণ, সুকুঞ্চিত। তাহার উপর বহুমূল্য মুক্তা এবং রত্নখচিত শিরভূষণ। অবগুণ্ঠন-জলদ অপসারিত হইবামাত্র শরচ্চন্দ্রমার মত সুন্দর একখানি মুখ প্রকাশ পাইল। গ্রীবা ঈষদুন্নত, ঈষৎ বক্র,—সুগোল সুন্দর। গ্রীবা হইতে স্কন্ধ ক্রমনিম্ন। বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনাভ—তাহাতে নীরোগতার পূর্ণ জ্যোতিঃ বিভাসিত। সুন্দরী ষোড়শী যুবতী। কপোল যুগলের স্বাভাবিক কান্তি ঈষৎ গোলাপী,

—এখন সে বর্ণগরিমা লজ্জাবেশে একটু : গাঢ়তা ধারণ করিয়াছে—একটু বেশী লোহিতের আভা বিস্ফুরিত হইতেছে। কজ্জলকৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষুর দৃষ্টি বিনত থাকাতে, সুকৃষ্ণ উর্দ্ধ অক্ষিপল্লব কপোলের উপর সংস্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে। বিম্বাধর ঈষদ্ধাস্য-রঞ্জিত, ঈষদুন্মুক্ত—তাহার মধ্য দিয়া মুক্তাস্বচ্ছ দশন-পাঁতির সুবিমল কান্তি অল্প অল্প বাহির হইতেছিল। মুখমণ্ডল দোষ-পরিশূন্য, অনিন্দ্য। বিনত দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য নতজানু ওমারের উপর পড়িল। ওমার দেখিলেন সে "দৃষ্টি স্নিগ্ধ, চঞ্চল, অথচ জ্যোতির্ম্ময়। ওমার কখনও এমন রূপমাধুরী, এমন অতুলনীয় অপার্থিব রূপের একত্র সমাবেশ চক্ষে দেখেন নাই কিংবা যৌবনের আবেশময়ী সুখের কল্পনাতেও এমন রূপসীর ছবি হৃদয়ে আঁকিতে সমর্থ হন নাই!

সুন্দরী পুনরায় কহিলেন, "উঠুন—আমার সম্মুখে অমন করিয়া জানু পাতিয়া বসিবেন না। যদি নতজানু হইয়া কাহারও বসিবার আবশ্যক হয়, হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা পরিজ্ঞাপনের জন্য আমারই আপনার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসা আবশ্যক!"

ওমার গাত্রোত্থান করিলেন এবং পুরুষের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মধুরকণ্ঠে কহিলেন, "সুন্দরী! আপনার খুল্লতাতের মত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবিশেষের কোন সাহায্য করা, আমার মত ক্ষুদ্রলোকের গৌরব এবং শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনার মত সুন্দরীর মধুর কণ্ঠ হইতে, তাহার জন্য প্রশংসাবাদ শ্রবণের অবসর আমার মত লোকের জীবনের দুর্ল্লভ মুহূর্ত্ত।"

সুন্দরীর গণ্ডের গোলাপাভ আরও গাঢ় হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "আপনি আমার খুল্লতাতের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা কখনই যৎসামান্য নয়। সামান্য হইলে, আমাদের দেশের প্রচলিত আচার-ব্যবহারের ব্যতিক্রম করিয়া তিনি কখনই আপনার সমক্ষে আমাকে

বাহির হইতে দিতেন না। আপনি মহদুপকার করিয়াছেন। তাহার ফলেই আপনি তাঁহার বন্ধুতা লাভের সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী অথবা পালিতা কন্যা সেলিমা সেই উপকারের জন্য আপনার নিকট আজীবন ঋণী।"

ওমার। সেলিমা সুন্দরি! এখন হইতে প্রাত্যহিক ভজনায় আপনার ঐ সুমধুর নাম আমার রসনায় উচ্চারিত হইবে—আপনার ঐ সুন্দর মূর্ত্তি এখন হইতে আমার প্রতিকার্য্যে সাহস উৎপাদন করিবে।

সেলিমা। আমার বোধ হয় এখন হইতে আপনার তরবারি সুলতানের কার্য্যে কোষমুক্ত হইবে?

ওমার। হাঁ, স্বদেশ এবং স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, আমি সুলতানের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। এখন আমার নাম ওমার।

ওমারও সুন্দর সুশ্রী যুবক। তাঁহার হাব-ভাব বীরত্বব্যঞ্জক, কথাগুলি সুমিষ্ট। খস্রুপাশার পোষ্যকন্যা সেলিমা যে, সেরূপ দেখিয়া বিচঞ্চল হইবে, তাঁহার তেজোপূর্ণ বৃহচ্চক্ষুর চঞ্চল কটাক্ষে যে আত্মবিস্মৃত হইবে, ইহা আর কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ওমার স্বধর্ম্ম স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং এই দেশে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন শুনিয়া, সেলিমার হৃদয় কি একটা অননুভূত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার কৃষ্ণতার স্নিগ্ধজ্যোতিঃ নয়ন দুইটী প্রোজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় এবং মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। কৃতজ্ঞতা, প্রীতি, প্রসন্নতা প্রভৃতি ভাবৎ হৃদয়-বৃত্তির ছবি মুহূর্ত্তের জন্য নয়ন-মুকুরে প্রতিফলিত হইল। পরক্ষণে আপনার ভ্রম বুঝিয়া আত্মসংবরণ করিবার প্রয়াস পাইলেন,—তাঁহার হৃদয়-ভাব তাঁহার স্বচ্ছ নয়ন-দর্পণে যে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া, সতর্ক হইবার জন্য বিনত-দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান হইলেন। সে দৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী হইলেও ওমার তাহাতেই তাঁহার

হৃদয়-ভাবের আভাস পাইলেন। তাঁহার হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিয়া উঠিল। যুবতীর ব্যবহারে হৃদয়ে সাহস পাইয়া, পুনরায় তাঁহার পদতলে নতজানু হইয়া বসিলেন এবং মৃদু গুঞ্জনে মধুরকণ্ঠে কহিলেন, "ক্ষমা কর সেলিমা! আমার অপরাধ লইও না। অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার কর—সম্মতি দাও—যদি আমার এই কর, তরবারি ধরিয়া কখনও খ্যাতি এবং যশঃলাভ করিতে সমর্থ হয়,—বল বল সেলিমা! তুমি এই কর গ্রহণ করিবে? বল—আমি কি এ আশা করিতে পারি?"

কুমারী-সুলভ লজ্জাবশে সেলিমার যুগলগণ্ড আরক্ত-মাধুরী ধারণ করিল। তিনি মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকিয়া, বিনতনেত্রে বলিলেন, "ওমার! খুল্লতাত মহাশয় তোমাকে যে সহসা খুব ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছেন তাহা তাঁহার ব্যবহারে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাঁহার মনের মধ্যে কোন অভিসন্ধি না থাকিলে, তিনি কখনই এ সাক্ষাতে অনুমোদন করিতেন না।"

ওমারের হৃদয়ে আজি নব আশা, নব প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে। সহসা সমগ্র সংসারকে আজ তিনি নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলেন। ধরণীর কলরব আজ তাঁহার কর্ণবিবরে মধু বর্ষণ করিতে লাগিল! পবন-স্বননে, বিহগ-কূজনে সুহাসিনী সেলিমার মধুময় কণ্ঠস্বর যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যেন সেলিমার কণ্ঠরবের প্রতিধ্বনি হৃদয়ে লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে।

ওমার নিজের কর্ণকেও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! সত্য সত্যই কি আশায় বুক বাঁধিতে পারি? সত্যই কি তোমার মত ভুবনমোহিনীর সুধামাখা হাস্য-সম্পদ আমার মত দীন হীন নির্ব্বান্ধবের উপভোগ্য হইবে? তাহা যদি সত্য হয়—আমি বড় ভাগ্যবান। উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, নির্ব্বাসিতের ভাগ্যে যে, এমন পুরস্কার জুটিবে তাহা স্বপ্নের অতীত!"

কুমারী করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বড়ই দুঃখ কষ্ট পাইয়াছ?" এই বলিয়া সুন্দরী হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। ওমার গাত্রোত্থান করিয়া সেই মৃণাল-কোমল-কর সসম্ভ্রমে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "হাঁ সেলিমা! আমি বড়ই কষ্ট পাইয়াছি—বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। শুদ্ধ আমি নই—আমার যে যেখানে আত্মীয়-বন্ধু আছে, তাহারাও আমার জন্য যার-পর নাই উৎপীড়িত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছে। এই মাত্র তোমার খুল্লতাতের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম আত্মীয়-স্বজন আমরই জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সে সংবাদে আমার হৃদয় শতধা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সেলিমা আমি হৃদয়ে কতকটা শান্তি পাইয়াছি। তোমার এ স্নিগ্ধজ্যোতিঃ নেত্র-কুবলয়ের শান্ত কোমল জ্যোতিঃ দুঃখের দাবদগ্ধ-হৃদয়ে প্রপতিত হইয়া, তাহাতে নবীন আশার উৎস ছুটাইয়া দিয়াছে। রমণীর ভালবাসার সঞ্জীবনী শক্তি-বলে আমার হৃদয়ের শুষ্কতরু আবার মুঞ্জরিত এবং মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছে।"

সেলিমা অশ্রুভারাক্রান্তলোচনে পুনরায় তাঁহার কর-পল্লব প্রসারিত করিয়া দিলেন, ওমার সাবেশে অথচ সসম্ভ্রমে পুনরায় গ্রহণ করিয়া, অধর-স্পৃষ্ট করিলেন।

সুন্দরী ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "যাও ওমার! এখন যাও! আমরা এখন আর সাক্ষাতের আশা করিতে পারি না,—যে পর্য্যন্ত না—কিন্তু আমার অন্তর যেন আমায় বলিয়া দিতেছে শীঘ্রই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। বীরবর! শীঘ্রই তুমি কীর্ত্তিমান—যশোমণ্ডিত হইয়া ফিরিবে। ঐ তরবারি যাহা তোমার পার্শ্বে দুলিতেছে শীঘ্রই তুমি উহার সাহায্যে তোমার ভবিষ্যৎ সুখময় করিয়া লইতে পারিবে। যাও ওমার! আল্লা তোমার মঙ্গল করুন।"

সুন্দরী মুখের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। তাঁহার হৃদয় ভাব পাছে মুখদর্পণে প্রতিফলিত হয়—অন্তরের আবেগ পাছে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সুহাসিনী মুখাবরণ টানিয়া দিয়া সত্বরপদে সহচরীবৃন্দের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সেলিমার কর-স্খলিত কয়েকটী ফুল সেই স্থানে পড়িয়াছিল। ওমার কুড়াইয়া লইয়া প্রথমতঃ চুম্বন করিলেন, তাহার পর বুকের উপর স্থাপন করিয়া দ্বারোদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। সেলিমা দূর হইতে আর একবার তাঁহার শুভ্র রুমাল দোলাইয়া, ঘনপত্র কুঞ্জান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কাফ্রি ভৃত্য দ্বার-বহির্ভাগে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র নীরবে তাঁহাকে সমর সচিবের সম্মুখে লইয়া আসিল। খস্রুপাশার সহিত ওমারের কি কি কথাবার্ত্তা হইল, এক্ষণে আমরা আর তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব না।

তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি ওমার প্রফুল্লান্তরে অতি অল্প সময়ের জন্য বিদায় লইয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেনাপতিত্ব

তিন বৎসরের দিন দণ্ড পল অনন্তের কোলে মিশাইয়া গিয়াছে। অদ্য ১৮২৩ খৃঃ অব্দের জুন মাস। একদল তুর্কী পদাতিক নোভি নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই জুনমাসে একদিন থিয়দর লোতস অনুসরণকারী অস্ত্রীয় অশ্বারোহীর অস্ত্রমুখ হইতে

আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই নোভিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এখন কোথায় ?

একদিন প্রাতঃকালে একদল সুসজ্জিত সুন্দর পদাতিক সেনা সীমান্ত প্রদেশের প্রধান সহর নোভিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। নগরবাসীরা সৈন্য সন্দর্শনে গমন করিয়া, ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীরাও সেনাধ্যক্ষকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাহির হইলেন। নগরবাসীরা বা রাজপুরুষেরা যে কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবোধে এই নবনির্ব্বাচিত শাসনকর্ত্তা বা কলোনেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন,—তাহা নহে। এই সেনানায়কের বয়েক্রম সবে মাত্র ত্রয়োবিংশ বর্ষ—এই তরুণ বয়সেই তিনি ইতিমধ্যে যে খ্যাতি এবং সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন,—তাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য অধিকাংশ লোকই আগ্রহভরে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার নাম ওমার।

এই সেনাদলে প্রায় তিন হাজার সৈন্য, চারিদলে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহার সঙ্গে কয়টী বড় কামান এবং একদল গোলন্দাজও আছে।

সীমান্তে সংগ্রামের সম্ভাবনা না থাকিলে, এতগুলি সৈন্য-সামন্ত যে, কেবলমাত্র নোভির মত একটী ক্ষুদ্র সহরের বিদ্রোহোন্মুখ অধিবাসীবৃন্দের হৃদয়ে ভয়োৎপাদনের জন্য প্রেরিত হয় নাই,—পাঠক তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই স্থলে পূর্ব্ব ঘটনা সম্বন্ধে আমরা একটু আলোচনা করিব। রুশিয়ার শাসনকর্ত্তা, থিয়দর লোতস সম্বন্ধে তুর্কী সচীবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাহার কোন প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। পত্রের প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে তিনি আপনাকে অবজ্ঞাত এবং অপমানিত ভাবিতে লাগিলেন। পাঠক! পূর্ব্বেই তাঁহার ক্রূর এবং কোপন স্বভাবের

যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি সুলতানের সমগ্র প্রজাকে তাঁহার বৈরনির্য্যাতনানলে বিদগ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার আদেশে অষ্ট্রীয় সৈন্য সীমান্ত-রেখা পার হইয়া সুলতানের রাজ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, কৃষিজীবীদের গোলাবাড়ী প্রভৃতি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। উভয় রাজ্যের সীমা-নির্দ্দেশক যে রেখা বা চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, তাহা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেভ নামক নদীর শাখা একটী উত্তর রুশিয়ার একস্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া, উহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ তরঙ্গিণীর অপর পার্শ্বেও সুলতানের রাজ্য কতকটা বিস্তৃত ছিল। ঐ প্রদেশের নাম ক্লাদাস। বাণ বলিলেন নদীর অপর পারে সুলতানের কোন রাজ্য নাই ক্লাদাস অষ্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তিনি উক্ত প্রদেশ স্বাধিকারে আনিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সানজাক বে বয়োবৃদ্ধ এবং উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তিনি অষ্ট্রীয় আক্রমণে কোনরূপ বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। ক্লাদাসের দুর্ভাগ্য অধিবাসীরা অষ্ট্রিয় অত্যাচারে উৎপীড়িত, লুণ্ঠীত এবং উদ্বাস্ত হইয়া, হাহাকার করিতে করিতে, নোভিতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বিয়ানার রাজসভায় তুর্কীর রাজদূত এ অত্যাচারের ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। কূটবুদ্ধি অষ্ট্রীয় রাজপুরুষেরা, নানাছল অবলম্বন করিয়া, ক্রমাগত বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনোগত ভাব, সময়ে বিষয়টা চাপা পড়িয়া যাইবে। কিন্তু ফলে তাহা হইল না ওমার তাহার চিরপোষিত বৈর-নির্য্যাতন বাসনার এ শুভ অবসর ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার হিতৈষী বন্ধু বৃদ্ধ শশুর পাশা তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে ওমার তাঁহার সৈন্যদল লইয়া বিবাদক্ষেত্রে উপনীত হইলেন।

প্রোথিতাযশা ওমার তিন সহস্র পদাতিক এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্যের অধিনায়করূপে নোভিতে আসিতেছেন শুনিবামাত্র, নগরবাসীরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সন্ধির আশায় বা আপোষ-নিষ্পত্তির বাসনায় কাগজ কলমের সাহায্য লইয়া তিনি যে মূল্যবান সময়ক্ষেপ করিবেন না—তাহা তাহারা—সকলেই বুঝিয়াছিল। নোভিতে উপস্থিত হইয়াই যে, তিনি তরবারির সাহায্যে এ গোলযোগের মীমাংসা করিবেন, তাহা তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে তিনি সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ক্লাদাসের উৎপীড়িত, গৃহহীন প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, অস্ট্রিয়ার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে—তাহাদিগকে তাহাদের স্ব স্ব অধিকারে পুনঃ সংস্থাপিত করিতে এবং শত্রুর উৎপীডন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ওমারের হৃদয়ে এখন যে চিন্তা—যে ভাবের উদ্রেক হইতেছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে একদিন তিনি এই নোভি নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সে দিনের অবস্থার সহিত, তাঁহার অদ্যকার অবস্থায় স্বর্গমর্ত্ত প্রভেদ। সে দিন তিনি পলাতক আসামী—মস্তকের উপর বিপদের বজ্র ঝুলিতেছিল—ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, আশঙ্কাপূর্ণ নিরাশার তমোঘোরে আচ্ছন্ন। আর আজ তিনি সুলতানের সেনাবিভাগে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী—সম্মুখে আশাময় ভবিষ্যের উজ্জ্বল ছবি। এখন তিনি একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা—এইবার কোন বিষয়ে কার্য্যকুশলতা দেখাইতে পারিলে, সম্মানিত পাশা-পদবীতে উন্নমিত হইবেন। সেদিন তিনি অজ্ঞাতনামা, পলাতক আসামী থিয়দর লোতস—আর আজ তিনি গৌরবমণ্ডিত, শক্তিশালী শাসনকর্ত্তা ওমার।

-কিন্তু তিনি কি সুখী? তাঁহার হৃদয়ে কি দুঃখের কোন কারণই বর্ত্তমান নাই? আছে। তাঁহার নির্ব্বাসিত আত্মীয়-স্বজনের ভাবনা এক মুহূর্ত্তও তাঁহার হৃদয় ত্যাগ করে নাই। তিনি উদার-হৃদয়, মহদন্তঃকরণ হইলেও, অস্ত্রীয়ার কৃত সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য, অহর্নিশ প্রতিহিংসানলে জ্বলিতেছিলেন।

ওমার নোভিতে উপস্থিত হইয়াই, ক্লাদাসে অবস্থিত অস্ত্রীয় সৈন্যের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত প্রদেশের দৈর্ঘ্য প্রায় ত্রিশ মাইল, এবং বিস্তার বিশ মাইল। ক্লাদাস ঠিক নদীতীরেই অবস্থিত। চারি হাজার অস্ত্রীয় সেনা চারিদলে বিভক্ত হইয়া, তিন দল ক্লাদাসে এবং একদল উষ্ট্রজ নগরে অবস্থান করিতেছিল। ওমারের সৈন্য পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রামের অবকাশ দিয়া, অস্ত্রীয় সেনাদলের অধ্যক্ষের নিকট, সুলতানের অধিকার-ভুক্ত ক্লাদাস প্রদেশ হইতে সৈন্য তুলিয়া লইবার জন্য এক দূত প্রেরণ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে দূত ওমারের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

অস্ত্রীয় সেনাধ্যক্ষ তুর্কী দূতকে বলিয়াছিলেন, যাও, তোমার কলোনেলকে গিয়া বল, ক্লাদাস প্রদেশ অস্ত্রীয়ার সম্রাটের রাজ্য। পূর্ব্ব-সন্ধির সর্ত্তানুসারে না হইলেও, আপাততঃ অস্ত্রবলে উহা আমাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।"

প্রত্যুত্তরে তুর্কী দূত বলিয়া আসিয়াছেন, "উক্ত প্রদেশ মহামতি সুলতানের রাজ্য। তোমারা সন্ধির সর্ত্ত পদদলিত করিয়া অস্ত্রবলে উহা যেমন অধিকার করিয়াছ, আমরাও অস্ত্র-সাহায্যে উহাতে পুনরায় আমাদের পূর্ব্ব-সত্ত্ব সংস্থাপিত করিব।"

ওমারের নিকট যথাসময়ে এ সংবাদ উপস্থিত হইল। নোভিতে

তাঁহার সৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য অস্ট্রীয়ার চর থাকা সম্ভব। সুতরাং দ্বিতীয় দিন তিনি কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। তিনি কখনও অধঃস্তন কর্ম্মচারীর সহিত কোন বিষয়ে মন্ত্রণা করিতেন না,—ইহা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁহার মনের কল্পনা মনেই রহিল। নোভির অধিবাসীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, ওমার অদ্য সসৈন্যে অভিযান করিবেন কিন্তু সমস্ত দিনমানের মধ্যে সেরূপ কোন উদ্যোগ আয়োজন না দেখিয়া, তাহারা অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, নগরবাসীরা ভাবিল অদ্য রজনীও ওমারের সেনা তাহাদের সহর মধ্যে এবং নিকটবর্ত্তী স্থানেই অবস্থান করিবে—তাহারা নিরাশায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিশ্রামার্থ প্রস্থান করিল।

রাত্রি দশটার সময় ওমার তাঁহার অধীনস্থ চারিজন মেজরকে গোপনে আহ্বান করিয়া, তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই সমগ্র সেনা অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, অভিযান করিবার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একদল সেনা দুইটী কামান লইয়া, বিংশ মাইল দূরবর্ত্তী উষ্ট্রজ নগরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। অবশিষ্ট সৈন্য এবং অপর কামান লইয়া ওমার স্বয়ং ক্লাদাসের দিকে যাত্রা করিলেন। নোভির অধিবাসীরা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। দুই জন অস্ট্রীয় চর বাস্তবিকই নোভিতে অবস্থিতি করিতেছিল,—পরদিন প্রাতঃকালে এ সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে, নগরবাসীরা যখন আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল,—তাহারা তখন নিশ্বাস ফেলিয়া, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল।

পরদিন আটটার সময় তুর্কী-সেনা উষ্ট্রজের সমীপবর্ত্তী হইল। উক্ত দলের অধিনায়ক যিনি—সেনাদলকে অতি বিস্তৃতিভাবে সজ্জিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিপক্ষ সেনা মনে করিল, তাহা-

দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রভূত সৈন্য আসিতেছে—ফলে কিন্তু তাহারা তাহাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক কম। শত্রু-সেনার আগমন-বার্ত্তা তাহারা পূর্ব্বে ঘূণাক্ষরেও অবগত হইতে পারে নাই, এক্ষণে নগরের অনতিদূরে তাহাদিগকে সমুপস্থিত দেখিয়া, যথাসম্ভব সত্বর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য বহির্গত হইল। তুর্কী সেনাধ্যক্ষ সেনাদলকে সম্বোধন করিয়া সংক্ষেপে উত্তেজনাপূর্ণ এক বক্তৃতা করিলেন। প্রত্যুত্তরে তাহারা হুঙ্কার করিয়া উঠিল। অধ্যক্ষ আক্রমণের আদেশ দিলেন।

ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুসলমান অপেক্ষা অস্ত্রিয়ার শোণিতেই ধরণী অধিকমাত্রায় রঞ্জিত হইতে লাগিল। মুসলমানের গুলি, সঙ্গিন এবং তরবারির আঘাতে স্বদেশবাসীকে আশে পাশে পড়িতে দেখিয়া অস্ত্রীয় সেনা ক্রোধে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। তাহাদের নিকট চারিটা কামান ছিল এবং প্রথম এই কামানের দ্বারা তুরস্ক সেনার বিস্তর অপচয় হইতেছিল কিন্তু তুর্কীরা শীঘ্রই কামান চারিটা শত্রুকর হইতে কাড়িয়া লইল। দুই ঘণ্টা ঘোরতর সংগ্রামের পর অস্ত্রীয় সেনা সম্পূর্ণ পরাস্ত এবং বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিল। উষ্ট্রজে আবার মুসলমান পতাকা উড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ওমার তাঁহার সৈন্যদল লইয়া, ক্লাদাসের অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। নোভি হইতে উষ্ট্রজ অপেক্ষা ক্লাদাসের দূরত্ব অনেক অধিক, সুতরাং মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে তিনি কোন প্রকারেই উক্ত সহরের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। পথিমধ্যে এক অশ্বারোহীর মুখে তিনি অতি প্রয়োজনীয় একটী সংবাদ অবগত হইলেন। গত-রাত্রে রুশিয়ার শাসনকর্ত্তা বাণ স্বয়ং ক্লাদাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে দুই দল নূতন সৈন্য আসিয়াছে—

তাহার মধ্যে কতকগুলি অশ্বারোহী সেনাও আছে। ওমারের সৈন্য সংখ্যা মাত্র তিন হাজার দুই শত কিন্তু নবাগত সৈন্য লইয়া অস্ত্রীয় সেনার সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। তথাপি ওমার নিরুৎসাহ বা ভীত হইলেন না। আশা এবং উৎসাহে তাঁহার হৃদয় বলীয়ান হইয়া উঠিল। তিনি সৈন্যগণকে ওজস্বিনী ভাষায় প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ক্লাদাসের প্রাচীরে যে, তুর্কীর বিজয়-নিশান উড়িবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ওমার সৈন্যগণকে দুইদলে বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক দলের সঙ্গে একটী করিয়া কামান রহিল। এই দুই দলকে এমনভাবে সজ্জিত করিলেন যে, আবশ্যক হইলে, তৎক্ষণাৎ আবার এক করিতে পারিবেন। ব্যূহ রচনা সমাপ্ত হইলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শত্রু সৈন্যের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন বাণ, সদলবলে অধিনায়কত্ব করিতেছেন।

ওমারের দুই দল সেনাই অগ্রসর হইতে লাগিল। ওমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, বিপক্ষ সেনাদলের মধ্যে ক্রশিয়াবাসী একদল সেনাও নাই,—তিনি আশ্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। যদি থাকিত,—তাঁহার স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা তাঁহার পক্ষে বড়ই মর্ম্মান্তিক কষ্টকর হইত। বিশেষতঃ তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা মহামনা ক্রুজকির অধীনে উজলিনের সীমান্ত সৈন্য থাকিলে, তাঁহাকে যে কিরূপ বিপন্ন হইতে হইত, তাহা বলা যায় না। দেখিলেন একজন ক্রশিয়াবাসীও নাই—সমস্তই অস্ত্রীয়ার খাস রাজকীয় সেনা—তাঁহার হৃদয় হইতে একটা গুরুভার সরিয়া গেল। তিনি আক্রমণার্থ ইঙ্গিত করিলেন।

তুরস্কের রাজকীয় পতাকা শূন্যে উড্ডীয়মান হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বাণ একটা উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া যখন দেখিলেন, বিপক্ষ

সেনা তাঁহার সৈন্যাপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অল্প, তখন তিনি অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যানুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই ওমারই যে, তাঁহার চিরশত্রু, চিরঘৃণ্য থিয়দর লোতস তাহা তিনি এখনও অবগত হইতে পারেন নাই।

রাজকীয় সৈন্যের শক্তি সামর্থ্যের উপর বাণের অগাধ বিশ্বাস। তাঁহার ধারণা ছিল, এ অজেয় বাহিনীর সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু ফলে তাহা হইল না,—মুসলমানের প্রথম আক্রমণেই তাঁহার অজেয় বাহিনী কাঁপিয়া উঠিল। তদ্দর্শনে তাঁহার ক্রোধ এবং বিরক্তির পরিসীমা রহিল না। অস্ত্রীয় গোলন্দাজেরা আটটা কামান হইতে অনবরত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ওমার দেখিলেন, যদি কোন উপায়ে ঐ কামান কয়টাকে নীরব করিতে না পারা যায়, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র তুর্কী-সেনা ছিন্নভিন্ন এবং ধ্বংসমুখে পতিত হইবে। তাঁহার আদেশে দুইদল সৈন্য কামান কয়টাকে কাড়িয়া লইবার জন্য ছুটিল। অস্ত্রীয় গোলন্দাজেরা কামান কয়টাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া, প্রেকের সাহায্যে অকর্ম্মণ্য করিয়া,—হটিয়া গেল। বাণ ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন, —অশ্বারোহী সৈন্যদলকে স্বয়ং পরিচালিত করিয়া, অগ্রগামী তুর্কী-সেনাকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। মুসলমান সেনা ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ করিতে করিতে, "এন্ লা ইলাল্লা"—রবে গগন-মেদিনী কম্পিত করিয়া সবেগে অগ্রসর হইল।

ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তুর্কী এখনও অচল অটল—অস্ত্রীয় সৈন্য কিন্তু অল্পে অল্পে হটিতে লাগিল। ওমার সুশাণিত তরবারি করে অশ্ব-পৃষ্ঠে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে যে আসিল, অসির ভীম আঘাতে সেই ধরাশায়ী এবং তাঁহার অশ্বপদতলে দলিত হইতে লাগিল। অবশেষে সহসা বাণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখনই দুই জনের অসির আঘাতে ঝনঝনা শব্দ বাজিয়া উঠিল।

বিবদমান উভয় দলের দলপতিকে বর্ত্তমান যুগের সমরাঙ্গণে বড় একটা সম্মুখীন হইতে দেখা যায় না। সুতরাং উভয় সেনাধ্যক্ষকে যোযুদ্ধমান দেখিয়া, চারি পার্শ্বের সৈন্যেরা কিয়ৎক্ষণের জন্য পরস্পরের প্রাণনাশে বিরত হইয়া উৎকণ্ঠিতভাবে দলপতিদ্বয়ের অসি-চালনা দেখিতে লাগিল। উভয় দলই উৎসুক উৎকণ্ঠিত—ব্যাকুল। কারণ ঐ অসি-চালনার ফলাফলের উপর সে দিনের যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে।

বাণ যেমন দাম্ভিক, তেমনই ভীরু। ঘটনাচক্রে ওমারের সম্মুখে না পড়িলে, কখনই তিনি এরূপভাবে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেন না। ওমার ধীর শান্ত—বাণ ক্রোধে উন্মত্ত। তাঁহার প্রত্যেক আঘাত, ওমার লঘুহস্তে নিবারণ করিতে লাগিলেন,—এবং তাঁহার প্রত্যেক আঘাতে বাণের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। বাণ সহসা একটা পিস্তল বাহির করিয়া, শত্রুর প্রতি লক্ষ্য করিলেন। গুলি ওমারের কাঁধের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে, চক্ষের পলক ফেলিবার অবসর না দিয়া, ওমারের অস্ত্র অস্ত্রীয় সেনাপতির বক্ষ বিদীর্ণ করিল। বাণের এক হস্ত হইতে পিস্তল এবং অপর কর হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল এবং তিনিও আর অশ্বপৃষ্ঠে বসিতে অসমর্থ হইয়া, ভূতলে গড়াইয়া পড়িলেন। তুর্কী-সেনা ভীমনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল—বিপক্ষ সৈন্য চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

ওমার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং মৃতপ্রায় আহত শত্রুর পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিলেন। তুর্কীরা পলায়নপর অস্ত্রীয় সেনার পশ্চাদ্ধাবন করিল,—সুতরাং মুহূর্ত্তে সে স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িল। বাণ অতি কষ্টে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"জল!"

পার্শ্বেই নদী ছিল,—ওমার একটা মৃত সৈনিকের টুপি খুলিয়া, নদী হইতে জল আনিলেন এবং শত্রুকে উপবেশন করাইয়া, জলপাত্র, তাঁহার

মুখের নিকট ধরিলেন। বাণ তাঁহার ঘৃণিত শত্রু হইলেও, এ অবস্থায় সে বৈরীভাব ভুলিয়া গেলেন।

জলপানে কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া অতিকষ্টে বাণ কহিলেন, "তুমি শত্রু হইলেও মহান্।"

ওমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমায় চিনিতে পার?"

বাণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিবামাত্র তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ঘৃণাভরে বিরক্তির সহিত বলিলেন, বিধর্ম্মী! যদি তোকে পূর্ব্বে চিনিতে পারিতাম—কখনই তোর স্পৃষ্ট জলে শুষ্ক কণ্ঠ শীতল করিতাম না।"

ওমার বিষণ্ণ অথচ ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, "বিধর্ম্মী! কাহার জন্য আমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছি? কোন্ পাপিষ্ঠ আমার আত্মীয় স্বজনকে গৃহহীন—নির্ব্বাসিত করিয়াছে?"

বাণ কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন—পারিলেন না। তাঁহার প্রাণহীন দেহ ঢলিয়া পড়িয়া গেল—মৃত্যুর পরও বিজাতীয় ঘৃণা এবং বিরাগের ভাব মুখমণ্ডলে প্রকটিত হইয়া রহিল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, ওমার বিজয়-নিশান উড়াইয়া সসৈন্যে ক্লাদাস নগরে প্রবেশ করিলেন। বেলা চারি ঘটিকার মধ্যে তুরস্কের পতাকা ক্লাদাসের উপর পৎ পৎ শব্দে পড়িতে লাগিল। এই সময়ে একজন অশ্বারোহী উষ্ট্রজের বিজয় সংবাদ লইয়া আসিল। যে ভূখণ্ড অস্ত্রীয়ার সৈন্য এত দিন দখল করিয়াছিল, ওমারের বাহুবলে আজ তাহা পুনরায় তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

এই বিজয়-বার্ত্তা কনস্তান্তিনোপলে উপস্থিত হইবামাত্র বৃদ্ধ সমর-সচিব কলোনেল ওমারকে জেনারেলের পদে উন্নমিত করিলেন। স্বয়ং স্থলতান তাঁহাকে মহা সম্মানিত **পাশা** উপাধি প্রদান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিশ্বাসঘাতকতা

ক্লাদাসের যুদ্ধের পরিণতি কোথায় কে বলিতে পারে? এই সূত্র ধরিয়া অস্ত্রীয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবে কি না কিংবা বাণের পরবর্ত্তী গভর্ণর সসৈন্যে পূর্ব্ব-পরাভবের প্রতিশোধ লইতে আসিবেন কি না,—অনিশ্চিত। সুতরাং যতদিন না এ গোলযোগের কোন একটী মীমাংসা হয়, ওমারকে বাধ্য হইয়া, ততদিন নোভিতে অবস্থান করিতে হইল। তাঁহার সাহায্যার্থ আরও দুই দল সৈন্য প্রেরিত হইল। নানা কারণে সে সময়ে তুরস্কের সহিত যুদ্ধ সমীচিন নহে ভাবিয়া, অস্ত্রীয়া গভর্ণমেণ্ট সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং ওমারের আর তথায় অবস্থানের আবশ্যক রহিল না, তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ আসিল। তাঁহার বাহুবলে ক্লাদাস প্রদেশ পুনর্বিজিত হওয়াতে, বিতাড়িত প্রজারা পুনরায় তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকার পাইয়া, সুখস্বচ্ছন্দে পরিবারবর্গ লইয়া বাস করিতে লাগিল।

নোভি পরিত্যাগের দুই দিবস পূর্ব্বে, ওমার হোটেলে তাঁহার কক্ষ-মধ্যে একাকী উপবিষ্ট আছেন। সময় গোধূলি। তিনি নানা বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একজন দূরাগত পথিক তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান। ওমার তাহাকে লইয়া আসিতে আদেশ দিলেন। অনতিবিলম্বে আগন্তুক উপস্থিত হইল। একে গোধূলির অন্ধকার, তাহাতে পথিকের সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত—সুতরাং তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি ভাল বুঝিতে

পারিলেন না। তবে লোকটা যে দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ এবং কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তাহা প্রথম দৃষ্টিতে বেশই বুঝিতে পারা যায়।

পথিক টুপি খুলিয়া, পাশাকে যেরূপ ভাবে অভিবাদন করিলেন, তাহাতে তিনি যে কোন সৈনিক কর্ম্মচারী ওমার বেশ বুঝিতে পারিলেন। পথিক জর্ম্মাণ ভাষায় কহিলেন, "আপনি আমার ভাষা বুঝিতে পারিতেছেন কি না বলিতে পারি না?"

ওমার সত্বর উত্তর করিতে পারিলেন না! স্বরটা যেন পরিচিত। তিনি আরও কয়েকপদ অগ্রবর্ত্তী হইয়া, সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে পথিকের মুখপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন! আগন্তুককে চিনিতে পারিবামাত্র তাঁহার হৃদয় নানাভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি মনোভাব এবং হৃদয় চাঞ্চল্য-গোপন করিবার জন্য, গবাক্ষের নিকট গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

পথিক তদ্দর্শনে গর্ব্বিতকণ্ঠে কহিলেন, "আমার আগমনের কারণ নানাকারণে রহস্যাত্মক হইলেও, আমি কোন অসদভিপ্রায়ে আসি নাই।"

ওমার সবেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, উভয় করে তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "চিরসুহৃদ্! জীবনবন্ধু! ওরূপ অন্যায় চিন্তা কখনই আমার হৃদয়ে উদয় হয় নাই। ক্রুজকি! হৃদয় বন্ধু! আজ আমার কি শুভদিন! আজ আবার আমি তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম। আমার দেহে যতদিন জীবন থাকিবে, আমি তোমায় ভুলিতে পারিব না—তোমার করুণার কথা আমরণ আমার হৃদয়ের মধ্যে গাঁথা থাকিবে।"

ক্রুজকি ওমারকে বক্ষমধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সস্নেহে সবিস্ময়ে কহিলেন, "একি স্বপ্ন! থিয়দর! তুমি এখানে? তুমি সেনাপতি? তুমি পাশা? তোমারই বাহুবলে কি ঐ সকল রণজয় হইয়াছে?"

ওমার। কেন আর কি তুমি আমায় স্নেহ করিবে না? আর কি তুমি আমায় বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে না?

ক্রুজকি। কে বলিল করিব না? থিয়দর! আমি তোমার বীরত্বে, তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে এতখানি কীর্ত্তি, এতখানি সম্মানলাভ করা যাহার তাহার সাধ্যায়ত্ত নয়। আমার নিজের পুত্রকে এইরূপ যশোশৈলের শিখরারোহণ করিতে দেখিলে, আমি কখনই ইহার অপেক্ষা অধিক আনন্দানুভব করিতাম না।

ওমার। সহস্র ধন্যবাদ! আমার প্রতি তোমার ভালবাসা যে অনন্ত তাহা জানি। এখন বল, কি অভিপ্রায়ে সীমান্ত পার হইয়া এতদূর আসিয়াছ? কোন বিপদ,—কোন অমঙ্গলত ঘটে নাই?

ক্রুজকি। না—আমার কোন বিপদ ঘটে নাই। তোমারই কোন বিপদ বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছি। গোপনে আসিয়াছি, আবার গোপনে যাইব।

ওমর। আমার বিপদ!

ক্রুজকি। হাঁ—বলিতেছি। তুমি বোধ হয় জান, বাপের এক পুত্র আছে,—

ওমার। হাঁ—দানিয়েল লামবার্গ। কিন্তু আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই। কার্লস্তদে কখনও সে আসিয়াছিল বলিয়া আমার স্মরণ হয় না।

ক্রুজকি। হইতে পারে। দানিয়েল লামবার্গ এখন কার্লস্তদের বিচার বিভাগে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ। পিতার যাবতীয় অসদগুণা-বলীই তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহার প্রকৃতি আরও ভয়ঙ্কর, এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ।

ওমার। বুঝিয়াছি সে যে কোন উপায়ে আমার জীবন লইতে কৃত-সংকল্প হইয়াছে।

ক্রুজকি। হাঁ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, রুশিয়াবাসীর অন্তর এ প্রকার ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতক জল্লাদের প্রবৃত্তিতে পূর্ণ নয়!

ওমার। বন্ধু! তোমার হৃদয় যে কত মহৎ, কত উদার তাহা এই ঘটনা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। গুণ্ডার ছুরি হইতে আমাকে সতর্ক করিবার জন্য তুমি এই সুদীর্ঘ পথ আসিয়াছ।

ক্রুজকি। হাঁ, আমার আগমণের উদ্দেশ্য তাই। আমি ওমার পাশাকে ঘাতকের নির্দ্দয় অস্ত্রাঘাত হইতেই আত্মরক্ষার পরামর্শ দিতে—সতর্ক করিতে আসিয়াছিলাম মাত্র। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ওমার পাশাতে আমার নির্ব্বাসিত, অত্যাচারনিপীড়িত বন্ধু থিয়দরকে দেখিতে পাইব। সুতরাং এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে এখন আমি দ্বিগুণিত আনন্দানুভব করিতেছি। হাঁ—তাহার পর যাহা বলিতে আসিয়াছি শোন—অস্ত্রীয় সেনার পরাজয়-বার্ত্তা ও বাপের মৃত্যু-সংবাদ কার্লস্রুদে উপস্থিত হইামাত্র দানিয়েল লামবার্গ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল—আট দশ দিন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিল না। নির্জ্জনে বসিয়া কেবল চিন্তাই করিতে লাগিল।

ওমার। অন্যায় যুদ্ধে যে তাহার পিতার পতন হয় নাই, এ সংবাদ কি কেহ তাহাকে দেয় নাই?

ক্রুজকি। দিয়াছে এবং তুর্কী সেনাপতির হস্তেই যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহাও সে শুনিয়াছে। দানিয়াল লামবার্গের হৃদয় বড়ই সঙ্কীর্ণ এবং কুপ্রবৃত্তির নিলয়। সে তাহার পিতার পরাভব এবং নিধন-কারীর বক্ষে তাহার ছুরিকা বিদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। ঘটনা-ক্রমে গত কল্য কার্লস্রুদের বাহিরে কোন নির্জ্জন স্থানে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কথায় কথায় সে তাহার দুরভিসন্ধি আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলে। তুর্কী সেনাপতি আমাদের শত্রু হইলেও—

তিনি বীর। তাঁহার মত অদ্ভুতকর্ম্মা বীরের ঘাতকের গুপ্ত ছুরিতে নিধন কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি সেই জন্য ছদ্মবেশে ওমার পাশাকে সতর্ক করিয়া দিতে আসিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি বড় ভাল কাজই করিয়াছি। ওমার পাশা আমার পুত্রপ্রতিম স্নেহের পাত্র—আমার হারানিধি থিয়দর লোতস।

ওমার। ভক্তিভাজন বন্ধু! তোমার হৃদয় যে কত মহৎ গুণে ভূষিত, তাহা বর্ণনাতীত। আমিই যে ওমার পাশা তাহা তুমি জানিতে না—সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের জীবন রক্ষা করিতে, তুমি কত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সুদীর্ঘ পথ আসিয়াছে। তোমায় সহস্র ধন্যবাদ। আমি যোদ্ধা—সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া, আত্মরক্ষা করিতে বা মরিতে জানি। কিন্তু গুপ্ত শত্রুর অলক্ষিত আঘাত হইতে কাহারও পক্ষে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। তুমি আমাকে সতর্ক করিয়া এই দ্বিতীয়বার আবার আমার জীবনরক্ষা করিলে।

ক্রুজকি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দানিয়াল লামবার্গের আকৃতি বর্ণন করিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আত্মীয়গণের কোন সংবাদ পাইয়াছ কি?"

ওমার। না। রুশিয়া ত্যাগ করিবার পর আমি কনস্তান্তিনোপলে আসিয়া কিছুদিন পারে প্লাস্কিতে একজন বিশ্বস্ত দূত পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু বহুচেষ্টা সত্বেও তাঁহাদের কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই।

তাহার পর বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইল, তাহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ না থাকাতে, আমরা সে সকল এ স্থানে আর বিবৃত করিলাম না। কিঞ্চিৎ পরে আহারাদির পর সদয়হৃদয় ক্রুজকি ওমারের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নে সৈন্য পরিদর্শন করিয়া, ওমার হোটেলে আগমন

করিবামাত্র, ভৃত্য কহিল, "একটী লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" ওমারের অন্তর সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া উঠিল। মনোভাব গোপন রাখিয়া, আগন্তককে তাঁহার নিকট লইয়া আসিবার আদেশ দিয়া, তিনি তাঁহার নিজকক্ষে উপস্থিত হইয়া, একখানা চেয়ারে উপবেশন করিলেন। অনতিবিলম্বে সাক্ষাৎ-প্রার্থী তথায় উপস্থিত হইল। প্রথম দৃষ্টিতেই ওমার বুঝিলেন, তাঁহার সংশয় অমূলক নয়! নবাগত ক্রুজকির বর্ণিত সেই দানিয়াল লামবর্গ।

দানিয়াল লামবর্গের বয়স তেইশের কিছু বেশী,—সুতরাং ওমারের সমবয়সী খর্ব্বাকৃতি স্থূলদেহ। দেখিতে যে খুব কুৎসিত—তাহা নহে। মুখখানি স্বভাবতঃ বিরস, মলিন হইলেও লোকটা যত্নপূর্ব্বক সরল-প্রকৃতি ভালমানুষ সাজিতে চেষ্টা করিয়াছে।

দানিয়াল লামবার্গ মলিনবেশে সামান্য লোকের মত আসিয়াছে। এ বেশ না ধরিলে, তাহার বক্তব্যের সহিত খাপ খায় না,—তাই এই দীনবেশ। কোন অস্ত্র-শস্ত্র নিকটে নাই বলিয়াই বোধ হইল।

লোকটা ওমারকে অবনতমস্তকে অভিবাদন করিয়া, নিতান্ত সরল-ভাবে বলিতে লাগিল, "আমি একজন অস্ত্রীয়াবাসী—অস্ত্রীয়ার অত্যা-চারে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, আপনার আশ্রয়ে আসিয়াছি। লোক-মুখে আপনার অনেক সুখ্যাতি এবং সৎগুণের প্রশংসাবাদ শুনিয়া, আপনার সম্মুখে আসিতে সাহস করিয়াছি। আপনার অধীনে যে কোন একটা চাকরি দিয়া—এমন কি সামান্য একটা ভৃত্যের পদেও নিযুক্ত করিয়া, আমাকে কৃতার্থ করুন।"

অচঞ্চলকণ্ঠে ওমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অস্ত্রিয়ার গভর্ণমেণ্ট তোমার উপর কি অত্যাচার করিয়াছে?"

লামবার্গ তাহার প্রতি নানা কল্পিত অত্যাচারের উল্লেখ করিতে লাগিল। সে মিথ্যা-কাহিনী এরূপ কৌশলের সহিত সরলতা এবং সত্যের আবরণে আবৃত যে, ক্রুজকি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া না যাইলে, হয়ত তিনি এই বিশ্বাসে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন। ওমার অবনত-বদনে নীরবে তাহার কল্পিত মিথ্যা-কাহিনী শুনিলেন, তাহার পর তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম?"

লামবার্গ। অরণল্ড হামহার্ট

ওমার। নিশ্চয় করিয়া বলিত পার, এই তোমার প্রকৃত নাম?

লামবার্গ। হাঁ—এই—এই আমার নাম। কেন এ ক—

ওমার বসিয়াছিলেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং লোকটার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ কর। যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হয় আমি করিব। কতদিন হইতে দানিয়েল লামবার্গ নাম ত্যাগ করিয়া, অরণল্ড হামহার্ট নাম গ্রহণ করিয়াছ?"

দানিয়েল লামবার্গ শিহরিয়া উঠিল! যেন তড়িৎযন্ত্রের প্রবল আঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। সভয়ে লোকটা ওমারের পদমূলে পড়িতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা থামিয়া গেল। যেন তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, নিরাশ-ক্ষিপ্ত-হৃদয়ে, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা ছোরা বাহির করিয়া, বন্যপশুর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। ওমার এবম্বিধ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। একহস্তে মুহূর্ত্তে অস্ত্রসমেত তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন এবং অপর হস্তে ছোরাখানা কাড়িয়া লইলেন। দানিয়েল লামবার্গ মুহূর্ত্ত-মাত্র স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল,—তাহার পর, যাঁহার প্রাণবিনাশ করিতে আসিয়াছিল, তাঁহারই পদতলে পড়িয়া, নিতান্ত কাতরভাবে দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ওমার ছোরাখানা গৃহের একপ্রান্তে নিক্ষেপ করিয়া, ঘৃণাভরে কহিলেন, "যাও! ঘৃণিতজীবন লইয়া পলাও! আমি তোমায় এবার ক্ষমা করিলাম। পার যদি আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, হৃদয় উদার উচ্চ করিও। হতভাগ্য যুবক! আমি ইচ্ছা করিলে, তোমাকে এই দণ্ডে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে পারি—এখানে আমার শক্তি অপ্রতিহত—আমার মুখের কথাই—আইন। কিন্তু যাও! এ যাত্রা তোমায় ক্ষমা করিলাম। সাবধান! আর কখনও আমার ত্রিসীমানায় আসিও না।"

হতভাগ্য লামবার্গ অব্যক্তস্বরে ধন্যবাদ দিয়া, কক্ষ হইতে নিক্রান্ত হইতেছিল, ওমার কঠোরস্বরে তাহাকে দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন।

লামবার্গের মুখ শুখাইল। কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "হুজুর! দয়া করিয়া আমার জীবনদান করিয়া কি অনুতপ্ত হইয়া——"

ওমার। না, আমি অনুতপ্ত হই নাই। আদেশ দিয়া আমি প্রত্যাখ্যান করি না। তোমার হেয় জীবন লইয়া যদৃচ্ছা গমন করিতে পার। তবে যাইবার পূর্ব্বে একটা কথা শুনিয়া যাও। তুমি অস্ত্রীয়ার যে সব অত্যাচারের উল্লেখ করিলে, সর্ব্বৈব মিথ্যা—সমস্তই কল্পিত। আমি একটা অস্ত্রীয় অত্যাচারের অতি সত্য গল্প বলি শুনিয়া যাও,—যে পাপীষ্ঠ আমাকে উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত এবং আমার আত্মীয় স্বজনকে গৃহহীন নির্ব্বাসিত করিয়াছে,—সে কে জান? তোমার জন্মদাতা পিতা।

লামবার্গ। তাহা হইলে আপনি কি——

ওমার। আমি কে তোমার জানিয়া আবশ্যক নাই। তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ, তোমার পিতার হস্তে আমি ঘোর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি। তোমার পিতা আমার আত্মীয়-বন্ধুকে অকারণে উৎপীড়িত করিয়াছে। ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে তাহার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার

হস্তেই সাধিত হইয়াছে। আমি যাহা করিয়াছি, যুদ্ধে—প্রকৃত যোদ্ধার মতই করিয়াছি—তোমার মত, কাপুরুষের ন্যায় আমি বৈরনির্য্যাতন-কল্পে ঘাতকের গুপ্ত ছুরিকা লইয়া, তাহার প্রাণহনন করিবার জন্য কখনই ঘুরি নাই। তোমার পিতার মৃত্যুতেই আমার বৈরনির্য্যাতন-বাসনার অবসান হইয়াছে—তোমার প্রতি আমার কোন বৈরভাব নাই। তুমি পরমেশ্বরের সুবিচার দলিত করিয়া—মানুষের দয়াধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া, নিতান্ত হেয় জীবের মত আমার প্রাণহনন করিতে আসিয়াছিলে, তত্রাপি আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম। ইহা দ্বারা যে শিক্ষা পাইলে, কখনও বিস্মৃত হইও না—যাও, এখন বিদায় হও।"

লামবার্গ কি বলিতে যাইতেছিল, ওমার হস্তসঞ্চালন করিয়া বাধা দিলেন। হতভাগ্য নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে, অথচ বিফলোদ্যম অন্তর্দাহে বিদগ্ধ হইতে হইতে কক্ষ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

কদাকার মুখ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর, চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। কনস্তান্তিনোপল এখন এক অতি ভয়ঙ্কর নাটকের রঙ্গস্থল—এমন বিভীষিকাময় ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বড় অধিক দেখা যায় না,—সোজা কথায় আমরা জেনিসারিদলের ধ্বংসের কথাই বলিতেছি।

একদল সেনা জেনিসারি সম্প্রদায় নামে অভিহিত। খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহারা ইসলামি ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদেরই

লইয়া, প্রধানতঃ এই দল বা সম্প্রদায় সংগঠিত। ইহারা বড়ই শক্তিশালী এবং অটোমান ইতিহাসের আদিম অবস্থা হইতে ইহাদের প্রসার প্রতিপত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। রোমের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে, প্রিতোরিয়া সেনাদলের বিষয় যেমন অবগত হওয়া যায়,—ইহারাও সেইরূপ ভাবে তুরস্কের রাজবংশের উপর প্রভুত প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আসিতেছে। ইহারাই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা—ইহাদের ইঙ্গিতেই রাজ্য চলিতেছে—একজনের পর আর একজন সিংহাসনে বসিতেছে। সুলতানগণ ইহাদের ক্রীড়নক মাত্র। ইহাদের কার্য্যে বাধা দিয়া, কোন সুলতান এ পর্য্যন্ত সিংহাসনে তিষ্ঠিতে সক্ষম হন নাই।

বর্ত্তমান সুলতান মামুদ তাঁহার বৃদ্ধ মন্ত্রী খস্রু পাশার সাহায্যে রাজ্যের আমূল-সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। সর্ব্বশক্তিশালী জেনিসারি-দল—এই সংস্কার কার্য্যে পরিণত হইলে, তাহাদের চিরন্তন স্বার্থে আঘাত লাগিবার আশঙ্কায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজরে। বিজ্ঞ মন্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই কনস্তান্তিনোপলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই রাজাজ্ঞা এবং সংস্কারের পক্ষপাতী। ওমার তাঁহার অন্যূন অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। সহরের মধ্যে রণদুন্দভি বাজিয়া উঠিল। সহরের পথ-ঘাট নররক্তে ও নরমুণ্ডে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। ওমার তাঁহার সৈন্য লইয়া, বিদ্রোহী-সেনাদলের দলপতির প্রধান দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। বিংশ সহস্র বিদ্রোহী রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করিবার গুরুপাপে প্রাণদান করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিল। অবশিষ্টের কতকাংশ পলাইয়া জীবনরক্ষা করিল—কতক বা বন্দী হইল। এইরূপে অপ্রতিহতশক্তি জেনিসারিদল ধ্বংস হইল।

স্থলতান রাজভক্ত সেনা এবং সেনাপতিগণকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিলেন। ওমারের বেতন এবং পদবৃদ্ধি হইল।

ওমার এবার পাশা-পদবীর আর এক স্তর উর্দ্ধে উন্নমিত হইলেন। স্বয়ং স্থলতান তাঁহার করে দুই অশ্বপুচ্ছ শোভিত এক সুন্দর কেতন উপহার দিলেন। ওমার অপরাহ্ণে খস্রুপাশার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাত বৎসর পূর্ব্বে আর একবার এই কক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন,—সেদিন সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ভিখারী—আর আজ তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কত উচ্চ! ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে আজ তিনি সুখ সম্পদের সুমেরু শিখরে সমাসীন।

ওমার খস্রুপাশার সম্মুখে উপনীত হইয়া, দেশাচারানুসারে নতজানু হইয়া অভিবাদন করিতে যাইতেছিলেন, বৃদ্ধ পাশা আসন হইতে অবতরণ করিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমার সম্মুখে আর নতজানু হইবার আবশ্যক নাই,—তুমি আমার পরিবারভুক্ত হইতে চলিলে।"

ওমার কহিলেন, "আমিও সেই জন্য—আপনার আজ্ঞানুযায়ী আমার ভাবী-পত্নীর পাণি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "সেলিমা তোমার। আমি আমার কর্ম্মময় সুদীর্ঘ জীবনে প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া, কখনও এমনভাবে সুখানুভব করি নাই। তোমাকে দেখিয়াই আমার ধারণা জন্মিয়াছিল, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তোমার দেহে অশেষ গুণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—পরিস্ফুরণের উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাহারা বিকসিত হইতে পারিতেছে না। তজ্জন্য আমি আমার সেলিমাকে দেখিবার অবসর দিয়া বলিয়াছিলাম, "যাও ওমার! সংসারে খ্যাতি, যশঃ এবং উচ্চ উপাধি অর্জ্জন কর গিয়া—যেদিন তুমি পাশা-পদবীর দ্বিতীয় স্তরে উন্নমিত হইবে—সেই দিন তোমায় সেলিমা সম্প্রদান করিব। সাত বৎসর পূর্ব্বে তোমায় এই কথা বলিয়াছিলাম। তুমি তোমার

কার্য্য করিয়াছ—আমি সেলিমাকে তোমার করে সম্প্রদান করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব।"

ওমার এবার নতজানু হইয়া, বৃদ্ধ সচীবের পদপ্রান্তে বসিলেন এবং তাঁহার প্রসারিত কর সসম্ভ্রমে চুম্বন করিলেন। ইঙ্গিমাত্র কাফ্রি ক্রীতদাস উপস্থিত হইল এবং ওমারকে সেই পুষ্পোদ্যানের দ্বারে দিয়া আসিল।

সাত বৎসরের পর, আজ আবার তিনি সেই চিত্তবিনোদক মোহময় শোভন উদ্যান-দ্বারে দণ্ডায়মান। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাকে আর একবারও এ স্থান সন্দর্শন করিবার অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। এই সাত বৎসরের মধ্যে ওমারের শারীরিক অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—তাঁহার সুন্দর দেহ যৌবনের পূর্ণ অধিকারে আরও পুষ্ট, কান্তিময় এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি পুষ্পবাটিকার মধ্যে উপস্থিত হইলেন। কেহ কোথায়ও নাই। সহসা কোন অলক্ষিত স্থান হইতে সুধাস্রাবী সঙ্গীতের সহিত কলকণ্ঠের মধুর ঝঙ্কার, বায়ুস্তরে ভাসিয়া ভাসিয়া—তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিতে লাগিল। সেই বাগান—সেই কুসুমিতা তরুলতা · স্নিগ্ধছায়াময় লতাকুঞ্জ,—সেই ফলভারাবনত শ্যামলপত্রাবৃত তরুশ্রেণী—সেই সব! মন্দানিলে ভাসিয়া ভাসিয়া, কোন অলক্ষিত স্থান হইতে সঙ্গীতের সুধামাখা মোহময় স্বর আসিয়া, তাঁহার হৃদয়ে মাদকতা ঢালিয়া দিতেছে। একি সব স্বপ্ন। এই সাত বৎসরের সুদীর্ঘ দিন-দণ্ড-পল,—সমরাঙ্গণের রণ দুন্দভির মধ্যে সেই সব রণজয় বিজয়-উল্লাস—সে সব কি মিথ্যা? তিনি কি তবে নিদ্রিত ছিলেন—সহসা কি সঙ্গীতালাপে তাঁহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। মুহূর্ত্তের জন্য নিতান্ত নিরাশভাবে তাঁহার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সহসা তাঁহার বক্ষে দোদুল্যমান বিবিধ রত্নখচিত পারিতোষিক-পদকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল,—পার্শ্বে রত্নমণ্ডিত কোষবদ্ধ বহুমূল্য

তরবারি ঝুলিতেছে দেখিতে পাইলেন। তখন বুঝিলেন, কিছুই স্বপ্ন নয় —সকলই সত্য—সকলই বাস্তব!

তাঁহাকে অধিক সময় এ অবস্থায় কালযাপন করিতে হইল না। এই ফুলবনের বনদেবী—এই সঙ্গীতময় স্বপ্ন-কাননের অধিষ্ঠাত্রী—এই রবিকরদীপ্ত, ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত—এই সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন প্রমোদোদ্যানের প্রমোদময়ী সৌন্দর্য্যরাণী সহসা সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। আজ আর সে বীড়া-সঙ্কুচিতা, কুমারীজনোচিতা, ধীরমন্থরগামিনী ভাব নাই। আজ তিনি প্রমোদময়ী, প্রেমময়ী নবীনার মত প্রিয়সমাগমে ছুটিয়া আসিতেছেন! মুহূর্ত্তে অবগুণ্ঠন অপসারিত হইল। ওমার সাহ্লাদে চাহিয়া দেখিলেন, সেলিমার রূপমাধুরী পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে বাড়িয়াছে। পরক্ষণে যুবক-যুবতী প্রেমাবেগে পরস্পরকে হৃদয়মধ্যে টানিয়া ধরিলেন।

প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ যুবক-যুবতী সে সময়ে যে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত কথা মানুষের ভাষায় নাই। তাঁহারা পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া—কখনও বা হাত ধরাধরি করিয়া, মন্দানিলসেবিত কুসুমশোভিত সেই স্বর্গীয়-কাননে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পরদিন ওমার তাঁহার শ্বেত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া, খস্রুপাশার আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজ তাঁহার বিবাহ। নগরবাসীরা এ সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার গন্তব্য-পথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দের উচ্চ রোলে গগন বিদীর্ণ করিতেছিল। তিনি সকলের প্রিয়। তাঁহার বীরত্বে, তাঁহার অশেষগুণে সকলেই মুগ্ধ। তিনি নিজগুণে অতি অল্পদিনে ধন-সম্পদ, উচ্চপদ এবং ভুবনভরা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাহুবলে অহঙ্কারমত্ত উচ্ছৃঙ্খল জেনিসারিদল উৎসাদিত হইয়াছে—তিনি সুলতানের সংস্কারের পৃষ্ঠপোষক

সুতরাং আপামরসাধারণ সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট। ওমার হৃষ্টচিত্তে, তুর্কী, ফরাসী, ইহুদি, আরমানী প্রভৃতি প্রজামণ্ডলীর ধন্যবাদ গ্রহণ করিতে করিতে মন্ত্রীভবনের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

ওমার শ্বশুরপাশার প্রাসাদ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন—সম্মুখেই ফটক। সহসা তাঁহার মনে হইল, প্রফুল্লগণ্ড জনতার মধ্যে কাহার যেন একখানা কদাকার মুখ বিষধরের ন্যায় জ্বালাময় তীব্রদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। পরমুহূর্ত্তে লোকটা সে বিষদৃষ্টি সংযত করিয়া, জনতার মধ্যে কোথায় লুকাইয়া পড়িল। ওমার পুনঃ পুনঃ সে দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়াও, আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া, পুনরায় তিনি অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—আর সে মুখ দেখিতে পাইলেন না—তথাপি তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন দানিয়াল লামবার্গের সেই কদাকার মুখখানা—ঐ রহিয়াছে।

ওমার পুরদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, শ্বশ্রু পাশা অগ্রবর্ত্তী হইয়া, সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইলেন। ভৃত্যেরা বাহির হইয়া, সমবেত জনতার মধ্যে রজতমুদ্রা বর্ষণ করিতে লাগিল। সম্প্রদানকালে ওমার অবগত হইলেন, বৃদ্ধ পাশা সেলিমাকে যৌতুকস্বরূপ ষাইট হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছেন। এ যৌতুক প্রদত্ত না হইলেও, সুন্দরী সেলিমা তাঁহার নিকট কখনই অনাদৃত হইতেন না। সেলিমার সুধামাখা স্নিগ্ধদৃষ্টি-পাতে ওমারের হৃদয় মধুময় হইয়া উঠিল—দানিয়াল লামবার্গের হিংসাপূর্ণ কদাকার মুখখানা একেবারে বিস্মৃত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ক্ষুদ্র বাক্স

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর, দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এখন ১৮৩৯ খৃষ্টিয় সাল চলিতেছে। ওমারের বয়ঃক্রম উনচত্বারিংশৎ বৎসর,—তাঁহার প্রিয়তমা আদরের ভার্য্যা সুন্দরী সেলিমার বয়স এক্ষণে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর। এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন সন্তানাদি হয় নাই। পরম সুখে তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইতেছে।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে ওমারকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। অটোমন সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃত। ইহার নানা প্রদেশে ইতি-মধ্যে তাঁহাকে যুদ্ধ এবং শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। বসনিয়া এবং মণ্ডপখোরিতে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইলে, তাহার প্রশমনের জন্য তাঁহাকেই সৈন্যচালনা করিতে হইয়াছিল,—সিরিয়া-প্রদেশ লইয়া, ইজিপ্তের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকেই সৈন্য লইয়া যাইতে হইয়াছিল। আসিয়ামাইনর, লাচিননের পার্ব্বত্যপ্রদেশে তাঁহারই দ্বারা সুলতানের বিজয়-নিশান উড্ডীন হইয়াছিল। সকল স্থানেই তিনি শৌর্য্যবীর্য্য এবং শাসন-শৃঙ্খলার প্রভূত পরিচয় দিয়া-ছিলেন। ওমার মুসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেও, খৃষ্টীয় আচার-ব্যবহার পরিহার করেন নাই। মুসলমানধর্ম্মে বহুবিবাহের কোন বিঘ্ন না থাকিলেও, তিনি আর ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। সেলিমাই তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বময়ী অধীশ্বরী।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ওমার সেলিমাকে লইয়া, কনস্তান্তিনোপলে বাস করিতে ছিলেন। সহরের মধ্যে তাঁহাদের একখানি সুন্দর অট্টালিকা

এবং বসপোরসের তীরে একখানি নয়নাভিরাম বাগান-বাড়ী ছিল। বৃদ্ধ শ্বশ্রু পাশা প্রায়ই তাঁহাদের সহিত বাস করিতেন,—তিনি তাঁহাদিগকে নিজ পুত্র-কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন।

৩০শে জুন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। ওমার সেলিমার সহিত বাগান-বাড়ীতে সুখালাপনে সময়াতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময়ে সুলতানের অন্তঃপুর হইতে এক দূত তাঁহার সকাশে সমুপস্থিত হইল। সুলতানের আদেশ তাঁহাকে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। সুলতান কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত,—তাঁহার জীবনের আর কোন আশা নাই,—এ সংবাদ ওমার পূর্ব্বাহ্নেই অবগত হইয়াছিলেন;—এক্ষণে দূতমুখে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, সেলিমার নিকট বিদায় গ্রহণান্তর ত্বরিতপদে দূতের সহিত নৌকায় আসিয়া আরোহণ করিলেন। সুলতানের দ্রুতগামী পানসি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি আরোহণ করিবামাত্র, বসপোরসের সুনীল অম্বুরাশির উপর দিয়া তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। উর্দ্ধে নীলিম-গগনে অনন্ত নক্ষত্রমালা, বসপোরসের নীলাম্বু-বক্ষে তাহার প্রতি-বিম্ব প্রতিফলিত,—সে সৌন্দর্য্য অনুপম, অনির্ব্বচনীয়।

সুলতানের প্রাসাদান্তঃপুর সহরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে, বসপোরসের তীরে অবস্থিত। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে পান্সি আসিয়া মর্ম্মর প্রস্তর বিরচিত একটী রম্য ঘাটের সোপান নিম্নে অবস্থিত হইল। রাজদূত সসম্ভ্রমে ওমারকে অনুগমন করিতে প্রার্থনা করিয়া, অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। একটী উদ্যান উত্তীর্ণ হইয়া, তাঁহারা প্রাসাদের একটী গুপ্তদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজদূত তাঁহাকে একটী সুন্দর সজ্জিত কক্ষে অপেক্ষা করিতে, বলিয়া, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। সে কক্ষে সুলতানের অপরাপর কয়েকজন কর্ম্মচারী বসিয়াছিলেন,—

ওমার তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যতক্ষণ তিনি তথায় অবস্থান করিলেন, তাঁহার মত একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থ তাঁহারা আসন পরিগ্রহ করিলেন না। অবিলম্বে রাজদূত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাঁহাকে সুলতানের আদেশ জ্ঞাপন করিল।

প্রায় পনের মিনিট সময় অতিবাহিত হইলে, পুনরায় পার্শ্বের দ্বার মুক্ত হইল। দীর্ঘ পক্কশ্মশ্রু এক বৃদ্ধ তুর্কী সেই দ্বার পথে বাহির হইল—তাহার পশ্চাতে ছয়জন রাজানুচর, সকলেই নীরব। ওমার দেখিলেন—তুর্কী বন্দী। তাহার উভয় বাহু পিছু মোড়া করিয়া বাঁধা, তাহার মুখ মলিন, দৃষ্টি ভয়চকিত। ওমার যে দ্বার দিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, রাজভৃত্যেরা তুর্কীকে লইয়া সেই পথ দিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বার নিঃশব্দে রুদ্ধ হইল।

পুনরায় অন্তঃপুর প্রবেশের দ্বার মুক্ত হইল। একজন ভৃত্য আসিয়া ওমারকে অনুগমন করিতে ইঙ্গিত করিল। ওমার অপর একটী বিস্তৃত কক্ষে উপনীত হইলেন—ইহার মধ্য দিয়া যাইবার পথ। দেখিলেন কয়েকজন গম্ভীরপ্রকৃতি আরমনী এবং ফরাসী গম্ভীরভাবে পরস্পর আলাপ করিতেছেন। ইহাঁরা সকলেই রাজবৈদ্য। ইহাঁদের আকৃতি প্রকৃতি, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ এবং বিষন্ন দৃষ্টি হইতে ওমার বুঝিলেন, সুলতানের অবস্থা ভাল নয়। তাঁহারা ওমারকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি পদোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি সে কক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া, অপর একটী কক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার দ্বারে স্থবর্ণখচিত মখমল-পরদা বিলম্বিত। তিনি উপস্থিত হইলে, পর্দ্দা অপসারিত হইল, নিঃশব্দে দ্বার মুক্ত হইল—ভৃত্য দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ওমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত

সম্রাটের শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। সে সময়ে সে কক্ষে অপর কেহ ছিল না, কেবল মাত্র এক তরুণ যুবক রাজপার্শ্বে বিষণ্ণবদনে দণ্ডায়মান। ওমার এ যুবককে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই।

সম্রাট ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "এস বীরশ্রেষ্ঠ ওমার! এস আমার নিকট আরও সরিয়া আইস। তোমার সম্রাট মৃত্যুশয্যায় শায়িত—তাঁহার শেষ আদেশ শ্রবণ কর।"

ওমার সম্রাটের শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সম্রাট যুবকের মুখপ্রতি একবার সস্নেহে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, ওমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এতদিন আমার প্রতি যে ভক্তি প্রকাশ করিয়াছ, আর অল্পক্ষণ পর হইতে এই যুবকের প্রতি সেই ভক্তি, সেই অনুরাগ প্রকাশ করিবে।"

ওমার তরুণ রাজকুমারকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার মুখ-প্রতি চাহিয়া, ওমারের হৃদয় করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। এই তরুণ যুবক,—ইহাঁরই উপর সাম্রাজ্য পরিচালনের গুরু ভার পড়িবে, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা এবং দায়িত্বের মধ্যে সপ্তদশবর্ষীয় যুবকের তরুণ-হৃদয় নিষ্পেষিত হইবে—ভাবিয়া, সদাশয় ওমারের অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আবদুল মজিদ শীর্ণকায়, দীর্ঘাকৃতি,—মুখমণ্ডল রোগশীর্ণ, মলিন। সে মুখে বিষাদ এবং চিন্তার রেখা ইতিমধ্যে আসন পাতিয়া বসিয়াছে—কিন্তু তাহাতে রাজপুত্রোচিত অহঙ্কারের লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। দেহ শীর্ণ, মুখমণ্ডল মলিন হইলেও, হৃদয়ে উদ্যম এবং তেজস্বিতার অনল বিস্ফুরিত হইতেছিল! চক্ষু বৃহৎ প্রদীপ্ত এবং অস্বাভাবিক জ্যোতিতে পরিপূর্ণ। অধরোষ্ঠ কিছু পুষ্ট, দাঁতগুলি যুবতীর দাঁতের মত স্বচ্ছ সুন্দর। মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ। এখনও শ্মশ্রু গুম্ফের রেখাপাত হয় নাই।

মোটের উপর তাঁহার আকৃতিতে একটা চিত্তাকর্ষক গুণ, কজ্জল-কৃষ্ণ-লোচনে একটা মোহময় কোমলতা এবং সাধারণ অবয়বে একটা সভয়-ভক্তিভাব ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। ওমারের কথার প্রত্যুত্তরে যখন রাজকুমার আবদুল মজিদ কথা কহিলেন, তখন বীণাঝঙ্কারবৎ মধুর নিক্বণে সান্ধ্য সমীর মুখরিত হইয়া উঠিল।

স্থলতান পুত্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বৎস! কিয়ৎক্ষণের জন্য তুমি কক্ষান্তরে যাও। যে অত্যল্পকাল আর আমি এ পৃথিবীতে আছি, তোমাকে নয়নের অন্তরাল করিতে আমার কষ্ট হইতেছে সত্য—কিন্তু ওমারের সহিত আমার কোন গোপন পরামর্শ আছে।"

যুবরাজ প্রস্থান করিলে স্থলতান কহিলেন, "ওমার! আমার এ পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইয়াছে। আমার মৃত্যুর যে আর অধিক বিলম্ব নাই, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তুমি আজ উনিশ বৎসর আমার সেবা করিতেছ। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোন কার্য্যে তোমার অযোগ্যতা, বিরাগ বা সাহসের অভাব দেখিতে পাই নাই। আমি আমার এই অন্তিম মুহূর্ত্তে, তোমার উপর আর একটী কার্য্যের ভার দিয়া যাইতেছি। আমার অন্নে প্রতিপালিত আর কাহারও উপর আমার এত বিশ্বাস নাই। ওমার! আমি শুনিয়াছি, তুমি একমাত্র স্ত্রীর ভালবাসায় আবদ্ধ হইয়া জীবনাতিবাহিত করিতেছ—তুমি কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য দারান্তর গ্রহণ করা দূরে থাক, এমন কি তোমার অন্তঃপুরে সুন্দরী ক্রীতদাসী পর্য্যন্ত রাখ নাই—এ কথা কত দূর সত্য ওমার?"

ওমার। সত্য স্থলতান! একমাত্র সেলিমা সুন্দরীই আমার হৃদয়ের সর্ব্বময়ী অধীশ্বরী।

স্থলতান। উত্তম। আমি শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। যদি কোন

অবলাকে তোমার করে অর্পণ করি, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তাহার পিতা বা ভ্রাতার ন্যায় তাহার প্রতি কি ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে ?

ওমার। আমি আপনার প্রতি এতদিন যে রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া আসিতেছি, তাহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনার এ আদেশ বা অপর যে কোন আজ্ঞা আমি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিব।

স্থলতান। যদি প্রকৃতই এইরূপ কোন রমণীকে তোমার করে অর্পণ করি, তোমার স্ত্রী কি তাহার প্রতি মাতা বা ভগ্নীর মত ব্যবহার করিবে ?

ওমার। নিশ্চয় করিবে। এ কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমি যাহাকে পিতা বা ভ্রাতার চক্ষ দেখিব, আমার সেলিমা কখনই তাহার প্রতি মাতা বা সহোদরার ভালবাসা বিলাইতে কার্পণ্য প্রকাশ করিবে না।

স্থলতান। আমি মহদন্তঃকরণ ওমারের মুখে এইরূপই কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। এখনও—যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণবায়ু বহিবে—আমার আদেশই রাজ-আইন। এখনও আমি যেমন কোটী কোটী প্রজার রক্ষক—ঐ রমণীরও সেইরূপ আশ্রয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে—যখন আমার জীবনান্ত হইবে—আমার সহিত একটা মাটীর ঢেলারও কোন বিশেষ পার্থক্য থাকিবে না—আমি তখন তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব না। আমার পুত্র আজ্ঞাবহ, শান্তপ্রকৃতি সত্য কিন্তু মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে পুত্রগণের পিতার আদেশ পালন করিবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। সেই জন্য আমার শক্তি থাকিতে আমি তাহার রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে চাই।—আমার পুত্রের সম্মুখ হইতে প্রলোভনের একটা পথ অপসারিত করিতে ইচ্ছা করি। নচেৎ তাহার

শত পিতৃভক্তিসত্ত্বেও কখনই সে এ অধঃপতনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। বুঝিয়াছ ওমার ?

ওমার। আজ্ঞা! সমস্তই বুঝিয়াছি।

স্থলতান। তাহার পর শোন,—এই অন্তঃপুর মধ্যে কোন একটী যুবতী বাস করে—প্রথম প্রথম প্রণয়ীর লালসাময় ভালবাসা লইয়া আমি তাহাকে সম্বোধন করিতাম কিন্তু কালক্রমে ঘটনা পরম্পরায় আমার হৃদয়ের সে কলুষিত ভাব বিদূরিত হয়, এখনও আমি তাহাকে ভালবাসি —তবে সে অন্য ভাবের ভালবাসা। পিতা নিজ দুহিতাকে যেমন ভাল-বাসে, স্নেহ যত্ন করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবে ভালবাসি। আমার অন্তঃপুরে যেমন পবিত্রতা—যেমন নির্ম্মলতা লইয়া প্রবেশ করিয়া-ছিল,—এখন তোমার সঙ্গে ঠিক সেই অবস্থায় বাহির হইয়া যাইবে। তুমিও—তাহার পবিত্রতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না, শপথ করি-য়াছ। যাও তাহাকে লইয়া তোমার বাড়ী যাও—তোমার সেলিমাকে মৃত্যু-শয্যায়-শায়িত তোমার সম্রাটের আদেশ বুঝাইয়া বলিবে। সেলিমার সহিত সেই কন্যাকে লইয়া, কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোমরা কনস্তান্তি-নোপল ত্যাগ করিয়া যাইবে। দীর্ঘ পথ—বহুদূর তোমাদিগকে যাইতে হইবে। অস্ট্রিয়ার ত্রাণসিলভানিয়া প্রদেশে, হার্মস্তদের নিকট ব্যারণ সাইরণের অনুসন্ধান করিবে। যদি তিনি জীবিত থাকেন—দেখিবে খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন। বিপত্নীক। সংসারে আত্মীয় স্বজন কেহ নাই,— কেবল একমাত্র—না, সে কথায় আবশ্যক নাই। যদি তুমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাও—এই কুমারীকে তাঁহার করে অর্পণ করিবে। এখানে ইহার নাম আয়েসা--হয় ত সেখানে অন্য নামে সে আপনাকে পরিচিত করিবে। বুঝিয়াছ সকল কথা ? তুমি আমার এই কার্য্য করিবে শপথ করিতেছ ?

ওমার। হাঁ কিন্তু প্রভু! যদি ব্যারণ সাইরণের সাক্ষাৎ না পাই?

স্থলতান। হাঁ, সে কথাও বলিতেছি।

এই বলিয়া স্থলতান ধীরে ধীরে উপাধান নিম্ন হইতে একটী দারু-ময় বিচিত্র ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিলেন। তাহার চারিদিকে স্থবর্ণের কাজ—ডালায় মণিমুক্তা খচিত। একটী ক্ষুদ্র চাবি, একগাছি রেশম স্থত্র দ্বারা তাহার সহিত আবদ্ধ। বাক্সের কলের উপর রাজকীয় শীল-মোহর। স্থলতান বাক্সটী বাহির করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যদি সাইরণের মৃত্যু হইয়া থাকে—এবং ইতিমধ্যে তাঁহার সম্পত্তি উইল বা দান-পত্রের দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়া থাকে,—তবেই এই বাক্স খুলিবে। কিন্তু যদি ব্যারণ জীবিত থাকেন এবং আয়েসাকে সাদরে গ্রহণ করেন, এই বাক্সটী তাহার হাতে দিয়া আমার এই অন্তিম বাসনা জ্ঞাপন করিবে। যে দিন কোন ভাগ্যবান তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিবে,— সেইদিন এই বাক্স খুলিবে, তাহার পূর্ব্বে যেন কোন প্রকারেই এ বাক্স খোলা না হয়। তবে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি, যদি একাদশ বৎসরের মধ্যে তাহার বিবাহ না হয়, তবে এই বাক্স গ্রহণের পর একাদশ বৎসর অতীত হইলে, সে ইহা খুলিতে পারিবে। বুঝিয়াছ?"

ওমার। বুঝিয়াছি।

স্থলতান। ওমার তুমি আমার বড় বিশ্বাসী। বিশ্বাস করিয়া তোমার উপর এই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিলাম। পুনরায় শপথ কর আমার এই আদেশ যথাযথ পালন করিবে।

ওমার। হাঁ আমি শপথ করিতেছি।

স্থলতান হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। ওমার সসম্ভ্রমে চুম্বন করিলেন।

তৎপরে সুলতান বাক্সটী ওমারের হাতে দিলেন। ওমার উহা সযত্নে বস্ত্রের মধ্যে স্থাপন করিলেন। সুলতান ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া কি বলিয়া দিলেন। ওমার সম্রাটের নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিয়া ভৃত্যের সহিত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ভৃত্য তাঁহাকে লইয়া, ভিন্ন পথে অপর একটী সুন্দর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া প্রস্থান করিল।

ওমারকে এই কক্ষে প্রায় পনের মিনিট সময় অপেক্ষা করিতে হইল। ভৃত্য চলিয়া যাইলে, তিনি সুলতানের এই বিচিত্র আদেশের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ কুমারী কে? ব্যারণ ডি সাইরেণের কি তিনি দুহিতা? প্রকৃতই কি তিনি কোন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিনী—এখানে মুসলমান প্রাসাদে মুসলমানী নামে অভিহিত হইয়া কালযাপন করিতেছেন। এখানে আসিবার সময় মধ্যপথে যে বৃদ্ধ তুর্কী বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, সে কে? তাহার সহিত এই কুমারী আয়েসার কি কোন সম্বন্ধ আছে? বন্দী সম্ভবতঃ সুলতানের কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়াছে—এ ক্ষেত্রে তাহার সহিত আয়েসা ঘটিত ব্যাপারের কোন সংস্রব থাকা অসম্ভব নহে,—তিনি মনে মনে এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন।

এই সময়ে দুইটী কৃষ্ণকায় ভৃত্য দ্বার মুক্ত করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল,—পশ্চাতে এক অবগুণ্ঠনবতী। রমণী দীর্ঘাঙ্গী। তিনি যে নবীনা যুবতী, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত থাকিলেও,—সে কথা বুঝিতে ওমারের বেশী বিলম্ব হইল না। গতি মন্থর। পরিচ্ছদাদি বহুমূল্যের। নবীনা সহসা থামিলেন এবং অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার ওমারের দিকে চাহিয়া, অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন এবং ওমারের হাত ধরিয়া, কম্পিত মধুরকণ্ঠে কহিলেন, "উদারচেতা

পাশা! আমি :আপনাকে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু—পিতা—অথবা ভ্রাতার মত ভক্তি করিব।”

ওমার তাঁহার স্বভাবসুলভ ঔদার্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “আমি শপথ গ্রহণ করিয়া স্বীকার করিতেছি, আমার দ্বারা কখনই তোমার এ ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার হইবে না।”

আয়েসা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ওমর তাঁহার হাত ধরিয়া ভৃত্যদ্বয়কে অগ্রবর্ত্তী হইতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা একটা দালান পার হইয়া, একটা গুপ্ত সোপান-পথে অবতরণ করিতে লাগিলেন। নিম্নতলে অবতরণ করিবা মাত্র অপর একটী ভৃত্য একটা বড় বাক্স লইয়া তাহাদের সহিত যোগ দিল। সকলে তখন উদ্যানের মধ্য দিয়া বসপরসের তটে উপনীত হইলেন। একখানা পাল্কী তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ভৃত্য আয়েসার বাক্স তাহার মধ্যে তুলিয়া দিল—আয়েসাও তাহার মধ্যে উঠিয়া বসিলে প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে ওমার দেখিলেন তিনি যে পাল্কীতে এখানে আসিয়াছিলেন,—এ সে পাল্কী নয়।

সে পাল্কী কোথায় গেল? তাঁহাকে তীরে নামাইয়া দিয়া, পাল্কী তবে কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? নিশ্চয় সেই বৃদ্ধ তুর্কীর জন্য। নিশ্চয় তাহাকে সেই পাল্কীর সাহায্যে সপ্তগড় দুর্গে অথবা ঐরূপ কোন স্থানে তাহার শাস্তি বিধানের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহার সহিত কি আয়েসার কোন সংস্রব আছে? কে যেন ওমারের অন্তরে বলিয়া দিতে লাগিল নিশ্চয় আছে। আয়েসাকে প্রশ্ন করিলে, তাঁহার এ কৌতূহল কতকটা প্রশমিত হইতে পারে বটে কিন্তু তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আয়েসা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাহা প্রকাশ করিবেন, তদ্ভিন্ন তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।

ভৃত্যত্রয় পাশা এবং আয়েসাকে অভিবাদন করিল। নৌকা তীর-বেগে ওমারের বাগান বাড়ীর অভিমুখে ছুটিতে লাগিল এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইল। আয়েসা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, একটী কথাও ইতিমধ্যে তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হয় নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গহ্বর মধ্যে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছদে যে ঘটনা বিবৃত হইল, তাহার প্রায় এক পক্ষ পরে একদল লোক ওয়ালেশিয়ার মধ্য দিয়া, সীমান্ত সহর ট্রান্সিলভা-নিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। চতুরাশ্বসংযোজিত একখানি শকট—শকট মধ্যে দুইটী মহিলা এবং তাঁহাদের দুইজন সঙ্গিনী। ওমার পাশা পাঁচজন অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া তাহার পাশে পাশে অশ্বারোহণে গমন করিতেছেন। শকটমধ্যবর্ত্তিনী রমণী যুগল যে, আয়েসা এবং সেলিমা, তাহা না বলিলেও পাঠক অনেকক্ষণ বুঝিয়াছেন।

তুরস্ক এবং অস্ত্রিয়ার মধ্যে ট্রান্সিলভানিয়া নগর। রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং ওয়ালেশিয়া অতিক্রম করিলে তবে এই সীমান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। এই সুদীর্ঘ পথ-পর্য্যটন-পরিশ্রমে রমণীদ্বয় পাছে পরিক্লান্ত হইয়া পড়েন, এই জন্য পথের স্থানে স্থানে ওমারকে বিশ্রামার্থ বিলম্ব করিতে হইয়াছে। সুলতানের

শয্যাপার্শ্বে ওমার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে বর্ণে বর্ণে তাহা পালন করিতেছেন। সেলিমাও এ কার্য্যে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। তিনি সদাসর্ব্বদা আয়েসার পার্শ্বে রহিয়াছেন—ইতিমধ্যে স্বামীর সহিত একবারও বিরলে সাক্ষাৎ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। আয়েসা তাঁহার জীবনের আমূল ইতিবৃত্ত সেলিমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন—ওমার সে সকল শুনিবার এখনও অবসর পান নাই।

সঙ্গে পাঁচজন সশস্ত্র রক্ষী রহিয়াছে, ওমারের অশ্বপৃষ্ঠে যাইবার কোনই আবশ্যক ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলে, গাড়ীর মধ্যে বসিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে পাছে আয়েসা কোনপ্রকার সঙ্কোচ বোধ করেন—এইজন্যই তিনি অশ্বারোহণে যাইতেছেন। আয়েসার মুখ সদা সর্ব্বদা অবগুণ্ঠনে আবৃত—ওমার মুহূর্ত্তের জন্য সে মুখ দেখিবার অবসর পান নাই এবং দেখিবার জন্য কখনও চেষ্টাও করেন নাই।

তাঁহারা দানিউব নদী পার হইয়া, এক্ষণে ওয়ালেসিয়ার মধ্য দিয়া বরাবর নদীর ধার দিয়া অগ্রসর হইতেছেন। সম্মুখে স্লাতিনা নগর। সন্ধ্যার আর বড় বিলম্ব নাই। এযাবৎ গগন মণ্ডল বেশ পরিষ্কার ছিল। সহসা আকাশে মেঘ দেখা দিল—ধীর সঞ্চারিত বায়ুমণ্ডল স্তব্ধভাব ধারণ করিয়া ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ সূচিত করিল।

ওমার এ প্রদেশে পূর্ব্বেও আসিয়াছিলেন, সুতরাং এখানকার পথ ঘাট ও গ্রাম নগরাদির অবস্থানের বিষয় তিনি সম্যক পরিজ্ঞাত ছিলেন। স্লাতিনা নগর এখনও সাড়ে তিন ক্রোশ। ইহার মধ্যে অন্য কোন লোকালয় বা আশ্রয় স্থান নাই। তাঁহারা দ্রুত অশ্ব চালিত করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ওমার

রমণীদ্বয়ের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে একটা ধুরা ভাঙ্গিয়া গেল—গাড়ী অচল হইল। নিকটেই একটা পর্ব্বত গহ্বর ছিল। ওমার রমণীদ্বয়কে উত্তমরূপে বস্ত্রাবৃত করিয়া, গুহার মধ্যে লইয়া গেলেন। অব্যবহিত পরেই দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিয়া, একবার চপলা চমকিল এবং ধরণীমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া, তাঁহাদের মাথার উপর বিকট গর্জ্জনে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল।

গাড়ীর মধ্যে খাদ্য ছিল,—ওমার সে গুলি বাহির করিয়া, স্ত্রীলোকদিগকে আহার করিতে দিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, জন দুই তিন সহচরের সহিত ভগ্ন ধূরার সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন।

তাঁহারা যখন উক্ত কার্য্যে অভিনিবিষ্ট, সেই সময়ে অদূরে অশ্বপদশব্দ পরিশ্রুত হইল। অবিলম্বে বেগগামী অশ্বপৃষ্ঠে একজন লোক তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, এবং তাঁহাদিগকে তদবস্থায় সেই স্থানে অবস্থিত দেখিয়া অশ্ববল্গা সংযমপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "একি! কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে না কি?"

ওমার শিহরিয়া উঠিলেন। স্বর যেন পরিচিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে অশ্বারোহীকে কিন্তু ভাল চিনিতে পারিলেন না। পরক্ষণে স্বভাবসুলভ নম্রকণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ মহাশয়! গাড়ীর ধুরা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকাতে—"

অশ্বারোহী আর শুনিল না। অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিয়া, দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়া গেল।

ওমার আপন মনে কহিলেন, "নিশ্চয় সেই! সেই কণ্ঠস্বরই বটে! ভীরু বিবেকের তাড়নায় বিপদাশঙ্কা করিয়া পলাইয়া গেল।"

অশ্বারোহী যে দানিয়াল লামবার্গ তাহা না বলিলেও চলে। ষোল বৎসর পূর্ব্বে নোভির হোটেলে একবার ওমারের জীবন লইতে ছুরিকা

উদ্যত করিয়াছিল—তাহার চারি বৎসর পরে ওমার যে দিন সেলিমার পাণিগ্রহণ করিতে শ্বশ্রুপাশার ভবনে অগ্রসর হইতেছিলেন, পথে জনতার মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য একবার তাহার কদাকার মুখখানা দেখিয়াছিলেন। তাহার পর আর তাহার কোন সংবাদ পান নাই। আজ সহসা সাক্ষাৎ। মুহূর্ত্তে সকল কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন—ভগ্ন ধুরা কতকটা সংস্কৃত—কতকটা কার্য্যোপযোগী হইলে, গুহা-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বৃষ্টির বেগ থামিয়াছে। আকাশের দূরপ্রান্তে মেঘ গর্জ্জিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ক্ষীণ দীপ্তি মুখে করিয়া কদাচিৎ চপলা চমকিতেছে। ওমার বুঝিলেন, বৃষ্টি থামিতে আর বিলম্ব নাই। অল্পক্ষণ পরেই আবার তাঁহারা যাত্রা করিতে পারিবেন।

গহ্বরটা প্রায় পঞ্চাশ ফুট বিস্তৃত। গুহার মধ্যে দুইটী মশাল জলিতেছিল। ওমার দেখিলেন, আয়েসা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, একটী দাসীর কোলে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। সেলিমা কয়েকখানা কাপড় পাতিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছে। পাছে তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় আয়েসার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, এই আশঙ্কায় সেলিমা স্বামীকে কথা কহিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে গুহামুখে উঠিয়া আসিলেন।

সেলিমা কহিলেন, "পথশ্রমে ক্লান্ত এবং এই দুর্ঘটনায় আশঙ্কিত হইয়া আয়েসা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

ওমার। বৃষ্টি যদিও থামিয়া আসিতেছে, তথাপি আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা না করিয়া যাত্রা করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

সেলিমা। সেই ভাল। ইতিমধ্যে আয়েসা একটু বিশ্রাম করিয়া লইতে পারিবে। আহা পথশ্রমে সে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ওমার। তবু—যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। পথের মাঝে—

সেলিমা। তাহা আমায় আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। আয়েসা এজন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে।

ওমার। তোমারও নিকট সে কম কৃতজ্ঞ নয়। নিশ্চয়ই সে তোমার সুন্দর কোমল স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছে। সেলিমা! তোমার কি তাহাকে সুখী বলিয়া বোধ হয়?

সেলিমা। চুপ কর। একটু অপেক্ষা কর—দেখিয়া আসি—যদি জাগিয়া না উঠিয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস তোমায় বলিব।

বলিয়া সেলিমা গুহাপ্রান্তে শ্রান্তা ক্লান্তা আয়েসা জাগিয়াছে কি না দেখিতে গেলেন—ওমারও আকাশের অবস্থা কিরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য গুহামুখ হইতে বাহিরে কয়েকপদ সরিয়া আসিলেন। তিনি যে স্থানে এতক্ষণ তাঁহার —জীবন-সঙ্গিনী সেলিমার সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন,—সেই স্থানের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে, তাঁহার এক মিনিট মাত্র লাগিয়াছে। মশালের আলোকরশ্মি সে স্থানে প্রতিফলিত হইতেছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, নিকটে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলেন বলিয়া তাঁহার অনুভব হইল। নিমেষ মধ্যে—চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে এই ঘটনা ঘটিয়া গেল।

"প্রতিহিংসা এতদিন পরে!"—কাহার চাপা চাপা অথচ কর্কশকণ্ঠে এই কয়টী কথা উচ্চারিত হইল। পরক্ষণে পর্ব্বতকন্দর প্রতিধ্বনিত করিয়া একটা আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। মশালের আলোকে ওমারের নেত্রসম্মুখে কি একটা ঝক্ মক্ করিয়া উঠিল,—সুন্দরী সেলিমার ভুজলতা তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিল।

সেলিমাকে কে আঘাত করিল। সেলিমা পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণে ঘটনাস্থল হইতে কে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

ওমার চীৎকার করিয়া, উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন, "বিশ্বাসঘাতকতা খুন! হত্যাকারী পলায় না যেন!"

তাঁহার মুখমণ্ডল প্লাবিত করিয়া রুধির ছুটিতেছিল। উদ্বেগে আশঙ্কায় বুঝিতে পারিলেন না, সে রক্ত কাহার। তাঁহার না সেলিমার? যদি তাঁহার হয়, তিনি ইহাতে ভ্রূক্ষেপ করিবেন না কিন্তু এ শোণিত-ধারা যদি তাঁহার সেলিমার হয়,—তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সেলিমা কহিলেন, "ভগবানকে শত ধন্যবাদ! আল্লার দোহাই! আমার স্বামী রক্ষা পাইয়াছে।"

সেলিমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, ব্যগ্রকণ্ঠে ওমার জিজ্ঞাসিলেন, "একি কথা সেলিমা?"—ওমার এখনও বুঝিতে পারেন নাই কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

গোলমালে আয়েসা জাগিয়া উঠিলেন। তিনি, পরিচারিকাদ্বয় এবং দুই তিনজন রক্ষী সৈন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পাশা এবং সেলিমার সর্ব্বাঙ্গ রুধিররঞ্জিত। তাঁহারা সকলে সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আয়েসার চৈতন্য লুপ্ত হইল। পরিচারিকা তাঁহাকে গুহার অপর প্রান্তে লইয়া গিয়া তাঁহার জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল। ওমার দেখিলেন, পিশাচ সেলিমার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যে অস্ত্র তাঁহার বক্ষ-শোণিত পান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা সেলিমার বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি সেলিমাকে কোলে করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। ভাষায় এমন কোন কথা নাই, যদ্দ্বারা ওমারের সে সময়ের অবস্থা বর্ণিত হইতে পারে। সেলিমার মুখকমল কিন্তু বিমল কোমল আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ওমার আমি বড় সুখেই মরিতেছি তোমার

কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে আমার কোন কষ্ট নাই। আমার এ সামান্য অকিঞ্চিৎকর প্রাণ দিয়া তোমার মূল্যবান জীবন যে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছি, ইহা আমার পক্ষে বড় ভাগ্যের কথা। কাঁদিও না ওমার! স্বর্গের শোভন উদ্যানে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। যে প্রমোদ কাননে আমাদের প্রথম মিলন হইয়াছিল, এ উদ্যানের শোভা তাহা অপেক্ষা বহুগুণে গরীয়সী।"

ওমার যোদ্ধা—বীর। রণক্ষেত্রে বহু যুদ্ধে তিনি অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, শত্রুর উদ্যত অস্ত্র দেখিয়া কখনও তাঁহার হৃৎকম্প হয় নাই,—চারিপাশে মৃত্যুর বিকট নৃত্য দেখিয়া কখনও তাঁহার হৃদয়ে আশঙ্কার ছায়াপাত হয় নাই, আজ তিনি নিতান্ত অসহায় বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। সেলিমা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, ক্ষীণস্বরে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অবশেষে মাতৃকোলে শায়িত শিশুর মত প্রশান্তবদনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। হায় এ নিদ্রার আর জাগরণ নাই!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সেনাধ্যক্ষ এবং তাঁহার দুহিতা

পূর্ব্বোক্ত শোকাবহ ঘটনার পর তের বৎসর ছয়মাস গত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ওমারের জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে সকল আমরা যথাযোগ্য বর্ণনা করিব। এক্ষণে আমরা যাহার বিষয় বলিব, তাহার সহিত বর্ত্তমান আখ্যায়িকার আপাততঃ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও,

—ভবিষ্যতে উভয়ের মধ্যে পাঠক পাঠিকারা খুব ঘনিষ্ট সংস্রব দেখিতে পাইবেন।

১৮৫৩ অব্দের জানুয়ারি মাস। ঘটনাস্থল বৃটিশ রাজধানীর পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা। অট্টালিকার মালিক সার জেমস কুথবার্ট। তিনি একদল পদাতিক সেনার অধিনায়ক। পদবী জেনারল।

এক্ষণে তাঁহার বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর। দীর্ঘাকৃতি, কৃশ। দেহ-যষ্টি সম্মুখের দিকে সামান্য নত হইয়া পড়িয়াছে। এ নতভাব বয়সের নহে—গুরুতর পরিশ্রমের। এ বয়সে—এখনও তাঁহার মানসিক শক্তি খুব বলবতী। মনের দৃঢ়তা এবং উদ্যমশীলতা অতুলনীয়। দীর্ঘ নিবিড় গুম্ফে তাঁহাকে কোন বৈদেশিক সেনাদলের পরিচালক বলিয়াই প্রথমে প্রতীতি জন্মে কিন্তু তিনি সর্ব্বাংশে ইংরাজ। আচারে ব্যবহারে, স্বভাবে অভ্যাসে, গৌরবে, সহানুভূতিতে এমন কি কুসংস্কারে তিনি একজন প্রকৃত ইংরাজ। সত্যের খাতিরে আমরা এ স্থলে বলিতে বাধ্য, তিনি সৈনিকের কার্য্যে চুল পাকাইয়া, বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেও তিনি ইংরাজের কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

তাঁহার জীবনের অধিকাংশই বিদেশে অতিবাহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে থাকিতে যশোকুসুমের সুরভি মালা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার গলে অর্পিত হয়। ওয়াটার্লু যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন—উপনিবেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিবাহ করিবার কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে উদয় হয় নাই। চল্লিশ বৎসরের পর তাঁহার কোন মৃত বন্ধুর ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহারফ লে তাঁহাদের একটী মাত্র কন্যা হয়। কন্যা ভূমিষ্ট হইবার পরই লেডি-কুথবার্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন। কুথবার্ট পত্নীশোকে বড়ই কাতর

হইয়া পড়েন। কালক্রমে সে শোকাবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, তিনি কন্যার লালন পালনে মনোনিবেশ করেন।

কন্যার নাম হইল ইলোইস। তাঁহার নিজের কিংবা তাঁহার পত্নীর কোন নিকট আত্মীয় ছিল না,—সুতরাং একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া, তাঁহারই তত্ত্বাবধানে কন্যার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া, দেন। পিতা এবং শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষাগুণে কিশোরী যেমন গুণবতী হইয়া উঠিলেন, উন্মেষিতপ্রায় যৌবনশ্রীতে তাঁহার বরবপু তেমনই কান্তিময় হইয়া উঠিল।

বিবাহের পর জেনারেল কুথবার্ট অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম এবং শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। পত্নীবিয়োগের পর, পুনরায় কর্ম্মগ্রহণ করেন। কন্যা কৈশোরে উপনীত হইলে, সমাজে নরনারীর সহিত তাহার মেশামিশির যখন আবশ্যকতা অনুভব করিলেন, তখন কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া কন্যাকে লইয়া, লণ্ডনের এই প্রকাণ্ড অট্টালিকায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে পাঠক পাঠিকার সহিত ইলোইসের প্রথম পরিচয়, তখন তাঁহার বয়োক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র। ইলোইস পরমা সুন্দরী, তাঁহার অন্তরও বড় উদার—বড় মহৎ। নাতিদীর্ঘ কলেবর, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের একটা সুকুমার কোমল কান্তি ভাসিয়া বেড়াইতে ছিল। তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দোলনিতে একটা মোহকরী মাদকতা ক্ষরিত হইতেছিল। চুলগুলি মসৃণ তাম্রাভ। চক্ষু দুইটী বৃহৎ, তেজোদীপ্ত এবং কৃষ্ণতারক। অক্ষি-পল্লব কুন্তলাপেক্ষা কাল। ভ্রূযুগ তুলিকাচিত্রিতবৎ, ললাট-ফলক অপ্রশস্ত। মুখবিবর ক্ষুদ্র। অধরাপেক্ষা ওষ্ঠপুট ঈষৎ বক্র, ঈষৎ ক্ষুদ্র। সেই পক্কবিম্ববৎ ওষ্ঠাধরের অন্তরালে মুক্তাপাঁতির মত সুন্দর শুভ্র স্বচ্ছ দশনাবলি।

এক কথায় কুমারী ইলোইস অপূর্ব্ব সুন্দরী—সরলা সুহাসিনী। তিনি যে কত রূপসী—তাঁহার রূপের যে কি মোহকরী শক্তি,—তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই।

কুমারী ইলোইসের বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা খুব সীমাবদ্ধ। তাঁহার মত সুন্দরী সরলা কুমারী পাছে বিভিন্ন প্রকৃতি সমাজের মধ্যে মিশিয়া, পথভ্রান্ত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া যাহার তাহার বাড়ী যাইতেন না কিংবা যাহাকে তাহাকে তাঁহার সংসারে প্রবেশ করিতে দিতেন না।

একটী পরিবারের সহিত সার জেমস কুথবার্টের :খুব ঘনিষ্টতা ছিল। কুমারী ইলোইস সেখানে প্রায়ই যাইতেন। সেই বাড়ীতে একটী ফরাসি যুবকের সহিত কুমারীর সাক্ষাৎ হয়। যুবকের নাম অদ্রিয়ান দিলেন্সি। কুমারীর অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। তাঁহার দেশের সেনাবিভাগে তিনি একজন লেপ্টন্যাট। দেহের রূপ, :মনের উৎকর্ষতা, সর্ব্বজন প্রসংসিত শিষ্টাচার, হৃদয়ের উদারতা, এবং নির্ম্মল স্বভাবে যদি কখনও কোন যুবতী কোন যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, —তবে অদ্রিয়ানকে দেখিয়াও হইবে। তিনি দীর্ঘাকার সুপুরুষ। তাঁহার মুখখানি যে শুধু সুন্দর তাহা নহে,—তাহাতে বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, হৃদয়ের সততা এবং অন্তরের বীরত্ব-পূর্ণ উদারতা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল। প্রশস্ত উচ্চ ললাটের উপর স্বভাবসুন্দর কুঞ্চিত অলক-দাম গুচ্ছে গুচ্ছে পতিত। দন্তগুলি শুভ্র স্বচ্ছ। গুম্ফ সুকৃষ্ণ এবং নিবিড়। তাঁহার স্বভাব অতি সুন্দর, আচার ব্যবহার শিষ্টতাপূর্ণ এবং তিনি রঙ্গপ্রিয় হইলেও,—জাতীয় লঘুতা তাহাতে কিছুমাত্র বিদ্যমান ছিল না। ফরাসী জাতির সকল সদ্‌গুণেই তিনি ভূষিত ছিলেন। ফ্রান্সের কোন আভিজাত্যবংশে তাঁহার জন্ম এবং

পিতার কনিষ্ঠ পুত্র হইলেও, বেতন ব্যতীত, তাঁহার যথেষ্ট আয় ছিল।

অদ্রিয়ান দিলেন্সির বয়স যখন মাত্র কুড়ি বৎসর, তিনি ব্যূহ-রচনা এবং সৈন্য পরিচালন সম্বন্ধে এক পুস্তিকা রচনা করেন। সমগ্র ফ্রান্সবাসী কতকটা আগ্রহের সহিত সে পুস্তক পাঠ করেন। রণ-সচিব তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে ইংলণ্ডের সমর-বিদ্যা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। দিলেন্সি যে কার্য্যের জন্য ইংলণ্ডে বাস করিতেছেন, সে কার্য্যের সুবিধার জন্য এবং যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার মান সম্ভ্রম রক্ষা পায়, সেই জন্য তাঁহাকে ব্রিটিশ রাজসভায় অবস্থিত ফরাসী রাজদূতের অন্যতম পদে বরিত হন। এই সুযোগে ইংলণ্ডের অনেক গণ্য মান্য আভিজাত্য সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐরূপ কোন বন্ধুগৃহে ইলোইসের সহিত দিলেন্সির সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

আমরা যথাযোগ্য সকলের পরিচয় দিয়া, এইবার আমাদের আখ্যায়িকা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব।

সন্ধ্যা কাল। জেনারল কুথবার্টের ভবনে কতিপয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সমাগত হইয়াছেন। দলের মধ্যে অদ্রিয়ান দিলেন্সিও উপস্থিত আছেন। গৃহস্বামী কিন্তু এখনও বাহিরে—তাঁহার যত সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সম্ভাবনা ছিল,—তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় তিনি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অভ্যাগত সকলেই সমুপস্থিত। তাঁহার পরিধানে এখনও সৈনিক বেশ—বস্ত্র পরিবর্ত্তনেরও অবকাশ পান নাই। সেই বেশেই—বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া, যথাযোগ্য সকলের সহিত সম্ভাষণ এবং বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার

আদরের দুহিতা তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন, এবং তাঁহার কক্ষে তাঁহার খাদ্য প্রস্তুত মৃদুস্বরে জ্ঞাপন করিলেন। পিতা সোহাগভরে কন্যার :চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন সত্য কিন্তু দৃষ্টি যেন কতকটা কঠোর, কতকটা বিরক্তিপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হইল।

কন্যার প্রফুল্লভাব অন্তর্হৃত হইল। কোথায় কি অপরাধ হইয়াছে ভাবিয়া, কুমারী অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। পিতা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া, কন্যাকে অনুবর্ত্তিনী হইতে ইঙ্গিত করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

টাইমপিস ঘড়ি

যে কক্ষে পিতা-পুত্রীতে উপস্থিত হইলেন, এবং যে কক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ সমবেত হইয়াছেন,—উভয়ের মধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত মখমলের পরদার একটা ব্যবধান মাত্র। তাঁহারা কক্ষের যে স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, সে স্থান হইতে কথাবার্ত্তা কহিলে, পার্শ্বের কক্ষ হইতে শুনিতে পাইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

প্রকোষ্ঠটী অতি পরিপাটীরূপে সজ্জিত॥ তাহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য ছিল, তাহার প্রত্যেকটীতেই গৃহস্বামীর বিপুল বিভব, সুমার্জ্জিত রুচি এবং বিলাসপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় সেখানে পাওয়া যাইতেছিল। সম্মুখস্থ তাকের উপর শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তি। একটী ডিউক অব ওয়েলিংটনের। অপরটী মহামতি নেপোলিয়নের। দুই জনেই

অশ্বপৃষ্ঠে। একটীতে ওয়াটারলু যুদ্ধজয়ের পূর্ব্বক্ষণে আনন্দগরিমা-মণ্ডিত ডিউক অব ওয়েলিংটনের হর্ষপ্রফুল্ল মূর্ত্তি অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট—অপরটীতে পরাজয় আশঙ্কায় পরিম্লান ভুবনবিজয়ী নেপোলিয়নের বিষণ্ণ মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত একটী সোণার হলকরা টাইমপিস ঘড়ি। ঘড়ির ডায়েলখানি ব্রিটিশ সিংহ এবং ফরাসি কুক্কুট পরস্পর মিত্র ভাবে মুখোমুখি করিয়া ধরিয়া আছে। ডায়েলের উপরিভাগে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা মিলিত হইয়া উড়িতেছে। ঘড়িতে ছবির এই রূপকের দ্বারা উভয় জাতির চিরসম্মিলন বিঘোষিত হইতেছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে রাজা লুই ফিলিপের প্রতিনিধিরূপে ডালমেশিয়ার ডিউক, খ্যতনামা মার্শেল সলূট যখন ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি এ ঘড়িটী জেনারল কুতবার্টকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। সেইজন্য এবং ভদ্রতার খাতিরে প্রবীণ সেনাধ্যক্ষ ঘড়িটীকে ঘরের মধ্যে সযত্নে রাখিয়াছিলেন সত্য কিন্তু এই ঘড়ির রূপক-কল্পনায় যে মিলন-চিত্র সূচিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার কুসংস্কারাছন্ন হৃদয়-ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং অসম্ভব। তাঁহার মতে ফরাসী ইংরাজের চিরবৈরী এবং স্বভাব-শত্রু। ফ্রান্সের ব্যক্তি বিশেষের সহিত তাঁহার পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা বা সৌহৃদ্য থাকিলেও, সমস্ত জাতিকে তিনি ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। তাঁহার মতে উভয় জাতির মধ্যে কখনই চিরমিলন সংস্থিত হইবে না—ইহা অসম্ভব। শিষ্টাচারের খাতিরে ঘড়িটীকে সসম্মানে সর্ব্বজনের দর্শন সমক্ষে সংস্থাপন করিলেও সৈনিক হিসাবে তিনি ইহাকে ঘৃণা করেন। তাঁহার মতে এই রূপক-চিত্র—এই জাতীয় চিহ্নের পরস্পর সম্মিলন—প্রতারণা এবং ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ইলোইস কম্পিতহৃদয়ে পিতার অনুসরণ করিলেন। কক্ষমধ্যে

উপস্থিত হইয়া, পিতা কন্যার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ অথচ করুণার্দ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে ইলোইস! তোমাকে সতর্ক করিয়া দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

ইলোইস শিহরিয়া উঠিলেন। ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে পিতার মুখ-প্রতি চাহিলেন। প্রকৃত ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিলেও একটা সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল।

পিতা স্নেহভরে কন্যার স্বর্ণবর্ণাভ অলকগুচ্ছ ক্রীড়াচ্ছলে হাতে লইয়া অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ইলোইস! আমি তোমার পিতা। কত আদর-যত্নে, কত কষ্টে তোমায় লালন পালন করিয়াছি। তোমায় দেখিয়া মনে মনে কত আনন্দানুভব করিয়াছি—কত গর্ব্বিত হইয়াছি। তোমাকে সুখী করিবার জন্য, তোমার ভাগ্য-সূত্র এতদিন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছি,--এখনও ভবিষ্যতে তুমি যাহাতে সুখী হও সমাজের মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত .হও, প্রত্যুত সর্ব্বপ্রকারে যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।"

কুথবার্ট কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইলেন। কুমারী স্পন্দিতহৃদয়ে মুহুর্মুহু পিতার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। লজ্জাভরে :পলে পলে তাঁহার মুখ-মাধুরীর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

পিতা পুনরায় কহিলেন, "ইলোইস! ইতিমধ্যে তুমি তোমার হৃদয়ের অনুরাগ কাহারও উপর ন্যস্ত করিয়াছ বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না! এ সম্বন্ধে আমি তোমাকে গুটীকতক কথা বলিব। আমার সন্দেহ কোন যুবক—বিদেশী,—অথবা স্পষ্ট করিয়াই খুলিয়া বলি, মিষ্টার দিলেন্সি তোমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। আজও আমি যখন কক্ষে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম তুমি তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছ।"

কুমারী লজ্জাবনতবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। সার জেমস কুথবার্ট দেখিলেন, উদ্বেগ আশঙ্কায় কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে।

তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "বল ইলোইস! ঘটনাটা কতদূর গড়াইয়াছে? মিষ্টার দিলেস্কি :কি ইতিমধ্যে তোমার নিকট তাঁহার অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছেন?"

ইলোইস পিতার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার কজ্জলকৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষুতে কুমারী-হৃদয়ের সরলতা এবং দৃঢ়তা অভিব্যক্ত হইতেছিল। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন,—"না পিতা!"

পিতার মুখের অপ্রসন্নভাব বিদূরিত হইল। তখনি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল মা সরলা! অমনি সরল ভাবে উত্তর দাও, তোমার পরিচিত অন্য কোন যুবককে দেখিলে, তোমার হৃদয় যে ভাবে অভিভূত হয়, মিষ্টার দিলেস্কিকে দেখিলে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় কি না? সাদা কথায় অপরাপর যুবক অপেক্ষা মিষ্টার দিলেস্কির সহবাসে তোমার হৃদয় অধিক প্রফুল্ল হয় কি না?"

কুমারীর গণ্ডদ্বয় প্রথমতঃ লজ্জাবশতঃ আরক্তিম, পরক্ষণে নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। সরমবিজড়িতা কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে অবস্থান করিয়া, সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, "মিষ্টার দিলেস্কির আচার ব্যবহার বা কথাবার্ত্তা আমার অপ্রিয় বোধ হয় না।"

পিতার মুখ মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত বিষণ্ণ গম্ভীর ভাব ধারণ-করিল। তদ্দর্শনে কাতরকণ্ঠে কুমারী কহিল, "পিতা! আপনি সত্য কথা শুনিতে চাহিয়াছেন,—আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।"

পিতা কহিলেন, "ইলোইস! তোমার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বল, তুমি এ ফরাসী যুবককে ভালবাসিয়াছ কি না?"

পুনরায় কুমারীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সার জেমস

কুথবার্ট দেখিলেন, এ প্রশ্নটার উত্থাপন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। কুমারীর হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত যে ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহার সত্ত্বা এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই,—এক্ষণে তাঁহার প্রশ্নে কুমারীর চক্ষু ফুটিল,—তিনি বুঝিতে পারিলেন, তিনি অদ্রিয়ান দিলেস্কিকে ভাল বাসিয়াছেন।

কুমারীর হৃদয়ে যে ভাবের ফোয়ারা ছুটিতেছিল, বৃদ্ধ পিতার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি নিজের অবিমৃষ্যকারিতা বুঝিতে পারিলেন। এখন আর প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই। কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ইলোইস! সরল সত্যে আমার কথার উত্তর দিয়াছ, তজ্জন্য আমি সুখী। এক্ষণে মনোযোগ দিয়া আমার কথা শোন,—

—মিষ্টার দিলেস্কি রম্য দর্শন, বুদ্ধিমান সুন্দর যুবক সত্য কিন্তু যে দেশে, যে জাতিতে তাহার জন্ম, তাহার বিরুদ্ধে আমি বহু যুদ্ধ করিয়াছি। সুতরাং সে জাতির প্রতি আমার হৃদয়ের সহানুভূতি কখনই সম্ভবে না। কোন ফরাসী যুবকের গলে তোমায় বরমাল্য দিতে দেখিলে, আমি মরমে মরিয়া যাইব। মৃত জেনারল হেজলহুড আমার বন্ধু—তাঁহার পুত্র সিডনে হেজলহুড তোমার প্রতি অনুরক্ত। তিনি অদ্য আমার নিকট সে অনুরাগ প্রকাশও করিয়াছেন। আমিও তাঁহাকেই আমার জামাতা দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি শীঘ্র এখানে আসিতেছেন। ফরাসী ইংরেজের স্বভাবশত্রু। সেই স্বভাবশত্রুর কোন যুবকের আদর আপ্যায়নে আমার দুহিতা প্রফুল্লিতা, ক্যাপ্টেন সিডনে আসিয়া যেন না দেখিতে পায়।"

ইলোইস নীরবে সকল কথাই শুনিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তাঁহার অজ্ঞাতে ভালবাসার যে বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল,—এতদিন তিনি তাহা দেখিতে অথবা বুঝিতে পারেন নাই। যখন বুঝিলেন, ভালবাসা কি

—কাহাকে তিনি ভালবাসিয়াছেন,—তাহার পর মুহূর্ত্তে শুনিলেন ভালবাসার ও অঙ্কুরিত বীজ উৎপাটিত করিয়া, অন্য স্থানে বপন করিতে হইবে। সিডনে হেজলহুডের সহিত আলাপ থাকিলেও—মেশামিশি ভাব নাই—অথচ তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে। তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। পিতা কন্যার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সান্ত্বনা, সোহাগে তাঁহাকে তুষ্ট করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তিনি কঠোর কর্ত্তব্যধারী সৈনিক পুরুষ। কেহ তাঁহার আদেশের অন্যথাচরণ করিবে ইহা অসহ্য।

তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরস্বরে কহিলেন, "দেখ ইলোইস! ঐ ফরাসী ঘড়ীটা আমি শুধু শিষ্টাচারের বশীভূত হইয়া ওস্থানে সাধারণে সহজে দেখিতে পাইবে বলিয়া রাখি নাই। আমি ইহার ঐ রূপক-চিত্রে বিভ্রান্ত হইয়া আমার কক্ষে রাখিয়াছি। ফরাসী এবং ইংরাজের বন্ধুত্ব শূন্যগর্ভ, ক্ষণস্থায়ী। উভয় জাতির নরনারীর মধ্যে বিবাহ কেবল দুঃখের আকর। যেখানে আমার কর্ত্তৃত্ব চলিবে, সে স্থানে আমি কখনই এরূপ বিবাহে সম্মতি দিব না। তুমি—আমার কন্যা—যেমন করিয়া পার, তোমার হৃদয় হইতে এ অমঙ্গলপ্রসূ ভালবাসা মুছিয়া ফেল।"

কুমারী ধীরে ধীরে কহিলেন, "জাতিগত শত্রুতা মহত্ত্বের পরিচায়ক—"

কুথবার্ট সক্রোধে কহিলেন, "বটে—এতদূর! অদ্রিয়ান দিলেন্সি ইতিমধ্যে তোমার কর্ণে মন্ত্রণা দিয়াছে দেখিতেছি।"

কন্যা। পিতা! মিষ্টার দিলেন্সি আমাকে কোনই কুপরামর্শ দেন নাই। দিলেও নিশ্চয় আমি তাহার প্রতিবাদ করিতাম।

পিতা। বৎসে! আমার কথা মনোযোগ দিয়া শোন। বহু শতাব্দী ধরিয়া ইংরাজ ফরাসীর মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। আজ সাঁইত্রিশ বৎসর মাত্র উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। ফরাসি জাতি যে হীনবীর্য্য তাহা নহে। আমি শত মুখে তাহাদের

বীরত্বের প্রশংসা করি। ঐ যে ঘড়ির উপর উভয় জাতির জাতীয় পতাকা উড়িতেছে,—বাস্তবিক যদি কখনও তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সম্মিলিত হয়, সভ্য জগতের বিস্তর মঙ্গল সাধিত হইবে। কিন্তু সে অবসর কখনও যে ঘটিবে, আমার এমন বোধ হয় না। কারণ উভয় জাতির মধ্যে একটা আন্তরিক মনোমালিন্য বা শত্রুতা সঞ্জাত রহিয়াছে।

কন্যা। কিন্তু পিতা। উভয় জাতির মধ্যে সহৃদয়তারও ত অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা কি ইংলণ্ডে ফরাসী প্রবাসীদিগকে সযত্নে গ্রহণ করি না? না, আমাদের ইংরাজেরা ফ্রান্স হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, শতমুখে ফরাসি জাতির আতিথ্যসংকার এবং বদান্যের প্রশংসা করে না?

পিতা। সমস্তই মৌখিক। আজ যদি ইউরোপখণ্ডে কোন সমরানল প্রজ্জলিত হয়, ফ্রান্স কখনই ইংলণ্ডের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবে না। পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য নিশ্চয়ই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করিবে। কেন তোমার কি স্মরণ হয় না, বৎসর খানেক পূর্ব্বে ফ্রান্সের নব শাসনকর্ত্তা ইংলণ্ড বিজয়ের জন্য উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া, আমাদিগকেও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল?

কন্যা। কিন্তু পিতা! তুমি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলে।

পিতা। ইংলণ্ড আক্রমণ করিলেও, তাহারা বিজয় লাভ করিতে পারিবে না, তাই হাসিয়াছিলাম। পুনর্ব্বার শোন ইলোইস! ফরাসী ইংরাজের স্বভাব-বৈরী। এখন ঘড়ির উপর উভয় জাতির ঐ যে জাতীয় কেতন উড়িতেছে, যদি ইউরোপ-খণ্ডে সমরানল প্রজ্জলিত হইলে, কখনও ঐ দুই পতাকা এক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, পাশাপাশি উড্ডীন হয়, তবেই আমার হৃদয়ের এ বিদ্বেষ ভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। আজ আমার কন্যার প্রতি যে ফরাসী যুবকের আসক্তি প্রদর্শন করিতে দেখিয়া,

আমি মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতেছি, সে দিন আমি তেমনি গৌরব—তেমনি আনন্দ অনুভব করিব। কিন্তু সে আশা বৃথা!

কন্যা। বৃথা কেন পিতা? এমন অনেক অসম্ভবও ত জগতে সম্ভব হইতেছে। জাতিগত বিদ্বেষ এক—আর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ অন্য। তুমি কোন জাতিকে ঘৃণা কর বলিয়া, তাহার প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু মন্দ নয়। পিতা! অন্ততঃ কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া, তোমার এ অভিমতের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে পার।

পিতা। তুমি কি মনে কর এ উভয় জাতির মধ্যে কখনও মিলন হইবে? সাদায় কালায় যেমন কখনও মেশে না—এ উভয় জাতির মধ্যে তেমনি কখনও মিল হইবে না। ইলোইস! ঐ দুই পতাকা কখনই পাশাপাশি উড়িবে না। তোমার এ বালিকা-সুলভ কল্পনা মাত্র। যাহা হউক আমাদের যুক্তি-তর্কের স্রোত এরূপভাবে প্রবাহিত হওয়াতে আমি সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট নই। তোমার এখনও বয়স অল্প—তুমি যদি মিষ্টার দিলেন্সিকে নিরুৎসাহ করিতে আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও—আমিও সিডনে হেজলহুডকে ভালবাসিতে হইবে বলিয়া তোমায় জেদ করিব না।

কন্যা ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতাভরে পিতার হস্তচুম্বন করিয়া কহিল, "পিতা! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কোন বিষয়ে বাধ্য করিও না। আমি কখনই তোমার অবাধ্য হইব না কিংবা এমন কোন কাজ করিব না, যদ্দ্বারা তুমি বিরক্ত বা হীনগৌরব হইবে।"

কুথবার্ট কহিলেন, "উত্তম কথা! আমি আমার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব না। যদি কখনও অসম্ভব সম্ভব হয়—যদি কখনও ঐ দুই পতাকা এক কার্য্যে—এক উদ্দেশ্যে পাশাপাশি সখ্যভাবে উড্ডীন হয়, আমি কখনই দিলেন্সির সহিত তোমার সংমিলনে বাধা দিব না—বরং সাগ্রহে

সম্মতি জ্ঞাপন করিব। যাও মা! এখন অপর কক্ষে গমন কর—আমি শীঘ্রই তোমাদের সহিত মিলিত হইতেছি।"

কুথবার্ট সস্নেহে কন্যার ললাট চুম্বন করিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তনার্থ তাঁহার নিজ কক্ষে প্রস্থান করিলেন। কুমারী ঘড়ির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, "আমার জীবদ্দশায় কি কোন সমরাঙ্গনে এ উভয় পতাকা এক উদ্দেশ্যে উড্ডীন হইবে না ?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের পূর্ব্বে

সভাগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইলোইস তাঁহার দুইজন যুবতী বন্ধুর মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করিলেন।

প্রণয়ের দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ। কুমারী যথাসাধ্য প্রফুল্লভাব ধারণ করিতে প্রয়াস পাইলেও, লোকের সহিত হাসিয়া হাসিয়া সরল আলাপ করিলেও, দিলেন্সি বুঝিলেন, এ সমস্তই মৌখিক। তাঁহাদের পিতা পুত্রীর মধ্যে নিশ্চয় এমন কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছে, যাহা তাঁহার পক্ষে কোনক্রমেই অনুকূল নয়। তিনি প্রবীণ সেনা-নায়কের স্বভাবের বিষয় কতকটা অবগত ছিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার কি কর্ত্তব্য ? তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা কুমারীর নিকট প্রথম অবসর পাইলেই পরিব্যক্ত করিবেন, না ঘটনাপ্রবাহ কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়, তাহাই দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কক্ষদ্বার মুক্ত হইল এবং হেজলহুড গৃহপ্রবেশ করিলেন।

যদি শুদ্ধ রূপ দেখিয়াই যুবতীর অন্তর আকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হিসাবে সিডনে হেজলহুডকে দেখিয়া দিলেন্সির আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। হেজলহুডও পরম রূপবান পুরুষ—কোন অংশে দিলেন্সির সহিত তুলনায় তিনি কুরূপ নহেন। তিনিও সুপুরুষ, সদালাপী, তবে দিলেন্সির মত তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি তত প্রখরা নহে। তাঁহার বিষয়ের আয়ও নিতান্ত অল্প নয়।

তিনি আসিয়াই কুমারী ইলোইসের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং মিষ্টালাপে ও শিষ্ট ব্যবহারে যতদূর সাধ্য তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। মিষ্টার দিলেন্সি যে, এ প্রণয়ের হাটে তাঁহার প্রতিযোগী পূর্ব্ব হইতেই তিনি কতকটা তাহার আভাস পাইয়াছিলেন।

কুমারী বড় বিপদে পড়িলেন। যাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতে বা যাঁহার সহিত আলাপ করিতে অসম্মত তিনি পার্শ্বে বসিয়া মধুলোভী ভ্রমরের মত গুঞ্জন করিতেছেন। সে গুঞ্জন মিষ্ট হইলেও—তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। তিনি যদি চতুর বা রূপাভিমানিনী হইতেন, যে কোন প্রণয়প্রার্থী যুবকের মুখে তাঁহার রূপের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দানুভব করিতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তর সেরূপ নয়। তিনি কপটতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, সহজ সরল পন্থা অবলম্বন করিলেন। হেজলহুডের আলাপে যে তিনি সন্তুষ্ট নহেন—তাঁহার রসিকতায় যে তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে না, তাহা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি অনুচ্চস্বরে কোন কথা কহিতে আসিলে, কুমারী মুখ ফিরাইয়া, পার্শ্বচারিণী অপরা যুবতীর সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে সার জেমস কুথবার্ট সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কন্যা যে, দিলেন্সির নিকট হইতে সরিয়া বসিয়াছে,—এবং তাঁহার অভিলষিত যুবকের পার্শ্বে বসিয়া যে, তাঁহার সহিত আলাপ

করিতেছে,—ইহাতে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। দুই একজনের সহিত দুই চারিটী কথাবার্ত্তা কহিয়া তিনি তাসের ঘরে প্রস্থান করিলেন।

কুমারীর পার্শ্বচারিণী রমণী উঠিয়া গেল। হেজলহুডের বড়ই সুবিধা হইল। তিনি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে এক নিমন্ত্রিতার সমাগম হইল। কুমারী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অভ্যাগতার অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার নিকট উঠিয়া গেলেন।

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেজলহুডও উঠিলেন। তাড়াতাড়িতে কুমারীর রুমালখানি গৃহতলে পড়িয়া গেল। কুমারী বা হেজলহুড কেহই তাহা লক্ষ্য না করিলেও, দিলেন্সির দৃষ্টি সে দিকে পড়িল। তিনি রুমালখানি কুড়াইয়া, কুমারীর করে অর্পণ করিলেন।

কুমারী প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল যাঁহার নিকট হইতে দূরে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া তাঁহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। হেজলহুড তাহা লক্ষ্য করিলেন। কুমারীর হৃদয় যে, ফরাসী যুবকের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইলেন। তিনি সদাশয়, উচ্চমনা যুবক হইলেও, এই ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষা এবং ঘৃণার আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দিলেন্সিকে ঘৃণাস্পদ প্রতিযোগী বলিয়া স্থির করিলেন।

কুমারী এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যে কক্ষে তাঁহার পিতা তাস খেলিতেছিলেন সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং একজন বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার অত্যল্প পরেই আহারের ডাক পড়িল। কুমারী সেই প্রৌঢ়ের পার্শ্বে বসিয়া উভয় যুবককেই পরিহার করিলেন।

সেই রাত্রি হইতে সিডনে হেজলহুড ফরাসী যুবকের প্রতিযোগী সুতরাং শত্রুর চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে

প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোনরূপ অবসর ঘটিলেই, তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবেন।

কিন্তু আমরা অল্পক্ষণের জন্য এই প্রতিদ্বন্দী প্রণয়ীযুগল, সেনাধ্যক্ষ,—তাঁহার কন্যা এবং এমন কি ইংলণ্ডের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব এবং আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে অটোমন রাজ্যে লইয়া আসিব। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি—পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই সহসা উক্ত সাম্রাজ্যের উত্তরাংশের রাজনৈতিক শাসন আশঙ্কার নিবিড় জলদজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

কি উপলক্ষ্য লইয়া এই বিসম্বাদের সৃষ্টি, এ স্থানে তাহার উল্লেখের কোনই আবশ্যক নাই। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই ইহার সহিত সম্যক পরিচিত। তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত দাম্ভিক রাজপুত্র মণ্টিস্কোপ দূত স্বরূপ কতকগুলি বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য তুরস্কে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি যে সমস্ত প্রস্তাব করেন, তাহার অধিকাংশই তুরস্ক সুলতানের পক্ষে অপমান কর। পেলেষ্টাইন খৃষ্টানের পবিত্রভূমি—উহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় বার লক্ষ। রুসিয়া-রাজদূত পেলেষ্টাইনের শাসনভার রুসিয়ার করে অর্পণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। তুরস্ক সগর্ব্বে এবং সগৌরবে এ প্রস্তাবের প্রত্যাখ্যান করেন।

রুসিয়ার ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের বিপুল আয়োজন হইতেছে দেখিয়া, তুরস্কও রণ-সাজে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ হইল। দেশের মধ্যে যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই আহূত হইলেন। চারিদিকে নব নব সেনাদল গঠিত এবং রণতরী সকল সজ্জিত হইয়া, যথাস্থানে সংস্থাপিত হইতে লাগিল।

১৮৫৩ অব্দের ১৮ই মে তুরস্কের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন।

সুলতান আবদুল মজিদ এবং মন্ত্রিগণ এই তারিখে দাম্ভিক রুসিয়ার অন্যায় প্রস্তাবে শেষ অসম্মতি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিলেন। তুর্কী প্রজারা রাজার গৌরব এবং সম্মান রক্ষার্থ সোৎসাহে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিল।

মদান্ধ মণ্টিস্কোপ তাঁহার দৌত্যের ফল যে, এরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা একবারও মনে করেন নাই। তিনি মহাক্ষুব্ধ এবং অপমানিত হইয়া তুরস্ক পরিত্যাগ করিলেন। উভয় রাজ্যের মধ্যে সদ্ভাব-সূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, কনস্তান্তিনোপলস্থিত রুসিয়ার রাজদূতাবাসে যে সকল কর্ম্মচারী বাস করিতেছিলেন, তাঁহারাও স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। রুসিয়া সাম্রাজ্য অতি বিপুল—তাহার শক্তি সামর্থ্যও অজেয়। শিবস্তোপোলের দুর্গ দুর্ভেদ্য। বহুপূর্ব্ব হইতে এখানে বহু রণসম্ভার এবং সৈন্য সজ্জিত হইয়া আসিতেছে। সকলেই ভাবিয়াছিল এরূপ দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপশালী, সাম্রাজ্য-মদগর্ব্বিত রুসিয়ার সহিত তুরস্ক কখনই বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না কিন্তু সুলতান আবদুল মজিদ কিছুমাত্র ভগ্নোদ্যম—তাঁহার প্রজারা নিরুৎসাহ বা শঙ্কিত এবং তাঁহার মন্ত্রিগণ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স বা ইংলণ্ডের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য প্রাপ্তির আশা না থাকিলেও, তুরস্ক আপন শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, আত্মরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলেন।

প্রিন্স মন্টিস্কোপের প্রস্থানের কয়েক সপ্তাহ পরে যখন তুরস্ক সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক হইতে হাজার হাজার লোক সুলতানের পতাকামূলে যুদ্ধ করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিল, তখন প্রশ্ন উঠিল এই বিপুল বাহিনী কোন্ সুদক্ষ সেনা-নায়কের অধীনে সংস্থাপিত হইবে? ইহারা বা ইহাদের অধিকাংশই তেজস্বী, বলবান এবং উৎসাহ-উদ্যমে পরিপূর্ণ

হইলেও, যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কোন্ শক্তিশালী সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সুদক্ষ ব্যক্তি ইহাদের পরিচালন-ভার গ্রহণ করিবে?

৩০শে জুন মন্ত্রিগণ ও রাজ্যের যত বড় বড় ওমরাহগণ লইয়া আবদুল মজিদ এক সভা আহ্বান :করিলেন। সুলতান অন্য সময়ে সদা সর্ব্বদা ইউরোপীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিলেও, অদ্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় এসিয়াবাসীর মত বেশ ধারণ করিয়া, সভাপতিরূপে সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে যথাযোগ্য আসনে, বৃদ্ধ খস্রুপাশা, রাজনীতি বিশারদ বেদসিদ পাশা, এবং মহামতি ফাউদ হকেন্দি ও সেখ উল ইসলাম প্রভৃতি উপবিষ্ট হইলেন।

সভায় প্রশ্ন উঠিল কাহার উপর এই বিপুল বাহিনীর অধিনায়কত্ব অর্পিত হইবে। সুলতানের শ্যালক, একজন খ্যাতনামা, রণবিশারদ। তিনি এই পদ প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। সভাস্থলে পূর্ণ এক ঘণ্টা কাল বাক্-বিতণ্ডা চলিল। অবশেষে অধিকাংশ সভাসদ তাঁহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। অবশেষে খস্রুপাশা ওমারকে এই বিশাল বাহিনীর সেনাপতি-পদে বরণ করিতে চাহিলেন। সেখ উল ইসলাম ব্যতীত সকলেই এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। সুলতান স্বয়ং এই প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া মত প্রকাশ করাতে, ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

রজনীর শেষভাগে সুলতান কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, ওমার এই সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। আবদুল মজিদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আমি সেনাপতি-পদে বরণ করিতে ইচ্ছা করি—তুমি আমার তাবৎ অশ্বারোহী এবং পদাতিক সেনার পরিচালন ভার কি গ্রহণ করিবে?"

ওমার। করিব।

স্থলতান। তুমি এই বাহিনী লইয়া রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত আছ ?"

ওমার। আজ্ঞা আছি।

উষার আলোক-রশ্মি সুদূরবর্ত্তী আনাতোলিয়া পাহাড়ের শিখরদেশে প্রতিভাত হইল—রাজধানীর মসজিদে মসজিদে ভগবানের আরাধনা আরম্ভ হইল—ঠিক সেই সময়ে স্থলতান স্বহস্তে ওমারের করে সেনা-সর্দ্দারের নিদর্শন অর্পণ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সেনাপতি

স্থলতানের নিকট বিদায় লইয়া, ওমার বসপোরসের তীরবর্ত্তী তাঁহার রম্য উদ্যান বাটিকায় উপনীত হইলেন এবং পত্নী আয়েসার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। পাঠক হয়ত পত্নী আয়েসার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু কথা সত্য। যে আয়েসাকে তাঁহার পিতার করে সমর্পণ করিতে গিয়া, তিনি সেলিমার মত সর্ব্বগুণে গুণবতী রূপবতী ভার্য্যাকে হারাণ,—সেই—আয়েসা কবে, কি প্রকারে তাঁহার পরিণীতা পত্নী হইলেন,—যথাস্থানে আমরা বিবৃত করিব।

আয়েসা সজলনেত্রে অথচ হাস্য-রাগ-রঞ্জিতাধরে স্বামীকে বিদায় দিলেন। ওমার—বুলগেরিয়ার অন্তর্গত সুমলা সহরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার ছাউনি করিলেন। এক লক্ষ সৈন্য তাঁহার পতাকাতলে সম-বেত হইল কিন্তু বিপুল বাহিনীর দশমভাগের একভাগ এখনও কোন-

রূপ সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। অক্লান্ত পরিশ্রমে সেনাপতি এই অশিক্ষিত লোকদিগকে রণশিক্ষা দিতে লাগিলেন। দিবা রাত্রির মধ্যে আহার বা বিশ্রামের জন্য চারি ঘণ্টা মাত্র অতিবাহিত করিতেন, অবশিষ্ট সময় অশ্বপৃষ্ঠে অশ্রান্তভাবে সকল দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেন। রুসিয়া এক লক্ষ, কুড়ি হাজার সুশিক্ষিত রণ-বিশারদ, ধর্ম্মোন্মত্ত সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছে। সুমলা সুরক্ষিত সহর নয়। দুর্গাদির অবস্থা শোচনীয়। ওমার সর্ব্বপ্রথমে সুমলা দুর্গের সংস্কার এবং বিবিধ উপায়ে তাহাকে সুরক্ষিত করিয়া, উইলতন হইতে সিলিস্ত্রিয়া পর্য্যন্ত—দানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী তাবৎ দুর্গের সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ, পক্ষ, মাস চলিয়া গেল। ওমারের ক্লান্তি নাই—শরীরে রোগ নাই—মনে অবসাদ নাই। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং সেনাবৃন্দ তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইল।

দানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী প্রত্যেক সংস্কৃত বা নবগঠিত দুর্গে এক একজন উপযুক্ত সেনানায়কের অধীনে একদল করিয়া তুর্কী সেনা সংস্থাপিত হইল। তিনি প্রত্যহ তিন চারিজন সহকারী পরিবৃত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে কুড়ি হইতে একশত মাইল পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহার এই শ্রমবিমুখতা, কর্ম্মতৎপরতা ও ক্ষিপ্রকারিতা গুণ অচিরে তাঁহার নবগঠিত সেনাদলে সঞ্চারিত হইয়া পড়িল।

আজ নভেম্বর মাসের ১লা। সময় সন্ধ্যা, ওমার তাঁহার শিবির মধ্যে উপবিষ্ট। সম্মুখে টেবিলের উপর দীপাধারে আলোক জ্বলিতেছে। টেবিলের উপর মানচিত্র, নক্সা, পত্রাদি পড়িয়া—তিনি মনোযোগের সহিত সকলগুলিই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন পার্শ্বচর আসিয়া, সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া কহিল, "ক্রুজকী নামক জনৈক রুশিয়াবাসী সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছে।"

ওমার তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই কক্ষমধ্যে আনিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে পক্ককেশ, আনতদেহ এক বৃদ্ধ প্রবেশ করিলেন। ওমার সানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে আনন্দাশ্রু ক্ষরিত হইতে লাগিল।

ক্রুজকি আনন্দ-গদগদকণ্ঠে কহিলেন, "ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ক্লাদসের রণবিজয়ের পর নোভিনগরে তোমার সহিত সেই সাক্ষাৎ। প্রথম যখন তোমার সহিত আমার আলাপ হয় তখন তুমি একজন সামান্য সৈনিক —আর আজ তুমি এক বিশাল সেনাদলের সেনাপতি—আজ সভ্য জগতের সর্ব্বচক্ষু তোমার উপর পতিত। আমি তোমার এই উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছি।"

ওমার। এক পক্ষে অস্ত্রিয়ার অত্যাচার-মূলক শাসন-প্রণালীই আমার এই সৌভাগ্যের প্রসূতি। আমি অস্ত্রীয় অত্যাচারে বিতাড়িত হইয়া, তরবারি মাত্র সম্বল লইয়া, বিপুল বিশ্বে উন্নতির সোপান নির্ম্মাণ করিতে বহির্গত হইয়াছিলাম। সে যাহা হউক, ইহার মধ্যে কখনও কি আমার আত্মীয় বন্ধুদের কোন সংবাদই প্রাপ্ত হও নাই?

ক্রুজকি। না, কিছুমাত্র না। যদি কখনও ঘুণাক্ষরে তাহাদের কোন সংবাদ পাইতাম, নিশ্চয় তোমার নিকট সে শুভবার্ত্তা প্রেরণ করিতাম। তুমিও কি কোন সংবাদ পাও নাই?

ওমার। না। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাদের কেহই জীবিত নাই। এরূপ সন্দেহ করিবার একটা কারণও আছে।

ক্রুজকি। বুঝিয়াছি। আমি তোমার সকল সংবাদই অবগত আছি। দুর্ব্বৃত্তের হস্তে তোমার পত্নীর শোচনীয় মৃত্যুর বিষয়ও আমি যথাকালে শুনিয়াছি।

ওমার। আমারই জীবন লইবার জন্য সে ছুরিকা উদ্যত হইয়াছিল—স্বাধ্বী নিজের বুকে সে আঘাত গ্রহণ করিয়া আমার জীবন-রক্ষা করিয়া গিয়াছে। বন্ধু! আমি রণ-ব্যবসায়ী যোদ্ধা হইলেও, নির্দ্দয়তা বা বৃথা রক্তপাতের পক্ষপাতী নহি। অসংখ্য যুদ্ধে আমি সৈন্য চালনা করিয়াছি,—রণক্ষেত্রে বহুলোকের মুণ্ড আমার এই হস্তের অসি প্রহারে স্কন্ধচ্যুত হইয়াছে কিন্তু বিনা যুদ্ধে—অনুত্তেজিতাবস্থায় কাহারও রক্তপাত করিয়া, আমি আমার এই হস্ত কলঙ্কিত করি নাই, কিন্তু যদি কখনও আমি সেই নর-পিশাচ দানিয়ল লামবর্গের সাক্ষাৎ পাই, আমি স্বহস্তে তাহার বক্ষরক্তে আমার অন্তর্জ্বালা নির্ব্বাপিত করিব।

ক্রুজকি। পাপিষ্ঠ যদি জীবিত থাকে, নিশ্চয়ই একদিন না একদিন তোমার ক্রোধ-বহ্নিতে ভস্মীভূত হইবে,—আর যদি ইহার মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে,—নিশ্চয় কোন অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে জানিবে।

ওমার। আমি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছি, বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে?

ক্রুজকি। হাঁ শুনিয়াছি। লেডি আলিদা সাইরণকে তুমি পত্নীত্বে বরণ করিয়াছ।

ওমার। হাঁ—ঠিক। আমি সবিস্তারে সে বিষয় তোমাকে জ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বে, অগ্রে তোমার বিষয় শুনিতে চাই। এতক্ষণ আমার সম্বন্ধেই আলোচনা হইতেছে, তোমার কোন কথা শুনি নাই।

ক্রুজকি। বহুদিন হইল আমি অস্ত্রিয়ার চাকরি ত্যাগ করিয়াছি। এখানে আসিবার আমার দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথম,—তোমার উন্নতিতে আনন্দ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করা। দ্বিতীয়তঃ তোমার নিকট কোনরূপ চাকরীর প্রত্যাশী হইয়া আসিয়াছি।

ওমার সাহ্লাদে বৃদ্ধ সৈনিকের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমি সাগ্রহে এবং আনন্দে তোমার এ বাসনা পূর্ণ করিব। তুমি কোন পদ লাভ করিতে চাও বল ?"

ক্রুজকি। সে বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব। এক্ষণে তোমার সম্বন্ধে যাহা কিছু আমার জানিতে বাকি আছে—বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া সুলতান মামুদ তাঁহাকে :আহ্বান করিয়া, কি কি বলিয়াছিলেন এবং কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার আভাস দিয়া বলিতে লাগিলেন—

"নিষ্ঠুর দানিয়ল লামবার্গের হস্তে সেলিমার পরিণাম: দেখিয়া, আয়েসা সভয়ে মূর্চ্ছা যাইলেন। তাঁহার চৈতন্য সঞ্চারের পর তিনি নিতান্ত শোকার্ত্ত এবং কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং তিনি তাহার এই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ বলিয়া নানারূপ খেদোক্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি সে সময়ে শোক দুঃখে নিতান্ত মুহ্যমান হইলেও, তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা করিয়া, নিকটবর্ত্তী সহরে উপস্থিত হইয়া, সেলিমার সমাধির ব্যবস্থা করিলাম। আয়েসা পরিচারিকাদের সহিত শকটে এবং আমি পূর্ব্বের ন্যায় অশ্বারোহণে চলিলাম। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত আর কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইল না। হামস্তদে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বেরণ সাইরণ জীবিত আছেন। আমি আয়েসার হাত ধরিয়া বৃদ্ধ বেরণের সমীপে উপস্থিত হইলাম। আয়েসা বৃদ্ধের পদতলে পড়িয়া, বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা। আমি তোমার সেই অপহৃত কুমারী আলিদা।" পরক্ষণে কুমারী পিতার স্নেহালিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইলেন।"

মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া ওমার পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "এতাবৎ

আমি আয়েসার মুখ দেখি নাই,—এক্ষণে অবগুণ্ঠন অপসারিত হইলে দেখিলাম তিনি অনিন্দ্য সুন্দরী—পরমা রূপবতী। বয়স অনুমান উনিশ বৎসর। বৃদ্ধ বেরণ আমার পরিচয় এবং আমার শোচনীয় অবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়া, সাদরে আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং যথাসাধ্য আমার শোকাপনোদনে প্রয়াসী হইলেন। এই স্থানে বেরণ এবং তাঁহার কন্যার সম্বন্ধে সকল কথা তোমাকে বলিব। বেরণ বিপত্নীক। ঐ কন্যাটী তাঁহার সংসারের বন্ধন। তিনি একজন রাজনৈতিক। যখন কুমারীর বয়স দশ বৎসর, তখন তিনি কোন রাজকার্য্যের অনুরোধে অষ্ট্রিয়া দরবার হইতে পারশ্যের সাহের নিকট যাইতে বাধ্য হন। কন্যাগতপ্রাণ বেরণ আয়েসাকে সঙ্গে লইয়া যান। তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ আয়েসার বয়স যখন ত্রয়দশ বৎসর, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। তুরস্কের মধ্যে উপস্থিত হইলে, পথিমধ্যে একদল দস্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লয়। সেই সঙ্গে দুর্ব্বৃত্তেরা পিতার স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া, বালিকার পাষাণ-ভেদী করুণ বিলাপেও কর্ণপাত না করিয়া,—তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করে। তাহারা আলেপ্পো বন্দরে উপস্থিত হইয়া, দাস ব্যবসায়ী ইব্রাহিমের নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করে। আয়েসা ইব্রাহিমের পাষাণ প্রাণে করুণার উদ্রেক করিবার জন্য বিস্তর কাঁদিলেন—নিজের পরিচয় দিলেন—তাহার পায়ে পর্য্যন্ত ধরিলেন। পাষণ্ডের পাষাণ প্রাণ কিছুতেই গলিল না—বরং বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে লাঞ্ছিত এবং কঠোর প্রহারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিল। অবশেষে কনস্তান্তিনোপালের দাস-বিক্রয়ের হাটে আনিয়া, বিক্রয়ার্থ বাহির করিল। সুলতানের কোন কর্ম্মচারী উচ্চমূল্যে তাহাকে খরিদ করিয়া, জেনানা-মহলে পাঠাইয়া দিল। আয়েসা অপরাপর হতভাগিনীদের মত দাসীবৃত্তি করিতে বাধ্য হইলেন।

অবশেষ সপ্তদশবর্ষ বয়োক্রমকালে, তাঁহার সুকুমার কলেবর যখন যৌবন-কান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছিল,—সেই সময়ে একদিন দৈবক্রমে সুলতান মামুদের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িবামাত্র তিনি মন্মথ-শরজালে নিপীড়িত হইলেন। আয়েসা তাঁহার পদতলে পড়িয়া, সরোদনে তাঁহার অবস্থা জানাইলেন। সুলতানের হৃদয়ে দয়া-মমতা ছিল—তিনি তাঁহার কাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা করিয়া, পশুবলে তাঁহাকে অন্তঃপুরের বেগম-মহলে পাঠাইলেন না। সেইদিন হইতে আয়েসার দুঃখ ঘুচিল। সুলতানের আদর-যত্নে, তাঁহার করুণা প্রকাশে আয়েসা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ এবং ভক্তিমতী হইলেও, তাঁহার প্রতি আসক্তা হইলেন না, সুলতান তখনও আশায় রহিলেন। তাঁহার প্রতি সদয় হইলেও আর একটু মহত্বের পরিচয় দিয়া, তাঁহার মুক্তি দিতে পারি-লেন না। এদিকে দাস-ব্যবসায়ী ইব্রাহিম এবার কনস্তান্তিনোপলে পদার্পণ করিলেই, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ প্রচারিত হইল। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, সুলতান মামুদের পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে,—একদিন আয়েসা যখন অন্তঃপুরবর্ত্তী প্রমোদোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে দৈবগতিকে তাঁহার অতুল রূপরাশি যুবরাজ আবদুল মজিদের নয়নপথবর্ত্তী হইল। তিনিও পঞ্চশরের শরে বিদ্ধ হইলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, যুবতী সুলতানের অন্তঃপুরচারিণী কোন কামিনী নয়। তিনি আয়েসাকে এক পত্র লিখিলেন। পত্র সুলতানের হাতে পড়িল। আয়েসা যুবরাজকে এরূপ পত্র লিখিবার কোনরূপ অবসর দিয়াছেন কিনা—এবং তিনিও কুমারের উপর আসক্ত কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। আয়েসা কহিলেন, "আমি তাঁহার প্রতি আসক্তাও নহি—এবং কখনও এ ভাবে পত্র লিখিবার মত কোন কার্য্যও করি নাই।" তাহার পরই সুলতান পীড়িত হইয়া

পড়েন, এবং যখন বুঝিলেন এ যাত্রা আর তাঁহার রক্ষা নাই, তখন রূপবিমূঢ় যুবরাজের কবল হইতে কুমারীকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, আয়েসাকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার দেশে রাখিয়া আসিবার জন্য আমায় নিযুক্ত করেন।"

ওমার মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইয়া, পুনরায় আরম্ভ করিলেন,—"সেইদিন সন্ধ্যার সময়—যেদিন স্থলতানের আদেশ লইয়া, রাজ-কিঙ্কর আমায় আনিতে গিয়াছিল, সেইদিন ঠিক সেই সময়ে সংবাদ আসিল দাস-ব্যবসায়ী ইব্রাহিম রাজধানীতে পদার্পণ করিবামাত্র ধৃত হইয়াছে। স্থলতান তাহাকে তাঁহার সমক্ষে হাজির করিতে আদেশ দিলেন। ইব্রাহিম কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পাইল। অবশেষে স্থলতানের আদেশে আয়েসা তথায় উপস্থিত হইয়া, যখন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন, তখন হতভাগ্য ইব্রাহিম স্থলতানের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। স্থলতান তাহার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে সপ্তগড় দুর্গে বন্দী রাখিবার জন্য আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজানুচরেরা তাহাকে লইয়া চলিল। স্থলতানের কক্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে যে বৃদ্ধ তুর্কীকে বন্দী অবস্থায় দেখিয়াছিলাম,—সে এই দাস-ব্যবসায়ী ইব্রাহিম।"

ক্রুজকি বাধা দিয়া কহিলেন, "সকলই বুঝিলাম কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বাক্সের পরিণাম কি হইল।"

ওমার বলিলেন, "হাঁ বলিতেছি। তাহার পূর্ব্বে অন্য দুই একটী কথা বলিয়া লই। বৃদ্ধ ব্যারণ বহুদিবসের পর অপহৃত কন্যার সন্দর্শন লাভ করিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। স্থলতানের অন্তঃপুরে আয়েসার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন হয় নাই,—উপরন্তু নিষ্কলঙ্ক-দেহে, কুমারী-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আয়েসা সেস্থান হইতে

ফিরিয়া আসাতে বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ মহাত্মা মৃত সুলতানের গুণকীর্ত্তন এবং আমার প্রতি যথেষ্ট সহৃদয়তা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি পথশ্রমে এবং পত্নী-শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলাম, তিনি আমাকে তাঁহার আবাসে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিতে অনুরোধ করিলেন, আমি সহজেই সম্মত হইলাম। আমি তাঁহার পিতার সম্মুখে আয়েসার হস্তে ক্ষুদ্র বাক্সটী সমর্পণ করিয়া, সুলতানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। আয়েসার পিতা তখন বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে আর বাক্সটী খুলিবার আবশ্যক হইল না। এক মাসের পর, আমি তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, রাজধানীতে ফিরিলাম। আসিবার সময় প্রতিশ্রুত হইয়া আসিলাম, যদি কখনও এ অঞ্চলে আসি—তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। কালবশে আয়েসা-ঘটিত তাবৎ বিষয়ই আমি একরূপ বিস্মৃত হইলাম। কেবল একটা সুখময় আনন্দের স্মৃতি হৃদয়মধ্যে জাগরূক রহিল। আমার সে দুর্ভাগ্য এবং বিপদ সত্বেও আমি যে, বহুদিনের পর শোকক্ষিপ্ত বৃদ্ধ পিতার করে তাঁহার অপহৃত সন্তান সমর্পণ করিয়া, তাঁহার বিষণ্ণমুখে প্রসন্নতার হাসি দেখিতে পাইয়াছিলাম—সেই আনন্দস্মৃতিটুকুই আমার হৃদয়ে জাগিয়া ছিল,—নতুবা সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ১৮৪৫ অব্দে অর্থাৎ উক্ত ঘটনার ছয় বৎসর পরে, আমি কোন বিশেষ রাজকর্য্যের জন্য বুকারেস্ত নগরে উপস্থিত হই। সেইস্থানে বৃদ্ধ তাঁহার কন্যাকে লইয়া বাস করিতেছিলেন—সাক্ষাৎ হইল। আয়েসা পীড়িত। চিকিৎসকের ব্যবস্থানুযায়ী এস্থানে দৃশ্য এবং বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অবস্থান করিতেছেন। চিকিৎসকের ধারণা তাঁহার রোগ দেহে নয়—মনে। আমি প্রত্যহ তাঁহাদের বাড়ী যাইতাম। একদিন দৈবক্রমে তাঁহার পীড়ার মূল কারণ আমার নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়িল।

আয়েসা অন্তরে অন্তরে আমার প্রতি অনুরক্তা। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি বিচলিত এবং করুণার্দ্র হইলাম। সেই দয়া এবং সহানুভূতি ক্রমশঃ কোমল হইতে কোমলতর ভাব ধারণ করিতে করিতে, প্রণয়ে পরিণত হইল। আমরা দুইজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতাম। সেলিমার বিষয় আলোচনা করিতাম—দুঃখ করিতাম। ক্রমশঃ আয়েসার হাবে-ভাবে, কথাবার্ত্তায়, আকার-ইঙ্গিতে আমি সেলিমারই প্রতিচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সেইরূপ,—সেই ঘনকৃষ্ণ-কুঞ্চিত-অলক-গুচ্ছ—সেই তরল দীপ্তিময় কর্ণায়ত নেত্রের সরল দৃষ্টি—সেই মুখের গঠন—সেই সারল্যপূর্ণ, স্বর্গীয় কান্তি—সেই সব! তাহারই মত নম্র প্রকৃতি—তাহারই মত কণ্ঠের মধুর স্বর—কোথাও যেন কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। এক কথায় আমি আয়েসাকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম—কিন্তু তথাপি আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহস করিলাম না। যে আমার জীবনরক্ষার্থ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছে,—তাহার স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় জাগরূক—এ অবস্থায়, তাহার সহিত আয়েসার শত সাদৃশ্য সত্ত্বেও, আমি তাহার সমক্ষে আমার প্রণয় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। এই সময়ে পক্ষাঘাতে সহসা আয়েসার পিতার মৃত্যু হইল। আয়েসা শোক দুঃখে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। আমিই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনার স্থল—আমি যদি কোন-রূপে তাঁহাকে বুঝিতে দিই—আমি তাঁহার ভালবাসার প্রতিদান দিতে অক্ষম,—তাহা হইলে জন্মের মত তাঁহার হৃদয়ের সুখশান্তি নষ্ট হইবে। তাহাওত আমি প্রাণ থাকিতে পারিব না—কাজেই একদিন আমাকে এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতে হইল। আমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছি —আমাকে বিবাহ করিতে হইলে, তাঁহাকেও যে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাও ব্যক্ত করিলাম। আয়েসা সম্মত হইল—আমার

জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত করিল। যথাসময়ে আমি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলাম। বিবাহের পর, সুলতানের আদেশানুযায়ী ক্ষুদ্র বাক্স খুলিবার সময় উপস্থিত হইল।"

ওমার পুনরায় কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বাক্স খুলিলাম। উপরেই একখানি মোহরকরা পত্র—তাহার নিম্নে বহুমূল্য হীরা-মণি-মুক্তা। পত্র সুলতানের প্রধান পার্শ্বচরের দ্বারা লিখিত পত্রের উপর রাজকীয় মোহরাঙ্কিত। পত্রমর্ম্মঃ—আয়েসা স্বদেশে আসিয়া যদি দেখেন, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—সে নিঃসহায়, নিঃসম্বলাবস্থায় তিনি কি করিবেন ? এই বহুমূল্যরত্ন বিক্রয় করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ পিতা যদিও জীবিত থাকেন, এবং পরগৃহবাসিনী কন্যার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়েন, তাহা হইলেও তিনি এ রত্নলব্ধ অর্থে নিজের উপায় করিতে সক্ষম হইবেন—এবং তিনি নিষ্কলঙ্কভাবে সুলতানের অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াছেন, তাহাও প্রমাণিত হইবে। তৃতীয়তঃ—এ সকলের যদি কিছুই আবশ্যক না হয়, তাঁহার বিবাহের পর বাক্সের মধ্যস্থ ঐ প্রচুর ধনরাশি তাঁহার বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ গৃহীত হইবে। চতুর্থতঃ—ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যদি তিনি অনূঢ়া থাকেন, তবে আর অপেক্ষা করিবার আবশ্যক হইবে না—ঐ সময়ের পর, বাক্স খুলিয়া ঐ অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন—সংসারে সুখে কালহরণ করিবেন। আমরা সুলতানের সহৃদয়তায় মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। বিবাহের পর আলিদা তাঁহার মুসলমানী নাম আয়েসাই পরিগ্রহ করিলেন। আয়েসা এক্ষণে আমার প্রেমময়ী বিশ্বস্তা পত্নী।"

ওমারের বাক্য শেষ হইবামাত্র একজন সহচর আসিয়া একখানি শীলমোহর করা পত্র তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিল। ওমার পত্রের প্রতি

একবার খরদৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক, পত্রখানি একটী বাক্সের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। তাহার পর ক্রজকিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "পত্র রাজধানী হইতে আসিতেছে। একজন নূতন সমর-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন, এ তাঁহারই পত্র।"

ক্রূজকি। পত্র পড়িলে না ?

ওমার। এখনও পড়িবার সময় হয় নাই। পত্র পড়িবার পূর্ব্বে শত্রুসৈন্যকে এরূপভাবে বিধ্বস্ত করিব—যাহার সংবাদ পাইয়া সমগ্র ইউরোপখণ্ড স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিবে। ঐ দেখ টেবিলের উপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, জর্ম্মাণি—সকল স্থানেরই প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্র পড়িয়া—সকল সম্পাদকই গম্ভীরভাবে আমায় পরামর্শ দিতে মুক্তকণ্ঠ। আমি আমার কর্ত্তব্য ভাল জানি—আমি যে তাঁহাদের অযাচিত পরামর্শের মুখাপেক্ষী নই—তাহা দেখাইব। হাঁ—তাহার পর,—তুরতুকাই নামক স্থানে চারি হাজার পদাতি অবস্থান করিতেছে, আমি তোমাকে সেই সৈন্যদলে জেনারল মেজরের পদে নিযুক্ত করিলাম।

আনন্দপ্রমত্ত ক্রূজকিকে ধন্যবাদপ্রদানের অবসর না দিয়া, ওমার তাঁহার সহকারী কয়জনকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, একজনের হস্তে একখানা পত্র দিয়া কহিলেন, "উডিনে ইসমাইল পাশাকে এই পত্র দিয়া, তুরতুকাই নামক স্থানে আমার অপেক্ষা করিবে।"

প্রথম, পত্র লইয়া অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। দ্বিতীয়কে কহিলেন,—"তুমি রস্তচকের অভিমুখে ধাবিত হও। সেখানকার সেনা-নায়কের হস্তে এই পত্র দিয়া তুরতুকায়ে আমার অপেক্ষা করিবে।"

দ্বিতীয় প্রস্থান করিল।

ক্রূজকির হস্তে তৃতীয় পত্র দিয়া কহিলেন, "তুরতুকায়ে হালিল

পাশা অবস্থান করিতেছেন—পদগৌরবে তুমি তাঁহার নীচেই—এই পত্র তাঁহাকে প্রদান করিবে।”

ক্রূজকি প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ সহচরকে আর একখানি পত্র দিয়া, শিলিস্ত্রিয়াতে প্রেরণ করিলেন।

বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন সহচর সংবাদ লইয়া নক্ষত্রবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিল। ১লা নবেম্বর সন্ধ্যার সময় ওমারের অনুচরগণ তাঁহার পত্র লইয়া সুমলা হইতে যাত্রা করিল,—৩রা প্রাতঃকালে তাহার ফল প্রত্যক্ষীভূত হইল। তুরস্ক-সৈন্য চারিটী বিভিন্ন স্থানে দানিয়ুব নদী পার হইয়া, শত্রুসেনা আক্রমণ করিতে ছুটিল। উডিন হইতে কালা-ফাত,—রুস্তচক হইতে গুর্জাবো,—তুরতুকাই হইতে অলতেনিজা এবং শিলিস্ত্রিয়া হইতে কালারস্ক পর্য্যন্ত স্থানে তুর্কী সেনা বজ্রপাতের ন্যায় রুসীয় সেনার উপর গিয়া পতিত হইল। কালাফতে সুবিখ্যাত রুসীয় সেনানী জেনারেল ডানেনবার্গ পরাজিত হইলেন। গুর্জাবোর সম্মুখ হইতে রুসিয়ার সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া সরিয়া পড়িল। ক্রূজকি পঞ্চসহস্র মাত্র সেনা লইয়া অলতানিজাতে পলফের অধীনস্থ নয় হাজার সেনাকে পরাভূত করিলেন।

জেনারেল পলফ নূতন সৈন্যের সাহায্য পাইয়া, পুনরায় অলতানি-জাতে ছাউনি পাতিলেন! এক্ষণে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা প্রায় ষোল হাজার। ওমার ৩রা রাত্রিতে তুরতুকায়ে উপস্থিত হইলেন।

৪ঠা নভেম্বরের আজ স্মরণীয় প্রভাত। তুর্ক-সেনা রুসীয়-সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য দণ্ডায়মান। বেলা দ্বিতীয় প্রহরের পর কসাক অশ্বা-রোহী দেখা দিল। উভয় পক্ষের কামান হইতে মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল—এতক্ষণে সুবিখ্যাত অলতেনিজায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অলতেনিজা

দানিয়ুব নদীর তীরে তুরতুকায়ের দুর্গ। ওমার দুর্গ-সান্নিধ্যে অবস্থিত একটা উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধের ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে পূর্ব্ব হইতেই তুর্কী-সেনা নদীর পরপারে হালিল পাশার নেতৃত্বে অবস্থান করিতেছিল। জেনারেল ক্রুজকি চারিদল পদাতিক লইয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে একটা বনান্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার উপর প্রধান সেনাদলের দক্ষিণভাগ রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল। অপর একদল সেনা অলতেনিজা গ্রামের কয়েকটা অট্টালিকার মধ্যে সংস্থিত ছিল।

ওমার আদেশ করিয়াছিলেন, শত্রু-সৈন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিন শত গজের মধ্যে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ একটী বন্দুকও যেন না ছোঁড়া হয়। সর্ব্বপ্রথমে রুসীয় অশ্বারোহী দেখা দিল—তাহার পশ্চাতে ঘন-সন্নিবেশ পদাতিক-সেনা দেখা দিল। তুর্কী-সেনা অচল অটল দাঁড়াইয়া রহিল। একটী গুলিও নিক্ষিপ্ত হইল না—একটী বন্দুকেরও আওয়াজ হইল না। অবশেষে তাহারা নিরূপিত ব্যবধানের প্রান্তে উপস্থিত হইবামাত্র,—সহসা তুর্কী-সেনা ভীমনাদে প্রলয়ের অনল বর্ষণ করিল। রুসীয়-সৈন্য পূর্ব্ব অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রইল।

তুর্কী গোলন্দাজেরা অলতেনিজা হইতে বিপক্ষ পক্ষের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। তাঁহাদিগকে বিধ্বস্ত এবং নীরব করিবার জন্য রুসীয়ার কামান হইতেও ভীমনাদে গোলা ছুটিতে লাগিল। ওমারের পার্শ্বে একজন ভেরী-বাদক অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহার ইঙ্গিত

পাইবা-মাত্র তূর্য্যনাদ করিল। কামান বন্দুকের বজ্রনাদের মধ্যে—সমীর-স্কন্ধে ভর করিয়া—তটিনীর পর-পারে ক্রুজকি যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন,—তথায় সে তূর্য্য-ধ্বনি ধ্বনিত হইল। তিনি এ সঙ্কেতের অপেক্ষায় ছিলেন—এক্ষণে বনান্তরাল হইতে বাহির হইয়া ভীমবেগে রুসীয় চমূর উপর প্রপতিত হইলেন। তুর্কী-সেনা প্রথমবার গুলিবর্ষণের পর উদ্যত সঙ্গিনকরে অরাতি-দল আক্রমণ করিল। শত্রু-সেনা সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। পুনরায় তূর্য্য-নাদ হইল। হালিল পাশা তাঁহার অধীনস্থ তাবৎ সেনা লইয়া অগ্রসর হইলেন। জেনারেল পলফ পলায়নপর সেনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রুসীয় সেনা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

বেলা দুইটা। ওমার দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতেছিলেন এবং তূর্য্য-নাদের সঙ্কেত দ্বারা সৈন্যগণকে বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত করিতেছিলেন। সেনাপতির যাহা কর্ত্তব্য, এতক্ষণ তাহাই সম্পাদন করিতেছিলেন,—এক্ষণে চুরুটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া, প্রকৃত যোদ্ধার মত স্বহস্তে অরাতি নিপাত করিবার জন্য দানিয়ুব পার হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে ছুটিলেন।

অশ্বপৃষ্ঠে পার্শ্বচরগণ পরিবৃত হইয়া, ওমার যখন সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন রুসীয় পদাতিক ও কসাক অশ্বারোহী তুর্কী-সেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার আশ-পাশ দিয়া বোঁ বোঁ শব্দে অগ্নিতপ্ত গুলি সকল ছুটিতে লাগিল। উভয় পক্ষের কামান সকল বজ্রনাদে গগন মেদিনী কম্পিত করিয়া, শত সহস্রকে মৃত্যু-মন্দিরে প্রেরণ করিতেছিল। বন্দুক-কামানের ধূম-পটলে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। পদতলে সমরভূমি মৃত এবং আহতে পরি-

পূর্ণ। ওমারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি মুহূর্ত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিল, যেখানে একজন মুসলমান পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার নিকটে তিনজন, কোথাও বা চারিজন রুসীয় সেনার মৃতদেহ গড়াগড়ি যাইতেছে।

ওমারকে দেখিয়া, তুর্কী-সেনা হুঙ্কার ছাড়িল। প্রত্যেক সেনা তাঁহার সমক্ষে আপন আপন বীরত্ব—বাহুবল প্রদর্শনার্থ প্রাণপণ-শক্তিতে শত্রু-সেনা মথিত করিতে আরম্ভ করিল। যেখানে যেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতেছিল,—ওমার সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তুর্কী সেনার বল দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। সে বিবর্দ্ধমান তেজের সমক্ষে রুসীয়-বাহিনী তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহারা পুনরায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। শত চেষ্টা করিয়াও পলফ আর তাহাদিগকে ফিরাইতে পারিলেন না। বেলা চারিটার সময়—অলতেনিজার যুদ্ধের অবসান হইল।

দশহাজার তুর্কী-সেনা ষোলহাজার রুসীয় সৈন্যকে এইরূপে পরাভূত করিল। এ যুদ্ধে রুসীয় পক্ষে তিন হাজার এবং তুরস্ক পক্ষে পাঁচশত হতাহত হইল। বিস্তর বারুদ, গোলা, গুলি এবং খাদ্য-সামগ্রী তুরস্কের করগত হইল।

ঐ দিবস সন্ধ্যার পর ওমার-পাশা, ক্রুজকির সহিত তুরতুকারের কোন অট্টালিকার-মধ্যে বিশ্রাম করিতে করিতে কহিলেন, "এইবার সেই পত্রখানা খুলিয়া পড়িব।"

সুমলাতে অবস্থিতিকালে সমর-সচিবের নিকট হইতে কোন পত্র আসিলে, ওমার তাহা পাঠ না করিয়াই বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে সেইখানা বাহির করিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে গর্ব্বভরা একটা ঘৃণার ভাব পরিব্যক্ত হইল। তিনি পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, আমাকে নিশ্চেষ্টভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষায়

বসিয়া থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে—আমি পূর্ব্বেই এ পত্র-মর্ম্ম বুঝিয়াছিলাম,—তাই তখন পাঠ করি নাই।"

এই বিজয়-বার্ত্তা রাজধানীতে উপস্থিত হইবামাত্র, কনস্তান্তিনোপল আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলে শতমুখে ওমারের সুখ্যাতিবাদ এবং যশোগান করিতে লাগিল। সুলতান তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে রাজকুমারোচিত পদগৌরবে বিভূষিত করিলেন। এখন হইতে তাঁহার উপাধি হইল ভাইজর। তাঁহার পতাকায় এখন হইতে তিন অশ্বপুচ্ছ আন্দোলিত হইবে।

রুসীয় সৈন্যের সদর বা প্রধান ছাউনি পাড়িয়াছিল বুকারেস্ত নগরে। তথায় সেনাপতি গ্রোটাস্কপ সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। রুসীয়-সেনার পরাভববার্ত্তা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি জেনারেল পলফের সহিত মিলিত হইবার জন্য অলতেনিজার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পলফের সহিত মধ্যপথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "চল দেখিবে, কেমন করিয়া আমি মুসলমানদিগকে দানিয়ূব নদীর পরপারে বিতাড়িত করিয়া দিই।"

রুসীয় সেনা সদম্ভে অলতেনিজার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১১ই নভেম্বর প্রাতঃকালে তাহাদের পুরোবর্ত্তী ভাগ তুর্কী-চরের নেত্র-গোচর হইল। যথাসময়ে তুরতুকায়ে ওমারের নিকট সে সংবাদ পৌছিল। হালিল পাশা ও মেজর ক্রুজকি নয় হাজার সৈন্য লইয়া তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন! দুই ঘণ্টায় ঘোর যুদ্ধের পর, রুসীয় চমূর পুরোবর্ত্তী ভাগ পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া, পলায়ন করিল ও প্রধান সেনাদলের সহিত মিলিত হইল। গতিক মন্দ দেখিয়া প্রিন্স গ্রোটস্কপ আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। শত্রু-সেনার

শিবির হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে ছাউনি গাড়িয়া, রণক্লান্ত সেনাগণের সহিত বিশ্রাম ও অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন ধরণীতল সমাচ্ছন্ন করিতেছিল, সেই সময়ে এক তরুণ অশ্বারোহী বুকারেস্তের অভিমুখ হইতে রুসীয় শিবিরের প্রজ্জলিত আলোক-রশ্মির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স বত্রিশ কি তেত্রিশ। মুখে শ্মশ্রু—গুম্ফের লেশমাত্র নাই। চক্ষু দুইটী উজ্জল, কৃষ্ণতারক। মস্তকের চুলগুলি কুঞ্চিত এবং কাল। মুখখানি কঠোরতা-বর্জ্জিত কোমলকান্তি এবং প্রিয়দর্শন। তাঁহার নিকট কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্র না থাকাতে, তাঁহাকে সহজেই কোন সিবিলিয়ন কর্ম্মচারী বলিয়া ধারণা জন্মে। তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ সাদা-সিদে ভদ্রলোকের মত।

রুসীয় শিবিরের সম্মুখে আলোক জ্বলিতেছিল। দূর হইতে তাহার দীপ্ত-শিখা দেখিয়া, পথিক বল্গা সংযত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি যিনিই হউন, এবং তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, রুসীয় সেনার সংঘর্ষে উপস্থিত হইবার তাঁহার বাসনা ছিল না—সেই জন্য সহজ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, বক্রপথে তাঁহার গন্তব্যস্থানে যাইবার জন্য সম্মুখস্থ প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিলেন।

উভয় পার্শ্বে শস্যক্ষেত্র—মধ্যে অপ্রশস্ত পথ। অশ্বারোহী সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। উভয় পার্শ্বস্থ ভূমি উচ্চ থাকাতে, রুসীয় শিবির আর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্ধকারের গাঢ়তা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল,—তিনি এ প্রদেশে পূর্ব্বে আর কখনও আসেন নাই, —তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, বিদেশে বিপথে গিয়া বুঝিবা কোন বিপদে পড়েন। সহসা সে সঙ্কীর্ণ পথের অবসান হইল—পথিক পুনরায় অশ্ব-বল্গা আকর্ষণ করিলেন,—সম্মুখেই রুসীয় শিবিরের পুরোভাগে অগ্নি

জ্বলিতেছে, দীপ্তালোকে পথিক দেখিলেন, দুই তিনজন সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

রুসীয় সেনা-নিবাস যে এত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, পথিকের সে ধারণা ছিল না। এক্ষণে সম্মুখেই রুসিয়ার সশস্ত্র প্রহরী দেখিয়া,—তাহাদিগকে বামে রাখিয়া পথিক, দক্ষিণ দিকে শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিলেন। রুসীয় সেনা এবং শস্যক্ষেত্রের মধ্যে একটা নিবিড়পত্র ঘন বন। অশ্বরোহী সেই বনের মধ্য দিয়া আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। পথিক কিছু উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সহসা তাঁহার অশ্বপদতলস্থ মৃত্তিকা খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। কিসে কি হইল, জানিতে না জানিতে, তিনি অশ্বসহ শিথিল মৃত্তিকার সঙ্গে গভীর-ভূগর্ভে প্রপতিত হইলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘোর আর্ত্তনাদ এবং বিকট চীৎকার-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। সহসা সেই অন্ধকার ভূগর্ভে আলোক জ্বলিয়া উঠিল। প্রজ্জ্বলিত মশালের আলোকে হতভাগ্য পান্থ দেখিলেন, তিনি রুসীয় সেনার হাতে পড়িয়াছেন।

ওয়ালেশিয়ার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশেরই অবস্থা অতি শোচনীয়—তাহারা বড়ই হীনবস্থ। তাহাদের থাকিবার বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত নেই। মাটীর নীচে প্রশস্ত গর্ত্ত খুঁড়িয়া উপরে গাছের ডাল-পালা দিয়া চাল প্রস্তুত করে এবং তাহার উপরে গড়ানে করিয়া মাটীর চাপ বসাইয়া দিয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আহত রুসীয় সৈন্যের অবস্থানের জন্য এ প্রদেশে তেমন কোন হাসপাতালের বন্দোবস্ত না থাকাতে, আহত সেনাগণকে আনিয়া এই ভূগর্ভস্থ আবাসের মধ্যেই রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে পথিক এরূপ বাসস্থানের অস্তিত্ব অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া, অশ্ব সমেত

ঐরূপ একটি ভূগর্ভস্থ বাসস্থানের উপর পতিত হন। আহত সেনা-গণ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। বিশেষ কাহারও কোন আঘাত লাগে নাই—বা কাহারও প্রাণের হানি হয় নাই। ঘোড়াটা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। এই আকস্মিক ঘটনায় অশ্ববর যদি ভীত হইয়া, ছুটাছুটি করিত, তাহা হইলে, বিস্তর জীবন নষ্ট হইত।

আহত সেনা ব্যতীত সেখানে আরও কয়েকজন সুস্থ সৈনিক অবস্থান করিতেছিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ পথিককে বন্দী করিয়া ফেলিল এবং নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহারা তাঁহাকে শত্রুচর বলিয়া পরিগণিত করিল এবং একগাছা শক্ত রজ্জুদ্বারা তাঁহার হস্তদ্বয় পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল এবং অপর একগাছা দড়ি তাঁহার গলায় জড়াইয়া, তাঁহাকে ঊর্দ্ধ্বতন কর্ম্মচারীর সমীপে হাজির করিতে চলিল। তিনি যে গুপ্তচর নহেন—কোন গ্রাম্য ভদ্রলোক, এ কথা সহস্রবার বলিলেও, কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহারা "গুপ্তচর! গুপ্তচর!" করিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে শিবির সন্নিধানে একজন অশ্বারোহী উচ্চপদস্থ কর্ম্ম-চারীর সমীপে উপস্থিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রিন্স গ্রোটস্কপ।

যে কর্ম্মচারীর সম্মুখে বন্দী নীত হইলেন, তিনি একজন মেজর। পথিক কি অপরাধে বন্দী, শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই রুসীয় মেজর বলিয়া উঠিলেন, "এ কি! এ ফাঁসীর আসামীকে কোথায় কি অবস্থায় ধরিলে?"

কেহ কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই, পথিক নম্রস্বরে কহিলেন, "মহাশয়! আমি গুপ্তচর নই; আমার উপর বিনা কারণে, অন্যায়-রূপে এ ঘৃণিত অভিযোগের আরোপ করা হইয়াছে।"

মেজর কহিলেন, "কোন বিশেষ হেতু না থাকিলে, ইহারা কখনই তোমাকে বন্দী করিত না। এখন চুপ কর—তোমায় যখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব, উত্তর করিও।" তাহার পর যে সৈনিক পথিকের গলার দড়ি ধরিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপারটা কি বল ত?"

সৈনিক আনুপূর্ব্বিক তাবৎ ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, "লোক-টাকে যখন প্রথম গ্রেপ্তার করিলাম, ইহার মুখমণ্ডল উদ্বেগপূর্ণ এবং আশঙ্কায় মলিন হইয়া উঠিয়াছিল। লোকটা ওয়ালেসিয়ার অধিবাসী।"

মেজর কহিলেন, "ওয়ালেসিয়ার লোকমাত্রেই বিশ্বাস ঘাতক। লোকটা নিশ্চয়ই শত্রুর চর। যাও, ইহাকে প্রিন্সের নিকট লইয়া যাও—তিনি যখন এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, আমার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নয়!"

সৈনিক সেই অবস্থাতেই পথিককে লইয়া, প্রিন্স গ্রোটস্কপের উদ্দেশে

অগ্রসর হইল। দুইদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে পট্টবাস—তাহার মধ্য দিয়া বন্দীকে টানিতে টানিতে সৈনিক একটী ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে উপস্থিত হইল। এখানকার একটা সামান্য দ্বিতল সরায়ে প্রিন্স সদলবলে অবস্থান করিতেছিলেন। একজন পার্শ্বচরের দ্বারা তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন।

বন্দী রুসীয় সেনাপতির সম্মুখে নীত হইলেন। প্রিন্স তখন একখানা কেদারায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর কাগজপত্র এবং মানচিত্র প্রভৃতি পড়িয়াছিল। তাঁহার অদূরে অপর কয়জন সেনানী সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান। প্রিন্সের বয়স ষষ্টী বৎসরেরর ন্যূন নয়। তাঁহার মুখভাব কোমল এবং প্রসন্নতাব্যঞ্জক। তিনি ধীরে ধীরে, অতি নম্রভাবে অধীন কর্ম্মচারীদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তিনি যে কঠোর-প্রকৃতির লোক নহেন, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এটা তাঁহার স্বভাব বা প্রকৃতির সদর পিঠ—ইহার মফঃস্বল বা ভিতর পিঠ আছে। সহজেই তাঁহার ধৈর্য্যের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়—মুহূর্ত্তে তিনি রাগিয়া উঠেন। তাঁহার প্রভুর মত তিনিও একজন কঠোর-প্রকৃতি, অত্যাচারপরায়ণ—দুর্দ্দান্ত শাসক। তিনি নিজগুণে, আপনার কৃতিত্ব দেখাইয়া এই উচ্চপদে উন্নমিত হইয়াছেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহাকে যেমন ভয় করে—তেমনি ঘৃণা করে। অধীন কর্ম্মচারীরাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা তাঁহার স্বভাব বিশেষরূপে অবগত আছেন। তিনি ছলপ্রিয়, কূট-কৌশলী। তাঁহার চর সর্ব্বত্র। শত্রুর শিবিরে যেমন তাঁহার চর ঘুরিতেছে,—তাঁহার নিজের সৈন্যের মধ্যেও তেমনি তাঁহার নিয়োজিত চর বিদ্যমান আছে। তিনি বীরপুরুষ—কিন্তু আবশ্যক হইলে—প্রয়োজন বোধ করিলে, কোন কর্ম্ম করিতেই কুণ্ঠাবোধ করেন না। এইরূপ লোকের সম্মুখে বন্দী নীত হইলেন।

সেনাপতির চোখে চশমা ছিল,—চশমার মধ্য দিয়া একবার বন্দীর দিকে খরদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি সহকারীদের সহিত পূর্ব্ববৎ গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি সে সময়ে একটী শৌর্য্য-বীর্য্যের গল্প বলিতেছিলেন, —সে প্রসঙ্গ নিতান্ত নীরস হইলেও, সহকারীরা তাঁহার প্রত্যেক কথায় হাস্য করিতেছিল। অবশেষে তাঁহার গল্প শেষ করিয়া, সৈনিককে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। সৈনিক পূর্ব্বে মেজরের নিকট যেমন বলিয়াছিল, এখনও বলিল। বন্দী কহিলেন, "ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি কোন গুপ্তচর নই।"

প্রিন্স উত্তর করিলেন, "ভাল, শীঘ্রই আমরা তাহার প্রমাণ পাইব। ইহার সর্ব্বাঙ্গ, এমন কি ইহার বস্ত্রের মধ্য পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখ, কোন কাগজ-পত্র লুক্কায়িত আছে কি না ?"

বন্দী কহিলেন, "যদি দয়া করিয়া, আমার হস্ত মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করেন, আমার নিকট যাহা কিছু আছে, আমি বাহির করিয়া দিতেছি।"

প্রিন্স কহিলেন, "এরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত বন্দীর প্রতি আমরা এতখানি দয়া প্রকাশ করি না।"

পথিক দেখিলেন বাক্যব্যয় বা বলপ্রয়োগ বৃথা। সুতরাং তিনি নীরবে ধীরভাবে এই মহা অপমানকর অনুসন্ধানে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ—এমন কি তাঁহার জামার মধ্য পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হইল—কয়েকখণ্ড মুদ্রা ভিন্ন কোনই কাগজ-পত্র পাওয়া গেল না।

প্রিন্স কহিলেন, "আমি জানিতাম তোমার নিকট কোন কাগজপত্র পাওয়া যাইবে না। তোমরা, গুপ্তচরেরা বড়ই চতুর জীব—তাহারা নিকটে সন্দেহজনক কোন কাগজপত্রই রাখে না। তোমার নাম কি ?"

বন্দী। লিওপোল্ড পিনা।

প্রিন্স। তুমি কোন্ দেশের লোক? ওয়ালেশিয়ায় কি তোমার বাস?

ওয়ালেশিয়া আমার জন্মস্থান নয়। আমি অস্ত্রীয়াবাসী কিন্তু আশৈশব বুকারেস্তে বাস করিতেছি এবং কোন সম্মানার্হ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছি।

প্রিন্স। তুমি কোথায় যাইতেছিলে?

বন্দী। মিথ্যা বলিব না। আমার কোন আত্মীয় তুর্কীর সেনা বিভাগে কর্ম্ম করেন। লোকমুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে ছিলাম।

প্রিন্স। যদি তাহার দেখা পাও, আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক সংবাদ তাহার গোচর করিবে।

বন্দী। আমি কোন সংবাদই দিতে পারিব না, কারণ আমি কিছুই জানি না।

প্রিন্স। তুমি ওয়ালেশিয়ার অধিবাসী—স্থতরাং সদয়হৃদয়, ন্যায়-পরায়ণ রুসীয় জারের প্রজা। তাঁহার রাজত্বে বাস করিয়া, তাঁহার শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ বা সংবাদের আদান-প্রদান করিলে, জীবনদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহা কি তুমি জান না?

বন্দী। ধর্ম্মাবতার! আমার মনে কোন কুভাব নাই। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন আইন ভঙ্গ করিতে উদ্যত হই নাই।

প্রিন্স। কিন্তু তুমি যে কোন দুষ্কর্ম্ম করিতেছ, তাহা তুমি জানিতে। তাহা না জানিলে, আমাদের সেনা-নিবাসের বাহিরে বাহিরে—শস্য-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, গোপনে শত্রুর নিকট যাইতে প্রবৃত্ত হইবে কেন?

বন্দী। তথাপি আমি গুপ্তচর নই। আপনি স্থবিজ্ঞ, আপনিই বিচার করিয়া বলুন, আমার মনে কু-অভিসন্ধি থাকিলে, আমি আপ-

নার সৈন্যদলকে দূরে পরিহার করিয়া যাইব কেন? আপনার সৈন্য-দলের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, তুর্কীদের উপকারে লাগিতে পারে, এমন কোন সংবাদই অবগত হইবার উপায় নাই। আমি নির্ব্বোরোধী নিরীহ ভদ্রলোক। আমার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিতেছেন।

প্রিন্স কয়েক মুহূর্ত্ত গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিয়া, হস্ত সঞ্চালনে সৈনিককে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "বন্দীর বন্ধন মোচন করিয়া দাও, আমি নির্জ্জনে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিব।"

তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। সৈনিক এবং অপরাপর পার্শ্বচর যাহারা এতক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন,—সেনাপতির ইঙ্গিত পাইয়া, কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য কি তুমি তুরস্ক সেনার মধ্যে তোমার কোন আত্মীয়ের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে?"

বন্দী। হাঁ ধর্ম্মাবতার। আমি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি।

প্রিন্স। যদি আমি তোমাকে মুক্তি দিই এবং তোমার ঈপ্সিত কার্য্যে কোন বাধা না দিই?

বন্দী। আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

প্রিন্স। মৌখিক কৃতজ্ঞতার আমি কোন ধার ধারি না। কার্য্যে তুমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিবে?

বন্দী। আপনার মত মহানুভব ব্যক্তি কখনই আমাকে কোন হেয় বা অপমানকর কার্য্যে যে নিযুক্ত করিবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে,—সেই জন্য আমি স্বীকার করিতেছি, :আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য, আপনি যাহা আদেশ করিবেন, প্রাণপণ-শক্তিতে তাহার সম্পাদনে সচেষ্ট হইব।

প্রিন্স। তুমি তুর্কি সেনার মধ্যে কোন আত্মীয়ের অনুসন্ধানে যাইতেছ, সুতরাং আমার নিয়োজিত অপর কোন লোকের অপেক্ষা, তোমার দ্বারা অতি সহজে আমার একটা কার্য্য নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। শোন লিওপোল্ড পিনা! আমার কথাগুলি বেশ করিয়া শোন। আমি তোমায় জীবন দান করিলাম—এজন্য তুমি আমার নিকট কৃতজ্ঞ। যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া তদ্বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হও—তুমি কখনই আমার প্রতিহিংসা হইতে রক্ষা পাইবে না। পুনরায় আমার সেনার হাতে পড়িলে তোমার মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে। এখন কথা হইতেছে এই,—আমি তোমার হাতে একখানা শীলমোহর করা পত্র দিব, তুমি কোনরূপে সেইখানা তুর্কী-সেনাপতি ওমার-পাশাকে সেখানে দিতে পারিবে কি না?

দৃঢ় অথচ সরলতাপূর্ণস্বরে লিওপোল্ড পিনা কহিলেন, "পারিব।"

প্রিন্স। শপথ করিতেছ?

বন্দী। হাঁ শপথ করিতেছি।

প্রিন্স। আমি তোমায় বিশ্বাস করি। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিও তুমি আমার কথামত কার্য্য কর কি না, তাহার সংবাদও আমি পাইব।

বন্দী। আপনার এ কার্য্য সম্পাদন করিতে আমায় যখন কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হইবে না,—তখন কেন না করিব? তাহাও যদি হইত—এ কার্য্যের জন্য আমাকে যদি অতিরিক্ত পথ পর্য্যটন এবং দুষ্কর পরিশ্রম করিতে হইত,—তাহাও আমি অম্লানবদনে সম্পাদন করিতাম। কারণ আপনি আমার প্রতি যে দয়া এবং মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এ অতি সামান্য কার্য্য।

প্রিন্স। তোমার কথায় সন্তুষ্ট হইলাম। তথাপি তোমায় আর

একবার সতর্ক করিয়া দিতেছি। দুইটী বিষয় অনিবার্য্য। হয় তোমাকে বুখারেস্তে ফিরিয়া আসিতে হইবে—নয় তুমি তোমার আত্মীয়ের নিকট তুর্কি-সেনার মধ্যে থাকিবে। যেখানেই থাক,—সত্বর বা দুই দিন পরে তোমাকে আমার হাতে পড়িতেই হইবে। তুর্কী সেনার আশ্রয়ে থাকিলেও নিস্তার নাই। আমার সৈন্য শিক্ষিত, রণনিপুণ, বহুযুদ্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। তুর্কী-সেনা কতকগুলা অশিক্ষিত, চাষা ভূষার সমষ্টি মাত্র। আপাততঃ আমার সেনা হাটিয়া আসিলেও, শীঘ্রই আমার এ রণদুর্দ্দম বাহিনীর নিকট তাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তোমাতে আমাতে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এ সকল বুঝিয়া বিশ্বস্ততার সহিত আমার আদেশ পালন করা তোমার পক্ষে সর্ব্বথা মঙ্গলজনক।

বন্দী। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি বর্ণে বর্ণে আপনার এ আদেশ পালন করিব।

প্রিন্স তাঁহাকে একটী আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্র লেখা সমাপ্ত হইলে, একখানি খামের মধ্যে পুরিয়া, গালা মোহর করিলেন। গালার উপর তাঁহার শীল-মোহর ব্যবহার না করিয়া, একটী রুসীয় মুদ্রার ছাপ দিলেন। পরে ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র সৈনিক এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। একজন পার্শ্বচরের কানে কানে কি বলিয়া, সৈনিককে লিওপোল্ডের ঘোড়া সজ্জিত করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। লিওপোল্ড তাঁহার মুদ্রাগুলি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। সে প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইল। লিওপোল্ড অভিবাদন করিয়া, পার্শ্বচরের সহিত সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ঘোড়া আনিতে কিছু বিলম্ব হইল। সেই অবকাশে লিওপোল্ড

এবং পার্শ্বচর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইলেন। তৎপরে সহকারী মহাশয় কহিলেন, "চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব—আমাদের সেনাদলের বহির্ভাগে আপনাকে রাখিয়া আসিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।"

উভয়ে অশ্বারোহণ করিলেন। তাঁহারা কখনও মৃদুকদমে কখনও প্লুত-গমনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয়পার্শ্বে সেনাগণের পট্টবাস—মধ্যে মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অনলকুণ্ড—তাহার মধ্য দিয়া পথ। তাঁহারা সেই পথ দিয়া অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। রুস-রক্ষী সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখিতেছ লিওলোল্ড পিনা! আমাদের কত সৈন্য। ইহাদের বাহুবলে তুরস্কের শক্তি সামর্থ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।"

পথিক কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে অশ্ব চালিত করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল, তথাপি তাঁহারা রুসীয় সেনার তাঁবু পার হইতে পারিলেন না। আশে পাশে, সম্মুখে পশ্চাতে কেবলই তাঁবু। তাঁহারা কখনও সঙ্কীর্ণ সোজা পথে, কখন বক্রপথে, কখনও ঘুরিয়া ফিরিয়া শিবিরশ্রেণীর মধ্য দিয়া দ্রুত অশ্বচালিত করিতে লাগিলেন। এই-রূপে আরও অর্দ্ধঘণ্টা অতীত। লিওপোল্ডের মনে ক্রমশঃ একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। অবশেষে একটা ঘটনায় তিনি বীতসংশয় হইলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে যে শিবিরের সম্মুখ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহার দ্বারে যে সশস্ত্র প্রহরীকে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন, আবার সেই শিবিরের সম্মুখে উপস্থিত। সৈন্য এবং শিবিরের বাহুল্য সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরে একটা ধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য রুষ-সেনা-পতি এই কপটতার জাল পাতিয়াছেন। বক্রপথে ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইবার ছল করিয়া, তাঁহার পথ-প্রদর্শক একই পথে তাঁহাকে পুনঃ

পুনঃ লইয়া যাইতেছেন আর মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "লিও-পোল্ড আমাদের সেনাবল কত বিপুল দেখিতেছ? কত শিবির পড়িয়াছে, ধারণা করিতে পার?"

মনোভাব গোপন করিয়া লিওপোল্ড উত্তর করিলেন "না, অসংখ্য তাঁবু।"

অবশেষে একটা স্থানে উপস্থিত হইয়া রুসরক্ষী কহিলেন, "আর আমার যাইবার আবশ্যক নাই। এইবার তুমি স্বচ্ছন্দে যাইতে পার।"

লিওপোল্ড শিষ্টাচর জানাইয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন। এক মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর, তিনি বহুলোকের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থিরকর্ণ হইয়া, অশ্ববল্গা সংযত করিয়া দাঁড়াইলেন। সত্য সত্যই বহুলোকের পদধ্বনি, অশ্বের খুর-শব্দ এবং ভারপূর্ণ শকটের মন্থর রব স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। একদল সৈন্য যে সেই পথে আসিতেছে এবং তাহাদের সহিত কামানাদি আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন, তবে এ সেনা রুসের কি তুরস্কের তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। তুরস্ক-সেনা রুসের শিবির আক্রমণ করিতে আসিতেছে, কি রুস-সেনা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

যাহাই হউক, তিনি পথ পরিত্যাগ করিয়া শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, একটা উচ্চস্থানে আরোহণ করিলেন। এক্ষণে মেঘান্তরিত চন্দ্রালোকে দূরের জিনিষ অস্পষ্ট লক্ষীভূত হইতেছে। সেই ক্ষীণদ্যুতি চন্দ্রালোকে :তিনি দেখিলেন, বহু সৈন্য রুসীয় শিবিরের অভিমুখে আসিতেছে, তবে তাহারা রুস কি তুর্কী, তাহা তাহাদের পোষাক

দেখিয়া অস্পষ্টালোকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। সহসা এক-কালে বহু বন্ধুকের শব্দ হইল এবং "এন লা ইলাল্লা" রবে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। পথিক বুঝিলেন, তুর্কী-সেনা রুসের শিবির আক্রমণ করিতে অভিযান করিতেছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রুসের শিবির

লিওপোল্ড পিনা সেই উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধের পরিণাম দেখিতে লাগিলেন। তুর্কী-সেনার অগ্রবর্ত্তী রক্ষী-সেনার সহিত রুসের রক্ষী-সেনার সাক্ষাৎ হওয়াতেই, এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। পরক্ষণে প্রতিপক্ষও বন্দুকের শব্দ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভীমনাদে একটা কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। চন্দ্রালোকে পথিক দেখিলেন তুর্কী শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে ঘটনাস্থলের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

সোৎকণ্ঠে লিওপোল্ড যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তুরস্কের পক্ষে। তাঁহার বীর হৃদয় রণভেরীর নাদ শুনিয়া নাচিয়া উঠিল।

তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, রুস-সেনা তুরস্কের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া হটিয়া যাইতেছে। মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জিতে লাগিল। চন্দ্রালোকে সঙ্গিনের শাণিত ফলক ঝক্-মক্ করিতে লাগিল। বিজয়োন্মত্ত তুরস্ক-সেনা অগ্রবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া, তিনি তাঁহার উচ্চ স্থান হইতে অবরোহণ করিয়া, দূরে দূরে থাকিয়া, তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগি-

লেন। অভিপ্রায়,—যুদ্ধ থামিয়া, গেলে, তুরস্ক-সেনাদলে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার আত্মীয়ের অনুসন্ধান করিবেন।

রুসের অগ্রবর্ত্তী সেনা সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া, শিবিরে—প্রধান সেনাদলের সহিত যোগ দিল। এক্ষণে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। লিওপোল্ড তুরস্ক সেনার অনুসরণ করিতে করিতে, যে স্থলে সর্ব্বপ্রথমে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, বহু হতভাগ্য হত এবং আহতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পলায়নতৎপর রুস-সেনা তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া, তুলিয়া লইয়া যাইবার অবসর পায় নাই। পাছে তাঁহার অশ্বপদতলে দলিত হইয়া, হতভাগ্য আহত কোন মুমূর্ষুর যন্ত্রণার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায় ভাবিয়া, তিনি সে স্থল ত্যাগ করিয়া, আর একটু ঘুরিয়া চলিলেন। এককালে শত সহস্র বন্দুকের শব্দ—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বজ্রনাদী কামানের গুরুগম্ভীর নিনাদ, অশ্বের হ্রেষিত, রণভেরীর উন্মাদী আরাব, তৎসঙ্গে আহত এবং মুমূর্ষুর যন্ত্রণা-সূচক কাতর উক্তি একত্র মিশ্রিত হইয়া, এক ভয়াবহ, মিশ্র বিকট রবের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সহসা পশ্চাতে অসংখ্য অশ্বের পদ-শব্দ শুনিয়া, পথিক শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্বে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে একটু অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন। পরমুহূর্ত্তে তাঁহার পার্শ্ব দিয়া, প্রায় সহস্র তুর্কী অশ্বারোহী সেনা ছুটিয়া গেল। তাহাদের পার্শ্ববিলম্বিত কোষবদ্ধ অসির ঝন-ঝনা-শব্দে নৈশ-গগন পরিপূরিত হইয়া উঠিল। অশ্বারোহী দল একটা মুক্ত স্থানে মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া, সবেগে রুসের শিবির আক্রমণার্থ প্রধাবিত হইল। এককালে শত সহস্র কামান বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। ধূম-পটলে আকাশ অবনী আচ্ছন্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ অশ্বারোহীদলকে আর দেখা গেল না। কিয়ৎক্ষণ পরে ধূমরাশি অপসারিত হইলে,

সবিস্ময়ে পথিক দেখিলেন,—সম্মুখে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। রুসের শিবিরে আগুন লাগিয়াছে।

অনল-শিখা শিবির হইতে শিবিরান্তরে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সহসা একটা অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। রুসের বারুদখানায় আগুন লাগাতেই এই শব্দ—এই অনর্থপাত। দেখিতে দেখিতে, রুসের তাবৎ শিবিরে আগুন লাগিল—সমস্ত পট্টবাস দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। রুসের সেনা যাহা করিতে পারে নাই--রুসের প্রজ্জ্বলিত শিবির তাহা করিল। রুস-সেনা এতক্ষণ রণ-দুর্ম্মদ তুর্কী-সেনার গতিরোধ করিতে পারে নাই—কিন্তু সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অনলময় শিবির-শ্রেণী তাহাদের গতিরোধ করিল। আচম্বিতে পথিক দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী তাঁহার দিকে উন্মত্তভাবে ছুটিয়া আসিতেছে। ভীত অশ্ব ছুটিতেছে, আরোহী কোনরূপে তাহাকে সংযত করিতে পারিতেছে না। পথিক দেখিলেন, আরোহী উচ্চপদস্থ কোন রুস-সৈনিক।—অধিক দেখিবার বা ভাবিবার অবসর পাইলেন না,—ভীত, অসংযত অশ্ব আরাহীকে লইয়া সশব্দে সবেগে প্রপতিত হইল। আরোহী—অশ্ব হইতে ঠিকরাইয়া কয়েক হস্ত অন্তরে পড়িলেন।

পথিক অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, সৈনিকের অশ্ববল্গা—ধারণ করিলেন। আরোহী বহুকষ্টে মাটীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। পথিক সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আরোহী স্বয়ং রুসের সেনা-নায়ক প্রিন্স গ্রোটস্কপ। এই সময়ে রুসের আর একটা বারুদখানায় আগুন লাগিয়া বিকট শব্দ উৎপাদন করিল। সে শব্দে ভয়াতুর অশ্ব আরও ভয় পাইয়া, বল্গা ছিঁড়িয়া বেগে কোথায় পলায়ন করিল।

"আর আমার রক্ষা নাই!"—বলিয়া রুস-সেনাপতি চীৎকার করিয়া পশ্চাতে চাহিলেন। পথিকও সেই দিকে চাহিলেন,

কয়েকজন তুরস্ক-সেনা অশ্বারোহণে তাঁহাদের দিকে সবেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

চক্রী রুস-সেনাপতি নিজ কার্য্যোদ্ধারের জন্যই যে, লিওপোল্ডের জীবনদান এবং মুক্তি দিয়াছেন, তাহা যে তিনি না বুঝিয়াছিলেন এমন নয়। তথাপি উত্তেজনাবশে, তিনি তাঁহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ কহিলেন, "না, এখনও আপনার রক্ষা আছে। যান—আমার ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া শীঘ্র পলায়ন করুন।"

রুস-সেনাপতি পথিকের এ উদার নিঃস্বার্থ দান গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে না করিতে, তুর্কী অশ্বারোহীগণ সে স্থলে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন চীৎকার করিয়া কহিল, "সেনাপতি গ্রোটস্কপ!"

মুহূর্ত্তে কয়েকজন তীরবেগে পলায়মান সেনাপতির অনুসরণ করিল। একজন কেবল অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, পথিকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "তুমি আমার বন্দী।"

পথিক উত্তর করিলেন, "আমি বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করিতেছি।"

লিওপোল্ডের সাহায্য না পাইলে, রুস-সেনাপতি যে পলায়ন করিতে সমর্থ হইতেন না, তুর্কী—তাহা দেখিয়াছে। তাহাদের ধারণা জন্মিয়াছে, এ ব্যক্তি ওয়ালেশিয়ার অধিবাসী হইলেও, নিশ্চয় রুসের কোন কর্ম্মচারী! জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি প্রিন্স গ্রোটস্কপের অধীনে কোন্ কার্য্য কর? বোধ হয় তাঁহার সেক্রেটারি বা—"

বাধা দিয়া লিওপোল্ড কহিলেন, "আমি রুসের কোন কর্ম্মচারীও নই কিংবা আমার অন্তরে তাহাদের প্রতি কোন সহানুভূতিও নাই।"

তুর্কী। ইন্সাল্লা! তবে তুমি আমাদের শত্রু-সেনাপতিকে পলায়নে সাহায্য করিলে কেন?

লিও। যাহা করিয়াছি—সাময়িক উত্তেজনাবশেই করিয়াছি।

তুর্কী। তুমি আমার বন্দী। তোমাকে পাশার নিকট লইয়া যাইব।

লিও। কোন্ পাশা।

তুর্কী। তুর্কী সেনার সেনানায়ক সুবিখ্যাত ওমার-পাশা!

লিও। তিনি কি স্বয়ং এই সেনা পরিচালিত করিতেছেন?

তুর্কী। হাঁ, কিন্তু তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার জন্য তিনি কথনই তোমায় ক্ষমা করিবেন না। রাজদ্রোহীর দণ্ড কি জান?—শিরচ্ছেদ।

লিও। রাজদ্রোহী আমি!—সে যাহা হউক তুমি আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল।

তুর্কী অশ্বারোহী একহস্তে অশ্ববল্গা এবং অপর হস্তে লিওপোল্ডের হাত ধরিয়া, একজন উচ্চপদস্থ তুর্কী-সেনার নিকট উপস্থিত হইল, এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই যথাযথ বর্ণনা করিল।

বন্দী কহিলেন, "আমাকে আপনাদের সেনাপতির নিকট লইয়া চলুন, আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।"

শুনিয়া কর্ম্মচারী কহিলেন, "যে ব্যক্তি রুস সেনাপতিকে পলায়নে সাহায্য করিয়াছে, নিশ্চয় সে তুরস্কের শত্রু। পাশার জীবন অনেকবার খুনে—ঘাতকের হস্তে বিপন্ন হইয়াছে। তোমার হৃদয়ে কোন কু-অভিসন্ধি আছে কিনা অগ্রে জানা কর্ত্তব্য।"

ঘৃণাভরে সদম্ভে বন্দী কহিলেন, "বলেন কি মহাশয়! আমি খুনে ঘাতক। আমি বরং আমার নিজের হৃদয়ে—"

তুর্কী কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে। অন্তরে যাহারা কু-অভিসন্ধি পোষণ করে, তাহারাই মুখে ঐরূপ মধুবর্ষণ করে। চুপ! তোমার একটী কথাও শুনিব না। যে পর্য্যন্ত না আমি পাশার আদেশ লইয়া আসি, তুমি এই স্থানে অবস্থান কর।"

কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলেন। লিওপোল্ড সেইস্থানে নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। যে সকল তুর্কী অশ্বারোহী প্রিন্স গ্রোটস্কপের অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রুস-সেনাপতি তাঁহার সেনাদলে নিরাপদে উপস্থিত হইয়া, সদলে বুখারেস্তের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন।

সৈনিক কর্ম্মচারী সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ওমারের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। বন্দীকে প্রথমে অলতেনিজা—পরে তুরতুকায়ে প্রেরণ করিবার আদেশ হইয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে ওমার স্বয়ং বন্দীকে পরীক্ষা করিবেন। বন্দী এ সংবাদে নিরাশ এবং ভগ্নোত্তম হইয়া পড়িলেন। ওমারের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য তাঁহার হৃদয় উৎকণ্ঠাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

রুসীয়-শিবিরে আগুন লাগিলেও, বিস্তর বারুদ, খাদ্য সামগ্রী এবং অপরাপর যুদ্ধোপকরণ অনল-দাহন হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। সে সমস্তই তুর্কীদের হস্তগত হইল। প্রিন্স গ্রোটস্কপ বুখারেস্তে গিয়া আশ্রয় লইলেন। ওমারের বিজয়ী সেনা অলতেনিজাতে বিশ্রাম করিতে লাগিল। এইরূপে ১১ই নবেম্বরের স্মরণীয়অ ভিযানের পর্য্যাবসান হইল।

পরদিন মধ্যাহ্নের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিজয়ী ওমার তুরতুকায়ে তাঁহার খাস কামরায় উপবিষ্ট হইয়াছেন। পার্শ্বে অনুচরগণ দণ্ডায়মান। সেইস্থানে লিওপোল্ড পিনা রক্ষীপরিবৃত হইয়া, পিছমোড়াবস্থায় তথায় নীত হইলেন। তাঁহার নিকট রুস-সেনাপতির মোহরাঙ্কিত পত্র বাহির হওয়াতে, এবং যে অবস্থায় তিনি ধৃত হইয়াছেন, এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি যে শত্রুচর, এ ধারণা তুর্কী কর্ম্মচারীদের মনে বদ্ধমূল হওয়াতে, তাহারা তাঁহার হাত পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া, পাশার সম্মুখে হাজির করিল।

রুস-সেনাপতির সম্মুখে বন্দীরূপে লিওপোল্ড যখন নীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার আকার ইঙ্গিতে কোন চঞ্চলতা বা অধীরতা প্রকাশ পায় নাই,—এক্ষণে ওমারের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মুহুর্মুহু তাঁহার মুখমণ্ডলের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ সেনাপতির মুখের দিকে বিস্ময়ভরে দৃষ্টিপাত করিয়া, যেন আর সেদিকে চাহিতে না পারিয়া, মস্তক অবনত করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

যে কর্ম্মচারী বন্দীকে লইয়া আসিয়াছেন, সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া, একখানি পত্র ওমারের সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন, "এই পত্র বন্দীর নিকট পাওয়া গিয়াছে।"

লিওপোল্ড উৎকণ্ঠিত ভাবে উত্তর করিলেন, "পত্রে কি লেখা আছে, আমি জানি না। অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্জ্জনে আপনাকে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কথা বলিবার আদেশ দিন।"

ওমার বন্দীর দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিলেন। সে প্রশান্ত সরল মুখের অন্তরালে কোন কু-অভিসন্ধির ছায়া দেখিতে না পাইয়া কহিলেন, "ইহার বন্ধন খুলিয়া দাও এবং গৃহ হইতে বাহিরে যাও।"

তন্মুহূর্ত্তে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। সৈনিক কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলেন। ওমারের সহকারী মাত্র পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। ওমার কহিলেন, "ইহাঁদের সম্মুখে তুমি সকল কথাই বলিতে পার।"

লিওপোল্ড ওমারের পদতলে পড়িয়া, হস্ত-তলে কি একটী ক্ষুদ্র পদার্থ স্থাপন করিয়া আবেগভরে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাবীর! এটী কি আপনি চিনিতে পারেন?"

লিওপোল্ডের হস্তস্থিত পদার্থটী একটী স্বর্ণ মুদ্রা। ওমার সাগ্রহে সেটী তুলিয়া লইয়া, একবার মাত্র তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, নতজানু বন্দীকে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোথায় পাইলে ? তুমি কে ?"

বন্দী উত্তর করিলেন, "আমার প্রকৃত নাম লিওপোল্ড পিনা নয়,—আমার নাম থিয়োদর লোতস।"

"আমার ভ্রাতুষ্পুত্র—আমার প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র।" বলিয়া ওমার থিয়দরকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া ধরিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র

অত্যাচারী অস্ত্রীয় শাসনকর্ত্তার দৌরাত্ম্যে ওমারের আত্মীয়গণ গৃহ-ত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ওমার একদিনও তাহাদের কোন সংবাদ পান নাই,—আজ সহসা, অসম্ভাবিতরূপে, এই প্রকারে সাক্ষাৎ হওয়াতে, তিনি যার-পর-নাই বিস্মিত, বিচলিত এবং আনন্দ-বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহকারীরা ধীরে ধীরে সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন,—তাঁহারা এক্ষণে দুই জন মাত্র রহিলেন।

ওমার সোৎসুকভাবে তাঁহার ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া এবং পিতৃব্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃপত্নী জীবিত। ওমার

পুনঃপুনঃ থিয়োদরকে স্নেহালিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিতে লাগিলেন। তেত্রিশ বৎসর—এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ওমার যখন দেশত্যাগ করিয়া আইসেন, যাহাকে দোলায় নিদ্রিত দেখিয়া আসিয়াছিলেন—সেই স্নেহের পাত্র আজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। থিয়োদর এদিকে ভক্তিভরে, গৌরবভরে পিতৃব্যের মুখপ্রতি চাহিয়া ভাবিতেছেন, তিনি আজ বিশ্ব-বিখ্যাত তুর্কী-সেনাপতির ভ্রাতুষ্পুত্র—আত্মীয়। যাঁহার যশোগৌরবে জগৎ মুগ্ধ—যাঁহার কার্য্যকলাপের উপর জগতের সর্ব্বচক্ষু প্রপতিত—যিনি লক্ষ্যাধিক সেনার অধিনায়করূপে রুসের বর্ব্বর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে দণ্ডায়মান, তাঁহার বক্ষে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া থিয়োদর ভাবিতেছেন, এ সব সত্য,—না স্বপ্ন!

থিয়োদর সংক্ষেপে তাঁহাদের সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ওমারের প্লাস্কি পরিত্যাগ করিবার পর, তাঁহার বৃদ্ধ পিতৃব্য, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপত্নী—শিশু থিয়োদরকে লইয়া; অস্ত্রীয়ার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য; নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ওয়ালেশিয়ার অন্তর্গত বুখারেস্ত নগরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়া বৃদ্ধ একটী শিশু বিদ্যালয় খুলিলেন। যোশেপ লোতসও তাহাতে শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর যাইতে না যাইতে বৃদ্ধের মৃত্যু হইল—যোশেপ সেই বিদ্যালয়ের আয় হইতে কোনরূপে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

দুই বার তিনবার ওমার-পাশা বুখারেস্তে আসিয়াছিলেন। একবার যোশেপ সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, অন্য দুইবার কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে, রাজকর্ম্মচারী ওমারকে দেখিবার জন্য বাহির হইতে পারেন নাই। একস্থানে উপস্থিত হইলেও দৈব প্রতিকূলতায় উভয় ভ্রাতার মধ্যে সাক্ষাৎকার

ঘটে নাই। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাঁহার কোন সংবাদ না পাওয়াতে, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্য হইয়াছে।

ওমারের বীরত্ব-কাহিনী, তাঁহার দিগন্তব্যাপী যশের সংবাদ যোশেপ প্রভৃতি অবশ্যই শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা বীর-পূজক—ওমারের বীরত্ব গাথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হইতেন। দানিয়াল লামবার্গের হস্তে তাঁহার পত্নীর হত্যার কথাও তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু তখন বুঝিতে পারেন নাই, এ ওমার এ সেলিমা কে—তাঁহাদের কত নিকট আত্মীয়!

ক্রমশঃ থিয়োদর লোতস বড় হইয়া, বিদ্যালয়ে পিতার সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে রুসিয়া এবং তুরস্কের মধ্যে রণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল। ওমার-পাশা তুরস্ক-বাহিনীর সেনানীরূপে, রুসের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইউরোপের সকল দেশের সকল দৈনিক সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা তুর্কী সেনাপতির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে একখানি ফরাসি পত্রিকা প্রচার করিলেন, ওমার ক্রশিয়াবাসী এবং তাঁহার পরিবারিক উপাধি লোতস বা লাতস।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া থিয়োদর তাঁহার পিতৃব্যের মুখপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "পরশ্ব সন্ধ্যার সময় পিতা বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে, কাফি খাইবার জন্য নিকটবর্ত্তী কাফিখানায় গিয়াছিলেন। সেখানে সকল রকমই সংবাদ পত্র দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া পিতা কাফি খাইবার এবং বিদেশী সংবাদ পত্র পড়িবার জন্য অবকাশ কালে প্রায়ই ঐ স্থানে গিয়া থাকেন। তিনি ফরাসী সংবাদ পত্রে ঐ সংবাদ পাঠ করিয়া,: মদ্যপায়ী মাতালের মত নৃত্য করিতে করিতে বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং আমাদের নিকট এই সুখের সংবাদ

প্রকাশ করিলেন। আশায় আনন্দে আমরা উন্মত্ত এবং অধীর হইয়া উঠিলাম। অবশেষে বহু বাদানুবাদের পর একটা অশ্ব সংগ্রহ করিয়া গত কল্য প্রাতঃকালে আমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি।

তাহার পর রাস্তায় বাহির হইয়া, কোথায় কি ঘটিয়াছিল, সমস্তই বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া সহাস্যে তুর্কী সেনাপতি কহিলেন "কি শোচনীয় প্রবঞ্চনা! তোমাকে তাহাদের শিবির সমূহের মধ্যে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিয়া রুস-সেনাপতি ভাবিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদের সৈন্যসংখ্যার বিপুলতা দর্শনে ভীত চকিত হইয়া, সে সংবাদ আমার সৈন্যগণের মধ্যে প্রচার করিলে, তাহারা আশঙ্কিত হইবে! রুসেরা বীর এবং যোদ্ধা বটে কিন্তু বড়ই নীচমনা এবং কৌশলী। তাহাদের এ চাতুরী কার্য্যকরী হইবে না। আমার রণবিজয়ী সেনা এ সংবাদে ভীত হইবে না। থিয়োদর! তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ, আমার মুষ্টিমেয় সৈন্য—সংখ্যায় বার হাজার মাত্র, কি অসীম বিক্রমে রুসের বহু সহস্র সেনা পরাজিত করিয়াছে।"

থিয়োদর। কাকা! আমাদের হৃদয়ের সহানুভূতি বরাবরই তুরস্কের দিকে—আপনার পতাকামূলে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইবার আমার বহুদিনের সাধ—এক্ষণে মহাপ্রতাপান্বিত তুর্ক সেনাপতি আমার পিতৃব্য—সুতরাং সে আশা এবং বাসনা আমার হৃদয়ে কত বলবতী সহজেই অনুমেয়।

ওমার। থিয়োদর! তুমি তুরস্ক সুলতানের অধীনে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর?

থিয়োদর। হাঁ কাকা। যে দিন—যে মুহূর্ত্তে আমি সে আদেশ পাইব—সে দিন, সে মুহূর্ত্ত আমার জীবনের একটী :স্মরণীয় সুখের সময়।

ওমার। আচ্ছা তাহাই হইবে—থিয়োদর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

থিয়দর। প্রিন্স গ্রোটেস্কপের পলায়নে সাহায্য করিয়াছিলাম বলিয়া আপনি আমার উপর রাগ করেন নাই?

ওমার। করুণা এবং কৃতজ্ঞতা যে কার্য্যের মূলে অবস্থিত, আমি তাহার জন্য কখনই রাগান্বিত হই না। তোমার স্বপক্ষে দোষক্ষালনের এবম্বিধ কোন কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও, এই সুখ-সম্মিলনের দিনে—আনন্দের এ শুভ মুহূর্ত্তে রাগ আমার কখনই সম্ভবে না। ভাল কথা প্রিন্স প্রোটেস্কপের পত্রখানা এখনও পড়া হয় নাই।

এই বলিয়া ওমার টেবিলের উপর হইতে পত্রখানা তুলিয়া লইলেন। পত্রের গালা-মোহরের উপর রুস-সেনাপতির নিজের শীলমোহরের পরিবর্ত্তে একটা রুস-মুদ্রার মোহর বা ছাপ দেখিয়া, ওমার ঘৃণাভরে কহিলেন, "হতভাগ্য প্রতারক! পত্রমর্ম্ম যে, শীলমোহরের অনুরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়।"

এই বলিয়া ওমার পত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া পড়িলেন:—

"ওমারের মত রণবিশারদ সাহসী পুরুষ ধ্বংসোন্মুখ রাজ্যের ক্ষুদ্রবল নৃপতির পরিচর্য্যায় কেন? বিশাল রুসরাজ্যের সম্রাট পৃথিবীর নরপালগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শক্তিসম্পন্ন এবং সদাশয়। তিনি ওমারের এ স্বার্থত্যাগ এবং রাজভক্তির অনুরূপ পুরস্কার দানে কখনই বিরত হইবেন না। এই পত্র বাহকের মুখে পত্রলেখকের পরিচয় পাইবেন।

বীরবর ওমার যদি সুলতানের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রুস-সম্রাটের কার্য্য গ্রহণ করেন, তিনি সম্রাটের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ প্রভূত অর্থ, বিস্তৃত ভূসম্পত্তি, এবং রাজকুমারের সম্মানজনক উপাধি

প্রাপ্ত হইবেন। এ বিষয়ে অধিক লেখা-লিখির আবশ্যক বোধ করিলে, এই পত্রবাহকের দ্বারাই অথবা অন্য কোন লোকের দ্বারা পত্রের আদান-প্রদান চলিতে পারে।

মার্শেল ওমার-পাশা যখন এই পত্রপাঠ করিতেছিলেন, সে সময়ে মুহূর্মুহু তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। ঘৃণা এবং ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কোনরূপে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক পত্রের শেষাংশ পর্য্যন্ত পড়িয়া ওমার চীৎকার করিয়া কহিলেন, "পাপিষ্ঠ! নরককীট! লোকটার প্রকৃতি অতি হেয়,—যাহার যেমন প্রকৃতি সে অন্যকে সেইভাবে দর্শন করে। সুলতানের নিকট হইতে ঐরূপ কোন প্রলোভন উপস্থিত হইলে, এরূপ প্রকৃতির লোক কখনই স্বীয় প্রভুর সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। রুস-সেনাপতি শঠ এবং ধূর্ত্তের শিরোমণি। এ পত্রের লেখা জাল—নীচে কোন স্বাক্ষর নাই —পত্রের উপর গালা মোহরে তাহার নিজের শীল ব্যবহৃত হয় নাই। দেখিতেছ কি চতুরতাই খেলিয়াছে। এখন যদি জগতের সমক্ষে এ পত্রখানা বাহির করি, তাহার মত নীচপ্রকৃতির লোক অম্লানবদনে সকল বিষয় অস্বীকার করিতে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না।"

থিয়োদর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি এ পত্রখানা সাধারণে প্রচার করিবেন?"

ওমার কহিলেন, "না। জগতে এমন কতকগুলা দুষ্কর্ম্ম আছে, যাহার আবরণ উন্মোচন করা কর্ত্তব্য নয়। আমার নীরবতাই রুস-সেনাপতির পক্ষে যথেষ্ট শাস্তির কারণ হইবে। আমি যে এরূপ জঘন্য প্রস্তাবে পদাঘাত করি, এরূপ প্রস্তাবকারীর প্রতি আমার যে কতখানি ঘৃণা, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিবে। সাধারণে প্রচার করিয়া আমার ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। লোকে ভাবিবে, আমি আমার

ধর্ম্মপরায়ণতা এবং আত্মমর্য্যাদা প্রচার করিবার একটা অবসর পাইয়াছি। দূর করিয়া দাও, এ পত্র।"

এই বলিয়া পাশা স্বহস্তে পত্রখানা পার্শ্বস্থিত প্রজ্জলিত অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "রুস-সেনানী আমাকে উচ্চ রাজসম্মানে ভূষিত করিবার প্রলোভন দেখাইয়াছে—এখানে আমার সে সম্মানের অভাব নাই। প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাহিয়াছে—তাহাও আমার যথেষ্ট আছে। ভূ-সম্পত্তি—জমিদারীর লোভ দেখাইয়াছে,—আমার জমিদারী সুবিস্তীর্ণ, বহু সহস্র সুস্থকায়, সবল সুখী প্রজায় পূর্ণ। আমাকে যে কয়টী জিনিষ দিতে চাহিয়াছে, আমার তাহার কোনটীরই অভাব নাই। যদি আমার এই সকল জিনিষের বাস্তবিকই অভাব থাকিত, আমি জগতের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র, অতি দরিদ্র হইতাম, তাহা হইলেও এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায়—এরূপ জঘন্য, হেয় প্রস্তাবে এমনই ভাবে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতাম,—বিশ্বাস বিক্রয় করিয়া জগতের রাজৈশ্বর্য্য লাভের জন্য কখনই কর প্রসারণ করিতাম না।"

পিতৃব্যের হৃদয়ের মহোচ্চভাব এবং উদারতার পরিচয় পাইয়া, থিয়োদরের হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ওমার পুনরায় কহিলেন, "থিয়োদর! এখন অন্য বিষয়ে আমরা মনোসংযোগ করিব। কাল প্রত্যুষে তুমি বুখারেস্তে চলিয়া যাও এবং তাঁহাদিগকে তুরতুকায়ে লইয়া আইস। ভ্রাতৃ-বাহু সে স্থানে তাঁহাদিগকে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রসারিত হইয়া থাকিবে। উচ্চ রাজ-সম্মান এবং অগণিত ধন-সম্পত্তি লাভ করিয়াও একদিনও আমি সুখী হই নাই—আজ আমার এই গৌরব-মণ্ডিত পদ এবং বিপুল বিত্তকে সহস্রবার ধন্যবাদ—এই দুইয়ের সাহায্যেই আমি আমার অক্ষেপাকৃত হীনবস্থ, এবং অজ্ঞাতনামা আত্মীয়গণের আজীবন সুখ-সাচ্ছন্দ্য বিধানে

সক্ষম হইব। চিরকাল তোমাকে সুখের কোলে শোওয়াইয়া রাখিতে পারিব।"

থিয়োদর ওমারের হাত ধরিয়া, ভক্তি এবং আবেশভরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

থিয়োদর কহিলেন, "বুখারেস্তে সকলেই আমাদিগকে লোতস পরিবার বলিয়া জানে। গতরাত্রে যখন আমি রুসের হস্তে বন্দী হই, আমি লিওপোল্ড পিনা নামে পরিচয় দিয়াছিলাম। যদি আমি আমার প্রকৃত নাম বলিতাম—লোতস বংশের কোন লোক বলিয়া পরিচয় দিতাম, তাহা হইলে, তাহারা সহজেই অনুমান করিয়া লইত, আমি আপনার সন্ধানে বাহির হইয়াছি। সে অবস্থায় আমার মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইত—আমি যে গুপ্তচর নই,—কেহই বিশ্বাস করিত না। বুখারেস্তের গলিতে গলিতে রুসের চর ঘুরিতেছে। আমায় তথায় খুব সাবধানে যাইতে হইবে। আমি রুস-সেনাপতিকে জাল পরিচয় দিয়াছি, এ কথা যদি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পায়, আমি তাহার মহোপকার করিলেও, প্রিন্স গ্রোটেস্কপ আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবে। রুস কৃতজ্ঞতার ধার ধারে না। তাহার পর, পিতা মাতাকে লইয়া, বুখারেস্ত ত্যাগ করিয়া আসা বড়ই দুষ্কর। রুসের কঠোর আদেশ প্রচারিত হইয়াছে,—ওয়ালেশিয়ার কোন পরিবারের একাধিক লোক ওয়ালেশিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় আমাদের তিন জনের এককালে বুখারেস্ত ত্যাগ যে কি কঠিন এবং বিপজ্জনক কাজ আপনি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন।"

ওমার সকল কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "যে কোনরূপে হউক,

এ কার্য্য করিতেই হইবে। আমার আত্মীয়গণের বুখারেস্তে বাস, এ অবস্থায় কোনক্রমেই যুক্তিসংঙ্গত নয়।"

তাঁহারা বহুক্ষণ ধরিয়া, এ বিষয়ে যুক্তি পরামর্শ করিলেন। তাহার পর ওমার তাঁহার প্রিয় সুহৃদ ক্রুজকিকে এ শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লিখিলেন। একজন অনুচর পত্র লইয়া ক্রুজকির শিবিরে ছুটিল।

ক্রুজকির এখন নাম হইয়াছে সাদেক। তিনি শাসনকর্ত্তার সম্মানই পদবীতে উন্নমিত হইয়াছেন।

ক্রুজকি ওরফে সাদেক বে ওমরের পত্র পাইয়া, মহানন্দে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং থিয়োদরকে সুহৃদভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বুখারেস্ত

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর, দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময়, যখন রজনীর অন্ধকারে ধরণী পরিব্যাপ্ত হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে থিয়োদর লোতস পিতৃব্য প্রদত্ত একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অশ্বে আরোহণ করিয়া, বুখারেস্তে উপস্থিত হইলেন। নগরী আলোকমালায় ভূষিত হইয়া, অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। প্রিন্স গ্রোটস্কপের আদেশে এই মহতী আলোক-সজ্জা। তুরস্ক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, তাঁহার বিজয় ঘোষণার্থ বুখারেস্তের প্রত্যেক প্রজাকে নগর, গৃহ, মন্দির

আলোকমালায় ভূষিত করিতে আদেশ দিয়াছেন। তাঁহারই আদেশে নগরে আমোদ আহ্লাদের তরঙ্গ ছুটিতেছে। কোথাও থিয়েটার—কোথাও বলনাচ—কোনস্থানে অন্যবিধ আমোদের আয়োজন হইয়াছে। দরিদ্র বা হীনবস্থ লোকদিগের জন্য হোটেলে হোটেলে সরকারী খরচে পান ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সকলে রুস-সম্রাটের স্বাস্থ্য পান করিয়া আমোদ করিতেছে।

থিয়োদর আনন্দকোলাহলময়ী উজ্জলালোকিতা নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এ আলোকভূষা—এ আনন্দ প্রকাশের কোনই কারণ তিনি দেখিতে পাইলেন না। সহসা পথিপার্শ্বে একটী বাড়ীর দেওয়ালে একখানা প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপনের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে রুসের জয় এবং তুরস্কের পরাভব এবং ভয়ঙ্কর ক্ষতির বিষয় বর্ণন করিতেও নির্লজ্জ রুস-সেনাপতি কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। থিয়োদর কয়েক পদ মাত্র অগ্রসর হইতে না হইতে একদল রুস-সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তাহারা রোঁদে বাহির হইয়াছে। পথটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাহাদিগকে পাশ কাটাইয়া অন্য গলিতে প্রবেশ করিবারও আর উপায় নাই। প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও, সহজে তাহাদের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে ভাবিয়া, তিনি সাহস সহকারে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পর, তাঁহার মুখের উপর পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকার আলোকরশ্মি পড়িবা মাত্র, সেনাদলের দলপতি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "লিওপোল্ড পিনা নয় ?"

শাস্ত্রী বা প্রহরীসেনার সর্দ্দার আর কেহ নন—পূর্ব্বরাত্রে যিনি রুস-শিবিরশ্রেণীর মধ্যে বক্রপথে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, তাঁহাকে সেনা-নিবাসের বাহিরে রাখিয়া গিয়াছিলেন—তিনিই আজ আবার সেনা-

পতির আদেশে নগরে কে কোথায় তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়াছে, তাহাই দেখিতে বাহির হইয়াছেন। থিয়োদরের মুখে আলোক-রশ্মি পড়িবামাত্র, তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "বন্ধু! ইহারই মধ্যে বুখারেস্তে ফিরিয়া আসিয়াছ ? ভালই হইয়াছে, তোমাকে দেখিলে সেনাপতি মহাশয় বড়ই আনন্দিত হইবেন। তোমার উপর তিনি একটা কার্য্য ভার দিয়াছিলেন, তাহার কতদূর কি হইল জানিবার জন্য তিনি উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন।"

থিয়োদর কহিলেন, "আমি কল্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

রক্ষী-সর্দ্দার কহিলেন, "মাপ করিবে বন্ধু! তাহা হইবে না। সেনাপতি এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, লিওপোল্ড পিনা নামক জনৈক নগরবাসী বুখারেস্তে পদার্পণ করিবামাত্র যেন তাহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়।"

থিয়োদর মনে মনে সন্দিগ্ধ এবং ভীত হইলেও, মুখে কহিলেন, "চলুন, এখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

রক্ষী সর্দ্দারের সহিত থিয়োদর প্রিন্স গ্রোটস্কোপের আবাসে উপস্থিত হইলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। বাহিরে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। প্রিন্স এখন বড়ই ব্যস্ত। তাঁহার রিপোর্ট বা যুদ্ধের বিবরণী লইয়া, একজন দূত অবিলম্বে সেণ্টপিটার্স-বর্গে সম্রাটের নিকট যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রিন্স এখন সেই সকল কাগজ লইয়া ব্যস্ত।

একটী সুসজ্জিত কক্ষে তিনি একটী টেবিলের সম্মুখে দণ্ডায়মান— একজন লোক—তাঁহার সেক্রেটারী তাঁহার ইচ্ছানুরূপ লিখিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে, এই স্থানে সে সকল শুনিবার পাঠককে একটু অবসর দিব।

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ পড়িয়া যাও—গোড়াটা কি লিখিলে ?"

তদনুসারে সেক্রেটারী মহাশয় পড়িতে লাগিলেন,—"আমি—এডি-ক্যাম্প জেনারেল প্রিন্স গ্রোটস্কোপ—মহা প্রতাপান্বিত রুস সম্রাটের নিকট এই আনন্দ-সংবাদ পেশ করিতেছি। তুরস্ক সমরে আমরা জয়লাভ করিতেছি। ৩রা তারিখে অলতেনিজায় একটা সংঘর্ষ উপ-স্থিত হয়। বহু সহস্র তুরস্ক সেনা দানিয়ুব পার হইয়া আইসে। তাহারা সংখ্যায় প্রায়—

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া সেক্রেটারী প্রিন্সের মুখের দিকে চাহিলেন। প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পকেটবুক—বুঝিয়াছ কোনখানা ? যেখানায় প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে—কত লেখা আছে ?"

সেক্রেটারী পকেটবুক দেখিয়া কহিলেন, "অলতেনিজায় সে দিন পাঁচ হাজার তুর্কী সেনা এবং নয় হাজার আমাদের সৈন্য উপস্থিত ছিল।"

প্রিন্স। লেখ সাতাস হাজার তুর্কী সেনা এবং ছয় সহস্র রুস সেনা।

সেক্রে। যে আজ্ঞা। তাহাই লিখিলাম।

প্রিন্স। হতাহতের সংখ্যা কত ?

সেক্রেটারী। আমাদের আট হাজার সৈন্য নিহত এবং পনের হাজার আহত বা বন্দীকৃত হইয়াছে।

প্রিন্স। লেখ একজন মাত্র নিহত এবং তের জন সামান্য আঘাত পাইয়াছে।

সেক্রে। আজ্ঞে লিখিয়াছি। আরও লিখিলাম বহু সহস্র মৃত-তুর্কী সেনায় রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

প্রিন্স। উত্তম করিয়াছ। তাহার পর ৪ঠা তারিখের যুদ্ধ?

সেক্রেটারী। দশ হাজার তুর্কী সেনা ষোল হাজার রুস-সেনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

প্রিন্স। উহার পরিবর্ত্তে লেখ, তেতাল্লিস হাজার তুরস্ক সেনা আর আমাদের কত?—লেখ বার হাজার মাত্র।

সেক্রে। লিখিয়াছি কিন্তু পকেটবুকে দেখিতেছি, আমাদের তিন হাজার এবং তুরস্কের পাঁচ শত মাত্র লোক সে যুদ্ধে হত হইয়াছে।

প্রিন্স। তাহা হউক, তুমি লেখ তুরস্কের নয় হাজার সেনা হতাহত হইয়াছে। সে যুদ্ধে আমরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছি। যদি রাত্রি উপস্থিত না হইত—না না রাত্রি লিখিয়া কাজ নাই,—কুজ্ঝটিকা লেখ। এ রকম স্থলে কুজ্ঝটিকাই সমীচীন—কি বল?

সেক্রে। আজ্ঞা হাঁ হুজুর! বড়ই সমীচীন।

প্রিন্স। সেই ভাল। লেখ নিবীড় কুজ্ঝটিকায় ধরণী আচ্ছন্ন না হইলে, আমরা সেই দিনই তুর্কীদিগকে দানিয়ূবের পরপারে রাখিয়া আসিতাম।

সেক্রে। আজ্ঞা লেখা হইয়াছে। এইবার আমাদের কত হত বা বা আহত হইয়াছে নির্দ্দেশ করিবার দরকার।

প্রিন্স। হাঁ—লেখ, একজন হত এবং উনিশ জন আহত। তাহার পর ১১ই তারিখের কথা:—লেখ আমি বুখারেস্ত হইতে একদল সৈন্য—দশ হাজার মাত্র লইয়া হালিল পাশার এক বিংশতি সহস্র সৈন্য আক্রমণ করিবার জন্য অভিজান করি। মধ্য রাত্রে ওমার-পাশা সসৈন্যে আমাদের আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হয় এবং একস্থলে শিবির সন্নিবেশ করে। আমি সসৈন্যে তাহাদিগকে

আক্রমণ করিয়া পরাজিত এবং বিধ্বস্ত করিয়া, তাহাদের তাবু পট্টবাস পোড়াইয়া দিই।

সেক্রে। আজ্ঞা! তাহাও লিখিলাম।

প্রিন্স। তাহার পর লেখ, ওমার-পাশা সে দিন আর একটু হইলে আমাদের হস্তে বন্দী হইত। তিনজন কসাক সেনা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল—কিন্তু বড়ই সে-যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে।

সেক্রে। এইবার উভয় পক্ষের খুন জখমের বিষয়।

প্রিন্স। পাঁচ হাজার তুরস্ক-সেনা হত এবং তের হাজার আহত।

সেক্রে। আর আমাদের পক্ষে?

প্রিন্স। একজন হত, ছয়জন আহত।

সেক্রেটারী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে প্রিন্স কহিলেন, "একি চুপ করিয়া বসিলে যে,—ব্যাপার কি?"

সেক্রে। হুজুর! অপরাধ ক্ষমা করিবেন। একজন হত অনেক বার লেখা হইয়াছে।

সেনাপতি গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "তুমি কি বেশী লিখিতে পরামর্শ দাও? বেশী লেখার কথা দূরে থাক—দুইজন বলিতেও তোমার সাহস হয়? না না—তাহা হইবে না। যাহা বলিয়াছি, শীঘ্র লেখ।"

সেক্রে। আজ্ঞা! তাহাই লিখিলাম।

প্রিন্স। আর কিছু বাকি আছে?

সেক্রে। একটা কথা হুজুর! আমাদের একটাও তাঁবু নাই। একে ভয়ঙ্কর শীত—তাহাতে বর্ষা আগতপ্রায়—সৈন্যেরা তাঁবুর অভাবে বড়ই কষ্ট পাইবে।

প্রিন্স। পায় পাইবে—বিনা তাঁবুতেই তাহারা পড়িয়া থাকিবে। ও সম্বন্ধে কোন কথা লেখা হইবে না—তাহার পর আমাদের বিজয়ে

নগর-বাসীদের উৎসবের কথাটা উল্লেখ করিতে ভুলিও না। সুযোগ পাইলে, ইহারা যে আমাদের গলায় ছুরি বসাইতে পশ্চাৎপদ হইবে না—তাহা জানি—তত্রাপি লেখ, ইহারা বড়ই রাজভক্ত এবং সর্ব্বাংশে রুসের পক্ষপাতী।

সেক্রেটারীর লেখা শেষ হইল। প্রিন্স কহিলেন, "একজন লোককে তুরস্কের পতাকা লইয়া আসিতে বল।" এগুলি আমাদের বিজয়-গৌরবের চিহ্ন-স্বরূপ রাজসকাশে প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু বন্ধু সাবধান! কি প্রকারে, কোথা হইতে এ নিশানগুলা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যেন ঘূণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়,—তাহা হইলে বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে।"

সেক্রেটারীর প্রস্থানের পর, প্রিন্স আসন পরিগ্রহ করিয়া, রিপোর্টের নীচে নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন। তাহার পর যে পকেট-বুকখানায় প্রকৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল, সেখানাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া, ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। মুহূর্ত্তে একজন পরিচারক আসিয়া অভিবাদন করিল। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেনারেল পলফ আসিয়াছে?"

কিঙ্কর উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ! আপনার পত্র পাইয়া তিনি আসিয়াছেন এবং বাহিরে আপনার আদেশের অপেক্ষা করিতেছেন।"

প্রিন্স! যাও, তাঁহাকে পাঠাইয়া দাও।

অবিলম্বে জেনারেল পলফ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রিন্স কহিলেন, "বস এবং এই রিপোর্টখানা পড়।"

পলফ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রিন্স তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মুহুর্মুহু পলফের মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বহুকষ্টে তিনি মনোভাব গোপন করিয়া সমস্ত বিষয়টা পড়িয়া কহিলেন, "পড়িয়াছি।"

প্রিন্স। তুমি জারের আদেশ অবগত আছ। কোন পত্রাদি তাঁহার নিকট পাঠাইতে হইলে, পত্রের নীচে সেনাপতির স্বাক্ষরের নিম্নে, তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর-যুক্ত করিয়া পাঠাইতে হইবে। আমি স্বাক্ষর করিয়াছি, তুমি তোমার নাম সহি করিয়া দাও।

পলফ। আমি পারিব না। আমার বিবেকের বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করিতে পারিব না।

প্রিন্স। রুস-জারের কোন প্রজার বিবেক বলিয়া কোন পদার্থ নাই।

পলফ। কিন্তু মহাশয়! আমি যোদ্ধা। আমার আত্ম-সম্মানবোধ আছে। তুরস্কের হস্তে আমি পরাভূত হইয়াছি, আমাকে যে দণ্ড দিবেন আমি অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু যে যশে আমার কোন অধিকার নাই—সে যশে মণ্ডিত হইতে বা বীর্য্য-বান শত্রুর যশোধবলতাকে অসূয়াবশে কলঙ্ক-মণ্ডিত করিতে, প্রস্তুত নই।

প্রিন্স। জেনারেল পলফ! আমার আদেশ,—তোমার নাম সহি কর।

পলফ। ক্ষমা করুন—আমি পারিব না।

প্রিন্স। জেনারেল! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই বৎসর পূর্ব্বে তুমি দ্বিতীয়বার এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছ।

পলফ। সত্য। যাহাকে আমি অর্চ্চনা করি—তাহার নিকট কখনই কলঙ্কিত জীবন লইয়া ফিরিব না।

প্রিন্স। তোমার একটী সন্তান হইয়াছে এবং তোমার স্ত্রী পুনরায় গর্ভবতী।

পলফ। এ কথাও সত্য। আমার সেই সন্তানগণের মুখের দিকে চাহিয়াও আমার ন্যায়-বর্ম্মের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

প্রিন্স একখানা কাগজে কয়েক ছত্র লিখিয়া, পলফের সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন, "জেনারেল! এখানা কি দেখিতেছ? ওয়ারেণ্ট। যদি

আমার আদেশানুসারে এ পত্রে স্বাক্ষর না কর, আমার আদেশ অমান্য এবং অলতেনিজার যুদ্ধে কয়েকজন অসভ্য বর্ব্বর তুরস্ক কৃষকের হস্তে পরাভব স্বীকার করার অপরাধে তোমাকে দণ্ডিত করা হইবে। পূর্ব্ব-মর্য্যাদা এবং পদ হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে এবং তোমাকে সেনানীর পদ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য সৈনিকের পদে অবসারিত করিয়া দেওয়া হইবে।"

পলাকের মুখখানা মৃতের মুখের ন্যায় শুষ্ক মলিন এবং রক্তহীন হইয়া উঠিল। রূপসী তরুণী ভার্য্যার কথা মনে পড়িল—তাঁহার শিশু পুত্রের সহাস্য সরল মুখখানি মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ওয়ারেণ্টের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। একবার প্রিন্সের মুখের দিকে আর বার ওয়ারেণ্টের দিকে নেত্রপাত করিলেন। তাহার পর কলম ধরিয়া পত্রের নীচে নাম সহি করিলেন। তৎপরে আসন ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এই আমি নাম সহি করিলাম—আজ হইতে আমিও একজন দুর্ব্বৃত্তের দলে গণ্য হইলাম।"

হৃদয়হীন প্রিন্স সে কথায় কিছুমাত্র মর্ম্মাহত হইলেন না। কহিলেন, "তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। তাহার পর ওয়ারেণ্ট-খানা ছিঁড়িয়া আগুনে নিক্ষেপ করিলেন। পলক অভিবাদন করিয়া বেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সেক্রেটারি তাঁহার আদেশ পালন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পত্রখানা খামের মধ্যে পুরিয়া গালামোহর করা হইল। তাহার পর শিরোনাম লিখিয়া, দূতহস্তে দিবার জন্য পুনঃ প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে একজন শরীররক্ষী আসিয়া সংবাদ দিল। "লিওপোল্ড পিনা শাস্ত্রী-সৈন্যের হেপাজাতে অবস্থান করিতেছে।"

সেনাপতি তাহাকে আনিতে আদেশ দিলেন। অনতিবিলম্বে থিয়োদর লোতস তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রিন্স এবং হত্যাকারী

কোন কথায় কি উত্তর দিতে হইবে, থিয়োদর মনে মনে বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া, গড়িয়া-পিটিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সেনাপতি সৈন্যদ্বয় এবং তাঁহার শরীররক্ষীকে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে, প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহারই মধ্যে তুমি ফিরিয়া আসিলে? বোধ হয় তোমার আত্মীয়ের সাক্ষাৎ পাও নাই?"

থিয়োদর। পাইয়াছি এবং যথাসময়ে তুরস্ক-সেনাপতির করে আপনার পত্রখানি দিয়াছি।

প্রিন্স। কোন উত্তর আনিয়াছ?

থিয়োদর। না মহাশয়।

প্রিন্স বিরক্তিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাশাকে তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ?"

থিয়োদর। দেখিয়াছি এবং স্বহস্তে আপনার পত্র তাঁহার হস্তে দিয়াছি। দিবার সুযোগও বেশ উপস্থিত হইয়াছিল,—আপনার পলায়নে সাহায্য করিবার পরই আমি তুর্কী-সেনা কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া পাশার সম্মুখে নীত হই। সেই সময়ে তুর্ক-সেনার মধ্যে আমার আগমনের কারণ নিবেদন করিয়া আপনার পত্রখানি দিই।

প্রিন্স। তুমি তাঁহাকে পত্র পড়িতে দেখিয়াছ লিওপোল্ড? সত্য বল লিওপোল্ড পিনা।

থিয়ো। দেখিয়াছি—আমার সম্মুখেই তিনি পত্র পাঠ করিলেন।

প্রিন্স। তাহার পর?

থিয়োদর। সত্য বলিলে হয়ত আপনি বিরক্ত হইবেন।

রুস-সেনাপতি অধর দংশন করিয়া কহিলেন, "তথাপি আমি শুনিতে চাই, তিনি আমার অনুগ্রহ-লিপি পাইয়া কি করিলেন?"

থিয়ো। তুর্ক-সেনানী আপনার পত্র পড়িয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। এবং নিতান্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত পত্রখানা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রিন্স। আমিই যে সেই পত্রের লেখক, তাহা তুমি বলিয়াছিলে?

আপনার পত্রেই সেরূপ নির্দ্দেশ ছিল। সেই জন্য এক্ষণে আমি যেমন আপনার কথার সত্য উত্তর দিতেছি, সেখানেও সেইরূপ ওমারের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়াছি।

এই সময়ে সেনাপতির সেক্রেটারি বা কার্য্যকারক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার কানে কানে কি বলিলেন। সেনাপতি উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিলেন, "একটু অপেক্ষা করিতে বল। এই লোকটার সহিত আমার কথাবার্ত্তা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।"

সেক্রেটারি প্রস্থান করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সহসা থিয়োদর লোতসের মুখের উপর দৃষ্টি পড়াতে, তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থ ঈষৎ মস্তকাবনত করিলেন। থিয়োদরের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে কোথায় কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহা তিনি স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রিন্সের নিকট এ দৃশ্য অলক্ষিত রহিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওঃ তোমাদের তাহা হইলে আলাপ আছে! পূর্ব্বেও

তোমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে? কবে—কোথায়—এই লিওপোল্ড পিনার সহিত তোমার পরিচয় হইল?"

সেক্রেটারী কহিলেন, "লিওপোল্ড পিনা! কৈ এ নামের কাহারও সহিত আমার কখনও আলাপ পরিচয় নাই। এ লোকটীকে আমি থিয়োদর লোতস নামে জানি—ঘটনাক্রমে একদিন ইহার সহিত আমার পূর্ব্বে একবার দেখা হইয়াছিল।"

সবিস্ময়ে সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন, "লোতস! সেদিন সংবাদ পত্রে পড়িতেছিলাম—ও বুঝিয়াছি এতক্ষণে। তুমি তুর্ক সেনার মধ্যে তোমার আত্মীয়ের অনুসন্ধানে গিয়াছিলে—স্বয়ং ওমার-পাশা তোমার আত্মীয়?"

থিয়ো। আমি এ কথা অস্বীকার করিতেছি না। তেমন লোকের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে কে না গৌরব অনুভব করে বলুন?

প্রিন্স-গ্রোটঙ্কপ সেক্রেটারীকে ইঙ্গিত করিবামাত্র, তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। প্রিন্স কতকটা বিরক্তি, কতকটা অনুতাপের সহিত কহিলেন, "যখন ওমার-পাশার নিকট পত্র লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলাম, তুমি যে, তাঁহারই নিকট যাইতেছ, একথা বলিলে না কেন? তাহা হইলে তোমার দ্বারা সে পত্র প্রেরণ করা কর্ত্তব্য কিনা—আমি ভাবিয়া নির্দ্ধারণ করিতাম।"

থিয়োদর কি উত্তর করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে সহসা কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া, সেক্রেটারীর সহিত চারিজন সৈনিক প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সের মুখভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। কোমলতার স্থান কঠোরতা আসিয়া অধিকার করিল। তিনি তীব্র-স্বরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "বুঝিয়াছি তুমি গুপ্তচর! যাও ইহাকে

কারাগারে লইয়া যাও। পথিমধ্যে এ ব্যক্তি যদি কাহারও সহিত কোন কথা কয়, তোমাদের প্রাণদণ্ড করিব।"

আদেশ প্রাপ্তিমাত্র অনুচরগণ থিয়োদরকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেক্রেটারী মধ্যবয়স্ক অপর একটী লোককে প্রিন্সের সম্মুখে হাজির করিলেন। লোকটার বেশভূষা যেমন কদর্য্য—তাহার আকৃতিটাও তেমনি ভয়ঙ্কর। প্রিন্সের ইঙ্গিতে সেক্রেটারী প্রস্থান করিলে, তিনি লোকটার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কোন বিশেষ গোপনীয় কার্য্যের জন্য আমার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিতেছিলে?

আগন্তুক উত্তর করিল, "হুঁ মহাশয়।"

প্রিন্স। কে তুমি?

আগন্তুক। আমার নাম দানিয়েল লামবার্গ।

প্রিন্স। হাঁ—তোমার কথা আমি শুনিয়াছি। কি তোমার আবশ্যক?

রুস-সেনাপতি কোমলস্বরে এই প্রশ্ন করিলেন। ওমার-পাশার প্রথম স্ত্রীর হত্যাকারীকে সম্মুখে দেখিয়াও, তাঁহার মুখে কোন প্রকার ভাব প্রকটিত হইল না। নারীহন্তা কহিল, "যে ব্যক্তি স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে,—সে স্বামীকেও শমন-সদনে পাঠাইতে কুণ্ঠিত নহে।"

প্রিন্স। তোমার কথার ভাবে বুঝিতেছি, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতির সাফল্যের পথ অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তুমি তাহাকে হত্যা করিতে সম্মত আছ।

দানিয়েল। হাঁ সত্য কথা।

প্রিন্স। আমার বিশ্বাস তুমি তোমার পিতৃহন্তার প্রতি প্রতিহিংসা-বশেই একার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ। তাহা যদি হয়—শুদ্ধ প্রতিহিংসা-

বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনই যদি এ কার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, অপর কাহারও অনুমতি লইবার কি প্রয়োজন?

দানিয়েল। আমার প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষপাত করুন—তাহা হইলেই আমার অবস্থা যে অতি শোচনীয়, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রিন্স। তুমি টাকা চাও? যদি তোমায় অর্থ-সাহায্য করি তুমি এ কার্য্য—

দানিয়েল। সম্পাদন করিবে কি না? মহাশয় আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পিতার মৃত্যুর পর যে শপথ গ্রহণ করিয়াছি, একদিনও তাহা বিস্মৃত হই নাই। ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ যে ভাবে তাহার ধনরক্ষা করে—আমিও ঠিক সেইভাবে আমার সংকল্পিত কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য অহরহ চেষ্টা করিতেছি। আমার শত্রু যখন উন্নতির উচ্চ আসনে নিশ্চিন্তমনে বসিয়া থাকিবে—যখন তাহার পতন লোকে সম্যক অনুভব করিতে পারিবে, সেই সময়ে তাহাকে আঘাত করাই আমার বাসনা। এই সেই সময়। কিন্তু অমি কপর্দ্দকহীন ভিখারী—এ কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী ছদ্মবেশ সংগ্রহের উপযুক্ত অর্থ পর্য্যন্ত আমার নিকটে নাই।

সেনাপতি তাহার সম্মুখে এক তোড়া স্বর্ণ-মুদ্রা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "এই লও—তুমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছ, এ তাহার বায়না বা দাদন মাত্র, উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতে পারিলে, তোমাকে আশাতীত পুরস্কৃত করিব। যাও—এখন যাও—কাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না।"

দানিয়েল। আমি যে জন্য আসিয়াছি, এখনও তাহার সমস্ত বিষয় বলা হয় নাই।

প্রিন্স। আর কি বলিতে চাও?

দানিয়েল। সকল দেশেরই বড়লোকদিগের নিকট সহসা উপস্থিত হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ তুরস্ক-সেনাপতির নিকট উপস্থিত হয় কাহার সাধ্য। তাহার অনুচরবর্গ সদাই সতর্ক। তদ্ভিন্ন তাহাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে, রুসের-চর সর্ব্বত্র, সুযোগ পাইলে, তাহারা নরহত্যা করিতে কখনই কুণ্ঠিত নহে।

প্রিন্স। অসভ্য-বর্ব্বর তুর্কিরা এমন কথা বলিতে সাহস করে? সে যাহা হউক, শীঘ্র তোমার বক্তব্য শেষ কর।

দানিয়েল। গত কয়েক মাস ধরিয়া আমি মুসলমান সেনানিবাসের নিকটে নিকটে ঘুরিতেছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে, তুরস্ক-সেনাপতির সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করা একরূপ অসম্ভব।

প্রিন্স। তোমার মনের ভাব বুঝিয়াছি। কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না, আমার কি সাহয্য পাইলে, তুমি তাহার সহিত বিরলে সাক্ষাৎ করিতে সক্ষম হইবে।

দানিয়েল। আপনার এখানে কি কোন তুরস্ক বন্দী নাই? যদি থাকে, তাহাকে মুক্তি দিয়া, তাহার দ্বারা যে কোন পত্র বা সংবাদ তুরস্ক-সেনাপতির নিকট প্রেরণ করু এবং যে কোন উপায়ে—কোন একটা কার্য্যের ভার দিয়া, আমাকে তাহার সঙ্গী করিয়া দিন,—তাহা হইলে বিনা বাধায়, আমি তুরস্ক সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইবার উপায় করিয়া লইতে পারিব।

প্রিন্স। না—তাহা পারিব না। এতদূর লিপ্ত হইতে পারিব না—কিন্তু—দাঁড়াও—ভাবিয়া দেখি—হাঁ এক কাজ কর,—তুমি এখন যাও, রাত্রি ঠিক বারটার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। যদিও এ কক্ষে আমার সাক্ষাৎ না পাও—যতক্ষণ আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি, আমার জন্য অপেক্ষা করিও।

দানিয়েল লামবার্গ অভিবাদন করিয়া তখনকার মত বিদায় হইল। সাফল্যের সম্ভাবনায় তাহার আর আনন্দের অবধি রহিল না।

এইবার আমরা একবার থিয়োদর লোতসের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিব। সৈন্যেরা তাঁহাকে লইয়া, একটা গুপ্ত সোপান-পথে নীচে অবতরণ করিল। সম্মুখেই একটা দ্বার। তাহারা কোনরূপে একটা আলোক সংগ্রহ করিয়া, সেই দ্বার খুলিল। তাহার পর বন্দীকে লইয়া, ভূগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিল। সিঁড়ির নীচে সাতটা দ্বার। প্রহরীরা একটা দ্বার খুলিয়া, থিয়োদরকে তাহার মধ্যে ঠেলিয়া দিল। কেহ কাহাকে কোন কথা কহিল না। প্রহরীরা তালা বন্ধ করিয়া, আলোক লইয়া প্রস্থান করিল। থিয়োদর নৈরাশ্য, নীরবতা এবং নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

ঘরের মধ্যে একটী সামান্য ছোট বিছানা, একখানি টুল এবং একটী টেবিল ছিল। প্রহরীদের হস্তস্থিত আলোকচ্ছটা একবার কক্ষমধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাতেই থিয়োদর ঘরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বিছানায় বসিয়া বিষণ্ণভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতামাতার কথা মনে পড়িল। যদি তিনি আর তাঁহাদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তাঁহারা জানিতেও পারিবেন না, কোথায়—কি ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর নবাবিষ্কৃত প্রোথিতযশা পিতৃব্যের কথা মনে পড়িল—তিনি তাঁহাকে সুলতানের সৈন্য-বিভাগে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিবেন বলিয়াছিলেন—তাহাও স্মৃতিপটে উদিত হইল। তিনি বিষাদে নিশ্বাস ছাড়িয়া ভাবিলেন, সত্যই কি তিনি আর আত্মীয়-বন্ধুদের দর্শন পাইবেন না—সত্যই কি তাঁহার এই স্থানে ভব-লীলা সাঙ্গ হইবে? রুস-সেনাপতির হৃদয়ে

কি কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নাই? তাঁহার প্রাণরক্ষা করার জন্য তিনি কি তাঁহাকে মুক্তি দানে কুণ্ঠিত হইবেন?

এইরূপ চিন্তায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। রাত্রি প্রায় বারটা, সহসা বাহিরে কাহার পদশব্দে তাঁহার বিষণ্ণ চিন্তায় ব্যাঘাত পড়িল। দ্বরের উপর বায়ূ চলাচলের জন্য সামান্য ঝাঝরি বা ছিদ্র ছিল,—তাহার মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। পর মুহূর্তে লৌহ-শৃঙ্খল অপসারিত করিয়া—দ্বারের কুলুপ খুলিয়া, আলোকহস্তে স্বয়ং রুস-সেনাপতি কারাগৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। থিয়োদর সত্রাসে এবং সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রুস-সেনাপতি তাঁহার বধাজ্ঞা দিবার জন্যই যে আসিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্ত ভাবিয়া তিনি কিছু বিচলিত হইলেন। সেনাপতি আলোকটী টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, "ভয় নাই—এখনও তোমার মুক্তির উপায় আছে।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কারাগার মধ্যে

থিয়োদর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রিন্স গ্রোটস্কপ যে আবার কোন অভিনব ষড়যন্ত্রের সংসাধন জন্য এভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

থিয়োদরের হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। ওদিকে প্রিন্স গ্রোটস্কপের পার্শ্বে কোষবদ্ধ অসি দুলিতেছে—তাঁহার কোটী-বন্ধনীতে দুইমুখ গুলিভরা পিস্তল আবদ্ধ থাকিয়া ঝক্-মক্ করি-

তেছে। থিয়োদর সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য বা মনোসংযোগ না করিয়া, মনে মনে কহিলেন, একা আসিয়াছে—বাহিরেও কোন প্রহরীকে প্রতীক্ষায় রাখিয়া আইসে নাই,—সেই জন্যই বন্দীর গৃহে নিরস্ত্র প্রবেশ করিতে সাহস হয় নাই। এত গোপনে—এত সাবধানে আসিবার কারণ আর কিছুই না—নিশ্চয় আবার কোন অতি গভীর—অতি পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবনা করিয়া আসিয়াছে।"

রুস-সেনাধ্যক্ষ যতদূর সম্ভব কোমল এবং মধুরস্বরে কহিলেন, "তুমি যে বর্ব্বর তুর্কী-সেনার কবল হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই। যদি সম্ভব হয়—যদি সম্মত হও—আমি তোমাকে জীবন এবং মুক্তি দিতে আসিয়াছি।"

থিয়োদর। কি সর্ত্তে আপনি আমার জীবন-রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

প্রিন্স। প্রথমতঃ তোমার অবস্থার বিষয় একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। ওয়ালেশিয়ায় তোমার বাস—তুমি রুস-সম্রাটের প্রজা। সে দিন রুস-সেনার হস্তে বন্দী হইয়া তুমি জাল পরিচয় দিয়াছিলে। আমি তোমাকে কোন কার্য্যের ভার দিয়া মুক্তি প্রদান করি। তুমি যে তুর্কী-সেনাপতির আত্মীয় তাহা অবগত থাকিলেও—তাহা এতাবৎ ব্যক্ত কর নাই। এ অবস্থায় যদি তোমায় সামরিক বিচারালয়ে প্রেরণ করি, তোমার জীবন কয় মুহূর্ত্ত স্থায়ী হইবে?

থিয়োদর। আপনাদের মত প্রতাপান্বিত শক্তিশালীর হস্তে আমি বন্দী—অতি হীনবল, নিঃসহায়। আমার জীবন লইয়া, আপনারা যাহা অভিরুচি করিতে পারেন কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন আমি গুপ্তচর নই, রুস-পক্ষের কোন সংবাদ লইয়া তুরস্ক-শিবিরে যাই নাই।

প্রিন্স। সত্য হইতে পারে কিন্তু প্রমাণ করা তোমার পক্ষে কঠিন

হইয়া উঠিবে। সে যাহা হউক আমি তোমাকে জীবন এবং স্বাধীনতা প্রদান করিতে আসিয়াছি।

থিয়োদর। আপনার কথার ভাবে বুঝিতেছি, বিনাসর্ত্তে বা স্বার্থে আপনি এ কাজ করিতে আসেন নাই। তৎপরিবর্ত্তে আমাকে কি করিতে হইবে?

প্রিন্স। অতি সামান্য কাজ। আমি পুনরায় তোমার আত্মীয়—ওমার-পাশার সহিত পত্র-লেখালিখি করিতে চাই। এবার অন্য ভাবে। আমার নিকট যে সকল তুরস্ক বন্দী আছে—তাহাদের পরিবর্ত্তে সেই পরিমাণ রুস-সেনার বন্দিত্ব মোচনই আমার এবারকার পত্র লেখার উদ্দেশ্য।

থিয়োদর। আমি অতি আনন্দের সহিত এবং অতি বিশ্বস্তভাবে এ কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি।

প্রিন্স। এখনও আমার বক্তব্য শেষ হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত শোন। তুমি তুরস্ক-সেনানীর আত্মীয়—এ অবস্থায় আমি তোমাকে রুসের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি না। কিন্তু তুমি একটা কাজ করিতে পার। আমি যে ব্যক্তিকে এ কার্য্যে নিযুক্ত করিব—তুমি অনায়াসে তাহাকে সঙ্গে লইয়া, সংগোপনে ওমার-পাশার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া, দিতে পারিবে। দেখ সম্মত আছ? স্বীকৃত হও—শপথ কর, আমার লোক প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে—এই মুহূর্ত্তেই তোমার সহিত তুর্কী শিবিরের অভিমুখে যাত্রা করিবে।

থিয়োদর। আমি সম্মত হইলাম কিন্তু আপনার নিকট আমার একটী প্রার্থণা আছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সেই কামনা পূর্ণ করিলে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব এবং সানন্দে আপনার এই কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিব। আমার পিতামাতা—

প্রিন্স বাধা দিয়া কহিলেন, "হাঁ—তাহাদের কথাও আমি বলিতে যাইতেছিলাম—ও কথাটাও আমার স্বর্ত্তের মধ্যে আছে। আমি তোমাকে জীবন এবং স্বাধীনতা দিতেছি কিন্তু তুমি আমার কথামত কার্য্য করিবে কি না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাহা হইবে না—তোমার পিতামাতা বুখারেস্তে যেমন আছে, তেমনই থাক—তুমি আমার কার্য্য সম্পাদন করিয়া, বুখারেস্তে আসিলেই আমি তাহাদের গমনে আর কোন-রূপ বাধা দিব না।"

সেনাপতির মুখ দিয়া এই কথা বাহির হইবামাত্র থিয়োদর লম্ফ দিয়া তাঁহার ঘাড়ের উপর পড়িলেন এবং সবলে তাঁহাকে ভূশায়িত করিয়া, তাঁহার বুকের উপর হাঁটু দিয়া বসিলেন। সহসা আক্রান্ত এবং প্রপতিত হইয়া প্রিন্স প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। থিয়োদর এই অবকাশে তাঁহার কোটী-বেষ্টনী হইতে পিস্তল দুইটী কাড়িয়া লইয়া, একটী নিজের পকেটে রাখিলেন, অপরটী পতিত শত্রুর ললাটের নিকট ধরিলেন।

প্রিন্স কহিলেন, "যে তোমার উপকার করিতে আসিল, তাহার উপর এই অত্যাচার!"

থিয়োদর কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে—আর ভদ্রতা প্রকাশে আবশ্যক নাই। আস্তে কথা কও—যদি জোড়ে কথা কও বা চীৎকার কর—আমি আত্মরক্ষার জন্য তোমাকে চিরদিনের মত নীরব করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

প্রিন্স তরবারি অন্বেষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি করিতে চাও?"

প্রিন্সের উদ্যম লক্ষ্য করিয়া, থিয়োদর কহিলেন, "খবরদার! হাত সরাইয়া লও—মাথার নিকট লইয়া আইস—নচেৎ আমি এই পিস্ত-লের দ্বারা তোমার ব্রহ্মতালু উড়াইয়া দিব।"

বিজয়ী শত্রুর দৃঢ়সংকল্পতা দর্শনে প্রিন্স অগত্যা হাত সরাইয়া লইলেন। থিয়োদর কৌশলে বামহস্ত দ্বারা তাঁহার তরবারিখানা কোষ হইতে খুলিয়া লইয়া কহিলেন, "এইবার উঠিয়া দাঁড়াও—কিন্তু সাবধান —যদি বলপ্রকাশের চেষ্টা কর—তোমার জীবনের মূল্য একগাছি তৃণের অপেক্ষা বড় বেশী হইবে না।"

এই বলিয়া থিয়োদর, প্রিন্সের বুকের উপর হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রিন্সের সর্ব্বাঙ্গ রাগে ফুলিতেছিল—অন্তর্দাহে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতেছিল কিন্তু দৃঢ়ব্রত থিয়োদরের হাতে অস্ত্র দেখিয়া, তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করিতেছিলেন না।

থিয়োদর কহিলেন, "তুমি কি ভাবিয়াছ আমি অন্ধ? তোমার দয়ার অন্তরালে যে কোন একটা চক্রান্ত লুক্কাইত আছে—তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই? তাহার পর তোমার অনুগ্রহ বা দয়ার নিকট আমার পিতা মাতার জীবন আমি অধিকক্ষণ নিরাপদ বিবেচনা করি না। যাউক সে সব কথা—সে যুক্তি তর্কের এ সময় নয়। এখন আমার বক্তব্য হইতেছে, একখানা কাগজে আমি, আমার পিতা এবং আমার মাতা—এই তিন জনের জন্য একখানা আদেশ লিপি বা ছাড়-পত্র লিখিয়া দাও। তাহার পরিবর্ত্তে আমি তোমার জীবন দান করিব।"

প্রিন্স কহিলেন, "আমার সঙ্গে আমার কামরায় চল, এখনই লিখিয়া দিব।"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া লোতস কহিলেন, "তাহা হইবে না। তুমি যে বড় সহজ লোক নও, তাহা আমি জানি। এখন বল, কোথায় কাগজ কলম আছে। কিন্তু সাবধান যদি আমাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা পাও—যদি তোমার কোন লোক আমাকে গ্রেপ্তার

করে, আমি তাহাদের নিকট এমন কতকগুলা কথা বলিব—যাহা শুনিয়া তাহারা আমার সহিত এই কারাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে। গৃহদ্বার মুক্ত হইবা মাত্র, সর্ব্বাগ্রে আমি তোমায় খুন করিব। তাহার ফল অনিবার্য্য মৃত্যু হইলেও—আমি মরিবার সময় ভাবিব—আমি শুধু মরি নাই—শত্রুকে মারিয়া, নিজে মরিতেছি।"

প্রিন্স কহিলেন, "এখন তুমি যাহা বলিবে, আমি করিতে বাধ্য। ঐ পাষাণ সোপান অবলম্বন করিয়া বরাবর যে কক্ষে আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল—অসঙ্কোচে তথায় চলিয়া যাও। কক্ষমধ্যে লিখিবার উপকরণ দেখিতে পাইবে। একজন লোক হয়ত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহার সহিত তোমার আলাপ করিবার কোনই আবশ্যক নাই। কাগজ কলম এবং কালী লইয়া চলিয়া আইস। যদি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয়, বলিও আমি তোমায় মুক্তি দিয়াছি।"

থিয়োদর বামহস্তে আলোক এবং দক্ষিণ হস্তে কোসমুক্ত তরবারি লইয়া, পশ্চাতে হাটিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। তৎপরে কক্ষ বাহিরে যাইয়া, দ্বার সতর্কতার সহিত বন্ধ করিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্রশস্ত্র বস্ত্রমধ্যে গোপন করিয়া ফেলিলেন।

ভূগর্ভ হইতে উপরে উঠিবার পূর্ব্বে থিয়োদর কারাকক্ষের বাহিরে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। যখন বুঝিলেন প্রিন্স চীৎকার করিয়া কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না,—তখন তিনি সোপানাবলম্বনে উপরে উঠিয়া গেলেন। পথে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

সেনাপতির কক্ষে আলোক জ্বলিতেছিল, একটী লোক একখান চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছিল, দ্বারোন্মোচনের শব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার

কদাকার আকৃতি দেখিয়া থিয়োদর বিস্মিত হইলেন। লোকটা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বোধ হয় সেনাপতির অধীন কোন কর্ম্মচারী ?"

তিনি অবিকম্পিতকণ্ঠে প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "হাঁ। তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছ জানি। একটু বস—তিনি শীঘ্রই আসিতেছেন।"

টেবিলের উপর নানাপ্রকার কাগজ-পত্র পড়িয়াছিল। তাহার মধ্য হইতে ছার-পত্রের একখানা ফর্ম্ম বাছিয়া লইয়া পকেটে পুরিলেন। তাহার পর দোয়াত কলম লইয়া, অপরিচিতকে অভিবাদনপূর্ব্বক কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। ঠিক সেই সময়ে দালানের অপর পার্শ্বস্থ একটী কক্ষদ্বার মুক্ত হইল এবং একটী লোক বাহির হইল। ইনি পাঠকের পরিচিত সেই শরীররক্ষী সৈন্য—ইনিই থিয়োদরকে প্রথমবারে রুসের সীমান্ত পার করিয়া দিয়া আসেন এবং দ্বিতীয়বারে থিয়োদর বুখারেস্তে পদার্পণ করিলে, তাঁহাকে লইয়া সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করেন।

সৈনিক-পুরুষ কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "এই যে লিওপোল্ড পিনা—অথবা থিয়োদর লোতস! তুমি ইহারই মধ্যে মুক্তি পাইয়াছ ?"

থিয়োদর। হাঁ। পুনরায় সেনাপতির সংবাদবহ হইয়া চলিলাম। তাঁহার আদেশে ঐ লোকটীকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম—তাহার পর তোমারই সন্ধানে যাইতেছিলাম।

সৈনিক। কেন ?

থিয়োদর। প্রিন্স অন্যস্থানে একটু কাজে ব্যস্ত আছেন। তাঁহার কক্ষে একটী লোক বসিয়া থাকিল,—তিনি যতক্ষণ না প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তুমি তোমার ঘরের মধ্যে থাকিয়া, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিও। দেখ সাবধান।

সৈনিক। তাঁহার আদেশ সর্ব্বাগ্রে প্রতিপালিত হইবে।

এই কথা বলিয়া সৈনিক তাহার নিজকক্ষে উপস্থিত হইয়া, অর্দ্ধ-বিমুক্ত দ্বার-পথ দিয়া, সেনাপতির কক্ষে উপবিষ্ট লোকটার উপর দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। থিয়োদর এদিকে অবসর পাইয়া, সাবধানে ভূগর্ভে অবতরণ করিলেন। এবং কারাকক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অস্ত্রাদি বাহির করিয়া লইলেন।

প্রিন্স গ্রোটস্কোপ নীরবে বসিয়াছিলেন। থিয়োদর তাঁহার সম্মুখে ফর্ম, এবং কালী কলম রাখিয়া কহিলেন, "এই ফর্ম্মে যথাযথ লিখিয়া নাম-সহি করিয়া দিন।"

প্রিন্স। তোমার ইচ্ছানুরূপ লিখিয়া দিলেই, আমায় এখান হইতে বাহির হইয়া যাইতে দিবে?

থিয়োদর। অগ্রে ফর্ম পূরণ করিয়া নাম-সহি কর—তাহার পর আমার অভিমত প্রকাশ করিব।

সেনাপতির শুষ্ক মলিন মুখ মুহূর্ত্তের জন্য ঘৃণা এবং ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি এত জোরে অধর দংশন করিলেন যে, চর্ম্ম কাটিয়া রক্ত বাহির হইল। রাজবংশে তাঁহার জন্ম—একজন বিখ্যাত যোদ্ধা এবং একটা বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক তিনি—তাঁহার অদৃষ্টে এত অপমান! গ্রহবৈগুণ্যে একটা সামান্য লোকের নিকট বন্দী—তাঁহার নিজের অস্ত্রের ভয়ে কম্পিতকলেবর। প্রবলশত্রুর আজ্ঞাপালন ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই দেখিয়া, সেনাপতি কলম তুলিয়া লইলেন এবং নীরবে ফর্মখানির যেখানে যাহা লিখিবার আবশ্যক লিখিয়া নীচে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

থিয়োদর ইতিপূর্ব্বে এরকম পাশ-পত্র আরও দেখিয়াছিলেন। দেখিলেন ইহার মধ্যে কোন প্রবঞ্চকতা নাই। সেখানিকে সযত্নে বস্ত্রের

মধ্যে রক্ষা করিয়া কহিলেন। "সেনাপতি! আমি বাধ্য হইয়া, তোমাকে এইস্থানে বন্দী করিয়া রাখিয়া চলিলাম। রাগ করিওনা—একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, এ পথ ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। যে পর্য্যন্ত না তোমার অনুচরবর্গ আসিয়া তোমায় উদ্ধার করে—সে পর্য্যন্ত এইস্থানে অবস্থান কর।"

প্রিন্স কহিলেন, "আমি তোমাদের গমনে কোনরূপ বাধা দিব না। আমায় ছাড়িয়া—"

থিয়োদর কহিলেন, "সেনাপতি! আমি উন্মত্ত বা মূর্খ নই। কিন্তু সাবধান—পুনরায় যদি আর এক পদ অগ্রসর হও—আমি তোমায় গুলি করিব।"

সেনাপতি পুনরায় বিরক্তিভরে অধর-দংশন করিলেন। থিয়োদর আলোক লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষ বাহিরে আসিয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া, অস্ত্রাদি বস্ত্রের মধ্যে গোপন করিয়া, আলোক নিবাইয়া দিলেন। তৎপরে সাহসে ভর করিয়া, ফটকের অভিমুখে চলিলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত। ফটকের রক্ষীরা জাগ্রত ছিল, তাহারা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিল না।

তিনি পথের মুক্ত স্বাধীন বায়ুপ্রবাহের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, প্রথমে দ্রুতপদে, শেষে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। এখন এক মুহূর্ত্ত সময় অপব্যয় করিবার নয়। সে স্থান হইতে তাঁহাদের বাড়ী প্রায় দেড় মাইল। তিনি ছুটিতে ছুটিতে বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া, সবলে ঘন ঘন দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতামাতা তখনও জাগ্রত ছিলেন। দ্বার খুলিবামাত্র তিনি তাঁহাদের বিস্তারিত স্নেহালিঙ্গন-পাশে ছুটিয়া যাইলেন। তিনি সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া বুখারেস্ত ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে বলিলেন।

থিয়োদর নিকটবর্ত্তী অশ্বশালায় উপস্থিত হইয়া, অতিরিক্ত মূল্যে তিনটী অশ্ব খরিদ করিয়া আনিলেন এবং তিনজনে তিনটী অশ্বে আরোহণ করিয়া, পাশ পত্রের সাহায্যে বিনা বাধায় বুখারেস্ত ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন। বুখারেস্তের সীমা পার হইয়া—মুক্ত ময়দানে তাঁহারা নক্ষত্রবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুসৃত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা নিরাপদে অল-তেনিজায় উপস্থিত হইলেন। থিয়োদরের জননী পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, তুরতুকায়ে উপস্থিত হইলেন। জোসেপ লোতস বহুদিনের পর কনিষ্ঠের সাক্ষাৎ পাইলেন।

ওমার তাঁহাদের দুঃখ দূর করিলেন। ধনরত্নে তাঁহাদের গৃহ পূর্ণ করিয়া দিলেন। থিয়োদর পিতৃব্যের নিকট পুনরায় সুলতানের সেনা-বিভাগে প্রবেশ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ওমার কহিলেন, "তাহা হইলে এ দেশের রাজবিধানানুসারে তোমাকে এ দেশের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতে হইবে।" থিয়োদর তাহাতে সম্মত হইলেন—তাঁহার পিতামাতাও এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।

এখন হইতে তাঁহার নাম হইল তেবারিক। ওমার তাঁহাকে কাপ্তেন পদবীতে উন্নমিত করিয়া, তাঁহার দেহরক্ষী সৈন্য মধ্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই সময়ে বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি ওসমান-পাশা বহু রণতরী লইয়া কৃষ্ণসাগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট কোন একটা বিশেষ গোপনীয় সংবাদ প্রেরণ করিবার আবশ্যক হওয়াতে, ওমার তাঁহার অধ্যবসায়শীল ভ্রাতুষ্পুত্রকে সেই কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

কৃষ্ণসাগরের উপকূলে সিনোপী বন্দর অবস্থিত। ওসমান-পাশা তাঁহার রণতরী লইয়া, তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। তেবারিক

পিতামাতা এবং পিতৃব্যের নিকট বিদায় লইয়া, ভার্ণা হইতে তুর্কী জাহাজে আরোহণ করিয়া সিনোপি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সিনোপির জলযুদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তেবারিক যথাসময়ে সিনোপিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সিনোপি

ওমারের ভ্রাতুষ্পুত্র তেবারিক যে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া সিনোপি যাত্রা করিলেন, তাহার নাম টেপ। উহার উপর বারটা কামান সজ্জিত ছিল। ভার্ণা হইতে সিনোপি ৩৫০ মাইল। চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা সিনোপীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। দূর হইতে ঘন ঘন কামান গর্জ্জন শুনিয়া, তাঁহারা বুঝিলেন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

রুসের নৌবাহনী শিবাস্তপোল হইতে আসিয়া, সিনোপী বন্দর আক্রমণ করিয়াছে, তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিলেন। ষ্টীমারের কাপ্তেন তেবারিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি কর্ত্তব্য ?"

তেবারিক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "যদি যুদ্ধ বাধিয়া থাকে—আমাদের কর্ত্তব্য যত শীঘ্র সম্ভব রণস্থলে উপস্থিত হওয়া। যদি ষ্টীমার আরও বেগে চালাইরার সম্ভাবনা থাকে—তবে চালান।"

কাপ্তেন সন্তোষের সহিত সে প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া, ষ্টীমারের বেগ-বৃদ্ধির অনুমতি দিলেন। তাঁহারা যতই সিনোপীর সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, কামান-গর্জ্জন ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর পরিশ্রুত হইতে লাগিল।

মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা যুদ্ধস্থলের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সম্মুখে সিনোপী কিন্তু কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না। নিবিড় ধূম-পটলে গগনমার্গ এবং পুরোবর্ত্তী সকল দৃশ্য সমাচ্ছন্ন। সেই ধূমাব-রণের মধ্য দিয়া কেবল ঘন ঘন বিদ্যুৎ-বিকাশের মত, আলোক রশ্মি ইতস্ততঃ ভীমবেগে ছুটিতেছে। সহসা একটা প্রবল বাত্যা-বেগ আসিয়া ধূমরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেল। টেপের উপরিস্থিত সকলের নেত্র-সম্মুখে এক অতি ভয়াবহ দৃশ্য প্রতিভাত হইল।

এই স্থলে আমরা একটু পূর্ব্ব ঘটনা বিবৃত করিব। ওসমান-পাশা স্থলতানের একজন সাহসী এবং দক্ষ নৌ-সেনানায়ক। যুদ্ধো-পকরণ লইয়া এসিয়া মাইনরে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহার উপর আদেশ হয়। তদনুসারে তিনি এক বহর জাহাজ লইয়া, কনস্তান্তি-নোপল হইতে বহির্গত হন। এই সময়ে কতকগুলি ইংরাজ এবং ফরাসী রণতরী রাজধানীর নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে নঙ্গর করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ওসমান-পাশার মনে ধারণা জন্মে, রুসীয়ার রণতরী যদ্যপি শিবাস্তপোল হইতে কৃষ্ণসাগর বহিয়া, তাঁহার জাহাজ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, ইংরাজ এবং ফরাসী রণতরী নিশ্চয়ই তাহাতে বাধা দিবে। তাহাও যদি না হয়, স্থলতানের নৌ-সেনাপতি কাপিতন-পাশা বস-পরসের মধ্য দিয়া, কৃষ্ণসাগরে উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। এসিয়া মাইনরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নিবিড় কুহেলি-কায় দিঙ্মণ্ডল আবৃত হওয়াতে, ওসমান সিনোপী বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন।

কাপিতেন-পাশা তাঁহার রণবহর লইয়া, ওসমান-পাশার অনুসরণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ব্রিটিস এডমিরাল দন্দাস এবং

ফরাসী নৌ-সেনাপতি হামেলিন, কাপিতেন-পাশার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, তাঁহার অগ্রসর হইবার কোন আবশ্যক নাই। ব্রিটিশ এবং ফরাসী, তুরস্কের পক্ষাবলম্বন করিয়া নিকটে অবস্থান করিতেছে শুনিয়া, রুস-রণতরী কখনই তুরস্কের রসদ-বাহী জাহাজ আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না। এ সংবাদে কাপিতেন-পাশা আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তিনি নঙ্গর তুলিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, ইংরাজ এবং ফরাসী সেনাপতিদ্বয় স্ব স্ব রাজদূতের দ্বারা তুরস্ক-দরবারে এরূপ অভিযানের আবশ্যকতা নাই, জ্ঞাপন করিলেন। কুক্ষণে তুরস্ক-গভর্ণমেণ্ট কাপিতেন পাশাকে অনুসরণে নিবৃত্ত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

ইংরাজ এবং ফরাসী সেনানীরা ভুল বুঝিয়াছিলেন। রুস-রণতরীর অধ্যক্ষ এডমিরাল নশিমক গুপ্তচর মুখে সকল সংবাদ অবগত হইয়া, কয়খান জাহাজ লইয়া শিবাস্তপোল হইতে বহির্গত হন। এই সকল জাহাজের মধ্যে আট খানিতে একশত কুড়িটা করিয়া কামান সজ্জিত ছিল। সুতরাং ইহার তুলনায় ওসমান-পাশার নৌবল অতি সামান্য। দূর হইতে সর্ব্বপ্রথমে যখন রুসরণতরী পরিদৃষ্ট হইল, তিনি ভাবিলেন কাপিতন-পাশার জাহাজ তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছে। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন। বিপক্ষের তরী আরও নিকটবর্ত্তী হইলে, তাঁহার ভ্রম দূর হইল। তিনি শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া, সাহসী বীরের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিলেন। তাঁহার স্বকীয় রণতরী-গুলিকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিলেন।

নশিমকের মনে ধারণা ছিল, তাঁহার এ বহরের সম্মুখে তুরস্কের ক্ষুদ্রবল রণতরী দাঁড়াইতে সাহস করিবে না। তাঁহার বড় বড় জাহাজ এবং কামানের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া, তাহারা সভয়ে বিনাযুদ্ধে

তাঁহার করে আত্মসমর্পণ করিবে। তিনি এই ভাবিয়া, তুর্কী-রণতরী, জাহাজ, রসদপূর্ণ-বোট প্রভৃতি গ্রেপ্তার করিবার জন্য, কয়েকখানি ক্ষুদ্র তরীকে অগ্রবর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়া, তুর্কী সেনাপতিকে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য সঙ্কেত করিলেন। প্রত্যুত্তরে তুর্কীর জাহাজ হইতে ভীমনাদে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে প্রক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে পুরোবর্ত্তী রুসের তরী ভগ্ন হইয়া মগ্ন হইল। তদ্দর্শনে রুস-সেনাপতি তাঁহার সকল জাহাজকে আক্রমণার্থ আদেশ দিবা মাত্র, তুরস্কের বহরের অভিমুখে এককালে শত শত কামানের অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল।

তুরস্কের জাহাজ হইতেও কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। ওসমান-পাশা যে জাহাজে ছিলেন, তাহাতে ষাইটটী কামাম এবং নশিমকের জাহাজে একশত কুড়িটী কামান ছিল। নশিমক ক্রমাগত ওসমান-পাশার জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মূহূর্ত্তে দিঙ্‌মণ্ডল ধূমজালে আবৃত হইয়া উঠিল। একবার কেবল ক্ষণেকের জন্য প্রবল বাত্যায় ধূমাবরণ অপসারিত হইয়াছিল—তাহাতেই এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য টেপের উপরিস্থ সকলের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল।

টেপ একটু ঘুরিয়া—গন্তব্য পথ হইতে একটু বাঁকিয়া একেবারে একখানি রুসের রণতরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং অব্যর্থলক্ষ্যে এককালে সকল কামান হইতে রক্তবর্ণ গোলাবর্ষণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। সে শব্দে অতি সাহসীর হৃদয়ও বিচঞ্চল এবং সমুদ্রসলিল বিষম আলোড়িত হইয়া উঠিল। ক্ষণেকের জন্য সেই দিগন্তপ্রসারী ধূম-পটলের মধ্যে একটা তীব্রা-লোক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর ধূমাবরণ ঈষৎ পাতালা—ঈষৎ অপসারিত হইলে, সকলে দেখিল, পূর্ব্বে যে স্থানে রুসীয় জাহাজ

ভাসিতেছিল, এক্ষণে তাহার এবং তাহার চারিদিকে কেবল কতকগুলা পোড়া কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে।

টেপ মুহূর্ত্ত-বিলম্ব না করিয়া অন্য জাহাজ আক্রমণ করিল। তুর্কীরা বিপুল বিক্রমে, অসীম সাহসে লড়িতে লাগিল কিন্তু তাহারা প্রবল শক্তিশালী রুস রণবহরের সম্মুখে কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবে? কয়েকখানা ক্ষুদ্র তরী ডুবিয়া গেল, অপর যাহারা রহিল, তাহারাও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও পাল ছিঁড়িয়াছে, কাহারও মাস্তুল ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাল বিচূর্ণ এবং চক্র ভগ্ন হইয়াছে। তথাপি তুর্কী সেনারা এখনও প্রাণপণ শক্তিতে অমিত-তেজে শত্রু-কবল হইতে আপন আপন তরী রক্ষা করিতেছে—এখনও সমভাবে শত্রুর উপর অগ্নি বর্ষণ করিতেছে।

ওসমান-পাশার সহিত তাঁহার দুহিতা জিলা-বিবি আসিয়াছে। জিলা চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী—পিতার স্নেহের এবং আদরের পাত্রী। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পিতা কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে তীরে কোন নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিতে চাহিলেন। জিলা কিছুতেই যাইতে সম্মত হইল না। কহিল, "না বাবা আমি তোমায় ছাড়িয়া যাইব না, যদি জয়লাভ হয়—আমি অগ্রে তোমায় অভিনন্দন করিব—যদি পরাভব হয়, তোমার সহিত মরিব।" পিতা অনুনয় করিলেন, কত বোঝাইলেন, শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া অনুজ্ঞা করিলেন। তথাপি জিলার সেই একই উত্তর। অগত্যা ওসমান-পাশা তাহার মতে মত দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা বৎসে তাই থাক, আমি উপরে ডেকে চলিলাম, যতক্ষণ আমার কর্ত্তব্য শেষ না হইবে, ততক্ষণ তোমার নিকট আসিতে পারিব না।"

জিলা কহিল, "না বাবা! আমার নিকট আসিতে হইবে না—

আমার কথা তুমি ভাবিও না। এরূপ চিন্তায় তোমার হৃদয় বলহীন হইবে—কর্ত্তব্য এবং সম্ভ্রম অগ্রে—অন্য চিন্তা পরে।"

বীর্য্যবতী দুহিতার কথায় পিতার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। কন্যাকে আর একবার সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া, জাহাজের উপর উপস্থিত হইলেন। পরক্ষণে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। জাহাজের আশ পাশ দিয়া অনলতপ্ত গোলা ছুটিতে লাগিল। ওসমান-পাশার গ্রাহ্য নাই। কন্যার অবস্থা কি হইল—আছে কি মরিয়াছে, একবারও সন্ধান লইলেন না। পাছে কোন দুর্ঘটনার সংবাদ শুনিলে—হৃদয়-বলের অভাব হয় ভাবিয়াই, বিরত হইলেন। কঠোর কর্ত্তব্যের নিকট স্নেহ-মমতা প্রভৃতি কোমলতাকে বর্জ্জন করিয়া অমিততেজে রুসের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন।

ওসমানের সহিত যে সকল জাহাজ আসিতেছিল, ক্রমশই সে সমস্ত ভগ্ন, মগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার সহিত একখানি মাত্র ষ্টীমার বা বাষ্পীয় রণতরি আসিয়াছিল। তাহার অবস্থাও অতি শোচনীয়—কল-কব্জা ভাঙ্গিয়া চক্রহীন হইয়া, স্রোতে ভাসিতেছিল। সহসা ওসমানের জাহাজের অদূরে একখানা বাষ্পীয় রণপোত পরিদৃষ্ট হইল। ওসমান সেখানোকে শত্রু-পোত ভাবিয়া আক্রমণের আদেশ দিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সেই সময়ে বায়ুবেগবশতঃ নিবিড় ধূমরাশি কিঞ্চিৎ অপসারিত হইবামাত্র ওসমান জাহাজের উপর সুলতানের পতাকা উড্ডীন দেখিতে পাইলেন। পরক্ষণে টেপ আসিয়া ওসমানের জাহাজের পার্শ্বে থামিল এবং তেবারিক নিজ ষ্টীমার হইতে সেনাপতির পোতে আসিয়া উঠিলেন।

তেবারিকের পরিচয় পাইয়া, ওসমান তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তেবারিক ওমারের পত্র ওসমানের হস্তে প্রদান করিলেন, তিনি

সত্বর উহার আবরণ-উন্মোচন করিয়া পাঠ করিয়া কহিলেন, "এশিয়া মাইনরের কার্য্য সমাধা করিয়া, তিনি আমাকে দানিয়ুব-নদীর মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আমি সানন্দে তাঁহার এ আদেশ প্রতিপালন করিতাম কিন্তু আর তাহার উপায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে, আমার এ জাহাজের অস্তিত্ব লোপ পাইবে—আমি যে কার্য্যের জন্য এশিয়া মাইনরে যাইতেছিলাম, তাহাও সম্পূর্ণ হইবে না। আপনি যুবক হইলেও সাহসী-বীর। আল্লা আপনাকে এ সঙ্কটে রক্ষা করিবেন এবং আপনি ভবিষ্যতে অন্যত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।"

তেবারিক। আমি আমার জাহাজে চলিলাম। অন্য দিক হইতে আমি রুসীয়-জাহাজ আক্রমণ করিব।

ওসমান। না—আবশ্যক নাই। যতদূর সম্ভব আপনি দূরে দূরে অবস্থান করুন! বিপক্ষের গোলার আঘাতে আপনার ষ্টীমার যাহাতে বিকলাঙ্গ না হয়, সে বিষয়ে আপনার লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের পরাজয় অনিবার্য্য। যুদ্ধশেষে আপনি যতগুলি পারেন আমাদের সেনাকে আপনার ষ্টীমারে আশ্রয় দিবেন—বর্ব্বর রুসিয়ার কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।

তাঁহার মুখের কথা শেষ হইবামাত্র, একটা গোলা আসিয়া তাঁহার উপরে পড়িল। তিনি জাহাজের উপর পড়িয়া গেলেন। একটা পা —জানু পর্য্যন্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছে—অপরটারও হাড় ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

তেবারিক চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ডাক্তার—ডাক্তার।"

ওসমান কহিলেন, "না না—ডাক্তারকে আসিতে হইবে না। যাহাদের বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে, ডাক্তার তাহাদিগকে দেখুন—আমার জীবনের কোন আশাই নাই। আমার কন্যা—"

তেবারিক পতিত সেনাপতিকে বাহুমধ্যে ধরিয়া কহিলেন, "বলুন যদি কোন স্থানে আপনার কোন আত্মীয়ের নিকট সংবাদ পাঠাইতে হয়—"

ওসমান কহিলেন, "একমাত্র কন্যা ভিন্ন আমার জন্য কাঁদে এমন লোক আর কেহ নাই। আমার কন্যা আমার প্রকোষ্ঠেই আছে। যাও তাহার নিকট যাও—তাহাকে তোমার জাহাজের উপর তুলিয়া লও। আমার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আমি আমার এই জাহাজে থাকিয়া যুদ্ধ করিব। আমার এ সংকল্প স্থির। তুমি মহদন্তঃকরণ—আমি তোমার হস্তে আমার জিলার রক্ষার ভার অর্পণ করিলাম।"

তেবারিক দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "আমিও সততা এবং বিশ্বস্ততার সহিত এ কার্য্য সম্পাদন করিতে শপথ গ্রহণ করিলাম।"

পরমুহূর্ত্তে যে হৃদয়ভেদী দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হইল, পরবর্ত্তী পরিচ্ছদে আমরা তাহার বর্ণনা করিব।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

জিলা

সেনাপতির সাংঘাতিক অবস্থার কথা কোনরূপে জিলার-কর্ণে পঁহুছিবামাত্র, জিলা উন্মাদিনীর মত জাহাজের উপর উঠিয়া আসিল।

পিতার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থা দেখিয়া শোকাতুরা কন্যা তাঁহার পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিল এবং তাঁহাকে বাহুমধ্যে তুলিয়া লইয়া তাঁহার কপোল এবং ললাট চুম্বন করিল। সহসা তাহার ভাবান্তর ঘটিল।

এ যে শোকের সময় নয়—এ চিন্তা যেন অকস্মাৎ তাহার অন্তরে উদিত হইল। মুখের অবগুণ্ঠন ছিঁড়িয়া, সেই বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পিতার ছিন্ন পদের রুধির-ধারা রোধ করিবার জন্য যত্নবতী হইল। এই সময়ে—অপর একজন নৌ-সেনা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার উপকরণ লইয়া উপস্থিত হইল।

বজ্রনাদে কামান গর্জ্জিতে লাগিল—আশ-পাশ দিয়া গোলা গুলি ছুটিতে লাগিল। জিলার গ্রাহ্য নাই—নিঃশব্দে পিতার পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার ক্ষতস্থানে পটী বাঁধিতে লাগিল। ওসমান পুনঃ পুনঃ জিলাকে লইয়া টেপে যাইবার জন্য তেবারিককে আদেশ করিতে লাগিলেন—পুনঃ পুনঃ জিলাকে তাঁহার পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে যাইতে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু জিলা নড়িল না—পিতৃসেবা ত্যাগ করিয়া জীবনের ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিল না। তেবারিকও ভক্তিমতী শুশ্রূষা-কারিণী কন্যার এ পবিত্র কার্য্যে বাধা দিতে সাহস করিলেন না।

শোক দুঃখ বা আশঙ্কা উদ্বেগে জিলার স্বাভাবিক মুখশ্রীর কিছু-মাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। নির্ভীকা পিতৃপরায়ণা জিলা হৃদয়ভাব গোপন করিয়া, অশ্রুশূন্য-নেত্রে পিতার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

সহসা জাহাজের একপার্শ্বে ভয়ঙ্কর কোলাহল এবং অস্ত্র-ঝন্‌ঝনা বাজিয়া উঠিল। রুস-সৈন্য যে, তাহাদের জাহাজের উপর উঠিয়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকি রহিল না।

"আমার তরবারি কোথায় ?" বলিয়া ওসমান-পাশা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না।

তেবারিক কহিলেন, "ধর সকলে ধর, ইহাঁকে আমার জাহাজের উপর লইয়া যাই !"

নৌ-সেনাপতি কহিলেন, না—"খবরদার না! আল্লার দিব্য কেহ আমাকে আমার এই জাহাজ হইতে লইয়া যাইও না। যদি কেহ যায়—সে আমার হিতৈষী নয়—দারুণ শত্রু। তেবারিক! যাও আমার জিলাকে লইয়া পলাও! যাও আর বিলম্ব করিও না।"

জিলার যত্নরক্ষিত ধৈর্য্যের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। সাশ্রুনয়নে কহিল, "না—আমি কখনই পিতাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। আমিও এই স্থানে পিতার সহিত মরিব।"

তেবারিক তরবারি কোষমুক্ত করিয়া কহিলেন, "তবে তাহাই হউক—আমিও আমার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তোমাদের উভয়কে রক্ষা করিব।"

দেখিতে দেখিতে কয়েকজন রুস-সৈন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তেবারিক অপর কয়জনের সাহায্যে প্রথম দুই একবার তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু ক্রমশই তাহাদের দলপুষ্টি হইতে লাগিল,—তখন হতাশ হইয়া তেবারিক কহিলেন, "আর ইহাঁদিগকে এস্থানে রাখা নিরাপদ নয়—চল আমার জাহাজে লইয়া যাই।"

জিলা কোন বাধা দিলেন না। পাশার এখন অৰ্দ্ধ অজ্ঞানাবস্থা। এই সময়ে জিলারও সংজ্ঞা লোপ পাইল। অপর দুই তিনজনের উপর ওসমান-পাশাকে লইয়া যাইবার ভার দিয়া, তিনি স্বয়ং জিলাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং নিরাপদে তাঁহার জাহাজে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপযুক্ত হস্তে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া, তিনি সেনাপতিকে আনিতে কেন এত বিলম্ব হইতেছে, দেখিতে চলিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন নির্ভীক যুবক আপন বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, পুনরায় ওসমান-পাশার জাহাজে লাফাইয়া পড়িলেন। অমনি একদল রুস-সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে হীনবল, অস্ত্রচ্যুত এবং বন্দী করিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন, কতকগুলা

রুস-সৈন্য ওসমানকে রুস-সেনাপতির জাহাজে লইয়া যাইতেছে।—সেই সময়ে আরও দেখিলেন, কতকগুলা রুস-সৈন্য তাঁহার ষ্টীমার টেপে অবতরণ করিতে যাইতেছে। তিনি কাপ্তেনের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ষ্টীমার ছাড়িয়া দাও—পলাও।"

টেপ বাষ্প উদ্গীরণ করিতে করিতে বেগে ছুটিল। বর্ব্বর রুস-সেনা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, বন্দুকের উল্টা দিক দিয়া, সজোরে তাঁহাকে এক আঘাত করিল। প্রহৃত তেবারিক ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলেন এবং তাহার বন্দুকটা কাড়িয়া লইয়া, তাহার বর্ব্বরতার যথাবিহিত দণ্ডবিধান করিলেন। অপর তিন চারজন সেনা আহত-সেনার সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিতেছিল, তিনি বন্দুকটা লাঠির মত ঘুরাইয়া, সম্মুখের পথ মুক্ত করিয়া, ষ্টীমারের প্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার উপর হইতে সমুদ্র-গর্ভে লম্ফ দিয়া পড়িলেন।

তেবারিক একজন সুদক্ষ সন্তরণকারী। তিনি শত্রুর গোলা গুলিতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, টেপের অভিমুখে জল ঠেলিয়া চলিলেন। টেপের কাপ্তেন ষ্টীমার হইতে তেবারিককে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে উপরে তুলিয়া লইলেন।

জিলার এখনও সংজ্ঞা সঞ্চার হয় নাই। দুইখানি রুস-জাহাজ পালভরে টেপের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে দেখিয়া, তেবারিক কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন। জাহাজের কাপ্তেন স্বয়ং একটা কামান সাজাইয়া, কয়েক-মিনিট ধরিয়া, লক্ষ্য স্থির করিয়া, উহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল—শত্রুপোতের গুণবৃক্ষ চূর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িল। সুতরাং তাহার আর অনুসরণ করিবার সাধ্য রহিল না।

এক ঘণ্টা পরে জিলার চৈতন্য সঞ্চার হইল। সংবাদ পাইয়া তেবারিক তাহার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। জিলা নিতান্ত ব্যাকুলতার সহিত

পিতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। তেবারিক সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া জিলা উন্মাদিনীর মত আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং তাহার পিতাকে শত্রু-কবল হইতে রক্ষা করিতে না পারার জন্য, সকলকে নিন্দা করিতে লাগিল।

তেবারিকের নিষেধ সত্ত্বেও ষ্টীমারের ডাক্তার অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "যদি সকল বিষয় আপনি সম্যক জানিতেন, কখনই তেবারিক সাহেবকে অন্ততঃ নিন্দিত বা তিরস্কৃত করিতেন না।"

এই বলিয়া তিনি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই বিবৃত করিলেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার পিতাকে রক্ষা করিতে গিয়া, তেবারিক যে শত্রু-হস্তে বন্দী হন, পরে গুলিবৃষ্টির মধ্যে সন্তরণ দিয়া প্রাণরক্ষা করেন, —তাহাও বলিলেন। শুনিয়া নিতান্ত ব্যথিতা এবং লজ্জিতা হইয়া সুন্দরী কহিল, "মহাশয়! আমার এই অকৃতজ্ঞ এবং অসাধু আচরণ কি আপনি ক্ষমা করিবেন?"

প্রত্যুত্তরে তেবারিক কহিলেন, "সুন্দরি! আমি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হই নাই—সুতরাং ক্ষমা করিবার কিছুই নাই। আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার কোন কথাতেই আমি বিরক্তি অনুভব করিব না। বিশেষতঃ আমি আপনার পিতার নিকট আপনার সহিত সুহৃদ্বৎ ব্যবহার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি—আমি কখনই সে প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইব না।"

জিলা এ কথায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিলে, তিনি কাপ্তেনের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করা স্থির করিলেন।

কনস্তান্তিনোপলে উপস্থিত হইয়া, যথাস্থানে সিনোপির দুর্ঘটনার বিষয় বিবৃত করিয়া, তেবারিক তাঁহার পিতৃব্যের রাজধানীস্থ ভবনে

উপস্থিত হইলেন। তাঁহার খুল্লতাত-পত্নী আয়েসা বিবি তাঁহার পরিচয় পাইয়া, সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

জিলার বিষয় উত্থাপিত হইলে, আয়েসা তাহাকে নিকটে রাখিবার জন্য অভিমত ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে তেবারিক জিলাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া, সুমলায় তাঁহার পিতৃব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। সিনোপীর দুর্ঘটনার সংবাদ পূর্ব্বেই তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়া ছিল। সে যুদ্ধে তেবারিক যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাহাও তাঁহার অগোচর ছিল না। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "বে" উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সিটেট

ওমার কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, দানিয়ূবের পর-পারে ওয়ালেসিয়ার মধ্যে কতকগুলি স্থান অধিকার করেন এবং অলতেনিজার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, রুস-সৈন্যকে কিরূপে বুখারেস্তের পথে বিতাড়িত করিয়া দেন,—পাঠক অবগত হইয়াছেন। এই বিজয়লাভের অল্পদিন পরেই ওয়ালেসিয়ায় বর্ষার আবির্ভাব হইল। কয়েকদিনের অবিশ্রাম বর্ষণে ওয়ালেসিয়ার উপত্যকায় বন্যা আসিল—সমতল ক্ষেত্র জলাভূমিতে পরিণত হইল এবং পথঘাট জলময় ও কর্দ্দমাক্ত হইয়া কামানাদি পরিচালনের পক্ষে অগম্য হইয়া উঠিল। কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রহিল। ওমার অধিকাংশ সৈন্য ওয়ালেসিয়া হইতে বুলগেরিয়াতে লইয়া আসিলেন

এবং স্বয়ং স্মলার আবাসে :অবস্থান করিতে লাগিলেন। তেবারিক এই স্থানে আসিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

তেবারিকের প্রত্যাবর্ত্তনের একপক্ষ পরে ওমার পত্নীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। পত্র-মর্ম্ম অবগত হইয়া, তেবারিক কতকটা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ওসমান-পাশা বন্দীরূপে শিবাস্তপোলে নীত হইয়াছেন। জিলা লোক-পরম্পরায় এ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, শিবাস্তপোলে পিতৃ-সন্নিধানে যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। আয়েসা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সে সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তিনি ওসমান-পাশার কন্যা অথবা তুরস্ক সম্রাটের প্রজা এ সংবাদ জানিতে পারিলে, রুসেরা তাঁহাকেও বন্দিনী করিতে পারে—এ বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও জিলা গ্রীক রমণীর বেশ ধরিয়া, গ্রীস-দেশীয় একখানি বাণিজ্য পোতে আরোহণ করিয়া শিবাস্তপোলের—অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

এই সংবাদে তেবারিক বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। জিলার জন্য তাঁহার এ উৎকণ্ঠা কেন? তাঁহার বিপদাশঙ্কা করিয়া কি তেবারিকের সদাশয় বীর-হৃদয় এত দূর ব্যাকুল হইয়াছে? না। তিনি তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতি অল্প সময়ের জন্য তাঁহাদের আলাপ এবং সাক্ষাৎ হইলেও, জিলার অনুপম রূপমাধুরী তাঁহার হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে—তিনি তাঁহার রূপে আত্মহারা হইয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে আরও একপক্ষ অনন্তে মিশাইয়া গেল। নৌ-সেনাপতি ওসমান-পাশা শিবাস্তপোলে প্রাণত্যাগ করিলেন—এক সুন্দর শুশ্রূষাকারিণী তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন—এ সংবাদ স্মলাতে আসিয়া পঁহুছিল। শোক-বিমূঢ়া জিলা আত্ম-গোপনে অসমর্থ হইয়া, তিনি যে ওসমান-পাশার কন্যা এ কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন এ সংবাদও স্মলাতে আসিল—তাহার পর আর

কিছুদিন শিবাস্তপোলের কোন সংবাদ শুনিতে পাওয়া গেল না। তেবারিক জিলার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন।

ঠিক এই সময়ে ওমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার হস্তে কতকগুলি শীল-মোহরাঙ্কিত কাগজ-পত্র দিয়া কালাফতে—সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় তেবারিক কালাফতে উপস্থিত হইলেন। কালাফত ওয়ালেসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এ স্থান হইতে আট কি নয় মাইল দূরে একদল রুস-সৈন্য জেনারেল ইউরকের অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল। ১৩ই তারিখে তাহারা কালাফত আক্রমণ করিবার কল্পনা করিয়াছিল—ওমার কোন-রূপে এ সংবাদ পাইয়া, তেবারিককে কালাফতের ভারপ্রাপ্ত সেনানী আমেদ-পাশার নিকট প্রেরণ করিলেন।

আমেদ-পাশা তাঁহার অধীন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণের সহিত কর্ত্তব্যাব-ধারণ করিতেছিলেন। আমেদ-পাশার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর। আকৃতি দীর্ঘ, বীরত্বব্যঞ্জক,—ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুবহুল মুখমণ্ডলে নম্রতা এবং শিষ্টাচারের ভাব পরিব্যক্ত হইতেছিল। মন্ত্রণাগারে আর এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন,—তাঁহার নাম ইসমাইল-পাশা—তাঁহার পদ আমেদ-পাশার নিম্নে।

তেবারিক আমেদ-পাশার হস্তে পত্রাদি প্রদান করিয়া প্রস্থান করি-লেন কিন্তু অবিলম্বে পুনরায় তথায় আহুত হইলেন। ইসমাইল-পাশা সিনোপীর যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিলেন এবং তিনি সে যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতি করিলেন। ওমারের পত্রমর্ম্ম তাঁহাকে বিদিত করিয়া, তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

৬ই জানুয়ারী অতি প্রত্যূষে এগার হাজার তুর্কী-সেনা ১৫টা কামান লইয়া, রুস-সৈন্য যে গ্রামে অবস্থান করিতেছিল, তাহার অভিমুখে নিঃশব্দে অভিযান আরম্ভ করিল। তেবারিক ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন,—ইসমাইল-পাশা তাঁহার পর—সর্ব্বশেষ আমেদ-পাশা প্রধান দল লইয়া কুজ্ঝটিকার মধ্যে নীরবে বহির্গত হইলেন। কেহ একটী শব্দ করিল না—বা একবার একটী রণবাদ্য বাদিত হইল না।

দুই ঘণ্টা পরে তেবারিক একস্থানে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সে স্থান হইতে কুহেলিকার মধ্য দিয়া দূরে গৃহ-প্রাচীরাদি অস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ইসমাইল-পাশার নিকট একজন অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হইল এবং অনতিবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিল, "ঐ গ্রামের নাম সিটেট। জেনারেল ইউরেক দশহাজার-সৈন্য লইয়া, ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছেন,—আপনি অগ্রসর হউন—তিনি যত শীঘ্র সম্ভব, আপনার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইবেন।"

সিটেট একটী অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্র-পল্লী। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে কেহ ইহার নাম জানিত না—পৃথিবীর কোন জাতির কোন মানচিত্রে ইহার কোন চিহ্ন ছিল না কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে প্রত্যেক মানচিত্রে সিটেটের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইসমাইল-পাশার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তেবারিক সত্বর সিটেটের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রুস-সৈন্য নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিল—সহসা সূর্য্যোদয়ে কুহেলিকার নিবিড়াবরণ অপসারিত হইবামাত্র—পরিখার অপর পারে অবস্থিত কয়েকজন রক্ষী-সৈন্য অনতিদূরে পিপীলিকা শ্রেণীবৎ তুর্কী-সেনার সারি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মৃৎ-প্রাকারের উপর হইতে শত্রুর আগমন জ্ঞাপন করিবার জন্য একটা কামান-ধ্বনিত হইল। কামানের সে ধূম-পটল প্রভাত-সমীরে

মিশিয়া যাইবার পূর্ব্বে, তেবারিক তরবারি করে অরাতি আক্রমণ করিতে ছুটিলেন।

রুস-সৈন্য নিমিষে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং অগ্রগামী শত্রু-সেনার উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল। তুর্কী-সৈন্য সে অনলবর্ষণ গ্রাহ্য না করিয়া, গুলিবৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তুর্কী-সেনা মাত্র ছয়শত—রুস-সেনার সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। তাহারা মুষ্টিমেয় তেবারিকের সেনার দক্ষিণ-ভাগ বেষ্টন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। কিন্তু কিছুতেই তুরস্ক-সেনার সাহসের হ্রাস হইল না। তাহাদের অব্যর্থ লক্ষ্যে সমর-ভূমি হত এইং আহত রুস-সেনায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তুর্কী-সেনার গুলি বারুদ নিঃশেষিত হওয়ায়, তাহারা উদ্যত সঙ্গীন লইয়া তীরবেগে ছুটিল। এখন হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল,—এই সময়ে সহসা সম্ভাবিত সাহায্য আসিয়া পঁহুছিল।

উভয় পক্ষই বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইসমাইল-পাশা তাঁহার শ্বেত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে সৈন্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। সহসা রুস-সৈন্যমধ্যে আনন্দ-কোলাহল এবং অরাতিদলে আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। ইসমাইল আহত হইয়াছেন। পর-মূহূর্ত্ত মুসলমান সৈন্য দ্বিগুণ উৎসাহে ভীমরবে গর্জ্জিয়া উঠিল। আহত ইসমাইল অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া, শত্রু-সেনার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সম্মুখের সকল বাধা-বিঘ্ন তাঁহার—অমিততেজে ভূমিসাৎ হইতে লাগিল।

রুস-সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং পলায়ন করিয়া গ্রাম মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। গৃহের পর গৃহ, অট্টালিকার পর অট্টালিকা,—উদ্যানের পর উদ্যান রুস-সেনার রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিন হাজার রুস-সেনা হতাহত এবং অবশিষ্ট প্রায় নয় সহস্র পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। সিটেট বিজয়ী তুর্কী-সেনার করগত হইল!

মধ্যাহ্ন উপস্থিত। ইসমাইল-পাশা রক্তক্ষয়ে অবসন্ন হইয়া আর অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিতে পারিলেন না—একস্থানে আশ্রয় লইলেন। এদিকে আশে পাশের গ্রাম, নগর, প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া, দলে দলে রুস-সেনা পরাজিত,—বিতাড়িত দলের সাহায্যার্থ সমবেত হইতে লাগিল। আমেদ-পাশার নিকট অশ্বারোহী দূত এ সংবাদ লইয়া ছুটিল।

অনতিবিলম্বে আমেদ-পাশা প্রধান দল লইয়া উপস্থিত হইলেন। রুসের কামান ভীম গর্জ্জনে গর্জ্জিয়া উঠিল—তুরস্কের গোলন্দাজেরাও নীরব রহিল না। সিটেটের প্রান্তর ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। রুসের কামানের গোলা শত্রু-সেনার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু তুরস্ক গোলন্দাজের প্রক্ষিপ্ত প্রত্যেক গোলা মানব-প্রাকার ভঙ্গ করিয়া—প্রত্যেক বারে তাহাদের বিষম ক্ষতি করিতে লাগিল।

সিটেটের অদূরে একটা ক্ষুদ্র বন ছিল,—আমেদ-পাশার আদেশে তেবারিক তাঁহার অধীন সেনা লইয়া, ঐ বনভূমি পার হইয়া, একেবারে শত্রু-সেনার দুইশত গজ মাত্র পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন এবং গুলিবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। রুসের প্রধান সেনাদল অগ্র-পশ্চাতে আক্রান্ত হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইউরেক শত চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে স্থির রাখিতে পারিলেন না।

আমেদ-পাশার দল হুঙ্কার করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। রুস-সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া, পলাইতে আরম্ভ করিল। বিজয়ী তুর্কী সেনা বহুদূর তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাহাদের বিস্তর ক্ষতি করিল। এইরূপে সিটেটের বিখ্যাত যুদ্ধের অবসান হইল।

এই যুদ্ধে রুসের পঁচিশ-হাজার সেনা উপস্থিত ছিল। রুসের ৪ হাজার এবং তুরস্কের মাত্র সাত শত সেনাকে এই সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল।

সিটেট যুদ্ধের এক সতাহ পরে ওমার-পাশা কালাফতে উপনীত হইলেন এবং রণ-বিজয়ী সৈন্য ও সেনানীগণকে যথাযথ পুরস্কৃত করিলেন। আমেদ-পাশা এবং ইসমাইল-পাশা ফিল্ড-মার্শেল এবং তেবারিক বে লেপ্টনাণ্ট কলোনেল পদে উন্নমিত হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

রডোভন—সিলোস্ত্রিয়া

ওমার স্থমলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তেবারিকের উপর কালাফতের ভার অর্পিত হইল।

প্রিন্স গ্রোটস্কপের নিকট পরাজয়-সংবাদ পঁহুছিলে, তিনি বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং জেনারেল ইউরোককে ওয়ালেশিয়া হইতে অপসারিত করিয়া, তাঁহার স্থানে অপর এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। নব প্রেরিত সেনানী কালাফত হইতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রিন্স স্বয়ং আসিয়া পরিদর্শন করিয়া বুখারেস্তে ফিরিয়া গেলেন।

কালাফৎ দুর্গবাসীরা সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া রণ প্রতীক্ষায় রহিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে তেবারিক সংবাদ পাইলেন, কতকগুলি রুসসৈন্য রডোভনে আসিয়া ছাউনি গাড়িয়াছে। তিনি দুই শত অশ্বারোহী, ছয়শত পদাতি চারিটী কামান লইয়া একদিন অতি প্রত্যূষে দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন এবং সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে রডোভনের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। অর্দ্ধমাইল দূরে সকল সৈন্যকে রাখিয়া,

বারজন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া তেবারিক অগ্রবর্ত্তী হইলেন। একজন রুস-রক্ষী বন্দুক পার্শ্বে অঘোরে ঘুমাইতেছিল। তেবারিক তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সে ব্যক্তি রুসরাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া, তাহার এ বন্দিত্বে বরং আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সরলভাবে রুস সেনার গতিবিধি সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রদান করিল। এক দল রুস সেনা—সংখ্যায় বার শত মাত্র রোতভনে অবস্থান করিতেছে শুনিয়া তেবারিক কহিলেন, "তোমার কথা যে সত্য, তাহার প্রমাণ কি? যদি তুমি সত্য কথা বল এবং তাহার কোনরূপ প্রমাণ দিতে পার, আমরা তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াই নিরস্ত থাকিব না—তোমাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃতও করিব। আমার নাম তেবারিক বে—আমার কথার উপর তুমি নির্ভর করিতে পার।"

বন্দী অদূরে কয়েকটী বৃক্ষ দেখাইয়া কহিল, "ঐ যে কয়েকটী বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার অন্তরালে দুই জন প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত আছে। আমাকে আপনার দুই জন সৈন্যের হেপাজাতে রাখিয়া, এই দিকের ঐ পথটা ধরিয়া যান। পথটা একটু বাঁকিয়া ঐ গাছতলায় মিলিত হইয়াছে—তাহাদিগকে অনায়াসেই বন্দী করিতে পারিবেন। তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলেই আমার উক্তির সত্য মিথ্যা জানিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন আর একটা কথা আপনাকে বলিয়া দিতেছি, জিজ্ঞাসা করিবেন, গত কল্য আমাদের কলোনেল ওয়ালেশিয়ার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সপরিবারে বন্দী করিয়াছেন—তাহাদের মুখে অগ্রে সবিশেষ শুনিয়া, আমার নিকট শেষে শুনিবেন—যদি উভয় উক্তির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য না দেখিতে পান, জানিবেন আমি মিথ্যা বলি নাই।"

তেবারিক কহিলেন, "উত্তম কথা! তোমার কথা যদি সত্য হয়, তোমার পুরস্কার পরিমাণও প্রচুর হইবে।"

একজন মাত্র সৈনিকের উপর বন্দীর ভারার্পণ করিয়া, তেবারিক অবশিষ্ট সেনার সহিত বক্রপথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বিনা রক্তপাতে তাহাদিগকে নিরস্ত্র এবং বন্দী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওয়ালেশিয়ার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার গত কল্য অন্যায়পূর্ব্বক তোমাদের কলোনেল দ্বারা বন্দী হইয়াছেন—আমি তাহাদের সবিশেষ বিবরণ জানিতে চাই। শীঘ্র—এক মুহূর্ত্ত আমার বিলম্ব করিবার সময় নাই।"

বন্দীদ্বয় যাহা প্রকাশ করিল, তাহার মর্ম্ম:—ওয়ালেশিয়ার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার বেশারেবিয়া হইতে রোতভনে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার নিকট পাশ-পত্র ছিল। পথিমধ্যে অন্য কোন স্থানে কেহ তাঁহাকে কোন বাধা দেয় নাই। সঙ্গে স্ত্রী এবং অপর তিন চারিটী স্ত্রীলোক ছিল। যে সময়ে তাঁহাদের গাড়ী রোতভনে উপস্থিত হয়, সেই সময়ে রুস সৈন্যও রোতভনে পঁহুছায়। কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ রুস সেনানী তাঁহাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে।"

প্রথম বন্দীর কথা যে সত্য এবং বিশ্বাসযোগ্য,—এতৎ সম্বন্ধে তেবারিকের মনে আর কোন সংশয়ই রহিল না। তিনি তাঁহার সৈন্য বর্গকে সত্বর উপস্থিত হইবার জন্য একজন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করিলেন।

তেবারিক সসৈন্যে নগরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হইলেন। রুস-সৈন্য সহসা আক্রান্ত হইলেও, তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য ক্ষিপ্র-কারিতার সহিত দণ্ডায়মান হইল। একঘণ্টা যুদ্ধের পর, রুস-সেনা

পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কলোনাল এবং দুইশত সেনা নিহত এবং তিনশত বন্দী হইল। নগরবাসীরা আনন্দধ্বনি করিয়া, বিজয়ী তুর্কী-সেনার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল।

তেবারিক সর্ব্বপ্রথমে কারাগারে উপনীত হইলেন। রক্ষী তাঁহাকে দেখিয়া আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল। আদেশমাত্র, যে কক্ষে ওয়ালেশিয়ার সম্ভ্রান্ত পরিবার বন্দী ছিলেন,—তাহার দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। বন্দীগণের মধ্যে পুরুষ একজন,—বয়স পরিণত,—পশ্চাতে তাঁহার স্ত্রী। তাঁহার পার্শ্বে দুইটী যুবতী—ইহারা ঐ প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার কন্যা। তাহাদের পশ্চাতে আর একটী যুবতী—কি সর্ব্বনাশ! এও কি সম্ভব? তেবারিকের সম্মুখে ও কি জিলা দণ্ডায়মানা?

হাঁ—জিলাই বটে। উভয়ে উভয়কে চিনিলেন। তেবারিক সুন্দরীর কর-পল্লব গ্রহণ করিয়া চুম্বন করিলেন। সুন্দরীর মুখে অসন্তোষের কোন চিহ্নই প্রকটিত হইল না।

সকলেই কারামুক্ত হইয়া, বিবিধ প্রকারে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। জিলা এখানে কেন, জানিবার জন্য তেবারিকের মনে যে কৌতূহল-শিখা জ্বলিতেছিল, সুন্দরী সংক্ষেপে তাঁহার সে কৌতূহল নিবারণ করিলেন।

জিলা শিবাস্তপোলে উপনীত হইয়া শুশ্রূষাকারিণীরূপে পিতৃ-সন্নিধানে গিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার শোকাবেগ সংগোপন করিতে অসমর্থ হওয়ায় আসল কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ফলে তিনি বন্দী হন। একজন রুস-সেনানীর শুভ-দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। সেনানী-প্রবর সরস আলাপে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে আরম্ভ করেন। জিলা সে রসালাপে অপমানিত এবং বিরক্ত হইয়া কামার্ত্ত সেনানীর উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রতীকার প্রার্থিনী

হন। তাহাতে কোন ফল না ফলায়, তিনি কৌশলে কারাগার ত্যাগ করিয়া, একখানি গ্রীসদেশীয় বাণিজ্য-পোতে আরোহণ পূর্ব্বক ওডেশায় আগমন করেন। তথা হইতে কনস্তান্তিনোপলে আসিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। প্রৌঢ় জিলার পিতৃবন্ধু। তিনি জিলাকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে উক্ত রূপমুগ্ধ সেনানী রোতভনে আসিতে আদিষ্ট হন। রোতভনে পদার্পণ করিয়াই দেখি-লেন,—একখানি গাড়ীতে কতকগুলি স্ত্রী-পুরুষ যাইতেছে—তাহার মধ্যে জিলা। উপেক্ষিত সেনানী প্রতিহিংসাবশে জিলা এবং তাঁহার সঙ্গে যাহাকে পাইলেন, ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

আহার করিতে বসিয়া, জিলা ধীরে ধীরে এই সকল কাহিনী বিবৃত করিলেন। অবসর পাইলেই, তাঁহার বাড়ীতে আসিবার জন্য প্রৌঢ় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। তেবারিক কালাফতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা সকলেই তাঁহার সাহস ও কার্য্যকুশল-তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুমলায় এ সংবাদ পঁহুছিলে, তাঁহার পিতামাতা এবং খুল্লতাত সকলেই আনন্দিত হইলেন।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে ইংরাজ এবং ফরাসী তুরস্কের পক্ষাবলম্বন করিয়া, রুসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। দলে দলে ইংরাজ এবং ফরাসি সেনা আসিয়া তুর্কী সেনার সহিত মিলিত হইতে লাগিল। এদিকে রুসিয়া হইতে বহু সহস্র নূতন সৈন্য আসিয়া প্রিন্স গ্রোটস্কপের সৈন্যে মিলিত হইলে, তিনি সিলিস্ত্রিয়া অবরোধ করিতে মনস্থ করিলেন।

আয়েসা জিলাকে কনস্তান্তিনোপলে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ

অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। জিলা কোন না কোন একটা আপত্তি করিয়া, ক্রমাগতই বিলম্ব করিতে লাগিলেন। কেন? পাঠক পাঠিকার তাহা কি বুঝিতে বাকি আছে? তেবারিক প্রায়ই রোতভনে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়াছেন কিন্তু কাহারও হৃদয়ের প্রেম এখনও মুখে পরিব্যক্ত হয় নাই। জিলা সেই জন্যই কালাফতের সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

সহসা একদিন ওমার-পাশার নিকট হইতে সংবাদ আসিল,—তেবারিককে কালাফৎ দুর্গ ত্যাগ করিয়া, সসৈন্যে সিলিস্ত্রিয়া দুর্গে যাইতে হইবে। জিলার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া, তেবারিক হৃদয়ের ভালবাসা গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। লজ্জারক্তিমগণ্ডে সুন্দরীও মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। সেই স্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া—উভয়ে উভয়কে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সিলিস্ত্রিয়া দুর্গে পনের হাজার মাত্র সেনা অবস্থান করিতেছিল। চল্লিশ হাজার রুস সেনা আসিয়া ১৮৫৪ অব্দের ১৭ই মে নগর অবরোধ করিল। সুবিখ্যাত রুস ইঞ্জিনিয়ার এবং জেনারেল শিলদার স্বয়ং এই অবরোধের ভার লইয়াছিলেন। নগরমধ্যে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। তুর্কীরাও নগর মধ্যে থাকিয়া অসীম সাহসে তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ২৯শে মে প্রিন্স গ্রোটস্কপ্‌ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলে, তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে তিন দল রুস-সেনা তিন দিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য প্রধাবিত হইল। অবশিষ্ট সৈন্য দানিয়ুবের

পরপারে রণ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। মুশির-পাশা বিচক্ষণ সূক্ষ্মদর্শী সেনা-নায়ক। রুস সেনা-নায়কেরা এই আক্রমণে যে ভ্রম করিয়াছিলেন, মুশির-পাশার চক্ষে তাহা অলক্ষিত রহিল না। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে রুস আক্রমণ প্রতিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কার্য্যে ইংরাজের সেনাদলের জেনারেল ফেনন, কাপ্তেন বাটলার এবং লেপ্টন্যাণ্ট নজমিথ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

রুসের গুলি গোলা অবিশ্রান্ত নগরমধ্যে বর্ষিত হইতে লাগিল। স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকাগণ ভূগর্ভস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও, আতঙ্কে কম্পিত হইতে লাগিল। বায়ূচঞ্চল বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিয়া তীরের পাষাণ-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া, যেমন ফিরিয়া আইসে—তখন আর তাহার সে উচ্চতা, সে গর্জ্জনের গুরুতা থাকে না। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, খণ্ড বিখণ্ড হইয়া, হতাশ, ভগ্নহৃদয়ে—মধ্যসাগরে ফিরিয়া আইসে—রুস-সৈন্যের দশাও ঠিক সেইরূপ হইল। তাহারা হুঙ্কার ছাড়িয়া, সিংহনাদে গগন-মেদিনী কাঁপাইয়া, তুরস্কের দুর্গাধিকার করিতে ছুটিল কিন্তু তাহাদের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, পাষাণোপকূলে প্রতিহত সাগর-তরঙ্গের মত, চূর্ণ-বিচূর্ণ, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া, দানিয়ুব-নদীর জলে আসিয়া ঝম্প দিয়া পড়িল।

রুস-রাজধানীতে এ সংবাদ পঁহুছিলে, সম্রাট তাঁহার প্রধান সেনাপতি পোলাণ্ড ও পারস্য-বিজয়ী প্রিন্স পেচকুইচকে সৈন্য পরিচালনভার গ্রহণ করিতে প্রেরণ করিল। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে রুসেরা আর একবার দুর্গ অধিকার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল কিন্তু সেবারেও তাহাদিগকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়। কিন্তু এই আক্রমণে মুশির-পাশা নিহত হন।

১৩ই জুন প্রিন্স পেচকুইচ বহু সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন।

এক্ষণে রুসের সৈন্যসংখ্যা প্রায় আশী হাজার হইল। পেচকুইচ এই আশী হাজার সৈন্য লইয়া, প্রাতঃকালে দুর্গ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন। রাত্রি প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হালিল-পাশা দশ হাজার সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলে, তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পেচকুইচ, গ্রোটস্কপ, সিলদারস, লুদার, অরলক এবং অপরাপর বহু খ্যাতনামা রুস-সেনানী এই যুদ্ধে আহত হইয়া স্থানান্তরে নীত হইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রুস-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া, দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

৭ই জুলাই ওমার ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া দানিয়ুব পার হইলেন এবং সেমুনফ নামক একজন রুস-সেনাপতির অধীন চল্লিশ হাজার সৈন্যকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া, সে স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। প্রিন্স পেচকুইচ কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া, প্রস্থান করিলেন। গ্রোট-স্কপ পুনরায় রুস-সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখি-লেন, যদি এখনও ওমার-পাশার গতিরোধ করিতে না পারেন, এ অঞ্চল রুসের হস্তচ্যুত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি সত্তর হাজার সৈন্য লইয়া ফ্রাতেস্তি নামক স্থানে ওমারের ত্রিশ হাজার সেনার সম্মুখীন হইলেন। মধ্যাহ্নে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে রুস-সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

বুখারেস্তের সম্ভ্রান্ত জমিদার সম্প্রদায় রুস-বিজয়ী ওমারকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য অভিনন্দন লইয়া উপস্থিত হইল। তিনি সদলে বুখারেস্তে উপনীত হইলে নগরী আনন্দকোলাহলময়ী হইয়া উঠিল। আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাঁহার বিজয়-গীতি গাহিতে লাগিল। বাড়ীর ছাদে—অট্টালিকার গবাক্ষে দণ্ডায়মান কুল-ললনারা শুভ্ররুমাল উড়াইয়া ফুলের মালা দোলাইয়া,—কুসুম-কোমলা কামিনীরা কুসুম বর্ষণ করিয়া, বিজয়ী ওমারের সম্বর্দ্ধনা করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

আলমা

সিলিস্ত্রিয়া যুদ্ধের পর তিন মাস গত হইয়াছে। ১৫ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ঠিক আড়াইটার সময়, ক্রিমিয়ার পশ্চিমোপকূলবর্ত্তী ইউপেটোরিয়া বন্দর হইতে সহসা একটা হাউই উত্থিত হইল। নীরব নিশিথিনীর কোলে সকলে আয়াসে নিদ্রিত—জলে-স্থলে সর্ব্বত্র নীরবতা বিরাজিত ; —নীরদশূন্য নির্ম্মল নীল নভোতলে অসংখ্য তারকা নীরবে দণ্ডায়মান— কৃষ্ণসাগরের বক্ষ তরঙ্গশূন্য, শান্ত নীরব। সহসা এই নীরবতার মধ্যে একটা হাউই শোঁ শোঁ করিয়া আকাশমার্গে উঠিল—পরে সহসা বিদীর্ণ হইয়া, অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় তারকাকার আলোক-গোলকে মুহূর্ত্তের জন্য নভোতল উদ্ভাসিত করিয়া, নির্ব্বাপিত হইল। বিশেষ কারণ ব্যতীত— ক্রীড়া-কুশল কোন বালকের ক্রীড়নকরূপে এহাউই শূন্যে উঠে নাই— ইহার মধ্যে গূঢ় রহস্য নিহিত আছে।

ইউপেটোরিয়ার বন্দরে এক বহর রণতরী নোঙ্গর করিয়াছিল। জাহাজের উপর হইতে ইংরাজ এবং ফরাসির জাতীয় পতাকা সখ্যতার নিদর্শন স্বরূপ পাশাপাশি উড়িতেছিল। সহসা একখানা ফরাসী জাহাজের উপর হইতে এই হাউই উঠিল। এ একটা সঙ্কেত মাত্র।

অমনি সকল জাহাজ নীরবে উপকূলের অভিমুখে অগ্রসর হইল। বেলা সাতটার সময় সৈন্যগণ তীরে অবতরণ করিতে লাগিল। কেহ তাহাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইল না। কয়েকদিন এখানে বিশ্রাম করিয়া ২০শে তারিখে সম্মিলিত সৈন্য আক্রমণার্থ অগ্রসর হইল। সলেমান-পাশার অধীন তুর্কীসেনা বাহিনীর দক্ষিণভাগ রক্ষা

করিয়া চলিল। তাহার পরই মার্শেল সেণ্ট আরনতের অধীন ফরাসী-সেনা অগ্রসর হইল। বামভাগে ইংরাজ সেনা লর্ড রগলনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া চলিল।

সম্মিলিত শক্তিত্রয় সুদক্ষ সেনানায়কগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আলমা নদীর সমান্তরাল পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল। নদীর অপর তীরে প্রিন্স গ্রোটস্কপ ৩৫ হাজার পদাতিক এবং ৫ হাজার অশ্বারোহী লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি যে স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন—তাহা একরূপ দুর্ভেদ্য। নদীতট হইতে তীরভূমি ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে—পরক্ষণে আবার গভীর অসমতল থাকিয়া—কিয়দ্দূরে আবার উচ্চভাব ধারণ করিয়াছে। তাহার পরই পাঁচ ছয় শত ফুট উচ্চ পর্ব্বতমালা, আঁকিয়া বাঁকিয়া—উচু-নীচু হইয়া পড়িয়া আছে। নদীতীরে পাহাড়তলীতে এবং উপত্যকায় অসংখ্য উদ্যান, দ্রাক্ষাবন এবং লোকের বসত-বাটী।

রুস-সেনা যে স্থানে অবস্থিত, তাহা বড়ই দুর্গম এবং অজেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রিন্স এই উচ্চ ভূখণ্ডের উপর সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন। স্থানটী একে সাধারণতঃ দুর্গম এবং দুর্ভেদ্য—প্রিন্স আবার তাহার উপর স্থানে স্থানে গুম্বজ প্রস্তুত করিয়া, কামান বসাইয়াছেন—পরিখা খনন করিয়া শত্রুর অবাধগতির পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছেন—মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকা উচ্চ করিয়া রাখিয়াছেন।

সম্মিলিত শক্তি নদীর উভয় তীরে অবস্থিত হইল। অতি প্রত্যুষে জেনারেল বকুইটের সেনাদল সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে লাগিল। এই সময়ে কয়েক খানা ফরাসী ক্ষুদ্র রণতরী তীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া অনলবর্ষণ আরম্ভ করিল।

ফরসী-সেনা পার্ব্বত্য মৃগের ন্যায় পর্ব্বাতারোহণ করিতে লাগিল।

তাহারা পর্ব্বত-শীর্ষে উপস্থিত হইবামাত্র সমর আরম্ভ হইল। পর্ব্বতের উপর বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রুস-সেনা সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অমনি ইংরাজ, ফরাসী এবং তুর্কী-সেনা আলমা পার হইতে আরম্ভ করিল। আলমা অগভীর ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। তাহার বিমল স্বচ্ছসলিল অবিলম্বে সমল হইয়া উঠিল। রুস-সেনার গুলি-গোলা অগ্রাহ্য করিয়া সম্মিলিত শক্তিবৃন্দ তটে উপস্থিত হইল এবং রুস-সেনা আক্রমণ করিল।

উপকূলস্থ বা উপত্যকার প্রত্যেক বসত এবং বাগান-বাটী এক একটী ক্ষুদ্র দুর্গে পরিণত হইয়াছিল। রুস-সেনা তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া, অগ্রবর্ত্তী শত্রু-সেনার উপর সাংঘাতিক গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু রুস-সেনা বহুক্ষণ এ সকল দুর্গ অধিকারে রাখিতে পারিল না। একে একে সকল গুলিই শত্রুকর-কবলিত হইতে লাগিল।

ইংরাজ এবং ফরাসী সেনা এক সময়ে রুসের অগ্নিবর্ষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে অগ্নিবৃষ্টির মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া ডিউক অব কেম্ব্রিজ সৈন্যগণকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দিতে যাইতেছিলেন দেখিয়া, সার কলিন ক্যাম্বেল তাঁহার অধীন ৪২ নং হাইল্যাণ্ডার সেনাগণকে অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়া রুসের একটা গুম্বজ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন।

এই সময়ে যখন উভয় পক্ষীয় সেনাগণ ঘোর বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল—যখন সৈন্য সমাবেশের মধ্যে কোন বিশেষ শৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হইতেছিল না—যখন এক দলের সহিত আর এক দল মিশিয়া শত্রু-সৈন্য মথিত করিতে করিতে স্বদল হইতে সরিয়া পড়িতেছিল,—সেই সময়ে ইংরাজ সেনাদলের একজন মেজর অসিচালনা করিতে

করিতে বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন। ধূমাচ্ছন্ন সমরক্ষেত্রে তখন তাঁহার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। ধূমরাশি ঈষদ্ অপসারিত হইলে দেখিলেন —তিনি শত্রুসেনার মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আশে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে ভীমকায় রুস-সেনা। সাহসী ইংরাজ মেজর কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অসি-সঞ্চালনে পথ পরিস্কার করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার তরবারি ভাঙ্গিয়া গেল—দুর্ভাগ্যবশতঃ অশ্বটীও আহত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পতিত হইল।

আর এক মুহূর্ত্ত হইলেই তরুণ ইংরাজ সেনানীর জীবনের অবসান হইত। রুসের তরবারি তাঁহার জীবন লইতে উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। সহসা বিদ্যুৎবেগে সেই স্থলে একজন ফরাসী সেনানী উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী, নবনীত-কোমল দেহ এবং ক্ষীণতা দেখিলে, মৃত্যু-বিভীষিকাময় এ রণাঙ্গণ অপেক্ষা, যুবতী পরিবেষ্টিত বৈঠকখানাই যে, তাঁহার উপযুক্ত স্থান—এইটীই অনুমান হয়। তাঁহার বয়ঃক্রম খুব বেশী হইলেও কুড়ি বাইশের বেশী নয়। তাঁহার বয়স অল্প এবং দেহযষ্টি ক্ষীণ হইলেও, তাঁহার হৃদয় প্রকৃত বীরত্ব-বহ্নিতে পরিপূরিত—তাঁহার হৃদয়ের সাহস এবং তেজ অনন্যদুর্লভ। তিনি পতিত ইংরাজ যুবকের পার্শ্বে মুহূর্ত্তে উপনীত হইয়া রুসের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এক হস্তে পিস্তল, অপর হস্তে তরবারি। তাঁহার পিস্তলের গুলিতে কোন রুস-সেনার মস্তক চূর্ণ হইল—কাহারও তরবারি সমেত হস্ত খসিয়া পড়িল—কাহারও মাথা রক্তাপ্লুত রণাঙ্গণে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। ইংরাজ মেজরের জীবন রক্ষা হইল। তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কৃতজ্ঞতাপ্লুতহৃদয়ে তাঁহার প্রাণরক্ষাকারীর হস্তমর্দ্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। সহসা তাঁহার হস্ত অবসন্ন হইল—তাঁহার মুখ

দিয়া বিস্ময় এবং বিরক্তির সহিত বাহির হইল, "তুমি কাপ্তেন দিলেন্সি ?"

ফরাসী সেনানী কহিলেন, "আমি যাহা করিয়াছি, এরূপ ক্ষেত্রে মেজর হেজলউডও আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতেন।

ইংরাজ সেনানীর হৃদয়ের সহৃদয়তা এবং মহোচ্চভাব মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিল। তিনি প্রাণরক্ষাকারীর কর-মর্দ্দন করিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই ! কাপ্তেন দিলেন্সি ! আমি তোমার নিকট এ জীবনের জন্য ঋণে আবদ্ধ ! ভগবান যদি অবসর দেন আমি তোমার এ ঋণ পরিশোধ করিব।"

এই কথা বলিয়া, তিনি জনৈক মৃত রুস-সেনার তরবারি তুলিয়া লইলেন এবং অশ্বারোহীশূন্য, ইতস্ততঃ ধাবমান একটা অশ্ব ধরিয়া, তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

দিলেন্সি দেখিলেন তাঁহার সেনারা শত্রুর আর একটা পরিখা অধিকার করিবার জন্য ছুটিতেছে। তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিলেন। বন্দুক এবং কামানের ধূমে রণস্থল অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছিল—সম্মুখের কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। সহসা ধূমরাশি প্রবল বাত্যায় দিগদিগন্তে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবামাত্র, দিলেন্সি আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার চারিদিকে শত্রু-সেনা—তিনি নিজ সেনাদল হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি একটী প্রাকারের নীচে অবস্থিত—তাঁহাকে হনন করিবার জন্য শত্রুর অসংখ্য সঙ্গিন উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

এই সময়ে এক নির্ভীক অশ্বারোহী তথায় সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমার ঘোড়ায় চড়—শীঘ্র—উঠ।"

দিলেন্সি দেখিলেন, হেজলউড। তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া এক হস্তে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিলেন এবং

অপর হস্তে পিস্তল তুলিয়া ভীমকায় এক রুসের মস্তক বিদ্ধ করিলেন। হেজলউডের তরবারি প্রহারে অপরের মস্তক খসিয়া পড়িল। পর মুহূর্ত্তে তেজস্বী অশ্বপ্রবর দুইজন সেনানী—জেমস্ কুথবার্ট-নন্দিনীর প্রণয়াভিলাষী দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে বহন করিয়া তীরবেগে শত্রুমধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

হেজলউডের সেনা, দিলেন্সির সেনার সহিত মিলিত হইয়া শত্রু-প্রাকার অধিকার করিল। সে দিনের মত যুদ্ধ শেষ হইলে, হেজলউড দিলেন্সিকে কহিলেন, "আমার জীবন রক্ষা করিয়া, তুমি আমাকে যে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছিলে, আমি তোমার প্রাণরক্ষা করিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের উভয়ের মধ্যে আর কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগী-যুগল

আলমার যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। সম্মিলিত শক্তি ইহার স্বাভাবিক দুর্ভেদ্য আশ্রয়স্থান সকল অধিকার করিয়া বসিয়াছে। ইংরাজ এবং ফরাসী সেনা অমিত ভুজবীর্য্য প্রকাশ করিয়া, স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের শোণিতে ধরণীতল সিক্ত করিয়া, রুস-সেনাকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে।

রুস সেনাপতি মণ্টিস্কোপ শত্রুর গতি রোধ করিবার জন্য আজি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া, এই দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কুল স্থানে যে বিপুল বাহি-

নীর সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে তাহা পরাজিত, বিধ্বস্ত এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রণভূমি যে বীভৎস্য ভীষণ দৃশ্য ধারণ করিয়াছে, তাহার প্রকৃত চিত্র মানব-লেখনীতে আলেখিত হইতে পারে না। সমস্ত রণ-প্রাঙ্গণ ব্যাপিয়া স্তূপাকারে শোণিতসিক্ত শব, মুমূর্ষু এবং অল্প-বিস্তর আহত পড়িয়া। বন্দূক, তরবারি, গুলি, গোলা, কামান, উষ্ণীষ চারিদিকে ছড়াছড়ি। হত এবং আহত পাশাপাশী, ঘেঁসাঘেঁসি এবং উপর্য্যুপরি হইয়া পতিত। শত্রুর তরবারিতে কাহারও মাথাটা উড়িয়া গিয়াছে—কাহারও হস্ত পদ কি অন্য কোন একটা অঙ্গ দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে—কাহারও নাসিকা বা মুখের নিম্ন-ভাগটা না থাকায় বিকটাকার ধারণ করিয়াছে—কাহারও উদরের অন্ত্রসকল বাহির হইয়া পড়িয়াছে—প্রত্যুত যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সেইদিকেই এইরূপ একটা না একটা মর্ম্মন্তুদ ভীষণ দৃশ্য।

পরদিন ফরাসী সেনানী দিলেন্সির সহিত ইংরাজ সেনানী হেজল উডের পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। দিলেন্সি সহাস্যমুখে শিষ্টাচারের সহিত ইংরাজ সেনানীকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য পুনরায় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

হেজলউড কিন্তু বেশ সরলভাবে বা সহৃদয়তার সহিত সখ্যতা করিতে অগ্রসর হইলেন না। তিনি সাধারণ শিষ্টাচার রক্ষা করিলেও কতকটা গম্ভীর হইয়া রহিলেন। দিলেন্সি তাহা লক্ষ্য করিলেও, সহসা তাঁহার এরূপ আচরণের কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় পূর্ব্বদিনের ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদিত করিতে উদ্যত হইলে, হেজলউড গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"ওরূপ ভাবের কোন ঘটনা যে ঘটিয়াছিল—তাহা আর স্মরণ রাখিবার আবশ্যকতা নাই।"

ফরাসি-সেনানীর মুখমণ্ডল ক্রমশঃ বিষণ্ণভাব ধারণ করিতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ে সন্দেহের একটা ছায়া পড়িল। হেজলউড যে কুমারী কুথবার্টের প্রতি আসক্ত—তাহা তিনি জানিতেন। জানিয়াও হেজলউডের প্রতি হৃদয়ে কোন কুভাবের পোষণ করেন নাই। তাঁহার উদার মহদুচ্চ হৃদয় ঈর্ষার আলোড়নে ইতিপূর্ব্বে কখনও আলোড়িত হয় নাই—এই কারণে হেজলউডও যে তাঁহাকে ঘৃণা করিতে বা প্রতিযোগীর চক্ষে দেখিয়া তাঁহার প্রতি কোন কুভাবের পোষণ করিতে পারে,—তাহা তাঁহার মহদন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। এক্ষণে হেজলউডের কথায় তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইলেন। নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া বিষণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "আমি তোমার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। গত কল্যকার ঘটনা বিস্মৃত হইবার নয়,—অন্ততঃ আমি তাহা কখনই পারিব না। যুদ্ধক্ষেত্রে আমি তোমার যৎসামান্য উপকার করিতে সক্ষম হইলেও—তুমি যে আমার জীবনদাতা তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। আমি তোমার কৃতজ্ঞতার দাবী করিতেছি না কিন্তু তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আমি আমার অন্তরে যে বিমল সুখের অধিকারী হইব—তাহাতে কেন বঞ্চিত করিতে চাও?"

নীচান্তঃকরণ যাহাদের—তাহারা প্রায়ই প্রতিযোগী বা শত্রুর মহৎ ভাবে মুগ্ধ না হইয়া, বরং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। হেজলউড আরক্তমুখে কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আমাকে অপমান করাই কি তোমার উদ্দেশ্য?"

দিলেস্পি। না। তুমি ভুল বুঝিয়াছ—তোমারই নিজের অন্তঃকরণের সুগভীর স্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,—দেখিতে পাইবে আমি তোমার এ অভিযোগে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

অদূরে একখণ্ড উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর ইংরাজ এবং ফরাসীয়

জাতীর পতাকা প্রভাত-সমীরে পৎ পৎ করিয়া উড়িতেছিল। সেইদিকে হেজলউডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, দিলেন্সি বলিতে লাগিলেন, "ঐ দেখ কি মধুর দৃশ্য—ইংরাজের পতাকাপার্শ্বে ফরাসীর কেতন উড়িতেছে! এ দৃশ্য দেখিয়াও কি আমাদের পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করা কর্ত্তব্য নয়? প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধনে আমাদের পরস্পরের হৃদয় কি বদ্ধ করা উচিত নয়?"

ফরাসী যুবকের কণ্ঠস্বর, দৃষ্টি এবং বাহ্যভাবে সরলতাপূর্ণ। তাঁহার মুখমণ্ডলে তাঁহার বীরত্বপূর্ণ উদার হৃদয়ের পূর্ণ জ্যোতি প্রকটিত হইতেছিল। হেজলউড নিজের হীনতা এবং হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা অনুভব করিলেন কিন্তু সহসা হৃদয়ের বিদ্বেষ ভুলিয়া, বন্ধুভাবে প্রতিযোগীর কর ধরিয়া, নিজের ভ্রম স্বীকার করিতে সাহসে কুলাইল না। তিনি কহিলেন, "কাপ্তেন দিলেন্সি! ইংরাজ এবং ফরাসীয় জাতীর পতাকা পাশাপাশি উড়িতেছে সত্য এবং উভয় জাতির সৈনিক বৃন্দ এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া যুদ্ধও করিতেছে সত্য কিন্তু এ জাতীর সম্মিলনে ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের তিরোভাব হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

দিলেন্সি। মেজর হেজলউড! যদি তুমি প্রমাণ করিতে পার, আমি কখনও কার্য্য বা কথায় তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছি—কিংবা অনিষ্টভাবে কখনও তোমার কোন অভীষ্ট পথে দণ্ডায়মান হইয়াছি—কিংবা নীতিবিগর্হিত কোন কার্য্যের দ্বারা তোমার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা করিয়াছি—তাহা হইলে, তুমি আমায় বন্ধুত্ব পরিহার করিতে পার।

হেজলউড। আমি বাধ্য হইয়া এখানে কোন একটী বিষয়ের আলোচনা করিব,—আমরা যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে এখন আর তাহা পরিহার করা চলে না। জগতে লোকে অনেকরূপে

লোকের প্রতিযোগিতা করে। অনেক প্রতিযোগিতায় হৃদয়ের মহোচ্চ-ভাব পরিব্যক্ত হয়—আবার স্থলবিশেষ উভয় প্রতিযোগীর মধ্যে ব্যবধান থাকাও বিধেয়। তাহারা কখনও এক পথে চলিতে পারে না।

দিলেন্সি। আমি যদি তোমার রূপকের মর্ম্ম অবধারণ করিতে না পারি, তাহা হইলে, আমার ভালবাসা ভালবাসাই নয়। কিন্তু আমরা যথাসাধ্য আমাদের এ আলোচনার মধ্যে সে নিষ্কলঙ্ক কুমারীর নামোল্লেখ করিব না।

হেজলউড। তুমি তাহাকে ভালবাস—তুমি তাহার পাণিপ্রার্থী, ইহা আমার অসহ্য।

দিলেন্সি। তুমি তাহাকে ভালবাস এবং তুমিও তাহার পাণি-প্রার্থী আমি জানি,—তথাপি তোমার প্রতি আমার কোন বৈরভাব নাই। আমাদের উভয়ের মধ্যে সেই কুমারী যাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে—তাহারই জয়! আমরা এখন তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত—এ :যুদ্ধের অবস'নে আমরা যদি উভয়ে জীবিত থাকি, আমরা উভয়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইব। কুমারী তোমার প্রতি অনুরাগিনী হইয়া, যদি তোমার গলে মাল্য দান করেন,—নিশ্চয় জানিও, আমি হৃদয়ে যতই ব্যথা পাই না কেন—আমি সুহৃদভাবে তোমার করমর্দ্দন করিব—আমি তোমাদের সুখে সুখানুভব করিব, আমি নিশ্চয় তোমাদের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিব।

প্রতিযোগীর মহৎভাবে মুগ্ধ হইয়া সবিস্ময়ে হেজলউড কহিলেন, "সত্য বলিতেছ? যদি তুমি কিছু মনে না কর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব কি? তোমার নিজের হৃদয়ে তুমি কতখানি সাফল্যের :আশা পোষণ কর?"

দিলেন্সি। আমি তোমার নিকট কোন কথাই গোপন করিব না। তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, ১৮৫৩ অব্দের জানুয়ারি মাসের একদিন সান্ধ্য নিমন্ত্রণে আমরা উভয়েই সার জেমস কুথবার্টের ভবনে উপস্থিত ছিলাম?

হেজলউড। খুব স্মরণ আছে। ঐ দিন প্রাতঃকালে সার জেমস্ কুথবার্ট আমাকে আশা দিয়াছিলেন, আমিই কেবল তাঁহার মতে তাঁহার জামাতৃ-পদ প্রার্থীর যোগ্য। যাউক তাহার পর?

দিলেন্সি। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে, কুমারী তাঁহার পিতার সহিত সেখানে কি পরামর্শ করিবার পর, আমার নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি আমি হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইলাম। তাহার পর কয়েক দিন তাঁহার সহিত আর সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিল না। সহসা আমি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশে আমার সৈন্যভার গ্রহণ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলাম। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, আমি কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট আমার হৃদয়ের অনুরাগের কথা ব্যক্ত করিলাম,—তিনিও যে আমার প্রতি আসক্তা——

হেজলউড। কুমারী যে তোমাকে ভালবাসে—নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছে? আচ্ছা তাহার পর?

দিলেন্সি। ইলয়িসের মুখে শুনিলাম, আমার সম্বন্ধে তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছে। ফরাসী সাধারণের উপর তাঁহার তেমন বিশ্বাস নাই। তত্রাপি তিনি বলিয়াছেন, যদি কখনও সখ্যতার বায়ু-হিল্লোলে উভয় জাতির জাতীয় পতাকা পাশাপাশি উড্ডীন হয়, তবেই তাঁহার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে। তখনও তুরস্কের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে রুসের সমর বিঘো-

ষিত হয় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও ইংরাজ বা ফরাসী সে যুদ্ধে যোগদান করিবে কি না এবং যোগ দিলেও উভয় জাতি এক যোগে তুরস্কের বা রুসের পক্ষ অবলম্বন করিবে কি না তাহার কোনই নিশ্চয়তা ছিল না। সুতরাং কথাটা শুনিয়া আমি বড়ই ভগ্নোদ্যম হইলাম। আমি সার জেমস কুথবার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সকল কথা বলিলাম। তাঁহার সেই এক উত্তর। উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরে যুদ্ধ বাধিল—ইংরাজ এবং ফরাসী তুরস্কের পক্ষাবলম্বন করিলেন। অসম্ভবও সম্ভব হইল। আমি আমার সৈন্য লইয়া তুরস্কে প্রেরিত হইলাম। পালিপোলিতে আসিয়া, জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম, ইংরাজের পতাকা-পার্শ্বে, ফরাসির পতাকা উড়িতেছে। আমি সার জেমসকে, তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া পত্র দিলাম, যথাসময়ে তাহার উত্তর আসিল। পত্রোত্তরে লিখিলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধে যদি আমি খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই—আমার হস্তে তাঁহার কন্যা অর্পণ করিয়া, তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে কখনই তিনি বিমুখ হইবেন না। মেজর হেজলউড! যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সরলপ্রাণে আমি সমস্তই তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম।

হেজলউড। তোমার কথায় আমি আমার বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়াছি। আমি আমার আচরণে লজ্জিত হইয়াছি। তোমার হৃদয় উচ্চ—তুমি মহৎ। তোমার সহিত প্রতিযোগিতায় গৌরব আছে। তোমার সদ্দৃষ্টান্তে আমার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। আমি আর সে হীন-চেতা—ক্ষুদ্রাশয় নাই। কিন্তু দিলেন্সি! এখনও আমি ইলোইসের আশা ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমরা পরস্পর প্রতিযোগী হইলেও, শত্রু নই। আজ হইতে রণে এবং প্রেমে তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী! কেমন তুমি সম্মত?

দিলেন্সি। সম্মত! তুমি জান না, আমি তোমার এ উদার মন্তব্যে কত সুখানুভব করিতেছি।

এই সময়ে বিউগিল বাজিয়া উঠিল। উভয় প্রতিযোগীতে বন্ধুভাবে করমর্দ্দন করিয়া, আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বালাকলাভার যুদ্ধ

আলমা যুদ্ধের পর সম্মিলিত শক্তিত্রয় ক্রিমিয়ার দক্ষিণ অংশে উপস্থিত হইলেন এবং শিবাস্তপোল অবরোধ করিলেন। ১৭ই অক্টোবর জল এবং স্থল উভয় দিক দিয়া, তাঁহারা শিবাস্তপোল আক্রমণ করিলেন। রুসের একশত ত্রিশটা বজ্রনাদী কামান হইতে অনলবর্ষণ আরম্ভ হইল—সম্মিলিত শক্তির একশত কুড়িটা কামান মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জন করিতে লাগিল। মধ্যাহ্নে ইংরাজ, ফরাসী এবং তুর্কীর রণপোত হইতে অবিশ্রান্ত নগরমধ্যে গোলা-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার মধ্যে অনেক দুর্গ একেবারে নীরব—অনেক জাহাজ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল।

বালাকলাভা সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত একটী নগর। শিবাস্তপোল এবং বালাকলাভার মধ্যে পরিখা খনন করিয়া, প্রাকার উত্তোলন পূর্ব্বক অবরোধকারীরা অবস্থিত। এই নব-নির্ম্মিত প্রত্যেক পরিখা বা প্রাকারের রক্ষাভার এক এক দল তুর্কী সেনার হস্তে সমর্পিত।

২৫শে অক্টোবর প্রত্যূষে একদল রুস-সেনা লিপ্রাণ্ডি নামক একজন সেনানীর অধীন এই সকল প্রাকার অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর

হইল। রুসের সে বিপুল বাহিনীর সম্মুখে, মুষ্টিমেয় তুর্কী-সেনার অবস্থান সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহারা পশ্চাৎ হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কামান-গুলিকে সঙ্গে আনিবার উপায় ছিল না—তাহাদিগকে সেই স্থানে ফেলিয়া আসিতে হইল। শত্রুরা যাহাতে তাহাদের কামান লইয়া, তাহা-দেরই সর্ব্বনাশ করিতে না পারে,—এই ভাবিয়া, কামানগুলিকে অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্যও অকর্ম্মণ্য করিতে গিয়া, তাহারা দেখিল, সেরূপ কোন যন্ত্র তাহাদের নিকট নাই—অগত্যা তাহাদিগকে তদবস্থায় ফেলিয়া তাহারা চলিয়া আসিল।

লিপ্রাণ্ডি সেই উচ্চপ্রাকার অধিকার করিয়া, পলায়নপর তুর্কী-সেনার পশ্চাতে একদল অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে ৯৩ সংখ্যক হাইল্যাণ্ডার সেনাদল আসিয়া তাহা-দিগকে বিতাড়িত করিয়া দিল। পরক্ষণে অসংখ্য রুস-সেনা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে দলে দলে ইংরাজ এবং ফরাসি-সেনা রণে অবতীর্ণ হইল। রুস-সেনা সংখ্যায় বহুগুণে তাহাদের অপেক্ষা অধিক হইলেও, তাহাদের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল।

রুস-সেনা পলায়ন কালে প্রাকারোপরি পরিত্যক্ত শত্রুর কামান কয়টাও লইয়া যাইতেছিল। তদ্দর্শনে লর্ড রাগলন অশ্বারোহী সেনার অধ্যক্ষ লর্ড লুকানের নিকট, কাপ্তেন নোলানের মারফৎ—ঐ কামান-গুলি কাড়িয়া লইবার জন্য এক লিখিত আদেশ প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন নোলা পত্র দিয়া কহিলেন, "ঐ রুস-সেনা কামান লইয়া যায়—উহাদিগকে এ কার্য্যে বাধা দিতে হইবে।"

লর্ড লুকান অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন না। তৎক্ষণাৎ লর্ড কার্ডিগানকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন।

লর্ড কার্ডিগান ছয় শত মাত্র অশ্বারোহী লইয়া—মুক্ত তরবারি-করে নক্ষত্রবেগে ছুটিলেন। মধ্যাহ্ন ভাস্কর-করে অসিফলক সকল ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। দক্ষিণে প্রাকারোপরি হইতে রুসের কামান কালানল বর্ষণ করিতেছে—বামে একটা উচ্চস্থানের উপর অবস্থিত ভীমনাদী শত্রুর কামান মহুর্মুহু গোলা নিক্ষেপ করিতেছে—সম্মুখে পলায়নপর রুস-সেনা—তাহাদের কামান বন্দুক হইতে কড়কাবৃষ্টির মত গোলাগুলি ছুটিতেছে। এই তিন দিক হইতে অগ্নিবৃষ্টি—এই তিন দিক হইতে ভীষণ আক্রমণ। লর্ড কার্ডিগান সে সকলে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তীরবেগে ছুটিলেন।

প্রতি মুহূর্ত্তে একজন না একজন অশ্বারোহী পড়িতে লাগিল—প্রতি পলে কেহ না কেহ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল—প্রতি নিমিষে সংখ্যার হ্রাস হইতে লাগিল—তথাপি এই নির্ভীক ভীমকর্ম্মা অশ্বসাদী-দল অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। কেহ ফিরিল না—কেহ অশ্ববল্গা সংযত করিল না—কাহারও হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিল না—মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া—পুরোবর্ত্তী সহচরের পতনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বীর-সেনা ছুটিল।

তাহারা প্রাকারে আরোহণ করিল। বহুসংখ্যক রুস-সেনা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া—তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ইংরাজ অশ্বারোহী তরবারী করে রুস-সেনার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া, তাহাদের ঘন সন্নিবেশিত শ্রেণী ভাঙ্গিয়া কামানের নিকট উপস্থিত হইল এবং কামান কাড়িয়া লইয়া পুনরায় সেই অগ্নিবৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যখন তাহারা এই অসমসাহসিক কার্য্যে যাত্রা করিয়াছিল,—তাহারা ছয় শত ছিল,—কিন্তু কেবল একশত চল্লিশ জন মাত্র ফিরিয়া আসিল। তাহাদের এই সাহাসের কথা—এই বীরত্বের গাথা চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জলন্ত ভাষায় গ্রথিত থাকিবে।

রুস-সেনা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে মেজর হেজলউড এবং কাপ্তেন দিলেন্সির সেনাও উপস্থিত ছিল। যুদ্ধাবসানে সেনানায়কগণ যখন সকলে একত্রে সমবেত হইলেন, দিলেন্সি হেজলউডকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। সন্দেহ এবং শঙ্কাকুলচিত্তে তিনি সকলকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একজনের মুখে সংবাদ পাইলেন, হেজলউড যুদ্ধের প্রারম্ভেই শত্রুর গুলিতে আহত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে।

দিলেন্সি অন্তরে বড়ই ব্যথা পাইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিষণ্ণচিত্তে অবস্থান করিয়া,—অবশেষে তাঁহার মৃতদেহের সংকার করিবার জন্য, তাঁহার শব অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্তূপাকারে রুস-সেনার মৃতদেহ ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে সেই সকল শবদেহ অপসারিত করিতে করিতে সর্ব্ব নিম্নে হেজলউডের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। শোণিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিলিপ্ত। শিরস্ত্রাণ কোথায় খসিয়া পড়িয়াছে। মুখে, ললাটে, কেশে শোণিতলেখা—রুধিরপ্লাবিত ধরণীশয্যায় বীরের রুধিরাক্ত গতায়ুদেহ প্রপতিত। পার্শ্বেই এক ক্ষুদ্র তটিনী—উদারহৃদয় দিলেন্সি শবদেহ বহিয়া তটিনীতীরে উপনীত হইলেন এবং নদীজলে রুমাল সিক্ত করিয়া, সযত্নে মৃতের মুখ, ললাট এবং কেশের রুধির-ধারা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। সহসা দিলেন্সি শিহরিয়া উঠিলেন—নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে বিস্ফারিতনেত্রে মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জলসেক পাইয়া, হেজলউডের বিশুষ্ক রক্তহীন ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল—তাহা হইলে, এখনও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই—জীবনের ক্ষীণবর্ত্তিকা এখনও বর্ত্তমান ভাবিয়া, তিনি তাঁহার জীবনরক্ষায় যত্নবান হই-

লেন। আহত সেনা সংগ্রহ করিবার জন্য নিকট দিয়া একখানা শকট যাইতেছিল—তিনি শকটবাহককে আহ্বান করিয়া, তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিলেন এবং আপন শিবিরে আনিয়া তাঁহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জিলা

আমরা মৃত নৌ-সেনাপতি ওসমান-পাশার দুহিতা জিলাকে রোডাভনের নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীতে, ওয়ালেশিয়ার কোন জমিদার বাটীতে রাখিয়া গিয়াছি। বৃদ্ধ জমিদারের সংসারে তাঁহার পত্নী এবং দুইটী কন্যা ব্যতীত একটী পুত্রও আছে। সে পুত্র তখন ফরাসী রাজধানী পারিসে অবস্থান করিতেছিল। তেবারিক রোডাভান ত্যাগ করিবার সময় জিলার নিকট তাঁহার প্রণয় ব্যক্ত করেন—এবং কুমারীর মুখে প্রতিদানে তাঁহার প্রণয়লাভ করিয়া, পিতৃব্যের আদেশে শিলিস্ত্রিয়ায় গমন করেন। শিলিস্ত্রিয়ায় সমর শেষ হইয়াছে। কুমারী যুদ্ধশেষে ভাবী পতির নিকট হইতে প্রণয়পূর্ণ পত্রিকা পাইয়া, সাদরে শতবার তাহা চুম্বন করিলেন।

যুদ্ধাবসনে বুখারেস্টে পিতৃব্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তেবারিক জিলার প্রতি তাঁহার আসক্তির কথা পরিব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া ওমার যাহার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে বৃদ্ধ ভূম্যধি-

কারীর নিকট হইতে এক নিমন্ত্রণ পত্র উপস্থিত হওয়াতে, ওমার ভ্রাতুস্পুত্রকে একমাসের অবসর দিলেন।

সুখের সময় অতি শীঘ্র চলিয়া যায়। তেবারিকের অবসর কাল তাহার অজ্ঞাতে কোথা দিয়া চলিয়া গেল। বিদায়গ্রহণকালে কহিলেন, "আমি যেখানেই থাকি, এইবার যখন আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, আর আমাদিগকে বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না।" নানা কারণে বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত জিলা জমিদার ভবনেই রহিলেন।

তেবারিক বুখারেস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময়ে দানিয়ুব-নদীর তীরে কতকগুলি নূতন দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল ওমার তাঁহাকে তাহার তত্ত্বাবধান লইবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

জিলার বয়স এখন পঁচিশ বৎসর কিন্তু তাঁহাকে ইহা অপেক্ষা অনেক ছোট দেখাইত। জিলা যে সুন্দরী, পাঠক পূর্ব্বে তাহার সংবাদ পাইয়াছেন। তিনি পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেও তাঁহার দেহে যৌবন-সঞ্চারকালের তাবৎ মাধুরীই পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার ভ্রমরকৃষ্ণ-কেশদাম—তাঁহার দুগ্ধালক্তক-রঞ্জিত বর্ণগরিমা—তাঁহার স্নিগ্ধজ্যোতিঃপূর্ণ কর্ণবিশ্রান্ত-নেত্র দর্শকমাত্রেরই হৃদয় আকৃষ্ট করিতে সমর্থ। তিনি মুসলমান কুমারী—তাঁহাদের অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনপ্রথা বর্ত্তমান কিন্তু তিনি শিবাস্তপোল যাত্রা করিবার সময় গ্রীস-রমণীর বেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে আর সে বেশ ধারণের আবশ্যকতা না থাকিলেও খৃষ্টানের আশ্রয়ে বাস করিতেছেন বলিয়া, তাঁহাদের আচার ব্যবহারের অনেকটা পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছেন। যখন বাড়ীর মধ্যে থাকেন, পরিচিত বা বন্ধু বান্ধবের সম্মুখে নিবিড় অবগুণ্ঠনে এখন আর বদন-চন্দ্রমা আবৃত করিয়া রাখেন না।

তেবারিকের প্রস্থানের দুই কিংবা তিন সপ্তাহ পরে বৃদ্ধ জমিদার সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পুত্র দেমাত্রিস বেরাণি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিংশ বৎসর। দেখিতে স্থপুরুষ—আমোদ-প্রিয়,—পিতার অর্থের অভাব ছিল না বলিয়া তিনি কোন বৈষয়িক কার্য্য করিতেন না। নিজের আমোদের জন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। আজি প্রায় তিন বৎসর প্যারী নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন; বৃদ্ধ ওডেসা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানিলেন, দেমাত্রিশ বেরাণি তাঁহার অনুপস্থিতি কালের মধ্যে ব্যাঙ্ক হইতে বিস্তর টাকা খরচ করিয়াছেন। প্যারীর বিলাস-পঙ্কিল সলিলে ডুবিয়া, পাছে পুত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া উঠে ভাবিয়া, তিনি তাঁহাকে স্বদেশে আসিতে পত্র লিখিলেন। দেমাত্রিসের এখনও তত অধঃপতন হয় নাই—বৃদ্ধ পিতার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না—তিনি বাড়ী আসিতেছেন।

তাঁহার পত্র আসিবার পনর দিন পরে, তিনি স্বভবনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তিন জন ভৃত্য। এক জন ওয়ালেসিয়ার অধিবাসী—এ ব্যক্তিকে তিনি এখান হইতেই সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভৃত্য ফ্রান্সবাসী। প্যারীতে অবস্থানকালে দেমাত্রিস তাহাকে নিযুক্ত করেন। তৃতীয় ভৃত্যকে পথিমধ্যে অস্ট্রিয়া রাজধানীতে গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ পুত্রের এবম্বিধ অমিতব্যয়িতা দর্শনে মনে মনে বিরক্ত হইলেও আপাততঃ কোন কথা বলিলেন না। তিন বৎসরের পর দেমাত্রিস বেরাণি বাড়ী ফিরিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া পিতা মাতা এবং ভগিনী—সকলেই আনন্দিত হইলেন।

কয়েক দিবস পরে একদিন পুত্রকে নির্জ্জনে পাইয়া, বৃদ্ধ অতিরিক্ত দাসদাসী নিয়োগের অপব্যয়িতার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

পুত্র উত্তর করিলেন, "আপনি আমার সঙ্গে যে ভৃত্যটা দিয়াছিলেন—সে বড় অসভ্য। দেশের পক্ষে সে উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু বিদেশে তাহার মত বর্ব্বর চাকর লইয়া বড়ই বিব্রত হইতে হয়। সভ্যদেশে লোকের সহিত মেশামিশি করিতে হইলে, নিকটে সর্ব্বদা আদব-কায়দা দুরস্ত সুসভ্য ভৃত্য রাখা প্রয়োজন।

বৃদ্ধ মৃদু ভৎ র্সনার স্বরে কহিলেন, "তোমার কথার ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, ওয়ালেসিয়ার সমাজ এখনও সভ্যতা শিখে নাই—এখনও তাহারা বর্ব্বর—অশিক্ষিত।"

পুত্র। না—ঠিক ও কথা আমি বলি নাই। তবে আপনিও স্বীকার করিবেন আমাদের ওয়ালেসিয়া অপেক্ষা বিয়ানা এবং প্যারী অনেক বিষয়ে বিস্তর অগ্রসর হইয়াছে। সেরূপ সভ্যদেশে থাকিতে হইলে, আমাদের এখানকার অশিক্ষিত ভৃত্যের দ্বারা কোন কাজই পাওয়া যায় না—সেইজন্য বাধ্য হইয়া আমি ভৃত্যরাজ জেসমিনকে আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি।

পিতা। চাকরটী একটী পুরা-দস্তর ফুলবাবু। যাউক, তাহার দ্বারা যখন তোমার বেশ-ভূষা বিন্যাসের বিশেষ সুবিধা হয়, তখন আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু বিয়ানার চাকরটার সম্বন্ধেই আমি তোমাকে দুই চারিটী কথা বলিতে চাই। আমার বহুকালের বিশ্বস্ত ভৃত্য তোমার নিকট অসভ্য বর্ব্বর হইল কিন্তু ও লোকটা তোমার না সভ্য, না সুহৃদ।

পুত্র। আপনাকে আমি সকল কথাই খুলিয়া বলিতেছি। করুণা-পরতন্ত্র এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থই আমি তাহাকে আমার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছি। আপনার পত্র পাওয়ামাত্র, আমি সত্বর প্যারি হইতে রওনা হই। বিয়ানা সহরে আমার পরিচিত অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে। আমি

পথশ্রম দূর করিবার জন্য তথায় কয়েকদিন অবস্থান করি। একদিন একটা—একটা—এক সান্ধ্য সমিতি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, একটা অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তার মধ্যে চারি পাঁচজন গুণ্ডা আমায় আক্রমণ করে। ঐ লোকটা যাহাকে আপনি ঘৃণা করিতেছেন, আসিয়া সাহায্য না করিলে, আমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইত।

পিতা। না আমি ঘৃণা করি নাই—তাহার পর কি হইল?

পুত্র। বাস্তবিক পিতা! ঐ লোকটার দ্বারাই সে দিন আমার জীবন-রক্ষা হইয়াছিল। লোকটার পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র—তাহার মুখে তাহার দুরবস্থার কাহিনী শুনিয়া, আমার দয়া হইল। তাহার আকৃতি কদর্য্য হইলেও, আমি তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তাহাকে আমার সেবায় নিযুক্ত করিয়া—তাহার জীবিকার্জ্জনের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছি।

পিতা। তোমার কথা শুনিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম। তাহার বাহ্যাকৃতি যতই কুৎসিত হউক—তাহার দ্বারা আমার সন্তানের জীবন-রক্ষা হইয়াছে ভাবিয়া, আজি হইতে আমিও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ। কি নাম তাহার?

পুত্র। লোকটা জর্ম্মাণ—নামটা বড়ই খটমটে। আমি তাহাকে লুই বলিয়া ডাকি।

এই স্থানে পিতাপুত্রের কথাবার্ত্তা শেষ হইল। দেমাত্রিশ সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া, লুইকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ লুই! পিতা যদি তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, জুয়ার আড্ডার বাহিরে —তোমার আমার যে প্রথম মিলন হয় সে কথা প্রকাশ করিও না— একটা অন্ধকার সরু গলিতে আমাকে দস্যুতে আক্রমণ করিয়াছিল— তুমি আসিয়া আমার সাহায্য কর—এই ভাবের কথা বলিও।"

লুই। যে আজ্ঞা। যেমন আদেশ করিবেন—সেইরূপই করিব। আমার মত কথার বাধ্য, উপযোগী সহচর আপনি খুব কমই পাই-বেন। শীঘ্রই একটা কাজে আমার সাহায্যের আবশ্যক হইবে।

প্রভু। কি কাজ? কেমন করিয়া বুঝিলে?

লুই। মহাশয়! আমার চোক আছে—আমি চোক বুঁজিয়া থাকি না। জিলা রূপবতী সুন্দরী—সুন্দরী যুবতী আপনার—

প্রভু। কিন্তু সে আমাদের অতিথি। আমার মাতা এবং ভগিনীর সখী—

লুই। তাহার সহিত এ আলাপ-পরিচয় অল্পদিনের। তাহার সহিত আপনাদের কোন সম্পর্কই নাই।

প্রভু। সত্য কথা। জিলা বড়ই সুন্দরী—অনিন্দ্য রূপবতী। কিন্তু —কিন্তু অপরের বাক্‌দত্তা পত্নী। যে ওমার-পাশা রুস-সেনাকে আমা-দের দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে,—তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র তেবা-রিক জিলার ভাবী পতি।

লুই। হাঁ—এ সকল সংবাদও আমি শুনিয়াছি। যাহা হউক, যাহা অভিরুচি। তবে আমার বক্তব্য এই,—জিলার রূপের তুলনা নাই—তাহার ভাবী স্বামী যেই হউক, ওয়ালেশিয়ার আভিজাত্যকুলের তুলনায় সে নগণ্য।

ভৃত্য এই বলিয়া প্রভুর সম্মুখ হইতে ত্বরিতপদে প্রস্থান করিল। দেমাত্রিস বেরাণি জিলাকে দেখিয়া অবধি তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার অন্তরে রূপজ-মোহের যে অনল এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে প্রধূমিত হইতেছিল, অদ্য ভৃত্যপ্রবরের সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য-বাতাসে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তত্রাপি তিনি সকল দিক ভাবিয়া নীরব রহিলেন। এদিকে অসন্দিগ্ধা সরলা জিলা অবাধে তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে

লাগিলেন। দেমাত্রিসের মধুর শিষ্টালাপের অন্তরালে যে, বিষবর্ত্তিকা জ্বলিতেছিল, তাহা তিনি কেন, তাঁহার পিতামাতা বা ভগিনীরা পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

দিনে দিনে দেমাত্রিস জিলার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচ্ছন্ন প্রণয় তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। জিলা বাকদত্তা—নচেৎ তাঁহার প্রণয় জ্ঞাপন করিতেন। সে পথও রুদ্ধ। জিলা যে তেবারিকের প্রেম উপেক্ষা করিয়া, তাঁহার প্রতি অনুরাগিনী হইবেন না ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ কাটিল। লুই ইহার মধ্যে এ সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন না করিলেও, গোপনে প্রভুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। তাঁহার অন্তরে কি ভাবের স্রোত বহিতেছিল,—তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। অবশেষে একদিন সুযোগ পাইয়া কহিল, "সে দিন জিলা তাহার প্রণয়াস্পদ তেবারিকের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইয়া, বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে পড়িতেছিল। আমি একটু অন্তরালে থাকিয়া, তাহার ভাব লক্ষ্য করিতেছিলাম। মনের আনন্দে তাহার মুখের কি মাধুরীই বাড়িয়াছিল! আমি যদি আপনি হইতাম —আপনার মত আমার যদি রূপ এবং ধন থাকিত—"

বাধা দিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ তাহার পর কি হইল? কি দেখিয়াছ, তাহাই বল।"

লুই। সুন্দরী বার বার পত্র পাঠ করিতে লাগিল। সে প্রণয়-পত্র, একবার পড়িয়া কি মনের তৃপ্তি হয়। অন্ততঃ দশবার কি বারবার পত্রখানা পড়িল। পড়িতে পড়িতে, তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল—মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। হইবারই কথা, তেবারিক বুখারেস্তে ফিরিয়া আসিতেছে—সেখানে আসিয়াই ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে এখানে ছুটিয়া আসিবে।

প্রভু। কেমন করিয়া তুমি এ সংবাদ পাইলে ?

লুই। কারণ আমি সে পত্র পড়িয়াছি।

প্রভু। তুমি! বল কি ?

লুই। হাঁ। সুন্দরী আপনাকে আসিতে দেখিয়া, পত্রখানা তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখে কিন্তু ব্যস্ততাবশতঃ পত্রখানা পড়িয়া যায় এবং বাতাসে উড়িয়া, আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তথায় উপস্থিত হয়।

প্রভু। হাঁ—আমিও সে দিন তাহার একখানা পত্র হারাইবার কথা শুনিতেছিলাম বটে, কিন্তু ইহাতে আমাদের কি উপকার হইবে ?

লুই। শুনন বলিতেছি।

এই বলিয়া শঠ-শিরোমণি পিশাচ লুইর উর্ব্বর মস্তিষ্কে যে নারকীয় কল্পনার উদ্ভব হইয়াছিল,—তাহা প্রভুর সমীপে প্রকাশ করিল।

দেমাত্রিস জিলার রূপে উন্মত্ত হইয়াছেন—এখন আর তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান নাই। তিনি সহজেই লুইর প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কারাকেল

পরদিন প্রাতর্ভোজনে বসিয়া দেমাত্রিস কথায় কথায় কহিলেন, তিনি তাঁহার ভৃত্য লুইকে ক্রজোড়া নগরে কতকগুলি দ্রব্য খরিদ করিতে পাঠাইতেছেন, যদি কাহারও কোন দ্রব্যের আবশ্যক থাকে, তাহাকে অনায়াসে ক্রয় করিবার জন্য দিতে পারেন। কাহারও কোন

দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল না—লূই মধ্যাহ্নে অশ্বারোহণে কেবল প্রভুর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিই খরিদ করিতে বাহির হইল এবং পরদিন সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিল। লূই যে, রুজোডায় না গিয়া, অন্যত্র গিয়াছিল এবং প্রভুর সহিত পরামর্শ করিয়া, কোন পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিল, তাহা কেহ সন্দেহও করিল না।

পরদিন মধ্যাহ্নে এক অশ্বারোহী দূত বৃদ্ধ জমিদারের বাটীতে উপস্থিত হইল, এবং জিলার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র তেবারিকের—হস্তাক্ষর দর্শনে জিলা চিনিতে পারিল। সুন্দরী স্পন্দিত-হৃদয়ে পত্রহস্তে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তেবারিক বুখারেস্তে উপস্থিত হইয়াই এই পত্র লিখিয়াছেন। গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে, এখন তিন সপ্তাহ তিনি বুখারেস্ত ত্যাগ করিতে পারিবেন না। আয়েসা বুখারেস্তে আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। পথশ্রমে তিনি বিশেষ ক্লান্ত এবং তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ না থাকিলে, তিনি স্বয়ং রোডাভনে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতেন। তাঁহার পিতামাতা এবং খুল্লতাত ওমারও তথায় উপস্থিত আছেন। বিবাহের সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে—জিলা উপস্থিত হইলেই বিবাহ হইবে। তেবারিক পত্রে এই সকল বিবৃত করিয়া, তাঁহাকে অতি সত্বর বুখারেস্তে যাইবার জন্য অনুনয় করিয়াছেন।

এ পত্র পাঠ করিয়া জিলা আনন্দিত হন নাই, এ কথা বলিলে নারী-হৃদয়ের ভালবাসার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইবে। জিলার প্রথম আনন্দবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে,—তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট এ শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সকলেই তাঁহার আহ্লাদে আহ্লাদিত হইয়া, আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুখারেস্ত যাত্রার অনুমোদন করিয়া—তাঁহার নিজের গাড়ী দিতে প্রতিশ্রুত

হইলেন। পত্রবাহক প্রকৃষ্টরূপে পুরস্কৃত হইয়া, জিলার একখানি পত্র লইয়া, অগ্রে সংবাদ দিতে চলিল।

বেলা তিনটার মধ্যে গাড়ী প্রস্তুত হইল। দুইজন রক্ষী, একজন বৃদ্ধ ভৃত্য এবং একজন দাসী জিলার সঙ্গে চলিল। অশ্রুপ্লাবিতমুখী কৃতজ্ঞহৃদয়া কুমারী সকলের নিকট বিদায় লইলেন। স্ত্রীলোকেরা সস্নেহে আলিঙ্গন করিল—বৃদ্ধ, পিতার মত বাৎসল্যভয়ে তাঁহার ললাট চুম্বন করিলেন—দেমাত্রিস শিষ্টাচারের সহিত তাঁহার করচুম্বন করিয়া, তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

চতুরশ্ব-সংযোজিত শকট ছুটিল। প্রিয়বিরহবিধুরা জিলা গাড়ীতে বসিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের গৃহ ত্যাগ করিয়া, অন্য এক নূতন সংসারবক্ষে স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন। সেখানে তেবারিক তাঁহার জন্য ঔৎসুক্যাকুলহৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছে ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—তাঁহার অধরে হাসি ফুটিল। একদিকে বন্ধু-বিচ্ছেদ-ব্যথার অশ্রুজল,—অন্যদিকে প্রিয়সমাগম সুখের হাসি। অশ্রুরাশির মধ্যে তাঁহার সেই হাস্যের বিকাশ,—শারদগগনে রৌদ্রবৃষ্টির মত প্রতিভাত হইতে লাগিল।

কারাকল একটী ক্ষুদ্র সহর, রোডাভান হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে নিশাযাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুনর্যাত্রা করিলে, সন্ধ্যা নাগাদ বুখারেস্তে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। চাকর এবং দাসী গাড়ীর বাহিরে বসিয়া আছে, সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই—গোধূলির অন্ধকারে ধরণী-পৃষ্ঠ ক্রমশই পরিম্লান হইতেছে। আমরা এই স্থলে বলিয়া রাখি, যে দিন ক্রিমিয়ার বিখ্যাত বালাকলাভার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, জিলা ঠিক সেই দিন রোডাভন হইতে বুখারেস্তের অভিমুখে যাত্রা করেন।

জিলা শকটের মধ্যে আরামে বসিয়া নিজের সুখের কল্পনায় বিভোর, সহসা কতকগুলি অশ্বের দ্রুত পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। অশ্বারোহিগণ শকটের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, গাড়ীর গতি রুদ্ধ হইল এবং বাহিরের দাসদাসী ও রক্ষীদ্বয় সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। একজন অশ্বারোহী সত্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, গাড়ীর দরজা খুলিল এবং জিলাকে অবতরণ করিতে আদেশ করিল। জিলা মনে করিলেন, আবার তিনি রুসের-হস্তে বন্দী হইয়াছেন—তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

অশ্বারোহীরা সংখ্যায় চারিজন। দুইজন রক্ষীদিগকে আটক করিয়া রাখিল—একজন শকটচালক এবং ভৃত্যের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইল। চতুর্থ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া জিলার নিকট আসিল। সকলেরই ছদ্মবেশ—সকলেরই মুখে কাল মুখস।

ছদ্ম অশ্বারোহী বিকৃতকণ্ঠে জিলাকে গাড়ীর বাহির হইতে বলিল। জিলা তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না—তিনি জ্ঞান হারাইলেন। দুর্ব্বৃত্ত তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ বাহুবেষ্টনে ধরিয়া নিজের অশ্বে আরোহণ করিল এবং স্বদলে সে স্থান ত্যাগ করিল।

এই দুর্ব্বৃত্ত অশ্বারোহী চতুষ্টয় কে পাঠক কি বুঝিতে পারিয়াছেন? স্বয়ং দেমাত্রিস বেরাণি—তাঁহার ভৃত্য জেসমিন এবং লুই ও সেই জালপত্রবাহক,—অশ্বারোহী দূত।

তাঁহারা কয়েক মিনিটের মধ্যে একটী গির্জ্জাদ্বারে উপনীত হইলেন। গির্জ্জার মধ্যে মিট মিট করিয়া একটী আলোক জ্বলিতেছিল, এবং একজন পুরোহিত পূর্ব্ব-বন্দোবস্তানুসারে তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন।

গির্জ্জাদ্বারে উপনীত হইয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে পর, জিলার চেতনা সঞ্চার হইল। দেমাত্রিস এখনও তাঁহাকে বাহুমধ্যে

আবদ্ধ করিয়া আছেন। তিনি মুখের আবরণ খুলিয়া সহজস্বরে কহিলেন, "জিলা—জিলা! প্রাণের জিলা! আমায় ক্ষমা কর! আমি তোমার রূপে উন্মত্ত হইয়া, তোমাকে পাইবার জন্য এ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

জিলা বিকট চীৎকার করিয়া, সবলে তাঁহার বাহুবেষ্টন হইতে বিমুক্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। দেমাত্রিস কহিলেন, "জিলা! আমি তোমায় ভালবাসি! আমি তোমার রূপের উপাসনা করি। আমি তোমাকে বিবাহ করিব বলিয়া এখানে আনিয়াছি—পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই—তোমায় আমার কবল হইতে মুক্ত করে। কাল তুমি যে পত্র পাইয়াছ—তাহা জাল। তেবারিকের আশা ত্যাগ করিয়া, আমায় বিবাহ কর।

"দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ!" বলিয়া জিলা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তাহার পর কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "হায় আল্লা আমার কি হইবে!"

দেমাত্রিস পুনরায় তাঁহাকে ধরিয়া, বলপূর্ব্বক গির্জ্জার মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিলেন। জিলা প্রাণপণ শক্তিতে তাঁহার কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। লুই অশ্বগণের পাহারায় গির্জ্জার বাহিরে রহিল, অপর অনুচরদ্বয় প্রভুর সহিত ক্লাদির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

দরজা বন্ধ হইবামাত্র লুই চমকিয়া উঠিল। কতকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনিল। তাহারা বায়ুবেগে গির্জ্জার অভিমুখে আসিতেছে।

"সব নষ্ট হইল!" বলিয়া, সে একটা অশ্বে উঠিয়া নক্ষত্রবেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

লুই দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া অশ্বচালনা করিতে লাগিল। বহুদূর প্রস্থানের পর সহসা অশ্ববল্গা সংযত করিয়া দাঁড়াইল। কোন শব্দ

শুনিতে পাইল না। সম্মুখেই কারাকেল সহর। সে ভাবিতে লাগিল, "এখন আমি কি করি? কারাকেলে যাইয়া রাত্রিবাস করি। রক্ষী বা ভৃত্য আমায় চিনিতে :পারিবে না। ঘটনার ফলাফল অবগত হওয়া আমার একান্ত কর্ত্তব্য। পুরস্কারের প্রলোভন ছাড়িয়া—এবং এ হেন প্রভুর কার্য্য ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব? দেমাত্রিস শক্তিশালী, সম্ভ্রান্ত বংশেরসন্তান। যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয়—ঘুস দিয়া, টাকার জোড়ে বাঁচিয়া যাইবে—আমাকেই বা কোন সে রক্ষা না করিবে? না, কারাকেল ছাড়িয়া যাওয়া হইবে না। সরায়ে আশ্রয় লই—কিয়ৎক্ষণ পরে লোকমুখে কোথাকার জল কোথায় মরে, এখনই শুনিতে পাইব।"

এইরূপ ভাবিয়া লুই কারকেলে উপস্থিত হইল এবং এখানকার একমাত্র হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই হোটেলে সে আর এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। একজন সহিস তাহার ঘোড়া লইয়া আস্তাবলে গেল—লুই হোটেলে প্রবেশ করিয়া খাইতে বসিল। লুই আপন চিন্তায় মগ্ন না থাকিলে, পরিচারিকার মুখ-মণ্ডলে কি যেন একটা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, দেখিতে পাইত।

লুই যে কক্ষে বসিয়াছিল, তথায় আর কেহ প্রাবশ করিল না। কিন্তু সিঁড়ি দিয়া লোকজন উঠিতেছে, নামিতেছে—উপরের কক্ষে বিচরণ করিতেছে—তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। হোটেলে আরও অনেক লোক আসিয়াছে ভাবিয়া, লুই পরিচারিকাকে ডাকিয়া, তাহার শয়নকক্ষ দেখাইয়া দিবার জন্য বলিল।

দাসী বলিল, "অন্য সকল ঘরে লোক আছে। উপরে একটা মাত্র ঘর খালি আছে।"

এই সময়ে অদূরে বহু অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল। লুইর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, "কোন্ ঘর—চল দেখাইয়া দিবে।"

দাসী কহিল, "তুমি ত রাস্তা জান। সে দিন আসিয়া যে ঘরে ছিলে, ঠিক তাহার উপরকার ঘরটী।"

এই সময়ে অশ্বারোহিগণ হোটেলের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। লুই আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সত্বরপদে তাহার শয়নকক্ষের উদ্দেশে চলিল।

লুই তাহার কক্ষে কিয়ৎক্ষণ নীরবে অবস্থান করিল। সে ঘর হইতে নীচের কোন কথা শুনিবার বা দেখিবার উপায় নাই। লুই সাহসে ভর করিয়া, নীচে কি হইতেছে দেখিবার জন্য নিম্নতলে আসিতে মনস্থ করিল। ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া—উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। সমস্ত নীরব। লুই সোপান বহিয়া নামিতে লাগিল।

লুই দ্বিতলে নামিয়া আসিল। একটা কক্ষদ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত রহিয়াছে। কক্ষমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে। লুই কক্ষদ্বারে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল। কক্ষস্থ ব্যক্তি যে নিদ্রিত, তাহা তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দে বুঝিতে পারিল। লোকটা কে দেখিবার জন্য তাহার হৃদয়ে একটা অদম্য কৌতূহলের আবির্ভাব হইল। লুই উকি মারিয়া দেখিল একজন তুর্কী যোদ্ধা তাঁহার রণসাজ খুলিয়া রাখিয়া গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

সুপ্ত ব্যক্তি ওমার পাশা। তাঁহাকে চিনিতে পারিবামাত্র, লুইর কদাকার বীভৎস মুখে যে নরকের ছবি ভাসিয়া উঠিল, তাহার বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। লুই সেই স্থানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল।

সহসা তাহার কার্য্যকরী শক্তি—তাহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মুহূর্ত্তে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা সুতীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া ওমারকে হত্যা করিবার জন্য নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। অকস্মাৎ

পশ্চাৎ হইতে কে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল এবং ছোরা কাড়িয়া লইল।

তাহারা পরস্পরকে চিনিল! আর একবার রুস সেনাপতি গ্রোটস্কপের কক্ষে তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু লোকটা কে—তাহার প্রকৃত :পরিচয় কি, তেবারিক এখনও জানিতে পারেন নাই।

তাঁহাকে অধিকক্ষণ অজ্ঞ থাকিতে হইল না। ধস্তাধস্তির শব্দে ওমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "একি! এও সম্ভব! দানিয়াল লামবার্গ!"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হত্যাকারী

দেমাত্রিস বেরাণি এবং দানিয়েল লামবার্গের জাল পত্র পাইয়াই যে জিলা প্রতারিত হইয়াছিলেন, পাঠকের এখন আর তাহা বুঝিতে বাকি নাই। সে যাহা হউক, তেবারিক এই সময়ে প্রকৃতই বুকারেস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি জিলাকে কোন সংবাদ প্রেরণ না করিয়া, স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে লইবার জন্য খুল্লতাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সদাশয় ওমার শুদ্ধ অনুমতি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—মৃত নৌসেনাপতির নন্দিনীর প্রতি সম্যক সম্মানপ্রদর্শনার্থ স্বয়ং তেবারিকের সহিত যাইয়া, তাঁহাকে আনিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে তাঁহারা ছয় জন মাত্র অশ্বারোহী সেনা, তিন জন শরীর-

রক্ষী এবং দুই জন মাত্র পরিচারক সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গত হন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা কারাকেলে উপস্থিত হন। এই সময় সহসা ওমারের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। তিনি কারাকেলের পান্থাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। জিলাকে দেখিবার জন্য তেবারিকের অন্তর যে বিদগ্ধ হইতেছিল, ওমার তাহা জানিতেন,—তজ্জন্য তিনি তেবারিককে একাই যাইবার জন্য আদেশ করেন। তেবারিক পিতৃব্যকে অসুস্থাবস্থায়—পান্থাবাসে রাখিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া, ওমার কহিলেন, "তুমি অগ্রে গিয়া সংবাদ দাও—একজন ভূম্যধিকারীর ভবনে অগ্রে সংবাদ না দিয়া, আমার যাওয়া কর্ত্তব্য নয়।"

অগত্যা তেবারিক, একজন শরীর রক্ষী ও দুই জন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া, রোডাভান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, পথিমধ্যে একখানা গাড়ী দণ্ডায়মান। তাহার চালক দুইজন অশ্বারোহী রক্ষী ও একজন পরিচারিকা নিতান্ত কাতরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, তাহারা নিতান্ত কাতরতার সহিত তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কহিল, "কয়েকজন মুখসধারী দস্যু তাহাদের নিকট হইতে একটী রমণীকে লইয়া পলাইয়াছে।" শকটচালক তেবারিককে চিনিতে পারিল। তিনি তাহার মুখে সকল ঘটনা শুনিয়া যে পথে দস্যুরা জিলাকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল,—সেই পথ দিয়া বিদ্যুৎগতিতে অশ্ব ধাবিত করিলেন।

তাঁহারা অনতিবিলম্বে গির্জ্জার সমীপবর্ত্তী হইলেন। দ্রুত অশ্বপদধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল কিন্তু তাঁহারা তাহার অনুসরণ না করিয়া গির্জ্জাদ্বারে অবতীর্ণ হইলেন। দ্বার রুদ্ধ—ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। তেবারিক বলপ্রয়োগে দ্বার ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলেন।

নিকটে একখানা প্রকাণ্ড কাষ্ঠ পড়িয়াছিল। তাঁহার অনুচরবর্গ সেখানা ধরাধরি করিয়া তুলিয়া, তাহার দ্বারা দ্বারে আঘাত করিল। প্রথম আঘাতে কিছু হইল না—দ্বিতীয় আঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া পড়িল। জিলার অপহরণকারী কে বা কাহারা, তেবারিক তাহা অবগত নহেন।

গির্জ্জার অভ্যন্তরে কি হইতেছে, একবার দেখা যাউক। দেমাত্রিস জিলাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার অনুচরদ্বয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। জিলা উন্মাদিনীর মত আর্ত্তনাদ করিয়া, পাষণ্ডের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন কিন্তু দেমাত্রিসের রাক্ষসী শক্তির নিকট তাহার ক্ষুদ্রশক্তি কার্য্যকরী হইতেছে না।

মন্দির-বেদিকায় দুইটী বাতি জ্বলিতেছে। পুরোহিত এবং তাঁহার অনুচর কয়জন বেদীর উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাহিরে বহু অশ্ব-পদশব্দ শুনিয়া দেমাত্রিস কহিলেন, "পবিত্র পিতা! শীঘ্র বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফেলুন। একবার আমরা বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইলে, জগতের কোন শক্তি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।"

দেমাত্রিস জিলার কটী বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান। জিলা অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া,—কোন অভূতপূর্ব্ব শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া,—তাঁহার বাহু-বন্ধন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দ্বারোদ্দেশে ছুটি-লেন। দেমাত্রিসও তাঁহাকে পুনরায় করগত করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎধাবন করিলেন। ঠিক এই সময়ে দ্বারে প্রথম আঘাত পড়িল। সে আঘাতে গির্জ্জার ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। দেমাত্রিস পুনরায় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। হতাশায় উন্মাদিনীর ন্যায় জিলা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া, প্রাণপণশক্তিতে হস্ত মুক্ত করিতে

প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। দেমাত্রিসের শরীরে অসীম বল। তিনি তাঁহাকে কোলে করিয়া শিশু বলিকার মত শূন্যে তুলিয়া পুনরায় বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় আঘাত পড়িল—সশব্দে দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। কাতরা জিলার করুণ কণ্ঠের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তেবারিকের কর্ণে প্রবেশ করিল।

দেমাত্রিসের অনুচরদ্বয় তাঁহার গতিরোধ করিতে ধাবিত হইল কিন্তু তিনি তাহাদিগকে সবলে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তরবারিকরে জিলার উদ্ধারার্থে প্রধাবিত হইলেন।

আনন্দোন্মত্তা জিলার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল,—"তেবারিক !"—সে স্বর—সে নাম দেমাত্রিসের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, হতভাগ্য তাঁহার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া, সভয়ে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

পর মুহূর্ত্তে জিলা তেবারিকের বাহুমধ্যে ছুটিয়া আসিয়া জ্ঞান হারাইলেন।

তেবারিক চীৎকার করিয়া কহিলেন, "পাষণ্ডগণকে বন্দী কর।" মুহূর্ত্তে দেমাত্রিস বেরাণি অনুচরদ্বয়ের সহিত শৃঙ্খলিত হইল।

পুরোহিতের কর্ণে তেবারিকের নাম প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। এক্ষণে নিজ অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু করিবার মানসে সংজ্ঞাশূন্য জিলাকে তাঁহার আবাসে লইয়া শুশ্রূষা করিবার প্রস্তাব. করিলেন। তেবারিক সহজেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাঁহার সহিত গির্জ্জার অপর দ্বার দিয়া, তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং জিলার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য বিধিমতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন।

ব্যথিতহৃদয়ে তেবারিক তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ রমণীর দেহ-লতিকায় বুঝি বা আর চৈতন্যোন্মেষ

হইবে না। অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্ব্বৃত্ত পুরোহিত স্বকীয় অপরাধ প্রক্ষালনের অভিপ্রায়ে কি বলিতে যাইতেছিলেন। তেবারিক কর্কশকণ্ঠে তাঁহাকে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকার পরে, জিলার জ্ঞান সঞ্চারের পূর্ব্বলক্ষণ পরিস্থচিত হইল।

সুন্দরী ধীরে ধীরে নয়নোন্মীলন করিলেন। প্রণয়ীহৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তেবারিক তখন অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

যে সংসারে এত দিন তিনি সসম্মানে এবং সমাদরের সহিত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের সদাশয়তা এবং সদ্ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতে, দয়াবতী জিলার অন্তর দুঃখে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তেবারিক মহা বিপদে পড়িলেন। এরূপ অত্যাচারীর অপরাধে উপেক্ষা প্রদর্শন একদিকে যেমন অসম্ভব,—অন্যদিকে দেমাত্রিসকে অভিযুক্তা এবং দণ্ডিত করিয়া, বৃদ্ধ ভূম্যধিকারীর অন্তরে ব্যথা দেওয়াও তেমনি দুষ্কর কঠিন কার্য্য। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর, তেবারিক সমস্ত বিষয় পিতৃব্য-চরণে নিবেদন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনিই ইহার যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

তিনি তৎপরে শঙ্কাতুর পুরোহিতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "তুমি এরূপ পবিত্র পুরোহিতপদের অযোগ্য। যদি স্বেচ্ছায় এ পদ পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান না কর—নিশ্চয় তোমাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।"

পুরোহিত তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া কাতরস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইলেন। তেবারিক ঘৃণাভরে তাঁহার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া, অনুচরদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বন্দীদিগকে কারাকেলে লইয়া যাও, সেনাপতি যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন।"

দেমাত্রিস কহিলেন, "অনুগ্রহ করিয়া আমার একটা কথা শুনি-বেন কি ?"

তেবারিক কহিলেন, "আমায় কোন কথা বলা বৃথা। তোমার অপরাধ যেরূপ গুরুতর—তাহাতে ক্ষমা প্রার্থনা অসম্ভব। আমার উর্দ্ধতন শক্তিশালী কোন কর্ম্মচারী তোমার অপরাধের বিচার করিবেন।"

দেমাত্রিস পুনরায় কহিলেন, "একটা কথা,—আমি ভালবাসিয়া পাগল হইয়াছি। আমার উন্মাদকর প্রণয়ই আমাকে এ কার্য্যে বাধ্য করিয়াছে। আমি তাঁহার নিকট কোন প্রকার অসম্মানকর দূষণীয় প্রস্তাবের উত্থাপন করি নাই। তাঁহাকে :বিবাহ করিতেই উদ্যত হইয়াছিলাম। জিলা মুসলমানী হইলে,—"

বাধা দিয়া তেবারিক কহিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে। তোমার মত হীনচেতা কাপুরুষের কথা আর শুনিতে চাই না।"

ভীরু অপবাদে দেমাত্রিস গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তেবারিক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, বন্দী কয়জনকে লইয়া অগ্রসর হইতে অনুচরগণের প্রতি পুনরাদেশ প্রচার করিলেন। তাহারা প্রস্থান করিলে, তিনি জিলাকে তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া, স্বয়ং পদব্রজে, যে স্থানে গাড়ী ছিল তথায় উপস্থিত হইলেন।

দাস-দাসীরা জিলাকে দেখিয়া একদিকে যেমন আহ্লাদিত হইল, —অন্যদিকে তাহাদের প্রভু-তনয় দেমাত্রিসকে বন্দী দেখিয়া তেমনি বিস্মিত হইল।

জিলা পুনরায় শকটারোহণ করিলেন। তেবারিক অশ্বারোহণে শকটের পাশে পাশে চলিলেন।

কারাকোলে উপস্থিত হইয়া, পান্থাবাসের একটা কক্ষেই বন্দীগণকে

আবদ্ধ রাখা হইল। জিলাকে পৃথক একটা কক্ষে রাখিয়া, তেবারিক পিতৃব্যকে তাবৎ বিষয় জ্ঞাপন করিতে চলিলেন। ওমার পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন—তেবারিক যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া, তাঁহায় জীবন রক্ষা করিলেন।

যদি নরপিশাচের ছুরিকা ওমারের হৃদয়ে বিদ্ধ হইত—যদি তাঁহার হৃৎশোণিতে পান্থাবাসের কক্ষমৃত্তিকা সিক্ত হইত, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশই না হইত। তুরস্কের ইতিহাসের ঘটনাস্রোত আজ তাহা হইলে এভাবে বহিত না। সর্ব্বদর্শী ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

ধস্তাধস্তির শব্দে ওমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। মুহূর্ত্তে তিনি লম্ফ-দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখে দানিয়েল লামবার্গের নাম উচ্চারিত হইবা মাত্র, সকলে যার পর নাই ভীত এবং চকিত হইয়া পড়িল। ওমার নিমিষে প্রকৃতিস্থ হইয়া, প্রীতিপূর্ণনেত্রে তেবারিকের মুখপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

দানিয়েল লামবার্গ নতবদনে দণ্ডায়মান। যাঁহার প্রাণ লইতে উদ্যত হইয়াছিল, তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইতেছে না। ওমার ধীরে ধীরে কহিলেন, "দানিয়েল লামবার্গ! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত। তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। কাহারও প্রাণদণ্ড করিতে আমি ঘৃণাবোধ করিলেও, তোমার মত নর-পিশাচ নরলোকে বিচরণ করিবে—ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়। যাও—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও গিয়া—পার যদি পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর—কাল সূর্য্যোদয়ে তোমার জীবন দণ্ড হইবে। যাও রক্ষীবর্গ ইহাকে কোন একটা সুরক্ষিত স্থানে বন্দী করিয়া রাখ গিয়া।"

তেবারিক কহিলেন, "এই সময়ে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমি এই লোকটাকে পূর্ব্বে আর একবার দেখিয়াছি। এই পাষণ্ড রুস-সেনাপতি প্রিন্স গ্রোটঙ্কপের খাস কামরায় অপেক্ষা করিতেছিল—”

বাধা দিয়া ওমার কহিলেন, “বুঝিয়াছি—সমস্তই আমার স্মরণ আছে।” তাহার পর লামবার্গের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “হতভাগ্য! তোমার কোন কথা বলিবার আছে?”

রূঢ়স্বরে দানিয়েল কহিল, “এখন আর আমার কোন কথা গোপন করিয়া লাভ নাই। রুস-সেনাপতি তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে বহু অর্থ দিয়াছিলেন।”

আর শুনিবার আবশ্যক হইল না। ওমার হাত তুলিলেন। রক্ষী-বর্গ বন্দীকে লইয়া প্রস্থান করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাণদণ্ড

তেবারিক এক্ষণে অবসর পাইয়া পিতৃব্যকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। ওমার সর্ব্বপ্রথমে জিলার কক্ষে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার ভাবী ভ্রাতু-ষ্পুত্র বধূকে অবলোকন করিলেন। তাহার পর তাঁহার নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, “জিলার প্রতি এ অত্যাচার পৈশিচিকতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই কিন্তু আমরা বৃদ্ধ ভূম্যধিকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। বৃদ্ধ পিতৃমাতৃহীনা জিলার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে কোনই ত্রুটী করেন নাই। রুস-সেনাপতি আমার জীবন হনন করিবার জন্য দানিয়েল লামবার্গের যে সাহায্য লইয়াছিল, তাহা এই

মাত্র, তুমি তাহার নিজ মুখেই শ্রবণ করিলে। প্রিন্স গ্রোটস্কপের সাময়িক বিভাগে যে খ্যাতি এবং সম্ভ্রম ছিল, মৎ-পরিচালিত সৈন্যের নিকট পুনঃপুনঃ পরাজিত হওয়াতে, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। যশস্বীর যশোনাশ বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্ভ্রমের বিলোপই তাহার পাপের প্রকৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত, আমরা গ্রোটস্কপকে ক্ষমা করিব। তাহার কুকীর্ত্তি প্রচার করিয়া, তাহাকে আর অধিক দণ্ডিত করিব না। দেমাত্রিস বেরাণীকেও আমারা তাহার বৃদ্ধ পিতার খাতিরে মার্জ্জনা করিব। তাহারা জিলার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছে, তাহারই জন্য দেমাত্রিসকে কিছু বলিব না। তুমি এক কাজ কর, ভূম্যধিকারীকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া এক পত্র লেখ।"

তেবারিক পত্র লিখিতে বসিলেন। তাঁহার লেখা শেষ হইলে, ওমার তাঁহার প্রধান শরীর-রক্ষীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "প্রভাত হইবামাত্র দুইজন অশ্বারোহী সেনা লইয়া, তুমি বন্দী দেমাত্রিসকে রোডাভানে তাহার পিতার নিকট লইয়া গিয়া, এই পত্রখানি দিবে এবং তাহার অনুচরদ্বয়কে ওয়ালেশিয়া ত্যাগ করিতে আদেশ করিবে, যদি কখনও তাহাদিগকে পুনরায় এ রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়— তাহারা ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

এই সময়ে ওমারের দেহরক্ষী আসিয়া সংবাদ দিল, দানিয়েল লামবার্গকে যখন নগরের কোন সুরক্ষিত স্থানে বন্দী করিয়া রাখিতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন জিলার সমভিব্যহারী জনৈক ভৃত্য তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে,—এ লোকটা দেমাত্রিসের অন্যতম অনুচর।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ওমার দেমাত্রিসকে তাঁহার সম্মুখে হাজির করিতে আদেশ করিলেন। দেমাত্রিস প্রাণভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিলেন। দানিয়েল লামবার্গের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সরলভাবে

সকল কথা ব্যক্ত করিয়া—তাহার সহিত কোথায়, কি ভাবে প্রথম পরিচয় হয় এবং নরহত্যার মত হেয় কার্য্যের সহিত তাঁহার যে কোন সংস্রব নাই,—তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ওমার তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

নগরের প্রান্তভাগে ভূগর্ভে একটা সরকারী কয়েদখানা ছিল,—সদরে পাঠাইবার পূর্ব্বে কয়েদীগণকে এখানে আবদ্ধ রাখা হইত। ভূগর্ভে একটী সমচতুস্কোণ প্রকোষ্ঠ। মজবুত কাঠের কড়ি বরগা—তাহার উপর মৃত্তিকার ছাদ। মধ্যস্থলে কাটা-দরজা। মই বা সিঁড়ির সাহায্যে তাহার মধ্যে নামিতে উঠিতে হয়। তেবারিক একবার এইরূপ ঘরের উপর দিয়া যাইতে যাইতে, অশ্ব সহিত ভূগর্ভে পড়িয়া গিয়াছিলেন। দানিয়েল লামবর্গকে রাত্রির জন্য এই কারাকক্ষে রাখিয়া, তাহার কাটা দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং গুলিভরা বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, একজন প্রহরী তাহার পাহারায় নিযুক্ত রহিল।

রাত্রি ঘনান্ধকারময়ী। মেঘের কোলে চন্দ্র তারকা মিশিয়া গিয়াছে। সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট অন্ধকারমধ্যে ভূগর্ভে দানিয়েল লামবার্গ একা। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবল মস্তকের উপর পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রহরীর পদধ্বনি। এই পদধ্বনিই মাত্র তাহাকে জানাইয়া দিতেছে,—সে একা নয়—তাহার নিকট মানুষ আছে। এ লোকটা যদি এখানে না থাকিত, তাহা হইলে, তাহার পলায়ন করিবার সুবিধা হইত—থাকিলই বা প্রহরী,—চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? ক্রমশঃ তাঁহার অন্তরে পলায়নের চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাতে ঘাতকের করে তাহার প্রাণ যাইবে—যদি সে পলাইতে পারে,—পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারিবে ভাবিয়া, তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। যদি ধরা পড়ে,—

প্রাণদণ্ডের আদেশ ত হইয়াছে—তাহার বেশী ত আর কিছুই হইবে না।

অর্দ্ধঘণ্টা চিন্তার পর পলায়নই স্থির হইল। গর্ত্তটা চৌদ্দ ফিট গভীর! দানিয়েল গর্ত্ত বা ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে হাত দিয়া দেখিল—মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইলেও কোন অস্ত্র পাইলে, খনন করা অসাধ্য নয়। অন্ধকারে গৃহতলে হাত বুলাইতে বুলাইতে একখণ্ড ছয় ইঞ্চি লম্বা কাষ্ঠ পাইল। কাঠের একপ্রান্ত অগ্নিতে পুড়িয়া, কতকটা তীক্ষ্ণাগ্র হইয়াছে। এবম্বিধ অস্ত্রের সাহায্যে দানিয়েল কিয়ৎক্ষণ পরিশ্রমের পর একটা দেওয়ালে ঋজ্যভাবে পর পর কতকগুলা গর্ত্ত খুঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর উক্ত গর্ত্তে পা দিয়া, এবং উপরে উঠিয়া, গৃহের ছাদের যে অংশে কাটা দরজা স্থাপিত, তাহার পার্শ্বে একটী গর্ত্ত খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। প্রহরী পাহারা দিতে দিতে দরজার নিকটবর্ত্তী হইলেই, দানিয়েল কাজ বন্ধ করিয়া, নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল। সেস্থান হইতে সে একটু অন্তরে যাইবামাত্র আবার আরম্ভ করিস। এইরূপ থামিয়া থামিয়া, অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে একটা গর্ত্ত কাটিয়া ফেলিল। প্রহরী একটু দূরে যাইবামাত্র, গর্ত্তের মধ্য দিয়া হাত বাড়াইয়া দিল—কাটা দরজার খিল বা অর্গলে তাহার হস্ত সংস্পর্শ হইবামাত্র, উৎকট আনন্দে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল।

গর্ত্তের মধ্যে পা দিয়া, এক হস্তে মাথার উপরকার একখানা কাঠ বা :বরগা ধরিয়া অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকাতে, তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দানিয়াল বিশ্রামার্থ কিয়ৎক্ষণ নামিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, যদি কোনরূপে একবার মুক্ত সমীরে দণ্ডায়মান হইতে পারে, চির পোষিত প্রতিহিংসা ত্যাগ করিয়া, সুলতানের রাজ্য ছাড়িয়া, কোন দূর দূরান্তরে পলায়ন করিবে।

এইরূপ চিন্তায় পনের মিনিট কাটিয়া গেল। এক্ষণে কিছু সুস্থ হইয়া পুনরায় গর্ত্তের সাহায্যে উপরে উঠিল এবং অতি সতর্কতার সহিত খিল খুলিতে চেষ্টা পাইল। বহুকাল অব্যবহারে খিলে মরিচা ধরিয়াছিল, টানিবা মাত্র একটা শব্দ হইল। প্রহরী চলিতে চলিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইল—লামবার্গের বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। শব্দের কারণ অনুমান করিতে অসমর্থ হইয়া, প্রহরী পুনরায় ইতস্ততঃ পূর্ব্বমত পদচালনা করিতে আরম্ভ করাতে, দানিয়েল আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

দানিয়েল পুনরায় খিল খুলিতে আরম্ভ করিল। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সতর্কতার সহিত, এক চুল করিয়া এবং প্রত্যেকবারে প্রহরী নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র হাত টানিয়া লইয়া, কার্য্য করিতে লাগিল। অবশেষে বহু উৎকণ্ঠা ভুগিয়া অৰ্দ্ধ ঘণ্টার পর খিল খুলিয়া ফেলিল। পলায়নের পথে যে বিঘ্ন বাধা ছিল, তাহার প্রধান অন্তরায় অন্তহৃত হওয়াতে তাহার বিকট কাদাকার মুখখানা অতি আনন্দে বিভাসিত হইয়া উঠিল।

লামবার্গ বিশ্রামার্থ পুনরায় অবতরণ করিল। এবার আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিল না,—পাঁচ মিনিট পরেই পুনরায় উপরে উঠিল এবং অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে দ্বার খুলিল। এবং তাহার মধ্য হইতে উপরে উঠিয়া, কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত শরের ন্যায় বেগে অন্ধকারে ছুটিয়া পলাইল। প্রহরী চীৎকার করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে তাহার বন্দুকের শব্দে নিস্তব্ধ প্রকৃতি চমকিয়া উঠিল। গুলিটা পলাতক আসামীর কপালের পাশ দিয়া ছুটিয়া গেল—দানিয়েল অক্ষতদেহে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিতে লাগিল।

প্রহরী তাহার বন্দুক ফেলিয়া, যে দিকে দানিয়েল পলাইয়াছিল,

পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া, অন্ধকারের মধ্যে ছুটিতে লাগিল। আসামী বুঝিতে পারিল একজন তাহার পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিতেছে—সে আরও প্রাণ-পণে ছুটিতে লাগিল। মধ্যে সংকীর্ণ পথ—দুই ধারে দুই পরিখা। হতাশায় উন্মত্ত হইয়া, হতভাগ্য পাপী একটা খালে লাফাইয়া পড়িল। পড়িবামাত্র ডুবিয়া গেল, পরক্ষণে আবার ভাসিয়া উঠিল। তাহার পর কি হইল, তাহার মনে নাই। যখন তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইল, সে বুঝিতে পারিল, কে তাহার কোটের কলার ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার হস্ত পদ বদ্ধ।

গর্ত্ত বা কয়েদখানার নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রহরী তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিল। হতভাগ্য নীচে পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। প্রহরী দ্বার বন্ধ করিয়া এবার সতর্ক হইয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র, গর্ত্তের দ্বার খুলিয়া দুইজন সৈনিক সিঁড়ির সাহায্যে তাহাকে উপরে তুলিল। সমস্ত রাত্রি সিক্তবাসে পড়িয়া থাকাতে শীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

মাঠের মধ্যে পত্রপল্লবহীন এক মহীরুহ। বজ্রাঘাতে তাহার জীবনীশক্তি বহুদিন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার একটা শুস্ক শাখায় একগাছা রজ্জু বিলম্বিত। সকলে ধরাধরি করিয়া, তাহাকে দড়ির অপর প্রান্ত-বর্ত্তী ফাঁসে ঝুলাইয়া দিল। মহাপাপী—সুন্দরী সেলিমার হত্যাকারী এইরূপে ফাঁসবদ্ধ হইয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

———

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জুয়াব সৈন্য।

এইবার আমরা ক্রিমিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বালাকলাভা যুদ্ধের পর দশদিন গত হইয়াছে। এই যুদ্ধে সিডনে হেজলউড সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন—সদাত্ম অদ্রিয়ান দিলেন্সির কৃপাতেই এ যাত্রা তিনি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার বাম হস্তে একটা গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল। গুলি বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছে। দেহে আরও কয়েকটা তরবারির চোট লাগিয়াছিল। ক্ষতের অবস্থা অনেক ভাল। রক্তক্ষয়ে তিনি যৎপরনাস্তি দুর্ব্বল, কৃশ এবং মলিন হইয়া, এখনও শয্যাশায়ী আছেন।

মহানুভব দিলেন্সি সর্ব্বপ্রথমে হেজলউডকে তাঁহার তাঁবুতে রাখিয়াই চিকিৎসা করেন। চারিদিনের পর হেজলউড একটু সুস্থ বোধ করিলে, তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে তাঁহার নিজ শিবিরে পাঠান হয়। হেজলউড যে তারিখে আহত হন, তাঁহার ভৃত্যও সেইদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হেজলউডের একজন ভৃত্যের বিশেষ আবশ্যক হওয়াতে গষ্টাভ নামক একজন জুয়াব সৈন্যকে তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন।

আফ্রিকার আলজিরিয়ার ফরাসি অধিকারের মধ্যে একদল সৈন্যগঠিত হয়। দেশীয় লোকের দ্বারা সে কার্য্যে সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত না হওয়ায়, অনেক ফরাসী যুবক অবৈতনিকভাবে সেই দলে প্রবেশলাভ করেন। রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধিলে, জুয়াব সেনা ক্রিমিয়ায় উপস্থিত হয়। গষ্টাভ তাহাদের সঙ্গে ছিল, ক্রিমিয়ায় আসিয়া গষ্টাভ

সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া, দিলেন্সির ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হয়,—এক্ষণে দিলেন্সি তাহাকে হেজলউডের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

গষ্টাভ দিনরাত্র অক্লান্তভাবে হেজলউডের সেবা করিতে লাগিল। সুশিক্ষিতা ধাত্রীর মত,—স্নেহময়ী ভগ্নীর মত,—কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রেমময় ভ্রাতার মত গষ্টাভ শয্যাশায়ী হেজলউডের প্রত্যেক অভাব দূর করিতে লাগিল। দিবসে আহার নাই। রাত্রে নিদ্রা নাই,—গষ্টাভ তাঁহার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া আছে—প্রাণপণ যত্নে তাঁহার পথ্য প্রস্তুত করিতেছে—বিছানার চাদর সরিয়া গেলে, পরিস্কার করিয়া দিতেছে—বৃষ্টির সময় ময়দানে জল জমিয়া পাছে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করে ভাবিয়া গষ্টাভ কোদালি লইয়া তাঁবুর চারিপাশে গর্ত্ত কাটিয়া, জল নিঃসরণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে। ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য এত পরিশ্রম করে না—স্নেহময়ী ভগ্নী ভ্রাতার জন্য প্রাণপাত করিয়া এমন ভাবে সেবা করে না,—তবু হেজলউড তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। সামান্য ত্রুটী হইলে বিরক্ত হইতেছেন। দিলেন্সির কৃপায় এরূপ কষ্ট-সহিষ্ণু, কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য পাইয়াছেন বলিয়া,—দিলেন্সিকে ধন্যবাদ দিতেছেন কিন্তু যে তাঁহার জন্য এত কষ্ট করিতেছে, একবার ভুলিয়াও, তাহাকে দুইটী মিষ্ট কথা বলিতেছেন না।

ইংরাজের রসদ-বিভাগের অবস্থা এবং ব্যবস্থা বড়ই শোচনীয়। কর্ত্তাদের ব্যবহার দোষে রোগীর রীতিমত সেবা হইতেছে না—ক্ষুধার্ত্ত সময়ে আহার পাইতেছে না। ডাক্তার নাম মাত্র একবার রোগীর শিবিরে প্রবেশ করিতেছেন—এক মিনিটের মধ্যে অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু ফরাসী শিবিরে সুন্দর ব্যবস্থা। তাহাদের কোন জিনিষের অভাব নাই। দিলেন্সি প্রতিদিন হেজল-উডকে দেখিতে আসিতেন,—আসিবার সময় নিজ শিবির হইতে প্রচুর পরিমাণে পথ্য ও ঔষধ লইয়া আসিতেন। ইংরাজশিবিরের অপরাপর

রোগীর ন্যায় হেজলউডকে একদিনও কোন অভাবই ভুগিতে হয় নাই।

প্রথম প্রথম হেজলউডের কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। আজ কাল শরীরে বল পাইয়াছেন—কথা কহিবার সামর্থ্য ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি ফরাসী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন। ইচ্ছা করিলে গষ্টাভের সহিত আলাপে সময়াতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিশেষ কোন আবশ্যক না পড়িলে, তাহার সহিত কথা কহিতেন না।

অদ্য ৪ঠা নভেম্বর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বালাকলাভা যুদ্ধের পর দশদিন গত হইয়াছে। হেজলউড অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। সন্ধ্যার পর কয়েকজন সেনানী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। গষ্টভ চুল্লির নিকট বসিয়া তাঁহার জন্য চায়ের জল গরম করিতেছে।

অপরাপর কথাবার্ত্তার পর একজন সেনানী কহিলেন, "তুমি অনেকটা ভাল আছ দেখিতেছি। যত শীঘ্র পার সারিয়া উঠিবার চেষ্টা কর—নচেৎ আবার যুদ্ধ বাধিলে—তোমাকে শিবিরে ফেলিয়াই আমাদিগকে যুদ্ধে যাইতে হইবে।"

হেজলউডের অন্তর্নিহিত বীরত্ব-বহ্নি তাঁহার বক্ষে ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে কহিলেন, "বল কি! রুসেরা কি আবার এতশীঘ্র আমাদিগকে আক্রমণ করিতে কল্পনা করিতেছে? যুদ্ধে আমি যাইতে পারিব না? এই রোগশয্যায় এমনই অসহায় পড়িয়া থাকিব?"

সেনানী। দুঃখ করিও না। তোমার মত অবস্থা আমাদের সকলেরই হইতে পারে। এ ফরাসী যুবক তোমার খুব সেবা করিতেছে! তোমার এজীবনের জন্য তাহার নিকট তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত!

হেজল। কৃতজ্ঞ! আমি খুব কৃতজ্ঞ কিন্তু—

সেনানী। আমার বোধ হয় এ ইংরাজী বোঝে না?

হেজল। কিছুমাত্র না। ছোকরা খুব ভাল—খুব পরিশ্রম করিতেছে। কিন্তু ইহাতে তাহার বাহাদুরি আর কি আছে? সে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছে মাত্র। যাউক ও কথা,—তুমি কি বলিতে যাইতেছিলে?

সেনানী। ইনকারমান পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রভূত রুস-সেনা সমবেত হইতেছে। দিনরাত্র পীপিলিকার সারির মত সৈন্য আসিয়া জমা হইতেছে।

হেজলউড উত্তেজিত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না। বালিশ হইতে তাঁহার মাথা গড়াইয়া পড়িল। গষ্টাভ তদ্দণ্ডে ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার মাথা বালিশে স্থাপন করিয়া—ধীরে ধীরে পুনরায় তাহার কার্য্যে চলিয়া গেল।

ইংরাজ সেনানী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক জান হেজলউড এ যুবক ইংরাজী আদৌ বোঝে না?"

হেজল। না—কিছুমাত্র না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তাহার প্রভুও আমাকে বলিয়াছে, সে কিছুমাত্র ইংরাজী বোঝে না।

সেনানী। যুবককে এতদিনও আমি ভাল করিয়া দেখি নাই। যেমন চালক তেমনি ধীর এবং দেখিতে সুশ্রী। আমাদের ইংরাজ জাতির মত উহাদের মাংসপেশি বা হাড়ের গঠন তেমন মজবুত না হইলেও, আমাদের অপেক্ষা উহারা কোনগুণে হীন নহে। তোমার রোগ আরোগ্য হইলে, দিলেন্সির চাকর দিলেন্সির নিকট ফিরিয়া যাইবে। এরূপ ভৃত্যের অভাবে তোমার কষ্ট হইবে।

হেজল কষ্ট—দুঃখ! কেন? কিসের? কিছুমাত্র না। আমার যে

ভৃত্য ছিল, হঠাৎ মরিয়া যায় এবং দিলেন্সি তাহার ভৃত্যকে আমার নিকট রাখিবার জন্য উপরোধ করে—আমি তাহার সদাশয়তা-পূর্ণ উপরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই উহাকে আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি। যাউক ওকথা, এখন রুসের কথা বল! যদি আমি—

বাধা দিয়া অন্য সেনানী কহিলেন, "না, খবরদার শয্যাত্যাগ করিয়া বাতুলতার পরিচয় দিওনা। এ দুর্ব্বল শরীরে অশ্বারোহণে তোমার শক্তি কোথায়? আমার বিশ্বাস রুসেরা শীঘ্র আমাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না।"

হেজলউড উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু তাহারা পর্ব্বত পার্শ্বে বিনা উদ্দেশ্যে সমবেত হইতেছে না। নিশ্চয় জানিও, যদি তাহারা অগ্রসর হয়—কেহই আমাকে আমার রোগ-শয্যায় আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না।"

গষ্টাভ চঞ্চল হইয়া উঠিল কিন্তু কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। বিরক্তির সহিত চা গ্রহণ করিয়া হেজলউড কহিলেন, "শিবাস্তপোলের মধ্যে কি হইতেছে, জানিবার একান্ত আবশ্যক।"

সেনানী। যদি কেহ এ সংবাদ আনিতে পারে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড রাগলান এবং ফরাসি সেনাপতি জেনারেল কেনরোবার্ট তাহাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করেন।

হেজল। যে সকল লোক রুষ-শিবির পরিত্যাগ করিয়া আমাদের দলে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের মুখে শেষ কি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে?

সেনানী। তাহাদের কথায় বিশ্বাস কি? একজনের কথার সঙ্গে অন্যের মিল নাই। তবে অধিকাংশেরই মতে শিবাস্তপোলে খাদ্যের

অভাব ঘটিয়াছে—তাহাদের গুলি বারুদও ফুরাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদের কথায় বিশ্বাস করি না। কে বলিবে তাহারা রুসের গুপ্তচর নয়।

হেজল। ঠিক কথা—আমারও অভিমত তাই। সেই জন্যই বলিতেছি শিবাস্তপোলের মধ্যে কি হইতেছে,—না হইতেছে, জানা একান্ত আবশ্যক!

সেনানী। যদি কোন সুচতুর যুবক কোন গতিকে শিবাস্তপোলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেখানকার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে—মহদুপকার সাধিত হয়।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় আরও কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, ইংরাজ সেনানীরা বিদায় হইলেন। কিয়ৎক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া, হেজল-উড নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। গষ্টাভ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, নিঃশব্দে শিবির হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে দিলেন্সি আসিয়া, রোগীর শয্যাপার্শ্বে একখানি টুলের উপর বসিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেজলউড জাগ্রত হইয়া কহিলেন, "গষ্টাভ! জল, দুধ, চা—যাহা হয় দাও। বড় পিপাসা!—শীঘ্র, অমন করিয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত বসিয়া কেন?"

দিলেন্সি এত গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন যে, সহসা হেজলউডের কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। হেজলউড যে, গষ্টাভের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন না—তাহা তিনি জানিতেন না। গষ্টাভ এসম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা বলে নাই। এক্ষণে সেই বিষয় তাঁহার জ্ঞান গোচর হওয়াতে, তিনি মর্ম্মে বড়ই কষ্ট পাইলেন। সে যাহা হউক, হৃদয়বেগ দমন করিয়া, সত্বর রোগীর মুখের নিকট এক পাত্র পানীয় ধরিলেন।

হেজল। প্রিয় দিলেন্সি! তুমি? তোমার দয়ার অন্ত নাই। কিন্তু গষ্টাভ গেল কোথায়?

দিলেন্সি। শীঘ্রই আসিবে। যতক্ষণ না আইসে, আমি তোমার নিকট অপেক্ষা করিব। তুমি স্থির হইয়া নিদ্রা যাও।

হেজলউড রুসের আক্রমণ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু দিলেন্সি সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ না দেওয়াতে, তিনি শীঘ্রই পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল,—তবু গষ্টাভ ফিরিল না। দিলেন্সি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে অবিচল বসিয়া রহিলেন। রাত্রি দুর্য্যোগময়ী—বাহিরে ঝড় বৃষ্টি,—তবু গষ্টাভ ফিরিল না।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শিবাস্তপোল

রাত্রি দশটা। করকা সহিত বৃষ্টি পড়িতেছিল। ফরাসী যুবক গষ্টাভ শিবাস্তপোলের বহিঃপ্রাকারের অভিমুখে দ্রুতপদে চলিতেছে। করাবেলনা পল্লী নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এই কারাবেলনার সম্মুখেই ইংরাজসেনা পরিখা-বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। কারাবেলনাতেই রুসের অস্ত্রাগার, বারুদখানা, রসদ বিভাগ এবং অপরাপর সরকারী বড় বড় অট্টালিকা। এই কারাবেলনার মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা-শীর্ষে পীতবর্ণের পতাকা উড়িতেছে। এটা একটা হাসপাতাল—রুসের আহত, রোগাক্রান্ত সেনারা এখানে চিকিৎসিত

হইতেছে,—রুস-সেনাপতি প্রিন্স গ্রোটস্কোপ এই কথা প্রচার করাতে, যাহাতে কামানের গুলি গোলায় এ অট্টালিকার কোন ক্ষতি না হয়, —লর্ড রাগলেন বিশেষভাবে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাত্রি নিবিড়ান্ধকারময়ী। সম্মুখের কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। গষ্টাভ শিলাবৃষ্টির মধ্য দিয়া, এই ঘনান্ধকার রজনীতে কারাবেলনার অভিমুখে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

পথে কোন ইংরাজী-রক্ষী তাহার গতিরোধ করিল না—কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না। রুসের বহিপ্রাকারের নিকটবর্ত্তী হইলে, কোন একটা পদার্থে পদ প্রতিহত হওয়াতে, গষ্টাভ পড়িয়া গেল। তাহার হাতটা একটা মানুষের মুখের উপর গিয়া পড়িল। মুখখানা তুষারের মত শীতল। গষ্টাভের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তাহার অন্তরে একটা অভিনব ভাবের উদয় হওয়াতে, গষ্টাভ মৃতদেহের পরিধেয় বস্ত্রের উপর হাত বুলাইয়া দেখিল। দেহ কোন রুস-সৈনিকের, সম্ভবতঃ ইংরাজের গুলির আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

গষ্টাভ মৃতদেহ হইতে তাহার পোষাকাদি খুলিয়া নিজে পরিধান করিল। হতভাগ্যের বন্দূকটা পার্শ্বে পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া যুবক সাবধানে রুসের মৃৎপ্রাকারের নিকট উপস্থিত হইল। এবং মার্জ্জারের ন্যায় নিঃশব্দে প্রাকারারোহণ করিতে লাগিল। দূরে কাহার কথাবার্ত্তার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। অদূরে কারাবেলনায় আলোক জ্বালিতেছিল—গষ্টাভ সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

সহসা বৃক্ষান্তরাল হইতে একজন প্রহরী বাহির হইয়া কহিল, "কে যায় ?"

গষ্টাভ উত্তর করিল, "কোন বন্ধু,—যে এই রাত্রে

তোমাকে গরম এবং তাজা করিবার জন্য কোন পদার্থ আনিয়াছে।”

এই বলিয়া গষ্টাভ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটা ছোট বোতল বাহির করিয়া দিল। শীতার্ত্ত প্রহরী সাগ্রহে বোতল ধরিয়া, কতকটা গলায় ঢালিয়া দিয়া কহিল, “যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিলে সন্দেহ নাই, কিন্তু বড়ই বোকামি করিয়াছ। সাঙ্কেতিক কথা বলা উচিত ছিল। নচেৎ রাত্রিটা যদি একটু পরিষ্কার থাকিত এবং তুমি সহসা আমার এত নিকটে আসিয়া না পড়িতে, কোন কথা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই হয়ত আমি তোমার মাথার মধ্য দিয়া একটা গুলি চালাইয়া দিতাম।“

হাসিতে হাসিতে গষ্টাভ কহিল, “মনে কর সাঙ্কেতিক শব্দটা আমি জানি না,—যে সময়ে উহা সকলকে বলিয়া দেওয়া হয়, আমি ছাউনির মধ্যে মদ্যপানে রত ছিলাম!”

প্রহরী আর খানিক গলায় ঢালিয়া কহিল, “কোন সহচরকে জিজ্ঞাসা করিলেই পারিতে। আজিকার সাঙ্কেতিক শব্দ,—অর্থডক্স ফেথ! বড় চমৎকার শব্দ। আমরা যে পবিত্র কার্য্যে নিযুক্ত, তাহার পরিজ্ঞাপক শব্দই বটে। পুরোহিত মহাশয় আজ কি বলিয়াছেন, শুনিয়াছ ত? ইংরাজ এবং ফরাসীদিগকে তাড়াইতে পারিলেই, আমাদের পবিত্রতীর্থ জারুজেলমের পথ উন্মুক্ত হয়। আর সে বড় বেশী দূরও নয়। শুনিয়াছি সে পবিত্র তীর্থে দুগ্ধ এবং মধুর স্রোত বহিতেছে।”

রুস সেনার মূর্খতা এবং বর্ব্বরতাপূর্ণ অন্ধবিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া, গষ্টাভ কহিল, “ঠিক কথা! সে দুগ্ধ এবং মধুর অপেক্ষা না করিয়া আপাততঃ বোতলটা শেষ করিয়া ফেল,—আমি আমার ছাউনিতে ফিরিয়া যাই।”

রুস-সেনা বোতলটা শূন্য করিয়া, জেরুসালেমে উপস্থিত হইলে কি করিবে, তাহারই চিন্তায় নিরত হইল। গষ্টাভ তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, কারাবেলনার অভিমুখে চলিল। একস্থানে কয়েক-জন রুস-সেনা, অগ্নি জ্বালিয়া শীত নিবারণের চেষ্টা করিতেছিল। গষ্টাভ তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া যথাসম্ভব বিকৃতকণ্ঠে কহিল,—"অর্থডক্স ফেথ।" কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া গষ্টাভ দেখিল, সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত। বড় বড় কামান এবং বারুদপূর্ণ গাড়ী একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে। দ্রুতগামী তুরঙ্গমপৃষ্ঠে বড় বড় কর্ম্মচারীরা ছুটিতেছে। গষ্টাভ কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া, যেন কোন বিশেষ কাজে যাইতেছে—এমনই ভাব দেখাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

সম্মুখেই একটা রুটীর দোকান। এখনও বন্ধ হয় নাই। দোকান-দার রুটী সেকিয়া একটী স্থানে রাশীকৃত করিতেছে। গষ্টাভ মুহূর্ত্ত-মাত্র চিন্তা করিয়া রুটীর দোকানে প্রবেশ করিল। মৃত রুস-সেনার কোটের পকেটে কয়েকটা রুস-মুদ্রা ছিল। গষ্টাভ একটা মুদ্রা ফেলিয়া দিয়া, নিতান্ত ক্ষুধিতের ন্যায় রুটী খাইতে বসিল।

রুটীওয়ালা রুটী সাজাইতে সাজাইতে কহিল, "আমাদের শত্রুরা যদি এই রুটীর রাশি দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বুঝিতে পারিত, আমাদের খাদ্যভাব ঘটিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।"

গষ্টাভ কহিল, "শত্রুরা তাহাদের সেনাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ও কথা প্রচার করিয়াছে।"

রুটীওয়ালা রুটীর দাম কাটিয়া লইয়া বাকি পয়সা ফিরাইয়া দিল। সবিস্ময়ে গষ্টাভ কহিল, "তাহা হইলে রুটীর দাম কিছুমাত্র বাড়ে নাই।"

রুটীওয়ালা কহিল, "বাড়িবে কি? যতদিন ওদিকের রাস্তা খোলা থাকিবে, ততদিন খাদ্যাভাব বা মূল্য বৃদ্ধি হইবে না। ভাল কথা,—এ সব আয়োজন কিসের হইতেছে? নিশ্চয় তুমি শুনিয়া থাকিবে?"

গষ্টাভ দেখিল আর না। পয়সা পকেটে ফেলিয়া কহিল, "পরে বুঝিতে পারিবে।"

গষ্টাভ দোকান হইতে বাহির হইয়াছে মাত্র—সেই সময়ে দোকানের সম্মুখ দিয়া একজন অশ্বারোহী রুস-সেনানী যাইতেছিলেন। দোকানের লণ্ঠনের আলোকে গষ্টাভকে দেখিয়া কহিলেন, "শোন-সৈনিক! তোমায় দেখিতে পাইয়াছি, ভালই হইয়াছে—আমার বহু পরিশ্রমের লাঘব হইল। তুমি জারিনার সৈন্যভুক্ত নও?"

গষ্টাভ। আজ্ঞা হাঁ।

সেনানী। উত্তম। এদিকে সরিয়া আইস। রাস্তার লোকে আমাদের কথা শুনিতে পাইবে।

গষ্টাভ সেনানীর নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি কহিলেন, "যাও—তোমার কলোনেলকে গিয়া বল, সব ঠিক। যদি ভোর পাঁচটা কি ছয়টার মধ্যে গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকে, তাঁহাকে সৈন্য সজ্জিত করিতে বলিবে। যাও শীঘ্র, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না।"

এই কথা বলিয়া সেনানী বেগে অশ্ব ছুটাইয়া প্রস্থান করিলেন। গষ্টাভও নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিল। পাছে সে কর্ম্মচারীর সহিত আবার সাক্ষাৎ হয়, এই আশঙ্কায় যুবক সদর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া, গলিপথে চলিতে চলিতে, অপর একটা স্থানে উপস্থিত হইল। সম্মুখে কাহারা কথা কহিতে কহিতে আসিতেছে,—তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া, গষ্টাভ

অন্ধকারে একটা খিলানের মধ্যে দণ্ডায়মান হইল। এই সময়ে বৃষ্টির বেগ কিছু বৃদ্ধি হওয়াতে, সেই দুইজনও সেই খিলানের মুখে আশ্রয় লইল।

তাহাদের মধ্যে একজন কহিল, "কৌশলটা যদি খাটে, ইংরাজ-দিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে।"

২য়। উপত্যকায় দেনাসকরের অধীনে কত সৈন্য মজুত হইয়াছে?

১ম। চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে। ইনকারমান পাহাড়ে যে ইংরাজ সেনা আছে, তাহা অতি সামান্য।

২য়। তাহাদের এক প্রাণীও জীবিত ফিরিতে পারিবে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই—

গষ্টাভ আর শুনিতে পাইল না। বাতাসের ঝাপটায় কথাবার্ত্তার শব্দ অন্যদিকে উড়াইয়া লইয়া গেল। বৃষ্টির বেগও কমিয়া আসিল দেখিয়া, রুস-সেনারা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে গষ্টাভও সে স্থান ত্যাগ করিয়া বাহির হইল। রাস্তা-ঘাট তাহার পরিচিত নহে। সে দুই তিনটী রাস্তা পার হইয়া সহসা একটা মুক্তস্থানে একটা বড় বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহার প্রত্যেক গবাক্ষ-পথ দিয়া আলোক-রশ্মি বাহির হইতেছে—তাহার প্রকাণ্ড ফটক খোলা রহিয়াছে। বারুদ গুলি, গোলা এবং অস্ত্রশস্ত্র পূর্ণ শকট ক্রমাগতই বাহির হইয়া, দ্রুতগতিতে কোথায় যাইতেছে। বাড়ীখানা যে রুসের অস্ত্রাগার এবং বারুদখানা তাহা বুঝিতে গষ্টাভের বড় বিলম্ব হইল না। সহসা তাহার দৃষ্টি উর্দ্ধে সঞ্চালিত হওয়াতে, সে শিহরিয়া উঠিল! একি! যাহা দেখিতেছে—তাহা কি সত্য, না কোন জাগ্রত স্বপন? অপর একখানা বাড়ীর

গবাক্ষনিঃসৃত আলোকরশ্মি এই অট্টালিকার শীর্ষদেশে উড্ডীন পীত-পতাকার উপর পড়িয়াছে। তবে এ অট্টালিকা কি রোগীর আশ্রয়স্থল হাঁসপাতাল নয় ?

না! এতদিন যে বাড়ীখানাকে আহত রুগ্ন রুস-সেনার চিকিৎসা-নিবাস ভাবিয়া, লর্ড রাগলান তাঁহার গোলন্দাজদিগকে সতর্ক হইতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন—এতদিন ইহার উপরে পীত-পতাকা উড়িতে দেখিয়া, সকলে যাহাকে হাসপাতাল মনে করিত—তাহা হাঁসপাতাল নয়,—রুসের বারুদখানা। এখানে রোগীর কোন নাম গন্ধ নাই—আছে কেবল গোলা-গুলি, কামান, তরবারি আর বারুদ।

গষ্টাভ শিহরিয়া উঠিল। বহু কষ্টে বিস্ময়বেগ দমন করিয়া, এখন কি উপায়ে শিবাস্তপোল ত্যাগ করিতে পারিবে তাহারই উপায় চিন্তন করিতে লাগিল। নগর মধ্যে অগ্রসর অনায়াসে হইতে পারে—কিন্তু নগরের বাহির হইতে হইলেই যত বিপদ। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইতে পারিবে, এক্ষণে তাহা নিরাকরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই। গির্জ্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। গষ্টাভ দ্রুতপদে চলিল। অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই দেখিল, একদল সেনা সেইদিকে আসিতেছে—সে তাড়াতাড়ি একটা অন্ধকার স্থানে লুকাইতে গেল। সিঁড়িতে পদ প্রতিহত হওয়াতে, পড়িয়া গিয়া মাথায় আঘাত লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চৈতন্যও বিলুপ্ত হইল।

চেতনা সঞ্চার হইলে, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। কোন স্থানে তেমন কোন বিশেষ আঘাত লাগে নাই। গির্জ্জার ঘড়ি আবার বাজিয়া উঠিল। রাত্রি তিনটা। কি সর্ব্বনাশ! দুই ঘণ্টা সময়

বৃথা অপব্যয়িত হইল! আর এক মূহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না—যে কোন উপায়ে নগর পরিত্যাগ করিতেই হইবে।

করকা থামিয়া গিয়াছে—বৃষ্টির বেগও মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু নিবিড় কুজ্ঝটিকায় পথঘাট ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। গষ্টাভ এ রাস্তা সে রাস্তা করিয়া, এক দল সেনার পদানুসরণ করিয়া বহুকষ্টে নগর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আবার ঘড়ি বাজিল—রাত্রি চারিটা। গষ্টাভ কোন পথে যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে সহসা কুহেলিকান্ধকারের মধ্য হইতে সঙ্গিন স্কন্ধে গষ্টাভের পরিচিত সেই প্রহরী তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সবিস্ময়ে কহিল, "একি বন্ধু! তুমি এখানে এখনও দাঁড়াইয়া—তোমার দল যে শ্বেতদুর্গে চলিয়া গেল। যাও শীঘ্র যাও। নচেৎ শীঘ্রই তোমার পৃষ্ঠের কাঠিন্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত হইবে।"

গষ্টাভ। আমি একটা মতলব আঁটিয়াছি। বড় চমৎকার—অতি সুন্দর মতলব!

প্রহরী। কি? কি?

গষ্টাভ। তুমি শুনিলেই সম্মত হইবে—নিশ্চয়ই হইবে। জেরুসালেম এবং পবিত্র ক্ষেত্রের বিঘ্নবাধা দূর আমরা যতশীঘ্র করিতে পারিব—ততই মঙ্গল।

প্রহরী। নিশ্চয়ই। কিন্তু তাহার উপায় কৈ?

গষ্টাভ। আছে। চল আমরা এক কাজ করি। যেন আমরা রুসের দল ছাড়িয়া দিয়াছি, এমনই ভাণ করিয়া ইংরাজ সেনার সহিত মিলিত হইগে, তাহার পর তাহাদের আট-ঘাট, অন্ধি-সন্ধি জানিয়া, কোনরূপে পলাইয়া আসিব এবং প্রিন্সের নিকট সংবাদ দিব। তাহা হইলে আর আমাদিগকে কে পায়? লড়াই ফতে হইবে। ইংরাজ-ফরাসী পলাইবে।

আমরা নির্ব্বিবাদে পবিত্র তীর্থে উপস্থিত হইব—আর সে ত বেশী দূর নয়—১ মাইল মাত্র।

রুস প্রহরী একবার সন্ধিগ্ধভাবে গষ্টাভের মুখের পানে চাহিল। তাহার পর সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "অতি চমৎকার মতলব!"

গষ্টাভ। তবে আর বিলম্ব কেন? চল এই পথে।

প্রহরী। আরে পাগলের মত কর কি? এ পথে আমাদের গোলোন্দাজ সেনা এই মাত্র গিয়াছে, এখনই আমরা আমাদের নিজের সেনার নিকটই বন্দী হইব। এস আমার সঙ্গে।

এই বলিয়া প্রহরী অগ্রসর হইল এবং তাহারা অনতিবিলম্বে প্রাকার পার হইয়া রুস-সেনাধিকারের বাহির হইয়া পড়িল। প্রহরী কহিল, "এইবার একটু শীঘ্র চল। সম্মুখেই ঐ ইংরাজ সেনা-নিবাস।"

গষ্টাভ কহিল, "বন্ধু! এক কাজ করিলে হয় না? আমরা যদি এইরূপ ভাবে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলে, আমাদের কোন কথা শুনিবার পূর্ব্বে এখনই কোন ইংরাজ প্রহরী আমাদের মাথার খুলি উড়াইয়া দিবে।"

প্রহরী বলিল, "ঠিক বলিয়াছ, বন্দুক দুইটা এস এই স্থানে রাখিয়া যাই।"—এই বলিয়া হতভাগ্য রুস বন্দূকটী একস্থানে রাখিয়া দিল। অমনি বিদ্যুৎগতিতে প্রহরীর বুকের দিকে বন্দুক উদ্যত করিয়া, গষ্টাভ কহিল, "বন্ধু! আর অগ্রসর হইও না—হইলেই মরিবে।"

বিস্মিত এবং ভীত হইয়া রুষ প্রহরী কহিল, "কি বলিতেছ তুমি?"

গষ্টাভ উত্তর করিল, "বলিতেছি,—তুমি আমাকে যাহা ভাবিয়াছ,

তাহা আমি নই। আমি রুস-সেনা নই—যাহার জন্য শিবাস্তপোলে গিয়াছিলাম, তাহা সফল হইয়াছে। এখন তুমি ধীরে ধীরে তোমার স্থানে ফিরিয়া যাও—আমি তোমাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে পারিতাম—তাহা যাইব না। তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ,—তোমার কৃপাতেই নগর প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, এখন তোমার প্রতি আর কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিব না। যাও বন্ধু! তবে একটা কথা স্মরণ রাখিও জেরুসালেম বহু দূরের পথ!"

এই কথা বলিয়া গষ্টাভ বন্দূক দুইটা লইয়া প্রস্থান করিল। হতভাগ্য প্রহরী কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, তাহার পর কপালে করাঘাত করিয়া, স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

গষ্টাভ ইংরাজ সেনানিবাসের নিকটবর্ত্তী হইয়া, বন্দুক দুইটা দূরে নিক্ষেপ করিল,—রুসের পোষাক খুলিয়া ফেলিল। হেজলউডের শিবির সকাশে আসিয়া সহসা তাহার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। একটা নদীপুলিনে বসিয়া উভয় করে মুখ ঢাকিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল,—তাহার পর চোখের জল মুছিয়া শান্তভাবে শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিল।

দিলেন্সি রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। হেজলউড এখনও নিদ্রিত। গষ্টাভকে দেখিবামাত্র দিলেন্সি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গষ্টাভ ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিল,—তাহার পর কালী কলম লইয়া,—এক টুকরা কাগজে লিখিল:—

"লর্ড রাগলনের জ্ঞাতকরণ লিখি, ইনকারমান পাহাড়ের ইংরাজ-সেনা এখনই আক্রান্ত হইবে।

"শিবাস্তপোলের গির্জ্জার ঘণ্টা-ধ্বনি হইলেই বুঝিবেন, আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে—দুর্গ হইতে সৈন্যেরা অভিযান করিতেছে।

"শিবাস্তপোলে খাদ্যে, বারুদ, অস্ত্র প্রচুর পরিমাণে আছে।

"শিবাস্তপোলের যে বৃহৎঅট্টালিকার উপরে পীত-পতাকা উড়িতেছে, তাহা হাসপাতাল নহে, রুসের বারুদখানা এবং অস্ত্রাগার।"

আর এক টুকরা কাগজেও ঠিক এইভাবে লিখিল, তবে এখানি ফরাসি সেনাপতি জেনারেল কেনরোবর্টের নামে,—এই মাত্র প্রভেদ। লেখা শেষ হইলে, গষ্টাভ নীরবে পত্র দুইখানি দিলেন্সির হাতে দিল। তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। গষ্টাভ অধীরভাবে তাঁহাকে শিবির ত্যাগ করিতে সঙ্কেত করিল। দিলেন্সি টুপি খুলিয়া সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বেগে শিবির ত্যাগ করিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে হেজলউডের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঠিক সেই সময়ে শিবাস্তপোলের গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। গষ্টাভ বুঝিল আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইনকারমান

ইংরাজ-সেনার সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে ইনকারমান পর্ব্বতমালা; তাহার পরই জারনায়া উপত্যকা। ৪ঠা নভেম্বর সমস্ত দিনরাত্রি এই উপত্যকায় রুস-সেনা সমবেত হইয়াছে।

৫ই প্রাতঃকালে, ঠিক পাঁচটার সময় ইংরাজ-বাহিনীর সর্ব্বদক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিবার জন্য, রুস-সেনা বিভিন্ন স্থান হইতে পর্ব্বতা-

রোহণ করিতে লাগিল। একে নিবিড় কুহেলিকায় সমস্ত দৃশ্য সমাচ্ছন্ন—তাহার উপর আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হইতেছিল। রুস-সেনা এই কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া, ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর উঠিয়া, কামানাদি সজ্জিত করিল। ইংরাজ সেনার অধিনায়ক লর্ড রগলন এখনও অসন্দিগ্ধচিত্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন।

বেলা ছয়টার সময় তাঁহার একজন শরীর-রক্ষী শশবস্তে তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র-মর্ম্ম পাঠক পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন। খোলা পত্র হইলেও, তিনি ইহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। যথাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া কালোচিত আদেশ প্রচার করিলেন।

শরীর-রক্ষী কহিল, "একজন তরুণ ফরাসি সেনানী—সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া আপনার কোন কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। আমি তাঁহাকে চিনি না। তিনি আমার হস্তে পত্রখানা দিয়া, আপনাকে দিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া, বেগে অশ্বপৃষ্ঠে প্রস্থান করিলেন।"

এ বিষয়ে আর তখন অধিক তদন্ত করিবার অবকাশ ছিল না। লর্ড রগলন সত্বর সজ্জিত হইয়া, ঘটনাস্থলের অভিমুখ ছুটিলেন। তাঁহার ছাউনি বা শিবির হইতে ঘটনা-স্থল প্রায় দুই মাইল।

দিলেন্সি এইরূপ গোপনে এবং কৌশলে দ্বিতীয় পত্র খানি ফরাসি সেনাপতির হস্তে প্রদান করিলেন।

লর্ড রগলন যথাস্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, রুস-সেনার অগ্রবর্ত্তী দল ইংরাজ-সেনা আক্রমণ করিল। সার লেসি ইভানস পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি রুসের প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন। তখন

পাহাড়ের উপর হইতে শত সহস্র বজ্রনাদের গুরু-গম্ভীর নিস্বনে রুসের কামান হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। সে গোলার আঘাতে ইংরাজের শিবির ছিন্নভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত এবং আকাশমার্গে উড়িতে লাগিল।

এইবার উভয়দলে ঘোর সংগ্রাম বাধিল। অসংখ্য কামান এবং বন্দুকের শব্দে ধরিত্রী মুখরিত হইয়া উঠিল। পীপিলিকাশ্রেণীবৎ রুস-সেনা পর্ব্বত এবং ক্ষুদ্র বনান্তরাল হইতে বাহির হইতে লাগিল। কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়াছে। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ইংরাজ সেনা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না থাকিলেও—শত্রুসেনার অবস্থিতি এবং সংখ্যার বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলেও, তাহাদের চির অভ্যস্ত সাহসে নির্ভর করিয়া, গুলিবৃষ্টির মধ্যে পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। তাহাদের সে তেজ, সে দম্ভ সহ্য করিতে না পারিয়া, রুসের এক দল সেনা যেমন হটিয়া গেল, অমনি আর পাঁচ দল আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এইবার আমরা একবার হেজলউডের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তাঁহার শরীর আজ অনেকটা সুস্থ কিন্তু দেহের দুর্ব্বলতা এখনও দূর হয় নাই। তিনি ধীরে ধীরে নেত্রোন্মীলন করিবামাত্র, গষ্টাভ একপাত্র চা লইয়া, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। তাহার বাহ্য আকৃতি শান্ত স্থির। গত রাত্রে যে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহার দ্বারা যে, এমন একটী অতি সাহসিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা তাহার মুখের দিকে চাহিলে কিছুতেই বোঝা যায় না।

হেজলউড জাগ্রত হইয়া কহিলেন, "কালরাত্রে তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে—আমাকে পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য ছিল।"

ভৃত্য। সত্য কিন্তু কাপ্তেন দিলেন্সি আমার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন!

প্রভু। তুমি সারারাত উপস্থিত ছিলে না। আমি যতবার জাগ্রত হইয়াছি,—দেখিয়াছি কাপ্তেন দিলেন্সি বসিয়া আছেন।

ভৃত্য। তাহা হইলে আপনি আমার—আমার অভাব অনুভব করিয়াছিলেন।

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, কম্পিতকণ্ঠে ভৃত্য এই কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিল। অন্য কেহ হইলে, গষ্টাভের মত দেব-প্রকৃতি ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া, তাহাকে দুটী মিষ্ট কথা বলিয়া সন্তুষ্ট করিত। হেজলউড রুক্ষস্বরে বলিলেন, "অভাব অনুভব! কিসের জন্য? না —তবে তোমার উপর যে কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত আছে, সর্ব্ববিধায়ে তাহা সম্পন্ন করা তোমার কর্ত্তব্য। দিলেন্সি কখন গিয়াছেন?"

গষ্টাভ সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া, রোগীর জন্য পথ্য প্রস্তুত করিতে গেল। হেজলউডও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সহসা সুদূরে নিনাদিত কামানের মন্দীভূত আরাব তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দ্বিতীয়বার শব্দ হইবামাত্র তিনি অস্থিরভাবে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

গষ্টাভ বিনীতভাবে কহিল, "স্থির হউন! ও কিছুই নয়। দুর্গ প্রাকারের উপর তোপের শব্দ মাত্র।"

হেজলউড উত্তর কহিলেন, "না, তোপের শব্দ নয়। ঐ শুন বহু সংখ্যক কামানের শব্দ। নিশ্চয় রুস-সেনা আক্রমণার্থ অগ্রসর হইয়াছে।"

তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন, "আমার যুদ্ধ-শয্যা দাও! যাও গষ্টাভ! শীঘ্র আমার ঘোড়া সাজাইয়া আন! যাও—যাও—শীঘ্র!"

ভৃত্য। আপনার অশ্ব? সে ত বালাকলাভা যুদ্ধে নিহত হই-

য়াছে। আর আপনি করিতেছেন কি ? ওরূপ উত্তেজিত হইলে, মারা পড়িবেন যে।

প্রভু। চুপ রও নির্ব্বোধ! যেখান হইতে পার একটা অশ্ব সংগ্রহ করিয়া আন। ঐ শোন রণভেরী বাজিতেছে। আমার সৈন্যেরা যুদ্ধে গমন করিতেছে—সকলেই ব্যস্ত আর আমি নীরবে বসিয়া রহিব ?

হেজলউড একটা পোষাক লইয়া নিজেই পরিধান করিলেন। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল—পড়িয়া গেলেন—পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গষ্টাভ পুনরায় অনুনয় সহকারে কহিল, "ঈশ্বরের দিব্য! আপনি যুদ্ধে যাইবেন না। আপনার স্বাস্থ্য—স্বাধীনতা এবং জীবনের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন!"

হেজলউড গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কোন কথা নয়! যাও, যেমন করিয়া পার, একটা ঘোড়া লইয়া আইস। নচেৎ আমার সম্মুখে আর আসিও না—ও মুখ আর দেখিব না! দূর হও আমার সম্মুখ হইতে।"

গষ্টাভ তথাপি নড়িল না। ক্রোধান্ধ হেজলউড তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। গষ্টাভ অশ্ব আনিবার ভাণ করিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

সহিসেরা ইংরাজ সেনানীদের অশ্ব সাজাইয়া লইয়া যাইতেছিল, যোদ্ধৃবেশে শীর্ণদেহ, রক্তহীন পাণ্ডুর-মুখ লইয়া, একজন তাহাদের নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। গষ্টাভ সোদ্বেগে চীৎকার করিয়া উঠিল। একটা ঘোড়া বেশী ছিল, হেজেলউড একজনের সাহায্যে তাহাতে আরোহণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন। হতভাগ্য গষ্টাভের হৃদয় যুগপৎ হর্ষ বিষাদে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। সেও আর সেস্থানে দাঁড়াইল না—বেগে প্রস্থান করিল।

সপ্তত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

পর্ব্বত উপত্যকায়

ইনকারমানের যুদ্ধ সমভাবেই চলিতে লাগিল। ইংরাজের যে সকল সেনাদল অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একদল খুব সাহস দেখাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এ দল মেজর হেজলউডের। তিনি তাঁহার কলোন্যালের পাশে পাশে সৈন্য-শ্রেণীর পুরোভাগে অগ্রবর্ত্তী হইতেছেন। যুদ্ধের উত্তেজনায় তাঁহার শরীরে সহসা অস্বাভাবিক বলের সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহার স্বভাবসুলভ হৃদয়বল দৈহিক দুর্ব্বলতাকে পরাজিত করিয়াছে। তাঁহার মুখে এখন আর সে রোগ-ক্লিষ্ট মলিন ভাব নাই —চক্ষে এক প্রকার অস্বাভাবিক দীপ্তি বিভাসিত হইতেছে। যাহারা তাঁহার বিষয় সম্যক অবগত নহে, এক্ষণে তাঁহাকে দেখিলে—তিনি যে রোগ-শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিতেছেন, কোনরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

ইংরাজ-সেনার দুর্জ্জয়শক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া, রুস-বাহিনী পর্ব্বত-শীর্ষ পরিত্যাগ করিয়া, উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজ সেনার সংখ্যা আট হাজার মাত্র—ফরাসী সেনার সংখ্যাও ছয় হাজারের অধিক হইবে না। রুস-সেনার সংখ্যা চল্লিশ হাজারের ন্যূন নহে। রুসের এ বিপুল-বাহিনীর মধ্যে এখন আর কোনই শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইতেছে না। অনেক স্থলে হাতাহাতি যুদ্ধও আরম্ভ হইয়াছে।

জেনারেল কুথবার্টের দুর্দ্ধর্ষ মুষ্টিমেয় সেনা রুসের অগ্নিবৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়া, সর্ব্বাগ্রে পর্ব্বত-শীর্ষে আরোহণ করিল, অমনি পঙ্গপালের মত

রুস-সেনা আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কুথবার্ট সাংঘাতিক আহত হইলেন। তাঁহার সেনাদল রুষের দুর্ভেদ্য সৈন্য প্রাচীর ভেদ করিয়া—তাহাদিগকে বিধ্বস্ত, মথিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

অপরাহ্ন পর্য্যন্ত সমভাবে যুদ্ধ চলিল। তাহার পর হইতেই রুস-সেনা রণে ভঙ্গ দিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রুষের প্রবল বাহিনী—সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ হাজার, ইংরাজ এবং ফরাসির চৌদ্দ-হাজার সেনার নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল।

এক্ষণে ইংরাজ এবং ফরাসিরা নিজ নিজ দলের আহত ও হত সৈনিকের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। এই সকল লোকের মধ্যে একজন অতি কাতরভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। এ ব্যক্তি অপর কেহ নয়—হেজলউডের প্রভুভক্ত ভৃত্য গষ্টাভ। হেজলউডের সেনা শত্রুবিজয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহার মধ্যে হেজলউড নাই। একজন সৈন্যকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে অঙ্গুলি সঙ্কেতে উপত্যকা দেখাইয়া দিল। গষ্টাভ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল,—তাহাই ঘটিল। প্রথম মুহূর্ত্তে অশ্রুপ্লাবনে তাহার যুগলাক্ষি পূর্ণ হইয়া উঠিল,—পরক্ষণে প্রভুপরায়ণ ভৃত্য প্রভুর মৃতদেহের অনুসন্ধানে ছুটিল।

সে শবারণ্যের মধ্যে হেজলউডের দেহ অন্বেষণ করিয়া বাহির করা বড় সহজ কাজ নয়। তন্ন তন্ন করিয়া, প্রত্যেক মৃতদেহ টানিয়া শবস্তূপের মধ্য হইতে প্রত্যেককে বাহির করিয়া গষ্টাভ তাহার প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইংরাজ, ফরাসী, ও রুস-সেনার মৃতদেহে রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন। শব-রাশির মধ্যে যখনই কোন ইংরাজ-সেনার পোষাক পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল—তখনই গষ্টাভের অন্তরে আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। দ্বিগুণ উৎসাহে সমস্ত মৃতদেহ অপসারিত করিয়া, যাহাকে বাহির করিল, সে যে অন্য

ইংরাজ সেনার। গষ্টাভের হৃদয় দমিয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পর মুহূর্ত্তে পুনরায় নব আশায় আশ্বাসিত হইয়া, নব বলে বলীয়ান হইয়া, প্রত্যেক স্থানের মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল। রক্তে তাহার হস্তপদ, মুখ, বক্ষ, বস্ত্র ভরিয়া গেল। তথাপি তাহার বিরাম নাই।

এইরূপে দুই ঘণ্টা বৃথা পরিশ্রম করিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। তথাপি নিবৃত্ত হইবার তাহার প্রবৃত্তি নাই। প্রভুর পরিণাম না দেখিয়া সে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিবে না ইহাই তাহার অন্তরের বাসনা। অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িল, সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে আর যখন কিছুই স্পষ্ট লক্ষীভূত হইতেছিল না, তখন একটা বনান্তরালের পার্শ্বে স্তুপীকৃত শবের মধ্য হইতে কে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "জল—এক ফোঁটা জল!"

সে স্বর গষ্টাভের কর্ণে প্রবেশ করিল। উৎকট আনন্দে বিকট চীৎকার করিতে যাইতেছিল কিন্তু সহসা থামিয়া গেল। স্বর হেজলউডের।

পরক্ষণে গষ্টাভ হেজলউডের পার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিল। দূর-দর্শী ভৃত্য সঙ্গে মদ্য প্রভৃতি পানীয় এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার উপকরণ লইয়া আসিয়াছিল। হেজলউড গষ্টাভকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর এখন কোমল এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ। একখানা গাড়ী ডাকিয়া হেজলউডকে তাহার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক গষ্টাভ তাহার পাশে পাশে শিবিরাভিমুখে চলিল। তাহার চক্ষু দিয়া নিরবে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

———

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শিবিরে

সমরাবসানে রণশ্রান্ত ফরাসী সেনাপতি, ইংরাজ সেনানায়কের শিবিরে উপবেশন করিয়া বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে প্রাতঃকালের সেই বেনামা পত্রের কথা উঠিল। ফরাসী সেনাপতি কহিলেন, "এ পত্রের প্রেরক কে,—আমি এখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। কোন ফরাসী সেনানী সেই পত্রের যে বাহক তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই,—কিন্তু হস্তাক্ষর কোন ফরাসীর নয়—ইহা নিশ্চিত।"

ইং-সে। হাতের লেখাটা কতকটা স্ত্রীলোকের মত। যাঁহারই হাতের লেখা হউক, তিনি যে হস্তাক্ষর গোপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ফ-সে। ইহার প্রত্যেক কথাই সত্য। শিবাস্তপোলে ঘণ্টাধ্বনি, রুস-সেনার অভিযান—

ইং-সে। সকল কথাই সত্য। ইহার একাংশ যখন সত্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে, তখন আমরা ইহার অপরাংশকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। প্রতারক রুস-সেনাপতির পীত-পতাকা মণ্ডিত অট্টালিকা কাল আমাদের কামানের গোলায় ধূলিসাৎ হইবে।

ফ-সে। নিশ্চয়। প্রতারণা আর খাটিবে না। পত্র-প্রেরকের লেখার ভাবে বোধ হয় তিনি স্বচক্ষে এ সকল দেখিয়া আসিয়াছেন। ঘণ্টাধ্বনির সঙ্কেত পাইবামাত্র রুস-সেনা আক্রমণ করিতে বাহির হইবে, অন্য অনেক সূত্রে অবগত হইতে পারা যায় কিন্তু অস্ত্রাগার

ও বারুদখানার সংবাদ এবং শিবাস্তপোলে যে খাদ্যাভাব ঘটে নাই, —এ সকল চাক্ষুস-দৃষ্টির ফল। পত্রপ্রেরক যে শিবাস্তপোলে প্রবেশ করিয়া, এই সকল মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহপূর্ব্বক নিরাপদে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমি শিবিরে যাইয়া এখনই প্রচার করিয়া দিব, এ পত্র লেখক যিনিই হউন, আত্মপ্রকাশ করিলে, আমি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিব।

ইং-সে। যদি পত্রপ্রেরকের স্বরূপ জানিতে পারেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন, আমিও তাঁহার এই সৎসাহসের পুরস্কার প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

অপরাপর কথাবার্ত্তার পর, ফরাসি সেনাপতি নিজ শিবিরে প্রস্থান করিলেন এবং পত্রপ্রেরককে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ঢেঁরা দিয়া দিলেন। ইংরাজ ও ফরাসী শিবিরের সকলেই এ সংবাদ শুনিল কিন্তু কেহই পুরস্কারপ্রার্থী হইল না।

পরদিন প্রাতঃকালে ইংরেজ সেনানিবাসের গুম্বজের উপর হইতে কারা-বালনার উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। সকল কামানেরই লক্ষ্য সেই পীতপতাকা-শোভিত অট্টালিকা। কামানের একটা গোলা লাগিয়া পতাকাদণ্ড ভগ্ন হইয়া পড়িল। রুসেরা মনে করিল দৈবাৎ একটা গোলা এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা তাড়াতাড়ি আর একটা পতাকা উড়াইয়া দিল। অমনি গোলার পর গোলা যাইয়া তাহার উপর পড়িতে লাগিল। সহসা একটা বৃহৎ গোলা অট্টালিকার ছাদে পড়িল। অমনি ভূমিদিগদিগন্ত কাঁপিয়া আগ্নেয়গিরি বিদারণের ভীষণ শব্দের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। ধূমে চতুর্দ্দিক ভরিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধূম-জাল অপসারিত হইলে, ইংরাজ সেনা ঘোরনাদে হুঙ্কার ছাড়িল। অট্টালিকাশীর্ষে পীত-পতাকার নামগন্ধ কেহ দেখিতে পাইল না।

অট্টালিকার সে শোভা আর নাই, জীর্ণ দীর্ণ দগ্ধ ভগ্নাবশেষ মাত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এতক্ষণ যাঁহাদের মনে সন্দেহ ছিল—ইহাকে হাসপাতাল বলিয়া এখনও যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন এইবার তাঁহারা বীতসংশয় হইলেন।

এইবার আমরা একবার হেজলউডের শিবিরে প্রবেশ করিব। যুদ্ধে তিনি একটা সামান্য আঘাত পাইয়াছিলেন কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্যই অবসন্ন দেহে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হন এবং তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়। যখন তাঁহার চেতনা সঞ্চায় হয় পিপাসায় তাঁহার ছাতি ফাটিতেছিল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বারি প্রার্থনা করেন। গষ্টাভ সুশীতল পানীয়ে তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠতালু আর্দ্র করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহাকে তাঁহার শিবিরে লইয়া আসিয়াছে। তাহার পরই তাঁহার চেতনা লোপ পাইয়াছে। বিকার-ঘোরে কখনও তিনি প্রলাপ বকিতেছেন। কখনও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার অবস্থা বড় শঙ্কটাপন্ন। প্রভুভক্ত করুণার্দ্র-চিত্ত গষ্টাভ নিজের প্রাণপাত করিয়া, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, দিনরাত্র অনবরত তাঁহার সেবা করিতেছে। দিনান্তে একবার একজন ইংরাজ চিকিৎসক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যান। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থায় ইংরাজ শিবিরে ভাল ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা নাই। মহাত্মা দিলেন্সি প্রত্যহ ঔষধ পথ্য যোগাইতেছেন—প্রতিদিন এক সুদক্ষ ডাক্তার সঙ্গে আনিয়া, তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেছেন। এইরূপে একপক্ষের পর হেজলউডের রোগের উপশম হইতে আরম্ভ হইল। অল্পে অল্পে—ধীরে ধীরে তাঁহার দেহ নিরাময় হইতে লাগিল।

এক মাসের পর তিনি একটু সুস্থ হইলেন। এখন তিনি উঠিয়া বিছানায় বালিশে ঠেশ দিয়া বসিতে পারেন। তাঁহার এইরূপ অবস্থায়

তাঁহার সহযোগী সেনানীরা তাঁহার শিবিরে দেখা করিতে আসিলেন। বেনামাপত্রের বিষয় হেজলউড কিছুই জানিতেন না। আজ কথায় কথায় সে কথা উঠিল। শুনিয়া রুগ্ন সেনানীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

যুদ্ধের পূর্ব্ব রাত্রে সন্ধ্যার সময় এই সহ-সেনানীরাই তাঁহার কক্ষে সমবেত হইয়া, এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যেই একজন বলিয়াছিলেন "যদি কোন সাহসী যুবক শিবাস্তপোলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তথাকার সংবাদ আনিতে পারে—বড়ই উপকার হয়।"

কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে। এক্ষণে একজন কহিলেন, সেই ফরাসী সেনানীরই এই কাজ। আমার বোধ হয় পত্র প্রদানের অব্যবহিত পরেই যুদ্ধে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে,—নচেৎ নিশ্চয়ই তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া পুরষ্কারের দাবী করিতেন।

হেজলউডের বীর হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "অসমসাহসীর কার্য্য। লোকটা যেই হউক, যদি জীবিত থাকিত, আর আমি যদি তাহাকে দেখিতে পাইতাম, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি জগতে তাহাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

গষ্টাভ রোগীর জন্য কি প্রস্তুত করিতেছিল, পাত্রটী উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। বিরক্ত হইয়া হেজলউড তাহাকে কতকগুলা ভৎর্সনা করিলেন। অপরাপর বিষয়ের আলোচনার পর বন্ধুরা বিদায় হইলেন।

তাহার অব্যবহিত পরেই দিলেন্সি আসিলেন। হেজলউড সাগ্রহে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন "বন্ধু! জীবনে আমি কখনও তোমার এঋণ শুধিতে শোধ করিতে পারিব না।"

দিলেন্সি। ও কথার আর উল্লেখ করিও না। ও সামান্য উপকার—

হেজলা। সামান্য উপকার নয়। তোমার কৃপাতেই আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। তুমি সাহায্য না করিলে এ বিপদে কে আমাকে ঔষধ

পথ্য দিয়া সাহায্য করিত? সত্য বলিতেছি দিলেন্সি! তোমার ঋণ অপরিশোধ্য।

দিলেন্সি। তুমি বিস্মৃত হইয়াছ—যদি তুমি কাহারও নিকট ঋণী থাক,—তবে ঐ যুবকের নিকট। আমার অপেক্ষা সহস্রগুণে সে তোমার উপকার করিয়াছে।

তাঁহারা দুইজনে ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। হেজলউড কহিলেন, "হাঁ সত্য! আমিও অকৃতজ্ঞ নই। আমি একটু সুস্থ হইয়া লিখিতে সক্ষম হইলেই—কনস্তান্তিনোপলে লণ্ডন ব্যাঙ্কের আমার যে এজেণ্ট আছে,—তাহার নিকট এক চেক পাঠাইয়া দিব। যে অর্থ দিব, তাহাতে আজীবন তাহার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিবে।"

"ও কিসের শব্দ!" বলিয়া দিলেন্সি সহসা উঠিয়া পড়িলেন, এবং শিবির-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গষ্টাভও চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার দিকে অনুনয়পূর্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। দিলেন্সি ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "ও কিছু নয়।"

হেজল। হাঁ—যে কথা হইতেছিল—আমি গষ্টাভের প্রতি———

দিলেন্সি। থাক ও কথা! এখন আর আমরা ও বিষয়ের আলোচনা করিব না। গষ্টাভ যদি আমাদের কথা বুঝিতে পারে, সে বড়ই মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইবে।

হেজল। না, সে বুঝিতে পারিবে না। আর বুঝিতে পারিলেও—তাহার মর্ম্মান্তিক কষ্টেরই বা কারণ কি? আমি তাহার প্রতি আর কি উপায়েই বা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি?

দিলেন্সি। এই যুবক দুইবার তোমার জীবনরক্ষা করিয়াছে। যে ব্যক্তি নিজ জীবনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া—তোমার সেবা করিতেছে—যাহার কার্য্যে শুদ্ধ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ভিন্ন হৃদয়ের আসক্তিই সম্যক উপলব্ধি

হয়,—নিশ্চয় জানিবে, সে কখনই অর্থলোভে একার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। আর তাহার সে ভক্তি শ্রদ্ধা বা ভালবাসার ধার অর্থের দ্বারা পরিশোধ করিতে যাওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়!

হেজল। সত্য কিন্তু বন্ধু! অন্য উপায় নাই। সে যদি আমার সমশ্রেণীর—সমপদবীর কোন লোক হইত, আমি তাহাকে আজীবনের অকপট সখ্যতায় আবদ্ধ করিতাম। যাউক, ও প্রসঙ্গ আপাততঃ আমরা ত্যাগ করিলাম। আমরা এখন অন্য কথা পাড়িব—আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন একটা বিষয় লইয়া যে, মহোচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বিতা———

বাধা দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া দিলেন্সি কহিলেন, "ও প্রসঙ্গও আপাততঃ স্থগিত থাকিল। আমার বিশেষ কাজ আছে—আমি চলিলাম।"

এই কথা বলিয়া তিনি শিবির ত্যাগ করিলেন।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

উপাতোরিয়া

ইনকারমান যুদ্ধের পর তিন মাসেরও উপর গত হইয়াছে। এইবার আমরা একবার উপাতোরিয়ায় গমন করিব।

উপাতোরিয়া নগর ক্রিমিয়ার পশ্চিমোপকূলে অবস্থিত—এখান হইতে শিবাস্তপোল ৪৮ মাইল। এই উপাতোরিয়ার সান্নিধ্যেই সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজ এবং ফরাসি সেনা অবতরণ করে,—তাহার পর আলমা যুদ্ধের পর—তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একটা পথ ধরিয়া শিবাস্তপোলের দক্ষিণে উপনীত হয়। মি

ওমারের বাহুবীর্য্যে বিধ্বস্ত হইয়া রুস-সেনা দানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পর, সুলতান তাঁহাকে ক্রিমিয়ায় ইংরাজ ও ফরাসি সেনার সহিত যোগ দিতে আদেশ করিলেন। ওমার সুলতানের কার্য্যে তাঁহার স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন—কিন্তু তাঁহার জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর যশোকুসুম বিমলিন করিতে নারাজ। ইংরাজ বা ফরাসি সেনাপতির রণ-চাতুর্য্যের উপর তাঁহার তেমন বিশ্বাস নাই। ইংরাজ, ফরাসি এবং তুর্কী-সেনা একত্র মিলিত হইলে, তিনজনে আপন আপন সেনাদল পরিচালনা করিবেন সত্য—কিন্তু সমর-সভা আহ্বান করিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে হইবে। কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে বসিয়া, যদি তাঁহার সহিত ইংরাজ এবং ফরাসি সেনাপতির মত বৈষম্য ঘটে,—তাঁহারা দুইজনে যদি একদিকে হন, তাঁহার সিদ্ধান্তানুযায়ী কার্য্য হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লর্ড রগলান বা জেনারেল কেনরোবার্টের রণ-পাণ্ডিত্যের উপর তাঁহার আস্থা নাই। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা অনেক রণানভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের রণ-পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁহাদের সেনাগণের বাহুবীর্য্য এবং অসীম সাহসিকতার গুণেই সমর বিজিত হইয়াছে। এই সকল চিন্তা করিয়া, তিনি সম্রাট-সকাশে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন, যদি প্রত্যেক রণ-বৈঠকে তাঁহার মত বা ভোট দুইজনের মত বা ভোট বলিয়া পরিগণিত হয়,—তবেই তিনি ক্রিমিয়ায় উপস্থিত হইবেন,—নচেৎ যাইবেন না।

রাজধানীস্থ ইংরাজ এবং ফরাসি রাজদূতের নিকট এ [illegible]াব উত্থাপিত করিলে,—তাঁহারা কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তখন সুলতান ওমারকে এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য [illegible]খিলেন। ওমার পদত্যাগের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। অগত্যা ই[illegible] ফরাসি

রাজদূতেরা সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া, লর্ড রগলান এবং কেনরোবার্টের নিকট যথোপদেশ প্রেরণ করিলেন।

ওমার দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অধীনস্থ বিজয়ী সেনাদল ভার্ণার জাহাজে চড়িয়া, উপাতরিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিল। তাঁহার আগমন সংবাদে রুস-সেনার মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল এবং তাঁহার সমগ্র সেনা আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে রুস-সেনাপতি তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

অদ্য ১৬ই ফেব্রুয়ারি। উপাতোরিয়ার একটী হোটেলের একটী কক্ষে হেজলউড উপবিষ্ট। তাঁহার শরীর এখনও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় নাই। ওমারের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ইংরাজ ও ফরাসী পার্শ্বচর বা শরীর রক্ষীর আবশ্যক হওয়াতে, হেজলউড স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এখানে আসিয়াছেন। বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত ভৃত্য গষ্টাভও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে।

বেলা তিনটা। হেজলউড কয়েকখানি পত্র লিখিয়া, গষ্টাভকে ডাকিলেন। ভৃত্য উপস্থিত হইলে, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কনস্তান্তিনোপলের ডাক কি আজ রওনা হইবে?"

ভৃত্য। হাঁ। সন্ধ্যা সাতটায় যাইবে।

প্রভু। গষ্টাভ! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমার সেবা করিবার জন্য তোমার এত অনুরাগ কেন? আমার বেশ মনে আছে,—শিবিরে রুগ্নশয্যায় আমি যখন পড়িয়াছিলাম, তোমায় কত রূঢ় দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি—কত—

ভৃত্য। সে জন্য আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। রুগ্নাবস্থায় যাহা বলিয়াছেন,—তাহাতে আমার কোন বিরাগ-ভাবই উৎপাদন করে নাই।

প্রভু। তোমার কার্য্যকলাপ সকলই আশ্চর্য্য! তোমার প্রতি সদয়

এবং সদ্ব্যবহার করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। গষ্টাভ এক হাজার পাউণ্ড ইংলিস মুদ্রা—তোমার ফরাসি দেশের পঁচিশ হাজার ফ্রাঙ্কের সমান। এই টাকা তোমায় আমি দিতে চাহিলাম—তুমি গ্রহণ করিলে না। এই টাকার স্থদ হইতে অবলীলাক্রমে তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত—তুমি প্রস্তাবে উপেক্ষা করিয়া আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতে চাহিলে। বাস্তবিক গষ্টাভ! আমি তোমার প্রভুভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া—

এই সময়ে ওমার-পাশার নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া তাঁহাকে সর্দ্দার সেনাপতির আদেশ জানাইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, পত্র কয়খানি ডাকে দিতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রভুর প্রস্থানের পর গষ্টাভ সহসা বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া, নিজ কক্ষে প্রস্থান করিল। হেজলউড তাহাকে পাঁচখান পত্র ডাকে দিতে দিয়া গিয়াছিলেন, গষ্টাভ কিন্তু মোটে চারিখানা ডাকে দিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতঃকালে গষ্টাভ হেজলউডের কক্ষে শশব্যস্তে প্রবেশ করিয়া কহিল, "রুস আসিতেছে,—সেনাপতি আপনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

হেজলউড তৎক্ষণাৎ ওমার-প্রদত্ত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইতে ছুটিলেন। গষ্টাভ দূরে থাকিয়া পদব্রজে তাঁহা[র] অনুসরণ করিয়া চলিল।

সহসা রুসের বজ্রনাদী কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। উপাতো[রিয়া]-বাসী প্রাণভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কাতারে কাতারে তুর্কী [সে]না যখন নগর-দুর্গ হইতে বাহির হইল—নির্ভীক-চিত্তে ওমারে[র র]ণ-বিজয়ী সেনা যখন রুসের গতিরোধ করিতে ছুটিল,—তখন উপা[তো]রিয়াবাসীর বিষন্ন মুখ কতকটা প্রসন্ন এবং উদ্বেগশূন্য হইয়া আসিল।

গষ্টাভ একটা স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। দেখিল, সদলে বিজয়ী বীর ওমার দণ্ডায়মান। অবিচলিতভাবে প্রাকার-মঞ্চতলে অবস্থিত হইয়া স্থিরলক্ষ্যে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। শত্রু ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী—তাহাদের বন্দুকের গুলি আশ-পাশ দিয়া বোঁ বোঁ শব্দে ছুটিতেছে—গ্রাহ্য নাই। সহসা তিনি মঞ্চ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এক-জন পার্শ্বচরকে কি আদেশ করিলেন। পার্শ্বচর অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন—নক্ষত্রবেগে অশ্ব ছুটিল। একদল সেনা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া প্রাকারে উঠিতেছিল, সেনাপতির আদেশে তাহারা, পার্শ্ব ঘুরিয়া অগ্রবর্ত্তী একদল রুস অশ্বারোহীর সম্মুখীন হইতে চলিল।

উভয় পক্ষের কামান গর্জ্জনে এবং বন্দূকের শব্দে গগন মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল। ওমারের প্রেরিত পদাতিক দলের নিকট রুস অশ্বারোহী পরাজিত হইল। ওমার এতক্ষণ পদব্রজে ছিলেন, এইবার অশ্বে আরোহণ করিয়া,—যেখানে যুদ্ধ ঘোরতর হইতেছিল, তদভিমুখে ছুটিলেন। তাঁহার অনুচরবর্গও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

গষ্টাভও সে স্থান হইতে অবতরণ করিয়া, হেজলউডের সমীপবর্ত্তী থাকিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গষ্টাভ দেখিল,—ওমার প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছেন—তাঁহার দেহরক্ষীবর্গ তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু হেজলউড কোথায় ?

ভীত, উন্মত্ত গষ্টাভ হেজলউডকে কোথাও না দেখিতে পাইয়া, তাঁহার অনুসন্ধানার্থ প্রাকার হইতে অবতরণপূর্ব্বক, প্রান্তরের দিকে ছুটিতেছিল ; সহসা একটা বিকট চীৎকার করিয়া,—সেই স্থানে পড়িয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে একজন অশ্বারোহী অশ্ব ছুটাইয়া, নক্ষত্রবেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি গষ্টাভকে চিনিতে পারিবামাত্র অশ্ববল্গা সংযত

করিয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। অশ্বারোহী স্বয়ং হেজলউড।

একটা গুলি আসিয়া গষ্টাভের বুকে :লাগাতেই, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ওষ্ঠাধরের কম্পন এবং হস্তপদের সঞ্চালনে, দেহে এখনও প্রাণ আছে ভাবিয়া, হেজলউড তাহার প্রাণরক্ষায় ব্রতী হইলেন। বক্ষমাত্র রক্ত-প্লাবিত দেখিয়া বুঝিলেন, গুলিটা বুকেই লাগিয়াছে। রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য তিনি যুবকের বুকের জামাটা খুলিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু একি! ইংরাজ-সেনানীর তৎকালের বিস্ময়ের ভাব ব্যক্ত করিবার ভাষা জগতে নাই। বক্ষ বস্ত্র বিচ্ছিন্ন হইবামাত্র রমণীর তুষার ধবল বক্ষঃস্থল বাহির হইয়া পড়িল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পোল-নন্দিনী

আমাদের পাঠক পাঠিকার বোধ-সৌকর্য্যার্থে, আমরা এইস্থলে অপরাপর ঘটনা বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটা বিষয়ের উল্লেখ করিব। এ ঘটনা রুসীয় রাজধানী সেণ্টপিটার্স বর্গে সংঘটিত হইয়াছিল।

১৮৫২ অব্দের প্রারম্ভ। ফেব্রুয়ারী মাস। নেভা-নদীর জল জমিয়া তুষারে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া অসংখ্য চক্রহীন শকট যাতায়াত করিতেছে। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও নেভার এই

তুষার-বক্ষের উপর একটী মেলা বসিয়াছে। অসংখ্য নরনারী মেলায় আমোদ উপভোগ করিতে আসিয়াছে।

এই অসংখ্য যাত্রীর মধ্যে দুইজন আমাদের বর্ণনীয়। একজন পুরুষ, অপর স্ত্রীলোক। পুরুষ প্রৌঢ়,—বয়স পঁয়তাল্লিসের ন্যূন নহে। দেখিলেই কোন গণ্যমান্য লোক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। মধ্যমাকৃতি—ললাটে সংসার-ক্লেশ অথবা গভীর জ্ঞান-চর্চ্চার রেখা প্রপতিত। সঙ্গিনী তাঁহার যুবতী কন্যা। শুধু যুবতী নয়—অনুপমা সুন্দরী। দর্শকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ। সমস্ত দেহ সৌষ্ঠবময়—সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যৌবন-সুষমা আপনার অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। সর্ব্বাবয়বে একটা সলজ্জ গৌরবের ভাব মাখান রহিয়াছে। কুন্তল-কলাপ কাকপক্ষের মত কাল—বৃহচ্চক্ষুর তারা দুইটীও কাল—ওষ্ঠাধর রক্তাভ—দন্তগুলি শুভ্র স্বচ্ছ—ভ্রূযুগ্ম ঈষৎ বঙ্কিম, তুলিকাচিত্রিতবৎ, ঘন লোমাঙ্কিত, বিরলমধ্য,—সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গই সুষমাময়। ক্ষুদ্র সুন্দর ললাটখানি সরলতা এবং বিমলতার দিব্য সিংহাসন।

প্রৌঢ় একজন বিখ্যাত রসায়নবিৎ। নাম ভলমার। পোলাণ্ড তাঁহার জন্মস্থান। অজ্ঞাতনামা মধ্যবিত্ত কোন দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বকীয় অধ্যবসায়বলে জ্ঞানার্জ্জনপূর্ব্বক, তিনি জনসমাজে এখন বিখ্যাতনামা এবং যশস্বী হইয়াছেন। বিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অযথা-পূর্ব্বক রাজদ্রোহিতাপরাধে চিরহিমানীবৃত সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। সেইখানেই অপর কোন বন্দীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহফলে তাঁহার দুইটী পুত্র-কন্যা হয়। পুত্রের নাম বেশিল,— কন্যার নাম কেথারাইন। কেথারাইনের জন্মের অব্যবহিত পরেই তাহার মাতার মৃত্যু হয়।

ইহার অল্পদিন পরেই ভলমারের দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইল। তিনি পুত্রকন্যা লইয়া জন্মভূমি ওয়ার্স নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভলমার

অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহারই আয় হইতে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

ওয়ার্স ভলমারের জন্মস্থল। এখানকার সকলেই তাঁহাকে চেনে। এই স্থান হইতেই তিনি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন,—সুতরাং যতদিন তিনি এস্থানে অবস্থান করিবেন, তাঁহার এ কলঙ্ক বা অপকলঙ্কের কথা কেহই বিস্মৃত হইবে না। এতদ্ভিন্ন বেশিল ক্রমশঃ বয়স্ক হইতেছে,—ইহার পর যাহাতে লোকে তাহাকে নির্ব্বাসিতের পুত্র বলিয়া ঘৃণা করিতে না পারে এবং কোন স্থানে তাহার জন্য একটী ভাল কর্ম্মের সংস্থান করিবার জন্য, তিনি পুত্রকন্যা লইয়া রাজধানীতে আগমন করিলেন। দৈবানুকূল্যে একজন রাজকর্ম্মচারীর সহিত আলাপ হওয়াতে, তিনি রাজরক্ষীর পদে বেশিলকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং এই বেশিল যে, সেই নির্ব্বাসিত পোল ভলমারের পুত্র ইহা সাধারণে যাহাতে না জানিতে পারে সে বিষয়েও সতর্কতাবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন।

তদনুসারে ভলমার কন্যা কেথারাইনকে লইয়া, কোন নির্জ্জন পল্লীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুস্তক প্রণয়ন বন্ধ করিয়া দিয়া, মাসিক সংবাদপত্রে প্রবন্ধ পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন,—তাহার আয় হইতে বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে তাঁহার দিনপাত হইতে লাগিল।

বেশিল আজ দুই বৎসর রাজকীয় রক্ষীপদে বৃত হইয়াছেন। সম্রাট নিকোলাসের শুভদৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িয়াছে। দিন দিন তাঁহার উন্নতি হইতেছে। তিনি কাপ্তেন পদবীতে উন্নমিত হইয়াছেন।

প্রৌঢ় ভলমার কন্যাকে লইয়া নির্জ্জনে বাস করেন। সমাজে বড় একটা মেশামেশি নাই। অদ্য অপরাহ্নে কেথারাইনকে লইয়া মেলা দেখিতে গিয়াছেন।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, ভলমার কন্যার হাত ধরিয়া জনতার মধ্য দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সহসা অসংখ্য নরনারী ভয় ব্যাকুলকণ্ঠে ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। নেভাবক্ষে জমাটবান্ধা বরফরাশি গলিতে আরম্ভ করিয়াছে—তুষারময়ী নেভা পুনরায় জলময়ী হইয়া, স্ফীতবক্ষে কূল ছাপাইয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে,—এইরূপ ভাবের একটা সংবাদ বাত্যার মত জনতার মধ্য দিয়া বাহিয়া গেল। নর-নারী ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকের কাতরস্বরে, বালক বালিকার ক্রন্দনে মেলাস্থল পূর্ণ করিয়া ফেলিল। সকলে আপন আপন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, অপরকে ঠেলিয়া, দুর্ব্বলকে পদদলিত করিয়া প্রাণপণে তীরের দিকে ছুটিতে লাগিল। সেই ছুটা-ছুটির মধ্যে কেথারাইন ও ভলমার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে—কেথারাইন একাকিনী জনতার মধ্যে বড়ই বিপদ গণিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া এক সুন্দর যুবক তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার এরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক রুসীয় ভাষায় কথা কহিলেও সুন্দরী সহসা তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না। যুবক মনে করিলেন, যুবতীও তাঁহার মত বিদেশিনী। তিনি পুনরায় ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করিলেন। যুবতীও ফরাসী জানিতেন—তিনিও ফরাসি ভাষায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

নেভার জলপ্লাবনের কথা অলীক। যুবক যুবতীকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে রাখিতে আসিলেন। ভলমার পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে কন্যাকে পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং যুবকের নিকট কৃতজ্ঞতা ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে সান্ধ্য-ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন।

যুবক জাতিতে ইংরাজ। তাঁহাকে দেখিতে সুশ্রী। কথাবার্ত্তা সুমিষ্ট এবং শিষ্টাচারপূর্ণ। সেই অবধি তিনি প্রত্যহই ভলমারের বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ভলমার তাঁহার নিজকক্ষে তাঁহার লেখা পড়া লইয়া নিবদ্ধ থাকিতেন—বেশিল কর্ম্মস্থানে অবস্থান করিতেন। ইংরাজ যুবক এবং পোল যুবতী নির্জ্জনে বসিয়া নানা-বিষয়িণী আলাপ করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের সে আলাপ প্রেমালাপে পরিণত হইল। যুবতীর পিতা বা ভ্রাতা কেহই এ সংবাদ অবগত হইতে পারিলেন না—যুবতীও লজ্জাবশতঃ হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিলেন না।

যুবক প্রত্যহ আসিতেন। বহুক্ষণ দুইজনে বসিয়া নির্জ্জন আলাপে সময়াতিবাহিত করিতেন। কেথারাইন ইংরাজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্যতাবশতঃ অল্প দিনেই সে ভাষায় মোটা-মুটি একরূপ বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল—যুবক যুবতীর পিতার নিকট এখনও বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করেন নাই।

ভলমারের বাস নগরের উপকণ্ঠে—কোন একটী নির্জ্জন পল্লীতে। কেথারাইন একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একখানি পুস্তক খরিদ করিয়া বাটী ফিরিতেছিলেন। সৈনিকবেশী দীর্ঘাকায় একটী লোক তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছে দেখিয়া যুবতী কিছু চঞ্চল হইয়া, দ্রুত-পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনুসরণকারীও গাড়ির বেগ বৃদ্ধি করিয়া, তাঁহার নিকট-বর্ত্তী হইয়া কহিল, "যুবতী! আমার গোটা দুই কথা শুনিবে কি?"

কেথারাইন সগর্ব্বে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শরীরের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিতের এইরূপ অশিষ্টতাপূর্ণ

আচরণে এবং পথাবরোধকরণে বিরক্ত হইয়া, কেথারাইন ঘৃণাভরে কি উত্তর করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখেই থাকিল, ওষ্ঠাধর দিয়া নির্গত হইল না। সৈনিকবেশী পুরুষ স্বয়ং রুস-সম্রাট নিকোলাস!

যে মহাশক্তিশালী রুস-সম্রাটের সমক্ষে রুসের প্রত্যেক প্রজা ভয়ে থরহরি কাঁপিতে থাকে,—যাঁহার মুখের কথাই লোকের ভবিতব্য—যাঁহাকে দেশের মধ্যে ক্ষমতাশালীরাও মহাপ্রতাপান্বিত বলিয়া সম্মান করে,—তাঁহার সম্মুখে যুবতী কেথারাইন ভয়ব্যাকুলচিত্তে থর-হরি কাঁপিতে থাকিবে, কোন্ আশ্চর্য্যের কথা। তাঁহার পিতার সেই গুপ্তকথা—তাঁহার ভ্রাতার বিষয় স্মরণ হওয়াতে, আরও তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল—জারের সম্মুখে নত-জানু হইয়া বসিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

সম্রাট অপেক্ষাকৃত কোমলস্বরে কহিলেন, "কেথারাইন! তুমি বড়ই সুন্দরী! তোমার কথা—তোমার অনিন্দ্য রূপের বিষয় যাহা লোকমুখে শুনিয়াছি—তাহা সর্ব্বৈব সত্য! না—অমন করিয়া নতজানু হইও না।" এই বলিয়া সম্রাট বেপথুমতী যুবতীর কর ধারণ করিলেন।

কম্পিতস্বরে যুবতী কহিল, "সম্রাট! অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার পদতলে আমাকে পতিত হইতে দিন। আপনি পিতৃতুল্য—আমি আপনার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।"

সম্রাট। আমার আদেশ—নতজানু হইও না। লোকমুখে তোমার রূপের প্রশংসা শুনিয়া, আমি স্বচক্ষে আমার দর্শন-লালসা চরিতার্থ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলাম। অন্যের মুখে যে প্রসঙ্গ তোমার পক্ষে অবমাননাকর—তোমার সম্রাটের সেই প্রসঙ্গ তোমার নিকট মহা গৌরবের সামগ্রী।"

কেথারাইনের অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল। তাহার বিকম্পিত ওষ্ঠাধর দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। তদ্দর্শনে জার কহিলেন, "যুবতী! তোমার ভাবে বোধ হইতেছে, আমার প্রস্তাব তোমার গ্রাহ্য নয়।"

কেথারাইন। সম্রাট! দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনার মুখ হইতে এ কথা উচ্চারিত হইলেও—আমার মত কুমারীর নিকট কোন ক্রমেই গৌরবের বিষয় নয়।

সম্রাট। খবরদার! অধিক বাড়াবাড়ি করিও না। তুমি কি সেই নির্ব্বাসিত ভলমারের কন্যা নও? কাহার দয়ায় তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড রহিত হইয়াছে—কে অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তোমার ভাইকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে?

কেথারাইন। দয়া করুন সম্রাট! দয়া করুন! ভাবিয়া দেখুন আমি কখনও আপনার রাজশক্তির অবমাননা করি নাই। আমার পিতা দণ্ডিত হইলেও—তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমার ভাইয়ের চরিত্র নির্ম্মল—তাঁহার উর্দ্ধতন সকল কর্ম্মচারীই তাঁহার সুখ্যাতি করে। আর আপনি—

সম্রাট। বহু পূর্ব্বে তোমার পিতা রাজদ্রোহী হইয়াছিল—তাহার —নির্ব্বাসন-দণ্ড রহিত হইলেও, রুসিয়ার রাজদ্রোহিতা বিস্মৃত হইবার জিনিষ নয়। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার কথা শোন,—আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি তোমার সম্রাট—তোমার প্রসন্নতা লাভের জন্য তোমার পদমূলে নতজানু হইয়া বসিতে যাইব না—আমার আদেশ, তুমি আমার অন্তরের লালসা পরিতৃপ্ত করিবে।

কেথারাইন। ক্ষমা করুন—দয়া করুন! হায় রূপ! আমার কাল হইল! সৌন্দর্য্যই আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। হায় ভগবান এ কি করিলে?

সম্রাট। না সুন্দরী। তোমার রূপ তোমার সর্ব্বনাশ করিবে না! তোমার ও চারুকান্তি দেখিয়া যে মজিবে, সে তোমায় অযত্ন করিবে না। তুমি সুহাসিনী সরলা যুবতী। আমার কথা শোন,—আমি তোমাকে সুখৈশ্বর্য্যের সুশীতল কোলে স্থাপন করিব—তোমার পিতাকে সম্মান এবং ধনরত্নে মণ্ডিত করিয়া দিব—তোমার ভাইকে উন্নতপদে আরোহণ করিবার অবসর দিব!

কেথারাইন। সম্রাট! আপনি আইনকর্ত্তা—আপনিই ধর্ম্মের রক্ষক! আপনি যদি—

সম্রাট। চুপ কর সুন্দরী! তোমার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে আসি নাই। যুক্তি তর্কে বা অনুনয় বিনয়েও তোমার প্রসাদলাভের প্রত্যাশী নই। তোমার উপর যখন আমার আসক্তি পড়িয়াছে, তখন যে কোনরূপে সে আসক্তি পূর্ণ করিবই। তথাপি তোমায় এক সপ্তাহ সময় দিলাম—

কেথারাইন্। কখনও না সম্রাট! কখনও আমি আপনার এ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মত হইব না। আমার পিতা যদি আপনার রাজ্যের অতি দরিদ্র পথের ভিখারী হইতেন, তিনি কখনই কন্যার সতীত্বের বিনিময়ে আপনার প্রস্তাবিত ধনরত্ন গ্রহণ করিতেন না। আর আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, বরং তদ্দণ্ডে আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব তথাপি আপনার এ হেয় প্রস্তাবে স্বীকৃত হইব না।

সম্রাট গর্ব্বভরে কহিলেন, "নির্ব্বোধ গর্ব্বান্ধ বালিকা! তোমার পিতা কি কখনও তোমার নিকট সাইবিরিয়ার গল্প করে নাই।"

যুবতী শিহরিয়া উঠিল। তাহার উত্থিত আর্ত্তনাদ ওষ্ঠাগ্রেই লয়-প্রাপ্ত হইল। মদান্ধ জার পুনরায় কহিলেন, "তুমি কি জান না, আমার মুখের একটী কথায় তোমার পিতা এবং তোমাকে সাইবিরিয়ার

চিরহিমানীবৃত ভয়ঙ্কর প্রদেশে চিরকাল অবস্থিতি করিতে হইবে? বজ্রানলদগ্ধ বিটপীর মত তোমার সহোদরের ভাবী উন্নতির আশা মুহূর্ত্তে সমূলে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে?"

সজলনেত্রে আর্ত্তনাদ করিয়া হতভাগিনী পুনরায় কহিল, "না, না আপনি এত নির্দ্দয় হইবেন না। মানুষ কখনও এত নিষ্ঠুর হইতে পারে না।"

সম্রাট কহিলেন, "মানুষ সব হইতে পারে। সিংহাসনে বসিয়া অনন্ত শক্তি লাভ করিয়া, তাহার পরিচালনই যদি না করিতে পারিলাম, তবে সে শক্তির শক্তি কোথায়? আমি অপ্রতিহতশক্তি! দণ্ড দিবার আমার যেমন শক্তি আছে—দয়া প্রকাশ করিবারও তেমনি সামর্থ্য আছে। এখন আমার কথা শোন—বেশ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, সপ্তাহান্তে এইস্থানে ঠিক এই সময়ে উপস্থিত হইবে। ইহার মধ্যে আমার সহিত যে সাক্ষাৎ বা যে কথা-বার্ত্তা হইয়াছে, কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। যদি তোমার পিতা বা ভ্রাতাকে এ কথা বল—আমি জানিতে পারিব—সাবধান সুন্দরী! ঘুণাক্ষরে যদি আমার আদেশ অবহেলা কর—তোমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। সপ্তাহান্তে তোমার অভিমত শুনিব।"

এই কথা বলিয়া সম্রাট চলিয়া গেলেন। কেথারাইন একটা বৃক্ষ-কাণ্ড অবলম্বন করিয়া, সংজ্ঞাহীনার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। আকাশ মেদিনী তাহার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ধীরে ধীরে হতভাগিনী বাটী ফিরিয়া আসিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ জবাব

ষষ্ঠ রজনীর অবসান হইল। নিনিদ্রনয়নে সমগ্র শর্ব্বরী কাঁদিয়া—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া সপ্তম দিবসের প্রাতঃকালে কেথারাইন শয্যাত্যাগ করিল।

এ ছয়দিন যে কি যন্ত্রণায় তাহার অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। অন্তরে দুশ্চিন্তার দাবানল লুকাইয়া, মুখে হাসিয়া কথা কহিয়াছে। আজ যতই বেলা যাইতে লাগিল, ততই তাহার যন্ত্রণায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া পিতার পাঠাগারে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

শুনিয়া ভলমার কহিলেন, "কেথারাইন! তুমি আমার উপযুক্ত কন্যা! আমার হৃদয়ের ভালবাসা ঢালিয়া, এত কষ্টে তোমাকে যে লালিত পালিত করিয়াছি, তাহা আমার সার্থক হইয়াছে। নর-রাক্ষসের প্রলোভনে তুমি ধর্ম্ম-পথ হইতে বিচ্যুত হও নাই কিম্বা তাহার ভয়-প্রদর্শনে যে তুমি আত্মহারা হইয়া তাহার চরণে লুটাইয়া পড় নাই,—তাহাতে আমি যারপর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। চল আমি তোমার সহিত নির্দ্দিষ্টস্থানে যাইব—নর-পিশাচকে বলিব, "তুমি আমাদের সুখের সংসার ছারখার করিয়া আমাদিগকে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিতে পারিবে—আমার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ কণ্টকময় করিতে পারিবে, কিন্তু আমার কন্যাকে ন্যায়-ধর্ম্মের পথ হইতে স্খলিত করিতে পারিবে না।"

কেথারাইন কহিল, "না পিতা! তোমার যাওয়া হইবে না। আমি একাকিনীই যাইব। জারের মত পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে।"

সেই যুক্তিই সুযুক্তি বলিয়া পিতা স্বীকার করিলেন। কেথারাইন একাকিনী নিরূপিত সময়ে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্রাট ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। কেথারাইন তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া—নিষেধ করিয়া, জার কহিলেন, "জানু পাতিবার আবশ্যক নাই—বল তোমার অভিমত কি? তোমার শেষ জবাব শুনিবার জন্য আমি আসিয়াছি।"

কেথারাইন দৃঢ়তার সহিত কহিল, "আপনার যাহা অভিরুচি করিতে পারেন,—আমার পিতা ভ্রাতা এবং আমাকে যারপর-নাই বিপন্ন করিতে পারেন কিন্তু আমি কখনই আমার সতীত্বের পণে আপনার প্রস্তাবিত সুখৈশ্বর্য্য ক্রয় করিতে সম্মত হইব না।"

"সাধু! সাধু!" বলিয়া সম্রাট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার সে কাঠিন্যভাব বিদূরিত হইল—কর্কশতার স্থানে কোমলতা এবং সদাশয়তা আসিয়া আসন পাতিল। ভূপাল কোমলকণ্ঠে কহিলেন, "কেথারাইন! আমি তোমার দৃঢ়তায়—তোমার ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়াছি! তুমি মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ! তোমার ধর্ম্মভাব পরীক্ষা করিবার জন্যই আমার এ ছলনা! এস আমার সঙ্গে—আমি তোমাকে পুরস্কৃত করিব।"

দরদরধারে যুগল গণ্ড বহিয়া, যুবতীর আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কেথারাইন হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। সম্রাট তাহার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া চলিলেন। নিকটেই একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল—তাহাতে উভয়ে আরোহণ করিয়া, নগরোপকণ্ঠবর্ত্তী বৃক্ষবাটিকাশোভিত একটী ক্ষুদ্র গির্জ্জাদ্বারে উপনীত হইলেন। জার কেথারাইনের হাত ধরিয়া নামাইলেন। গির্জ্জা [illegible]

যুবতীর হৃদয় পুনরায় কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। গির্জ্জামধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কেথারাইনের হৃদয় পুলকে নাচিয়া উঠিল। সম্মুখে তাহার ভাবী স্বামী—সেই ইংরাজ-যুবক।

সম্রাট ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, "বৎসগণ পরস্পরকে আলিঙ্গন কর। তোমাদিগকে সুখী দেখিয়া, আমি সুখী হই। আজ তোমাদের বিবাহ!"

যুবক যুবতী পরস্পরে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। রাজাজ্ঞায় পুরোহিত অগ্রবর্ত্তী হইয়া, পরস্পরকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিলেন। গির্জ্জার খাতায়—রেজিষ্টারি পুস্তকে যথারীতি বিবাহ লিপিবদ্ধ হইল। স্বয়ং সম্রাট সাক্ষী হইলেন।

সম্রাট কহিলেন, "যাও বৎসগণ! এখন সংসার-সুখে সুখী হও! আমি তোমাদের পিতৃ-স্থানীয়। আমি তোমাদের বিবাহ দিলাম। আমার বাসনা—আমার আদেশ আপাততঃ তোমাদের এ বিবাহ গুপ্ত থাকুক—সময় মত আমি স্বয়ং কেথারাইনের পিতার নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিব। যাহারা সৎপথে অবস্থান করে—ধর্ম্মে যাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমি তাহাদিগকে এইভাবেই পুরস্কৃত করিয়া থাকি। পুনরায় আমি বলিতেছি, আমার আদেশ এ বিবাহ আপাততঃ এই ভাবেই থাকুক—অবসর মত আমিই স্বয়ং এ গুপ্ত বিবাহ ব্যক্ত করিব।"

প্রহৃষ্টান্তরা লজ্জানম্রমুখী কেথরাইন কহিল, "আপনার যাহা অভিরুচি, আমরা বর্ণে বর্ণে আপনার আদেশ পালন করিব।"

যুবকও সেই মতে মত দিলেন। সম্রাট তখন তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, আর একবার তাঁহার আদেশ স্মরণ করাইয়া প্রস্থান করিলেন। দম্পতি প্রফুল্লান্তরে, পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া গির্জ্জা

হইতে বাহির হইলেন। পথে আসিয়া যুবক কিরূপে রাজানুচর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন বলিলেন। কেথারাইনও আনুপূর্ব্বিক তাবৎ ঘটনা স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিল, তাহার পর যুবকের নিকট বিদায় লইয়া বাটী ফিরিল। আসল কথা গোপন করিয়া, সুন্দরী পিতার নিকট ঘটানাটা অন্যভাবে প্রকাশ করিল। সম্রাট তাহার দৃঢ়তা দেখিয়া—সৎপথে তাহার মতি দেখিয়া, তাহাকে যে অব্যাহতি দিয়াছেন, ইহাই প্রকাশ করিল। পিতা সন্তুষ্ট হইলেন। ভ্রাতা ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিলেন না।

যুবক এখন প্রত্যহ কেথারাইনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। বড় সুখেই তাঁহাদের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের বিবাহ এখনও তেমনই গুপ্ত আছে—সম্রাট এখনও কোন কথা ব্যক্ত করেন নাই বা করিতে আদেশ দেন নাই। যুবক যুবতী সুখ-সরে ভাসমান, নব দম্পতির সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। দেখিতে দেখিতে তিন মাস কাটিয়া গেল—কেথারাইন গর্ভবতী হইল—আর এ সংবাদ গোপন রাখা চলে না। যুবতীর চমক ভাঙ্গিল, ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সম্রাট নানা কাজে ব্যস্ত, বোধ হয় এ সামান্য বিষয় তাঁহার স্মরণ নাই—তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য—সকল বিষয় বিবৃত করিয়া—সম্রাট সকাশে এক আবেদন পাঠাইবার জন্য স্ত্রী স্বামীকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। যুবক-স্বামী প্রথম প্রথম তত গ্রাহ্য করিলেন না—শেষে স্ত্রীর প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে না পারিয়া, এক আবেদন প্রেরণ করিলেন।

সেই দিনই কেথারাইনের নিকট সংবাদ আসল—সম্রাট পরদিন সন্ধ্যার সময় পূর্ব্ব-সাক্ষাৎ-স্থানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কেথারাইন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। পরদিন কিন্তু তাহার আশা

আসিল না—প্রত্যহ যে সময়ে আসিতেন, সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি স্বামী আসিলেন না। যুবতী অন্তরে উদ্বিগ্ন হইলেও, যথাসময়ে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

সম্রাটের ভাব আজ অন্যপ্রকার। সে নিশ্মম কঠোর মুখ-ভাব দেখিয়া, ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। জার কহিলেন, "কেথারাইন! তোমার আবেদন পাইয়াছি। এতদিন তুমি আমার নিকট যে সত্যে আবদ্ধ ছিলে, আজ তাহা হইতে তোমায় মুক্তি দিলাম। আমার মত ফিরিয়াছে—আমি তোমার পিতাকে কোন কথা বলিব না—তুমি নিজেই যেমন করিয়া পার, প্রকাশ করিও। তবে একটা কথা বলিয়া যাই, তোমার পিতার নিকট গুপ্ত বিবাহের কথা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে, বিবাহের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইও—নচেৎ কোন ফলই হইবে না।"

এই বলিয়া সম্রাট নিকোলস প্রস্থান করিলেন। সুন্দরীর সুন্দর মুখ শুখাইয়া গেল। কি যেন একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সহসা সেই স্থানে তাহার পিতা উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কেথারাইন! বৃক্ষান্তরাল হইতে সকলই আমি দেখিয়াছি—লোকটা কে, তাহাও চিনিয়াছি। দুর্ব্বৃত্তের দুরাকাজ্ক্ষা বুঝি আবার উদ্রিক্ত হইয়াছে?"

কন্যা কাতরকণ্ঠে কহিল, "পিতা আপনি ভুল বুঝিয়াছেন! আপনি বাড়ী যান—আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী ফিরিয়া আমি সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিব। এখন কোন কথা নয়—অনুগ্রহ করিয়া এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

কন্যার সচ্চরিত্রতায় পিতার বিশ্বাস ছিল। তিনি অসন্দিগ্ধচিত্তে বাড়ী ফিরিলেন। কেথারাইন যে গির্জ্জায় বিবাহ হইয়াছিল, তদভি-

মুখে ছুটিল। নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিল, সে পুরোহিত আজ চারি মাস এ স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার স্থানে অন্য যাজক কর্ম্ম করিতেছেন। তাহার পর যাহা দেখিল,—যাহা শুনিল—তাহাতে তাহার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। নেত্র-সম্মুখে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। রেজেষ্টরি বহিতে তাহাদের বিবাহের নাম গন্ধ নাই—নির্দ্দিষ্ট স্থানের পাতাটা যেন কেহ ছিঁড়িয়া লইয়াছে বলিয়া তাহার বোধ হইল।

হতভাগিনী ক্ষতবিক্ষত হৃদয় লইয়া বাটী ফিরিল। তাহার প্রণয়-লাভে অসমর্থ হইয়া নর-রাক্ষস রুস-জার যে অতি জঘন্য উপায়ে তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন, কেথারাইন এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিল—তাঁহার স্বামী আইসে নাই —অভাগিনী তাঁহার হোটেলে ছুটিল—সেখানে গিয়া শুনিল পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে তিনি স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। আশার শেষ বর্ত্তিকা নিভিয়া গেল। সম্রাটের ষড়যন্ত্রে তিনিও যে, সহসা তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। এখন সান্ত্বনার স্থল—তিনি শীঘ্রই পত্র লিখিবেন—অবিলম্বে কোন বিশ্বস্ত লোক তাঁহার সংবাদ লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবে! দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—কিন্তু কোন পত্র বা লোক আসিল না। তথাপি অভাগিনী আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কোনরূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিল।

এইরূপে তিনমাস কাটিল। স্বামীর কোন সংবাদই আসিল না। অভাগিনী অন্তর্দাহে অন্তরে অন্তরে পুড়িতে লাগিল। এ জ্বালা নিবা-রণ করিবার একমাত্র উপায়—আত্মহত্যা। এ কল্পনাও অনেকবার

তাহার হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়াছিল কিন্তু গর্ভে সন্তান রহিয়াছে—সে মরিলে আরও একটী জীব মরিবে ভাবিয়া সে উন্মাদ-কল্পনা পরিহার করিল। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না—যাহা হউক একটা করিতে হইবে—নচেৎ তাহার প্রকৃতাবস্থা অধিক দিন আর লোকের অগোচর থাকিবে না।—হতভাগিনী সমস্ত সর্ব্বরী কাঁদিয়া অতিবাহিত করিত—দিবসে লোক-ভুলান হাসি হাসিয়া পিতা ভ্রাতার চক্ষে ধূলি দিত।

একদিন রাত্রে কেথারাইন এক বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পার্শ্বের ঘরে পরিচারিকা শুইয়া থাকিত—তাহার আর্ত্তনাদে সে ছুটিয়া আসিল। হতভাগিনী দেখিল, এ ভাবে আর চলিবে না—শীঘ্র যাহা হউক একটা কিছু করিতে হইবে। পর-দিন প্রাতঃকালে তাহাকে তাহার পিতৃভবনে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বেশিল

কেথারাইন যে, স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ভলমার প্রথম প্রথম কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিশেষরূপ অনু-সন্ধানের পর যখন দেখিলেন, কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য আবশ্যকীয় জিনিষ নাই—তাহার যে সকল হীরকালঙ্কার ছিল—তাহাও যখন দেখিতে পাইলেন না, তখন বুঝিলেন সত্যই কেথারাইন স্ব-ইচ্ছায় গৃহ-ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

ভগ্নান্তর হতভাগ্য পিতা পুত্রের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বেশিল উপস্থিত হইয়া পিতার নিকট সকল সংবাদ শুনিলেন। এতদিন তিনি এ সম্বন্ধে কোন সংবাদই জানিতেন না,—শুনিয়া ক্রোধে ক্ষোভে তাঁহার যুবক-হৃদয় উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিল। বাড়ীর পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমার সন্দেহ হয়, কেথারাইন গর্ভবতী হইয়াছে। আমি তাহার অনেক নিদর্শন পাইয়াছি। গত রাত্রে স্বপ্নে তাহার চীৎকার শুনিয়া তাহার কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলাম,—তাহার মুখে অস্পষ্ট উচ্চারিত সম্রাটের নাম শুনিয়াছি।"

এখন নিঃসন্দেহে তাঁহারা সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিলেন। কেথারাইন হয় ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে, নয় অত্যাচার উৎপীড়নের ভয়ে রুস-সম্রাটের জঘন্য লালসা-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের সহায়তা করিয়াছে। অবশেষে অভাগিনী কলঙ্ক ভয়ে—নিজ অবস্থা গোপন করিবার জন্য গৃহ ছাড়িয়া পলাইয়াছে, প্রথমতঃ পিতাপুত্রে যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। সহসা ভলমার নেত্র-মার্জ্জনা করিয়া, সবলে পুত্রের হাত ধরিয়া কহিলেন, "বেশিল! এ শোক-দুঃখের সময় নয়। প্রতিহিংসা—এ অসহনীয় অত্যাচারের প্রতিহিংসা চাই!"

পুত্রও চক্ষের জল মুছিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ পিতা! প্রতিহিংসার জন্যই আমরা জীবন ধারণ করিব। আদেশ করুন কি করিতে হইবে! রাক্ষসের বক্ষে, তীক্ষ্ণধার ছুরি কি বসাইয়া দিব?"

পিতা। না বেশিল। আমি পুত্র কন্যা হারাইতে পারিব না। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া, সে আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য জীবিত থাকিব। ব্যস্ত হইলে হইবে না—ধীরভাবে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তোমার উপর দুর্ব্বৃত্তের আচরণ ব্যবহার কিরূপ?

পুত্র। মন্দ নয়। পিতা! যে তোমার কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছে,

—তোমার পুত্রের প্রতি তাহার আচরণ খুব ভালই বলিতে হইবে। এখন দেখিতেছি, সে তাহার খেয়াল অথবা কূট নীতি।

পিতা। উভয়ই। যখন তোমার ভগ্নী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই—তখনও সে তোমায় ভালবাসিত। এখন সে ভালবাসার মাত্রা বাড়িয়াছে। তোমার ভগ্নীর সর্ব্বনাশ করিয়া, তোমার উপর কৃপাকণা বিতরণ করিয়া—তোমার মুখবন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বেশিল! আজ হইতে তোমাকে হৃদয়ের উচ্চবৃত্তির উচ্ছেদ করিতে হইবে—ঘের কপটী সাজিতে হইবে—অন্তরের বিষ-বহ্নি বাহ্য প্রফুল্লতায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে।

পুত্র। আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। প্রতিহিংসা সাধনের জন্য—হৃদয়ের পোষিত সংকল্পের চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য আমি সব করিতে প্রস্তুত আছি। বলুন এখন কি করিতে হইবে?

পিতা। এমন ভাবে আমরা কার্য্য করিব—যাহাতে ঘুণাক্ষরে কেহ আমাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না। বুঝিয়াছ বেশিল! স্বপ্নেও কেহ আমাদের অন্তরের পৈশাচিক সংকল্প কল্পনা করিতে পারিবে না। এ জগতে তুমি আমি ভিন্ন কেহ ইহার বিন্দু-বিসর্গ অবগত হইবে না। জার যদি কেথারাইনের সর্ব্বনাশ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে—আমার এ শান্তিময় আবাসে অশান্তির কোন বিষ-বাণ বিনিক্ষেপ না করে—এবং তোমার উপর যেমন কৃপা বিতরণ করিতেছে, যদি তেমন করিতে থাক আমাদের সংকল্প সিদ্ধির পথ তাহা হইলে শীঘ্রই সুগম হইয়া আসিবে। তুমি অবনতমস্তকে প্রসন্নমুখে রাজ-প্রসাদ গ্রহণ করিবে—কুক্কুরের মত তাহার চরণে লুটাইয়া পদলেহন করিবে। তাহার অনুগ্রহ লাভের জন্য —তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য কোন কার্য্যে কুণ্ঠিত হইবে না।

এক কথায় বিষদন্ত সর্পের মত ধীরে ধীরে, অভ্রষ্টলক্ষে তাহার সমীপ-বর্ত্তী হইবে—তাহার পর যখন অবসর উপস্থিত দেখিবে ঊর্দ্ধ ফণা ভুজঙ্গের মত দংশন করিবে।

পুত্র। পিতা রূপক ছাড়িয়া, সাদা কথায় বলুন আমায় কি করিতে হইবে ?

পিতা। বুঝিতে পারিলে না বেশিল ? এতদিন এ সুদীর্ঘ কাল বৃথায় কি আমি রসায়ন-চর্চ্চায় জীবনাতিবাহিত করিলাম ? আমি কি—

পুত্র। বুঝিয়াছি পিতা! আর বলিতে হইবে না। আমি ধৈর্য্য সহকারে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিব—অবসর জুটিলে আপনি আমায় প্রতি-হিংসার উপকরণ সম্প্রদান করিবেন।

পুত্র বিদায় লইয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইংরাজ যুবককে তাঁহারা ভ্রমেও একবার সন্দেহ করিলেন না। এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ—শেষ মাসও পূর্ণ হইল—কেথারাইনের কিন্তু কোন সংবাদই পাইলেন না।

কেথারাইনের নিরুদ্দেশের ছয় মাস পরে বেশিল একদিন রুস-জারের শীতাবাসের প্রাঙ্গনে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, পাহারা দিতেছেন। জার ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, বেশিল সসম্ভ্রমে অভি-বাদন করিলেন। কথায় কথায় জার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমার কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার শুভাশুভের উপর আমার সর্ব্বদা দৃষ্টি আছে। শুনিয়াছি তোমার পিতা নগরোপকণ্ঠে বাস করেন, আমি কি তাঁহার কোন উপকার করিতে পারি না ?"

বেশিল। সম্রাট! আমার পিতার স্বভাব কিছু বিশেষত্বমূলক। তিনি বড়ই নির্জ্জনপ্রয়াসী—

জার। কেন তোমার কি আর কোন ভ্রাতাভগ্নী নাই ?

বেশিল। আমার ভ্রাতা কোন কালে ছিল না—একমাত্র ভগ্নী—সে আজ প্রায় ছয়মাস হইল—

জার। বোধ হয় তাহার বিবাহের পর স্বামী গৃহে গমন করিয়াছে ?

বেশিল। না মহাশয়! সে বড় রহস্যময়—বিষাদ-কাহিনী। সে সহসা নিরুদ্দিষ্টা!

জার। নিরুদ্দিষ্টা! বল কি—কেহ কি তাহাকে খুন করিয়াছে বলিয়া তোমার বোধ হয় ?

বেশিল। না সম্রাট! আমাদের বিশ্বাস অভাগিনী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে বড়ই সুন্দরী ছিল!

সম্রাট একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বেশিলের মুখপ্রতি চাহিয়া কহিলেন, "তাহা হইলে, সম্ভবতঃ কাহারও প্রলোভনে পড়িয়া, গৃহত্যাগিনী হইয়াছে! আহা বড়ই কষ্টের কথা!"

বেশিল কপটী সম্রাটের কপটতায় মনে মনে বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাৎ দিলেও, মুখে সৌজন্য প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হইলেন না। জার পুনরায় কহিলেন, "তোমার ভবিষ্যৎ শুভাশুভ আমার লক্ষীভূত। তোমার সন্তপ্ত পিতা কি আমার নিকট কোন প্রসাদের আকাঙ্ক্ষা করেন না?"

বেশিল। আপনার অপরাপর রাজভক্ত প্রজার ন্যায় আমার পিতাও আপনার শ্রীমুখের আদেশ পালন করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ কিন্তু তাঁহার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি নির্জ্জনবাসেরই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

জার। উত্তম—তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে আর উত্যক্ত করিব না। তোমার উন্নতির দিকে সর্ব্বদা আমার লক্ষ্য আছে।

এই বলিয়া সম্রাট প্রস্থান করিলেন। আরও কিছু দিন গত হইল, তথাপি কেথারাইনের কোন সংবাদই আসিল না।

ইহার পরই রুসিয়ার সহিত তুরস্কের যুদ্ধ বাধিল। দলে দলে রুস-সৈন্য তুরস্কাভিমুখে বাধিত হইল। সম্রাট ভাবিলেন, তাঁহার এ বিপুল-বাহিনীর সম্মুখে, বাত্যা-তাড়িত তুলার মত, অশিক্ষিত তুর্কী-সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইবে। কিন্তু ফলে তাহা হইল না। ক্রমা-গত পরাজয় সংবাদ আসিতে লাগিল। বড় বড় সেনাপতি, সেনানী রণে প্রাণত্যাগ করিলেন—শুনিয়া সম্রাট ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার উপর আবার ইংরাজ ফরাসি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, তুর্কীর সহিত মিলিত হইল। সম্রাটের মস্তিষ্কের বিকার জন্মিল। চিকিৎসকেরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন।

ভলমার জিজ্ঞাসা কহিলেন, "আর কত বিলম্ব ?"

পুত্র কহিলেন, "এখনও ঠিক সময় উপস্থিত হয় নাই।"

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিহিংসা

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। কেথারাইনের গৃহ ত্যাগের পর প্রায় দেড় বৎসর গত হইয়াছে। ইতিমধ্যে জারের স্বাস্থ্যের অনেক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। শত্রুরা শিবাস্তপোল আক্রমণ করিয়াছে, সম্রাট সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন—সর্ব্বদাই অস্থির। কখনও আশায় উন্মত্ত হইয়া

হাসিতেছেন, পরক্ষণে আশাভঙ্গের অবসন্নতায় কাতর হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ।

এই স্থলে আমরা রুসিয়ার এতটু আভ্যন্তরিণ সংবাদ সংক্ষেপে প্রদান করিব। সাম্রাজ্য মধ্যে দুইটী দল আছে। একদল শান্তি প্রয়াসী, যুদ্ধবিরোধী—অপর পক্ষ সমরাভিলাষী। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র শান্তি-প্রয়াসী—কনিষ্ঠ কিন্তু শান্তিবিরোধী। সম্রাট কুক্ষণে সমরপ্রয়াসী দলের অভিমতে এই কাল সমরে ঝম্প দিয়া মনে মনে এখন পরিতাপ করিতেছেন।

রুস-সম্রাট যথেচ্ছাচারী হইলেও,—সকল সময়ে আপনার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হন না। রাজ্য মধ্যে যে গুপ্তশক্তি আছে, তাহার ভয়ে সর্ব্বদা তাঁহাকে সশঙ্ক থাকিতে হয়। তিনি যথেচ্ছাচারতন্ত্র রাজ্যের রাজা—তাঁহার ইচ্ছামাত্র শত সহস্রের শির ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়—লক্ষ লক্ষ লোক সাইবিরিয়ার তুষারমণ্ডিত প্রান্তরে প্রেরিত হয় সত্য কিন্তু তাঁহাকেও সর্ব্বক্ষণ রাজ্যের আভিজাত্যকুলের ভয়ে জীবন লইয়া ভয়ে ভয়ে অবস্থান করিতে হয়। এক্ষণে যদি তিনি সমর-প্রয়াসীদের দল ত্যাগ করিয়া, শান্তির দলে মিশিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন, তাহারা বিরক্ত হইয়া যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবন নষ্ট করিতে পারে। আবার শান্তিপ্রয়াসীদিগকেও ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না—এখানেও সেই আশঙ্কা।

এই সকল দুশ্চিন্তায় সম্রাটের দেহ মন আরও অবসন্ন। বাহিরের শত্রু অপেক্ষা গৃহ-শত্রুকেই তাঁহার ভয় বেশী। তাঁহার নিজ পুত্রেরাই তাঁহার প্রাণবধ করিতে পারে। দুই পুত্র দুই দলে—এক দলের মতে পরিচালিত হইলে, বিপক্ষদলের উত্তেজনা এবং পরামর্শে তাঁহার নিজ সন্তানই তাঁহাকে বিষপ্রয়োগ করিতে পারে। বড় অপেক্ষা ছোট

কনষ্টেনতাইনকে তাঁহার আশঙ্কা অধিক। সেই জন্য ছল করিয়া, তাঁহাকে ক্রিমিয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছেন।

রুস-সম্রাটের যখন এই অবস্থা—যখন তিনি গৃহ এবং বহিশত্রুর ভয়ে উদ্বিগ্ন এবং আশঙ্কিত, সেই সময়ে একদিন মধ্যরাত্রে কে আসিয়া ভলমারের দ্বারে করাঘাত করিল। পরিচারকা শয়ন করিয়াছিল—ভলমার স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। বেশিল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিলেন।

নির্জ্জন কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া বেশিল কহিলেন, "পিতা! এতদিনের পর প্রতিহিংসার সময় আসিয়াছে!"

পিতা। সত্য বলিতেছ? ভাল করিয়া বুঝিয়াছ? প্রতারিত বা বিফলতার তো কোন সম্ভাবনা নাই?

পুত্র। না—শুনুন। বড় ভয়ঙ্কর কথা!

পিতা। বল বল। উৎকণ্ঠানলে আমার হৃদয় পুড়িতেছে।

পুত্র। আজ একটা বড় আশ্চর্য্য—অসম্ভাবিতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। আজ সন্ধ্যাকালে আমি রাজকীয় চিত্রশালা দেখিবার অবসর এবং অনুমতি পাইয়াছিলাম। চিত্রশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কেহ নাই,—আমি একা। একে একে রুসিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজগণের চিত্র দেখিতে আরম্ভ করিলাম। তৃতীয় ইভানের সময় হইতেই রুসিয়ায় এই যথেচ্ছাচরমূলক শাসনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। লোকটার মুখে তাহার বিকট স্বভাবের পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহার পরই রক্তলোলুপ রাজকুলকলঙ্ক সম্রাট বেশিলের প্রতিমূর্ত্তি। ইহারই সময়ে আমাদের পোলণ্ড-ভূমি নরশোণিতে প্লাবিত হইয়াছিল। তাহার পর চতুর্থ ইভানের মূর্ত্তি।

পিতা। এই দানব সামান্য সন্দেহবশে পোলণ্ডের পঁচিশ হাজার

লোককে কুকুর বিড়ালের মত হত্যা করে। ক্রোধের উত্তেজনায় নিজ পুত্রকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহার আট দিন পরেই বিষপ্রয়োগে ইহার মৃত্যু হয়।

পুত্র। তাহার পর ফিউদরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম।

পিতা। ইনিও ভ্রাতৃদত্ত বিষে প্রাণবিসর্জ্জন করেন।

পুত্র। তাহার পর সেই ভ্রাতৃহন্তা ডিমেতরাসের মূর্ত্তি। তিনি নাকি মন্ত্রীর বিষে প্রাণত্যাগ করেন।

পিতা। সেই রাজহন্তাও কিন্তু অধিক দিন সিংহাসনে বসিতে পারে নাই—তাহার পারিষদবর্গের দ্বারা নিহত হইয়াছিল।

পুত্র। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সকলেরই প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। স্বাভাবিক মৃত্যু কাহারও অদৃষ্টে দেখিলাম না—সকলেই হয় বিষে, নয় ছুরিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে আমি বর্ত্তমান জার নিকোলাসের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। নির্ম্মম পিশাচ অবতার নিকোলাসের চেতনাহীন প্রতিমূর্ত্তিকে আমার তাহার স্বরূপ চেতনমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইল। এই পাষণ্ডই আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে—তোমাকে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিয়াছিল,—আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম কেথারাইনের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমি উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলাম। অস্ফুটস্বরে তাহাকে অভিসম্পাৎ দিলাম। আমি এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলাম যে, আমার বাহ্য চৈতন্য লোপ পাইয়াছিল—আমি চীৎকার করিয়া কহিলাম, "নির্দ্দয় উৎপীড়ক! শীঘ্রই তোমার ধমনীতে ধমনীতে আমার পিতার আবিষ্কৃত বিষ প্রবাহিত হইবে।"

পিতা। এই কথা তুমি বলিয়াছ? তাহার পর?

পুত্র। তাহার পরই কে আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিল।

পিতা। এ্যাঁ—বল কি? হস্তার্পণ—কে সে?

পুত্র। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সভয়ে ফিরিয়া দেখিলাম———

পিতা। কাহাকে দেখিলে?

পুত্র। চুপ কর পিতা! আমার নিকট সরিয়া আইস বলিতেছি।

পিতা সরিয়া আসিলেন, পুত্র তাঁহার কর্ণে একটী নাম উচ্চারণ করিলেন। শুনিয়া ভলমার কহিলেন, "সর্ব্বনাশ করিয়াছ! আর তোমার রক্ষা নাই।"

পুত্র। ভয় নাই পিতা। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন। শীঘ্র তাঁহার পথ—বুঝিয়াছেন?

পিতাপুত্রে উভয়েই কিয়ৎক্ষণ বদ্ধ দৃষ্টিতে স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ভলমার গাত্রোত্থান করিয়া, ইঙ্গিতে পুত্রকে অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়া তাঁহার রসায়নাগারে উপনীত হইলেন এবং একটী শিশিতে কয়েক ফোঁটা বর্ণহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ ঢালিয়া, পুত্র হস্তে অর্পণ করিলেন। বেশিল দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল।

উক্ত ঘটনার পর এক পক্ষ গত হইয়াছে। জারের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেকজাণ্ডার প্রাণপণে পিতার শুশ্রূষা করিতেছেন। ক্রিমিয়া হইতে জারের আদেশে অপর পুত্রদ্বয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। কনস্তানতাইন আশা করিয়াছিলেন, তিনি সম্রাট-পদে বরিত হইবেন কিন্তু রাজধানীতে পদার্পণ করিয়া শুনিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠই ভাবী সম্রাট মনোনীত হইয়াছেন।

১৮৫৫ সালের ২রা মার্চ্চ প্রাতঃকালে সম্রাটের শীতাবাসের প্রাসাদ গভীর শোকে আচ্ছন্ন। সম্রাট মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। দক্ষিণে নতজানু হইয়া বসিয়া সম্রাজ্ঞী স্বামীর শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতেই আলেকজান্দার দণ্ডায়মান। তিনি দেখিতেছেন, আর ক্ষণ বিলম্ব পরে রুসিয়ার রাজমুকুট তাঁহারই শিরে উঠিবে। তাঁহার পশ্চাতে

কনস্তেনতাইন দাঁড়াইয়া একবার সম্রাটের মুখপানে, একবার জ্যেষ্ঠের মুখপানে চাহিতেছেন।

জ্যেষ্ঠ ধীরে ধীরে কহিলেন, "উপাতোরিয়ার পরাভব সংবাদ পাইয়াই, পিতা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছেন!"

কনস্তেনতাইন কি উত্তর করিতে যাইতেছিলেন। সহসা থামিয়া বিরক্তিভরে অধর দংশন করিলেন।

রাজার বামপার্শ্বে প্রিয় পুরোহিত ক্রুশহস্তে দণ্ডায়মান। তাহার পার্শ্বেই রাজবৈদ্য নাড়ী ধরিয়া অবস্থিত! তাহার পরই রাজান্তঃপুরচারিণী অপরাপর কামিনীরা জানু পাতিয়া উপবিষ্টা। সকলের পশ্চাতে প্রিন্স দলগোরুদি দণ্ডায়মান।

বেলা দশ ঘটিকার সময় জার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেন। আলেকজান্দার সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে সসম্মানে রাজনামে অভিহিত হইলেন।

যে সময়ে আলেকজান্দারের রাজ্যাভিষেক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বেশিল পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "পিতা! আমাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ পূর্ণমাত্রায় পরিগৃহীত হইয়াছে।"

চতুশ্চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

পিতা পুত্র

ভলমারের হৃদয় সাধারণতঃ দয়ামমতাপূর্ণ হইলেও, উপর্য্যুপরি অত্যাচার উৎপীড়নের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার অন্তরের সুকোমল বৃত্তিগুলির এত দূর উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল যে, তিনি এই সংবাদে যাহার পর নাই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। সাগ্রহে সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল বল পুত্র! সকল কথা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।"

বেশিল। অদ্য প্রাতঃকালে প্রধান চিকিৎসক সম্রাটের অবস্থা ভাল নহে বলাতে, সকলে তাঁহার কক্ষে সমবেত হইলেন। আমি রাজ-কক্ষের অদূরেই রক্ষীরূপে দণ্ডায়মান ছিলাম। সেই লোকটী—নাম করিব না—যাঁহার সহিত চিত্রশালায় আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেশিল! এখনও কি তুমি তোমার প্রতিহিংসা পূর্ণ করিবার জন্য উদ্যত?" আমি দৃঢ়তার সহিত কহিলাম, "হাঁ!" তিনি মনে মনে একটু দুঃখিত বা বিরক্ত হইলেও, কহিলেন, "প্রস্তুত হইয়া থাক, ডাকিলেই যাইবে।" অর্দ্ধঘণ্টা পরে—রাজ কিঙ্কর আসিয়া ইঙ্গিতে আমাকে অনুসরণ করিতে বলিল। রাজার শয়ন প্রকোষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইলে, রাজ-চিকিৎসক বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, "শুনিয়াছি আপনি বড়ই রাজভক্ত—রাজার চরমাবস্থাতেও তাঁহার চরণতলে বসিয়া আপনার রাজভক্তি প্রদর্শন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আসুন আমার সহিত, আপনার বাসনা পূর্ণ হইবে।"

পিতা। ওঃ কি সৌভাগ্য তোমার! হায় সেই সময়ে যদি আমি তোমার স্থানে থাকিতাম! হাঁ—তাহার পর?

পুত্র। আমি রাজকক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অবস্থার রাজার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম।—

পিতা। উত্তম করিয়াছ! বেশিল তুমি বড়ই বুদ্ধিমান—বড়ই চতুর!

পুত্র। চিকিৎসক কহিলেন, "জ্ঞান এখনও আছে এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকিবে কিন্তু বাক্‌শক্তি বহুক্ষণ গিয়াছে।

পিতা। ঠিক ঠিক! সব ঠিক মিলিতেছে। তাহার গুণই ঐ—আমিও ঐরূপ অনুমান করিয়াছিলাম।

পুত্র। কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, প্রবল প্রতাপান্বিত, লক্ষ পাপে পাপী, সমগ্র রুসিয়ার সম্রাট মৃত্যু-শয়নে শায়িত রহিয়াছে। যাহার অত্যাচারে পোলণ্ড স্বাধীনতা বর্জ্জিত, নররক্তে প্লাবিত—যে তোমাকে অযথা নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিল—যে আমাদের কেথারাইনের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে—যাহার আদেশে আজ তুর্কী সমরে শত সহস্র রুষ প্রজার প্রাণনাশ হইতেছে—সেই অত্যাচার পরায়ণ কদাচারী দুর্দ্দান্তপ্রতাপ নরপাল আজ নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় শক্তিহীন হইয়া অবসন্নকলেবরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতে অবসন্ন—মুখমণ্ডল শুষ্ক মলিন দীপ্তিহীন—অধরোষ্ঠ রক্তশূন্য ঈষৎ নীলাভ—

পিত। অপরিহার্য্য লক্ষণ! চোখ—চোখ—চোখের অবস্থা কেমন?

পুত্র। চাক্যচিক্যময়, সীসকের ন্যায় জলিতেছিল। দৃষ্টি উর্দ্ধে নিবদ্ধ!

পিতা। বেশিল! বেশিল! আমি একবার সে অবস্থা দেখিতে পাইলাম না!

পুত্র। আমি নতজানু হইয়া শয্যাপার্শ্বে বসিলাম। আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র জারের মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল—চক্ষু আরও উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু সে শক্তিহীন—আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, তাহার অন্তর দগ্ধ হইতেছে,—মুখে কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না। আমি তাহার অবসন্ন হস্ত ভক্তিভরে তুলিয়া লইলাম,—ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষায় ব্যস্ত—অপরের দৃষ্টি অন্য দিকে ন্যস্ত—আমি এ অবসর ত্যাগ করিতে পারিলাম না। ভক্তিভরে করচুম্বন করিবার অভিপ্রায়ে লোলবদনে আরও তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কর্ণের নিকট অতি মৃদুস্বরে কহিলাম, "এতদিনে অত্যাচারের প্রতিশোধ হইল। বিষ আমাদের কিন্তু নিজ হাতে দিই নাই।"—পাপী চমকিয়া উঠিল—তাহার মৃত্যু-বিবর্ণ মুখমণ্ডল আরও ভীষণ হইল। আমি কখনও তাহার সেই যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট ভীষণ মুখচ্ছবি ভুলিতে পারিব না। নিকোলাস ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে—জ্যেষ্ঠ পুত্র আলেকজান্দার এতক্ষণ রাজদণ্ড ধরিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন।

এই সময়ে বহির্দ্বারে কে করাঘাত করিল। পিতাপুত্র পরস্পরের মুখপ্রতি চাহিলেন। তাহার পর ভলমার প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্বার উন্মোচন করিলেন। সম্রাটের প্রধান দেহরক্ষী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রক্ষী মহাশয় সৌজন্য জানাইয়া, ভলমারের হস্তে একখানি পত্র দিয়া কহিলেন, "নব ভূপতি আপনাকে এই পত্র দিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের গোপনীয় কাগজপত্রের মধ্যে আপনার নামোল্লেখ দেখিয়া, নব ভূপাল আপনার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। শিবাস্তপোলের দেওয়ানি রাজকার্য্যে আপনি নিযুক্ত হইয়াছেন—সম্রাটের আদেশ এক ঘণ্টার মধ্যে আপনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া শিবাস্তপোলের অভিমুখে যাত্রা করিবেন।"

ভলমার অভিবাদনপূর্ব্বক নিয়োগপত্র গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রক্ষীপ্রবর বেশিলের হস্তে আর একখানা পত্র দিয়া কহিলেন, "আপনিও এক ঘণ্টার মধ্যে শিবাস্তপোল যাত্রা করিবেন। শিবাস্তপোলের অবস্থা বড় শোচনীয়—সেখানে আপনার মত অধ্যবসায়শীল, বুদ্ধিমান, চতুর কর্ম্মচারীর একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সম্রাট আপনাকে ক্রিমিয়ার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি প্রিন্স গ্রোটস্কপের প্রধান পার্শ্বচর পদে বরণ করিয়াছেন।"

বেশিল অভিবাদন করিলেন। রাজদূত বিদায় হইলেন। পরক্ষণে পিতাপুত্রে যথাসত্বর উদ্যোগ করিয়া, রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

ঘণ্টা

শিবাস্তপোল এখনও অবরুদ্ধ। এখনও তাহার আশে পাশে তেমনি খণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে।

আজ মার্চ্চ মাসের ১লা। শিবাস্তপোলের অপরাপর গির্জ্জা অপেক্ষা একটী গির্জ্জায় সৈনিক সেনানীর জনতা কিছু বেশী। যাজক উশাদির বাগ্মিতাপূর্ণ সাময়িক বর্ত্তৃতাই এই লোকসমাগমের কারণ। তাঁহার উত্তেজনাপূর্ণ ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্যই দিন দিন লোকের আধিক্য হইতেছে।

আজও বিস্তর লোকসমাগম হইয়াছিল। উপাসনার পর উশাদি বিশ্রামার্থ আসন পরিগ্রহ করিলেন। লোকের জনতা কমিলে—লোক জন বাহির হইয়া যাইলে,—তিনি গাত্রোত্থান করিলেন এবং চিন্তিত

মনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে, ঘণ্টাঘরের সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইলেন। এই মন্দির-চূড়া শিবাস্তপোলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া বিখ্যাত। ধর্ম্ম-মন্দিরের চূড়া বলিয়া আজও ইংরাজ বা ফরাসির গোলায় চূর্ণ হয় নাই।

উশাদি সর্চ্চোচ্চ তলে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে এক অতি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বিলম্বিত। শিবাস্তপোলে কেন সমগ্র রুস দেশেও এত বড় এবং ভারী ঘণ্টা আর নাই। মস্কৌ নগরে একটা ছিল, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এ স্থানে আরোহণ করিলে, নগরের এবং নগর বাহিরের বহুদূর পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়। উশাদি উপরে উঠিয়া দেখিলেন, সেখানে আরও এক জন উপস্থিত আছে। তাহার নাম লুটজেন। বৃদ্ধও এই গির্জ্জার সেক্সটন নামক একজন কর্ম্মচারী। লুটজেন একাগ্রচিত্তে অনন্ত-দৃষ্টিতে গবাক্ষ দিয়া কি দেখিতেছে। উশাদি কিয়ৎক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ লুটজেন! ফরাসীরা বড়ই ব্যস্ত নয়?"

লুটজেন গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল, "হাঁ—তাই বটে। মনটা আজ বড়ই খারাপ আছে—তাই বসিয়া আছি!"

উশাদি। কেন, কি হইয়াছে?

লুট। একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি!

উশাদি। দুঃস্বপ্ন!

লুট। হাঁ—আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, আমার পিতা এবং পিতামহও এই গির্জ্জায় সেক্সটেনের কাজ করিয়াছিলেন?

উশাদি। হাঁ আমি শুনিয়াছি।

লুট। এই ঘণ্টা বড় সর্ব্বনেশে—বড় সাংঘাতিক ঘণ্টা! যখনই যাহার উপরে ইহার সংরক্ষণের ভার পড়িয়াছে, তখনই ইহা তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। শুদ্ধ তাহা নহে—সেই মৃত্যুতে আরও একটু বিশেষত্ব আছে। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের জীবিত-কালে এই ঘটা সর্ব্বপ্রথম এখানে বিলম্বিত হয় এবং তিনি ইহার প্রথম রক্ষক হইয়া যন্ত্র-চক্রের মধ্যে পড়িয়া যে দিন প্রাণ হারাইয়াছিলেন, সেই দিন সম্রাজ্ঞী কেথারাইনের মৃত্যু হয়।

উশাদি। সে ঘটনার সহিত তোমার এ স্বপ্নের সম্পর্ক কি?

লুট। বলিতেছি। তাঁহার মৃত্যুর পর আমার পিতামহ এই পদ প্রাপ্ত হন। বলা বাহুল্য তিনিও উল্লিখিতরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং সেই দিন ঠিক সেই সময়ে সম্রাট পল কাল-কবলে কবলিত হন। আমার পিতাকে তাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধব এ পদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কাহারও কথা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি সর্ব্বদা সাবধান থাকিতেন, আমাকে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক হইতে বলিতেন—তথাপি তিনি ইহার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না।

উশাদি। বল কি! তোমার পিতারও ইহাতে মৃত্যু হইয়াছিল?

লুট। আজ্ঞা হাঁ। একদিন কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা বলিষ্ঠ যুবক, নীচে ইহার শিকল ধরিয়া ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করে—সে ঘণ্টার দোলনী এবং গগনভেদী আরাব কিছুতেই থামে না দেখিয়া, পিতা উপরে কারণ অনুসন্ধান করিতে আসেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাকে এই স্থানে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়। সেই দিন সম্রাট আলেকজান্দরও মৃত্যু কবলিত হন।

উশাদি। বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা!

লুট। কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, ঐ ঘণ্টা ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে—আমি তাহার তলে ছিন্নপদ, ভিন্নমস্তক, পিষ্টকলেবরে পড়িয়া আছি। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যদি আমার মৃত্যু হয়—সম্রাট নিকোলাসও—

উশাদি। এ তোমার ভুল ধারণা। দুই একটা ঘটনা অবিকল মিলিয়াছে বলিয়া, এবারেও যে তাহাই হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

লুট। নিশ্চয় আছে। আপনি যাহাই বলুন—বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, দেখিবেন আমার ভবিতব্য ঐ।

উশাদি আর কোন কথা কহিলেন না। ধীরে ধীরে চিন্তামন্থর-গমনে নীচে নামিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ হইল। অপরাপর দিন অপেক্ষা আজ লোকসংখ্যা আরও বাড়িল। উশাদির উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার আকর্ষণে প্রতিদিনই লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। উশাদি বেদীর উপর দাঁড়াইয়া জলদগম্ভীরস্বরে উপদেশ দিতেছেন, আর উপাসক মণ্ডলী স্থির নিশ্চল স্থাণুবৎ বসিয়া, একাগ্রচিত্তে তাঁহার উপদেশসুধা পান করিতেছে। বৃদ্ধ লুটজেনও ইহার মধ্যে আছে।

সহসা আভিত্তি সমগ্র গির্জ্জা কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলে ঈষৎচঞ্চল হইয়া উঠিল—যাজক নিরস্ত হইলেন কিন্তু সে নিমিষের জন্য। পরক্ষণে আবার যেমন তিনি আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন—ভীষণ শব্দে সকলে চমকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল গির্জ্জার উপরে—সর্ব্বোচ্চ তলে কড়ি-বরগা ভাঙ্গিয়া ইট সুরকি চূর্ণ করিয়া কি বুঝি পড়িল। পর মুহূর্ত্তে আবার সেই শব্দ। নির্ব্বাক নিস্পন্দ জন-সমুদ্র এইবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—সকলে সভয়ে চীৎকার করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! হঠাৎ একটা গোলা

আসিয়া গির্জ্জাচূড়ায় পড়ে সে আঘাতে ঘণ্টা সমেত চূড়া ভাঙ্গিয়া প্রথম সর্ব্বোচ্চ তলে পতিত হয়—সেখানকার গৃহতল সে ভার বহনে অক্ষম হয়,—ছাদ ভাঙ্গিয়া—কড়ি বরগা চূর্ণ করিয়া বিরাট ঘণ্টা ক্রমশঃ নীচে পড়িতে থাকে!

ভীমনাদে ঘণ্টা আসিয়া গির্জ্জাতলে পড়িল। তাহার আঘাতে বহু হতভাগ্য রক্তাপ্লুত বিকৃতদেহে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। উশাদি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার রক্তহীন পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিলে—অচেতন প্রস্তর প্রতিমা বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল।

লুটজনের স্বপ্ন বর্ণে বর্ণে ফলিল। ঘণ্টাতলে রক্তাপ্লুতদেহে যখন তিনি পতিত—তখন বেলা দশটা বাজিতে দশ মিনিট মাত্র। ঠিক সেই সময়ে জার নিকোলাস সেণ্টপিটার্স বর্গে তাঁহার শীতাবাস মধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

ষট্চত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

উশাদি

উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে শিবাস্তপোলে সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ পৌছিল। উশাদি এই সংবাদ শুনিবা মাত্র চিন্তাবিঘূর্ণচিত্তে গৃহ মধ্যে আশ্রয় লইলেন।

ষষ্ঠ দিবস সন্ধ্যার সময় লুটজেনের বাড়ী হইতে তাঁহাকে ডাকিতে আসিল। লুটজেনের অন্তিমকাল উপস্থিত—তিনি ধর্ম্মযাজক—অন্তিমে

তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, তাহার জন্য ভগবানের দয়া ভিক্ষা করিয়া—তাহার পরকালের পথ মুক্ত করিবার জন্য ডাকিতে আসিল।

তিনি উপস্থিত হইলে, ক্ষীণকণ্ঠে লুটজেন কহিল, "ধর্ম্মপিতঃ আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। আপনাকে কতবার ডাকিয়াছি—আসেন নাই কেন?"

উশাদি। কারণ আছে। আমি মহাপাপী। মুমূর্ষর পার্শ্বে বসিয়া ভজনা করিবার শক্তি আমার নাই।

লুট। পিতা আমরা সকলেই পাপী—মানুষ মাত্রেই পাপী!

উশাদি। আমার মত পাপী কেহ নাই লুটজেন! আমি মহা পাপে পাপী! আমি যে কাজ করিয়াছি—তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই—সে পাপের ক্ষমা নাই। অহর্নিশ আমার হৃদয় অনুতাপানলে জলিতেছে। লুটজেন! শুনিয়াছ কি সম্রাট নিকালাস মরিয়াছেন?

লুট। শুনিয়াছি। আমি জানিতাম তিনি মরিবেন।

উশাদি। তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তাঁহারই আদেশে—তাঁহারই প্ররোচনায় আজ আমি মহা পাপী—তাঁহারই জন্য আজ আমার জীবন কলুষপঙ্কে পঙ্কিল।

লুট। কি বলিতেছেন পিতঃ? আপনি পাপী! আমার যে আপনাকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস ছিল!

উশাদি। তুমি মহা প্রবঞ্চিত হইয়াছ। আমি সম্রাটের আদেশে যে অপকর্ম্ম করি—তাহারই উৎকোচ বা পুরস্কার স্বরূপ শিবাস্তপোলের ধর্ম্মযাজকত্ব প্রাপ্ত হই।

লুট। পিতঃ যদি প্রকৃতই এ ঘটনা ঘটিয়া থাকে,—মুমূর্ষুর উপদেশ শুনুন, অনুতাপ করুন। যদি আমার মত নির্ভয় হৃদয়ে মরিতে চান,—বৃদ্ধের কথা রাখুন,—অনুতাপ করুন।

উশাদি। করিব, তোমার কথা শুনিব। লুটজেন! তুমি এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান—তুমি এখন হইতে ইহকাল পর-কালের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত—তোমার দিব্য দৃষ্টি এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর—বলিতে পার লুটজেন! আমার এ ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না?

লুট। সকল অপরাধেরই মার্জ্জনা আছে—সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। কিন্তু পিতঃ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—যে কাজ করিয়া-ছেন—যে পাপে আপনাকে পাপী ভাবিতেছেন,—ইহ জগতে কি তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই? যে অপকার করিয়াছেন,—তাহার কি প্রতিকারের কোন পন্থা নাই?

উশাদি। আছে—আছে লুটজেন। আমি তাহাই করিব। আমি প্রতিকারের সে উপায় এখনও নষ্ট করি নাই।

লুট। তবে সেই চেষ্টাই করুন। আমি মরিতেছি—আপনার জন্য আমি প্রার্থনা করিতেছি। মরণোন্মুখের যাচ্ঞা পরমেশ্বর শুনিবেন। যতই দুঃসাধ্য—যতই কষ্টকর হউক, সেই কৃতাপরাধের প্রতিবিধান-কল্পে কিছুতেই বিমুখ হইবেন না।

উশাদির চক্ষু দিয়া অনুতাপের দরবিগলিত ধারা ঝরিতে লাগিল। তিনি অশ্রুসিক্ত নিমীলিতনেত্রে মুমূর্ষুর পার্শ্বে নতজানু হইয়া, প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবানকে ডাকিয়া—যখন তাঁহার হৃদয়-ভার একটু কমিল—তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, লুটজেনের নশ্বর-দেহ পড়িয়া রহিয়াছে—অন্তরাত্মা অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছে।

উশাদি তাঁহার আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সে দিন রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া, আবশ্যকীয় সামান্য বস্ত্রাদি এবং টাকাকড়ি যাহা ছিল লইয়া, নিঃশব্দে গৃহ ত্যাগ করিলেন।

পারঘাটার পার হইয়া উশাদি পদব্রজে পথাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কোন গ্রামে গিয়া একটা অশ্ব সংগ্রহ করা তাঁহার সর্ব্ব প্রথম কার্য্য। পথিমধ্যে কোন গ্রামেই অশ্ব পাইলেন না—সকল অশ্বই অশ্বারোহী সৈন্যের জন্য পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছে।

শিম্কারপোল শিবাস্তপোল হইতে বিশ মাইল। রাত্রি শেষে উশাদি অবসন্নদেহে তথায় উপস্থিত হইয়া একটা পান্থাবাসে আশ্রয় লইলেন। সেখানে দুই তিনটা ঘোড়া আছে, কিন্তু তাহার মূল্য এত অধিক যে, তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে বহু শত মাইল পথ—এত পথ পদব্রজে ভ্রমণ করা অসাধ্য। বহু চিন্তার পর সেই অত্যধিক মূল্য দিয়াই একটী অশ্ব ক্রয় করিলেন এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে আত্রা আল-বান নামক একটী গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলেন। একটী সামান্য মাত্র হোটেল ছিল,—তথায় উপস্থিত হইয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন।

তিনি আহারে বসিয়াছেন, এমন সময়ে তথায় আর একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকের সৈনিকের বেশ। তিনি মাথার টুপি এবং মূল্যবান পালক-খচিত কোটটা খুলিয়া, টেবিলের একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন এবং প্রভুত্বসূচকস্বরে খাদ্য এবং মদ্য আনিতে আজ্ঞা করিলেন।

নবাগত উশাদির মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় বলিতে পারেন, এখান হইতে শিম্ফারপোল কত দূর ?"

উত্তর দিয়া উশাদি ভাবিতে লাগিলেন, লোকটীকে যেন তিনি কোথায় দেখিয়াছেন এবং স্বরও যেন পরিচিত কিন্তু কোথায়, কবে দেখিয়াছেন,—কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না। নবাগত পুনরায়

কহিলেন, "আমার যেন বোধ হইতেছে, কোথায় আপনাকে দেখিয়াছি!"

উশাদি। আমিও তাহাই ভাবিতেছি কিন্তু স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

নবাগত। হাঁ মনে পড়িয়াছে! আপনি সেণ্টপিটার্স বর্গের একটী ক্ষুদ্র গির্জ্জায় ছিলেন নয়?

উশাদি। সত্য। তথাপি আমি আপনাকে স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

নবাগত। একটী কথা বলিলেই সব মনে পড়িবে। ভলমারের কথা স্মরণ আছে।

উশাদি। হাঁ হাঁ! এইবার মনে পড়িয়াছে। আপনি ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের প্রধান শরীর-রক্ষী মেজর এলমনফ!

নবাগত। আপনার আশীর্ব্বাদে এখন আমি কলোনেল এবং বর্ত্তমান সম্রাটের শরীর-রক্ষী পদলাভ করিয়াছি। আমি যে ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের অনেক গুপ্তকাণ্ডের সহচর ছিলাম, নবীন সম্রাট তাহা জানেন না,—সুতরাং সে বিষয় যাহাতে তাঁহার কর্ণগোচর না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

উশাদি। নিশ্চয়।

নবা। আমরা তাহা হইলে পূর্ব্ব পরিচিত। আসুন দুইজনে একটু মদ্যপান করি।

উশাদি দেখিলেন, লোকটী কিছু বক্তার বেশী। মদ্য পেটে পড়িলে তাঁহার গাম্ভীর্য্যের বন্ধন আরও শিথিল হইয়া পড়িবে, তখন তাঁহার মুখে অনেক কথাই শুনিতে পাইবেন ভাবিয়া, সাহ্লাদে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন।

দুই তিন পাত্র সুরা উদরস্থ হইলে, উশাদি ভলমার পরিবারের কথা পড়িলেন। সুরাবিহ্বল কলোনেল অসঙ্কুচিতচিত্তে যাহা জানিতেন সকলই প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। কেথারাইনের সহিত ইংরাজ যুবকের বিবাহের পর, রাজাজ্ঞায় রেজিষ্টারি বইয়ের পাতা নষ্ট করিয়া, উশাদি শিবাস্তপোলে চলিয়া আসেন, তাহার পর কি হইয়াছিল, তিনি জানিতেন না। এক্ষণে কলোনেলের মুখে সমস্তই শুনিলেন। সম্রাটের পৈশাচিক প্রতারণা এবং জিঘাংসাবৃত্তির ফলে, কেথারাইন আপনার অবস্থা গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া, গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইংরাজ যুবকও সম্রাটের চক্রে পড়িয়া রুষরাজ্য ত্যাগ করেন, অষ্ট্রিয়া আসিয়া শুনিলেন, রুসিয়ায় তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছিল তাহা বিবাহই নয়—তাঁহাকে সে বিবাহের বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়া উশাদির অনুতপ্ত হৃদয় আরও অনুতপ্ত এবং আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি কথায় কথায় কেথারাইনের পিতা এবং ভ্রাতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন।

কলোনেল আর এক গ্লাস মদ্য পান করিয়া কহিলেন। "বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা যে, আজ আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা নবীন ভূপালের আদেশে শিবাস্তপোলে আসিতেছেন।"

উশাদি। বলেন কি! সত্য নাকি!

কলোনেল। হাঁ—ইহার মধ্যেও একটু বিচিত্রতা আছে। আলেকজান্দার রাজমুকুট পরিয়া আমাকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। পিতাকে কোন দেওয়ানি কর্ম্মচারী এবং পুত্রকে সৈনিক শ্রেণীতে কোন উচ্চপদ প্রদান করিয়া, অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ডাকগাড়ীতে শিবাস্তপোল যাত্রা করিলেন। সম্রাট পরদিন আমাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভলমার এবং তাহার পুত্র সম্বন্ধে আমার মত ফিরিয়াছে। তুমি এই পত্র লইয়া অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গত হও।

যেমন করিয়া পার, তাহাদের অগ্রে কোন নগরে উপস্থিত হইয়া, তথাকার ভারপ্রাপ্ত কোন সৈনিক কর্ম্মচারীর হস্তে এই পত্রখানি প্রদান করিও এবং যদি আবশ্যক হয় পিতাপুত্রকে সনাক্ত করিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। আমি তোমায় পুরস্কৃত করিব।

উশাদি। বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা। সহসা এ মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি!

কলোনেল। সহজেই অনুমান করা যায়। পত্রের মধ্যে কি আছে —না আছে, আমি দেখি নাই,—তথাপি বলিতে পারি উহার মর্ম্ম কি।

উশাদি। আপনি কি অনুমান করেন?

কলোনেল। সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন—এ অনুমান অভ্রান্ত। আমার অনুচরদ্বয় অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে—মদটা মন্দ নয়।

উশাদি। না—বড় চমৎকার, আপনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ শিবাস্তপোলে পৌছিবার পূর্ব্বে এ পত্র যথাস্থানে দেওয়া চাই।

কলোনেল। পথশ্রমে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। অন্ততঃ বার ঘণ্টা বিশ্রাম করিলে, শরীরটা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইবে। এরূপ জরুরি পত্র আমার অনুচরের মারফৎ পাঠাইতেও সাহস হয় না— আপনি যদি—

উশাদি। আনন্দের সহিত সম্মত আছি। আপনি আমার পরিচিত —এক সময়ে দুইজন একটা কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম—

কলোনল। বড়ই সুখের বিষয়। আপনি কখন রওনা হইবেন?

উশাদি। এখনই—এই মুহূর্ত্তে! আমি আমার অশ্ব প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে আপনি আসিয়া পড়িলেন।

কলোনেল। যদি আপনি সিমকারপোলে অবস্থান করেন—আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আবার দুইজনে বসিয়া এমনই করিয়া সুরাপানের আনন্দ উপভোগ করিব।

উসাদি। দেখিবেন ভুলিবেন না।

তাহার পর উশাদি হোটেলের পাওনা চুকাইয়া দিয়া, কলোনেলের নিকট হইতে শীলমোহরাঙ্কিত পত্র লইয়া, অশ্বে আরোহণ করিলেন। কলোনেল তৎক্ষণাৎ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিয়া, শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

উশাদি কিয়দ্দূর শিমকারপোলের অভিমুখে আসিয়া, রাজবর্ত্ম ত্যাগ করিয়া, ময়দানের উপর দিয়া আত্রা আলকনের দিকে ফিরিয়া প্রধান সড়ক ধরিয়া পেরেকপের দিকে চলিলেন।

সপ্তচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

পথিমধ্যে

উশাদি যখন হোটেল হইতে বহির্গত হইলেন, তখন রাত্রি এগারটা রাত্রি ঘনান্ধকারময়ী—আকাশ তারকাশূন্য। তিনি সেই নিবিড়ান্ধকার মধ্য দিয়া সবেগে অশ্ব চালিত করিয়া চলিলেন।

এক ঘণ্টার পর একটা স্থানে উপস্থিত হইয়া অশ্ববল্গা সংযত করিয়া দাঁড়াইলেন। সেই স্থান হইতে পথটা দুইদিকে গিয়াছে,—একটা পূর্ব্ব-মুখে, অপরটা উত্তর পশ্চিম মুখে। ক্ষণকাল চিন্তার পর, তিনি শেষোক্ত রাস্তা ধরিয়াই চলিলেন।

আরও একঘণ্টা চলিলেন কিন্তু পথে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তিনি কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ভলমার এবং বেশিলের সহিত এই পথে সাক্ষাৎ হইবার কথা—কারণ তাঁহারাও প্রধান সড়ক ধরিয়া শিমকারপোলের অভিমুখে আসিতেছেন। তবে কি তিনি পথ ভুলিয়াছেন ?

যাহা হউক, তখন আর উপায় নাই। তিনি আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, পথ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তিনি দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন,—এমন সময়ে অদূরে দুইটী অশ্বের পদ-শব্দ তাঁহার কর্ণ-কুহরে ধ্বনিত হইল। তিনি মৃদুকদমে চলিলেন। শীঘ্রই অশ্বারোহীদ্বয় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল,—অন্ধকার সত্বেও তিনি দেখিলেন, ইহারা কখন ভলমার এবং বেশিল নয়। দুইজনেরই বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। আগন্তুকদ্বয় সহসা অশ্বসংযত করিয়া দণ্ডায়মান হইল। এবং কঠোরস্বরে তাঁহাকেও দণ্ডায়মান হইতে অনুজ্ঞা করিল। প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে উশাদির বিলম্ব হইল না—তিনি তথায় দস্যুর হাতে পড়িয়াছেন। দস্যুদ্বয় তাঁহার নিকট যাহা আছে বাহির করিয়া দিতে বলিয়া, দুইটা পিস্তল তাঁহার সম্মুখে ধরিল।

উশাদি কহিলেন, "দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও—যৎসামান্য আমার নিকট যাহা আছে, যদি কাড়িয়া লও, আমি পথের ভিখারী হইব।"

গর্জ্জন করিয়া দস্যুদ্বয় কহিল, "কথা কাটাকাটি করিবার আমাদের সময় নাই—দেখি তোর নিকট কি আছে ?"

ঠিক এই সময়ে দ্রুত অশ্বপদ-শব্দ তিনজনের কর্ণে ধ্বনিত হইল। দস্যুরা চঞ্চল এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। উশাদি এই অবসরে নিকটবর্ত্তী দস্যুর হাতের পিস্তলটা ধরিয়া সবলে

কাড়িয়া লইলেন এবং আত্মরক্ষার্থ তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিলেন। গুলি দস্যুর বাম হাতে লাগিল। যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিয়া, আহত দস্যু তরবারির দ্বারা তাঁহাকে ভীষণবেগে আঘাত করিল। উশাদি আত্মরক্ষার্থ পিস্তলটা তুলিয়া ধরিলেন। আঘাত পিস্তলের বাঁটে পড়িল। তাঁহার জীবনরক্ষা হইল বটে কিন্তু তিনি আঘাতের সে বেগ সামলাইতে না পারিয়া, অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।

নিমেষ মধ্যে এই সমস্ত ঘটিয়া গেল। এই সময়ে ঘটনাস্থলে আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আর অশ্বপদ-শব্দ তিন জনেরই কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছিল। অশ্বারোহী দ্রুত অশ্ব চালিত করিয়া আসিতেছিলেন—এমন সময়ে পিস্তলের শব্দ হইল, তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে অশ্ব ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। দস্যুরা দেখিল অশ্বারোহী একা—তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া, সম্মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং দ্বিতীয় দস্যু তাহার পিস্তল ছুড়িল। পর মুহূর্ত্তে আগন্তুকের অসি প্রহারে দস্যুর মস্তক ধরাবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অপর প্রাণ লইয়া পলায়ণ করিল।

আগন্তুর দস্যুর অনুসরণ না করিয়া, যাহার জীবনরক্ষা করিলেন, তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন এবং শিষ্টাচারপূর্ণ কোমলস্বরে তিনি কোন-রূপ আঘাত পাইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। উশাদি তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। নবাগত রুস-ভাষায় কথা কহিলেও,— তিনি যে বিদেশী তাহা বুঝিতে উশাদির বিলম্ব হইল না। তবে তিনি কোন দেশবাসী তাহা তাঁহার পরিচ্ছদ বা কণ্ঠস্বরে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

উশাদি গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এটা:

কোন্ স্থান? আমার বোধ হইতেছে আমি পথ ভুলিয়া বিপথে আসিয়া পড়িয়াছি।"

নবাগত, আপনি কোন্ পথে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন?

উশাদি। যে পথটা শিমফারপোল হইতে আদ্রা আলবানের মধ্য দিয়া পেরেকপ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

নব। ওঃ তাহা হইলে বাস্তবিকই আপনি পথ ভুলিয়াছেন। আপনি বোধ হয় রুস-বাসী?

উশা। হাঁ। কিন্তু আপনি কোন দেশবাসী, আমি অনুমান করিতে পারিতেছি না।

নবাগত সে কথার উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আপনি অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছেন। নিকটেই তোগল—আমি আপনার সঙ্গে সেই স্থান পর্য্যন্ত যাইতে পারি।"

উশাদি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। যদি তোগলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, কোন প্রকারে কলোনেল এলমনকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, নিশ্চয় তিনি তাঁহাকে এই প্রতারণার জন্য দণ্ডিত করিবেন। তাঁহাকে চিন্তিত দেখিয়া নবাগত পুনরায় কহিলেন, যাহা হয় একটা ঠিক করুন—অধিক বিলম্ব করিবার আমার সময় নাই। এখান হইতে তোগলি দুই মাইল মাত্র।"

উপাদি। এখনও চিন্তামগ্ন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে বাহির হইল, "এই পত্র খানার উপরই নির্ভর করিতেছে! হায় যদি একটা আলোক পাইতাম।"

নক। আপনি আমাকে বোধ হয় অবিশ্বাস করিতেছেন। আমি রুস বা তাতার না হইলেও, শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার নিকট আপনার আশঙ্কার কারণ নাই। আপনার যেথানে অভিরুচি যাইতে পারেন।

উশাদি। আমি আপনার সঙ্গেই যাইব।

তখন তাঁহারা দুইজনে পুনরায় অশ্বারোহণ করিতে লাগিলেন। নবাগত কহিলেন, "আর কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলেই, চাই কি আপনি তুর্কী সেনার হাতে পড়িতে পারিতেন।"

উশাদি। বলেন কি! তুর্কীরা কি এতদূর অগ্রসর হইয়াছে?

নবা। হাঁ—আমি এইরূপ সংবাদই পাইয়াছি। আপনি যখন কোন সৈনিক পুরুষ নহেন এবং আপনার নিকট যে পত্র আছে তাহা যদি তাহাদের কোন ব্যবহারোপযোগী না হয়—তাহা হইলে, তাহাদের হাতে পড়িলেও, তাহারা আপনাকে আপনার গন্তব্য স্থানে যাইতে বাধা দিবে না।

উশাদি। আমার বিশ্বাস এ পত্রে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন কথাই নাই। এ পত্রে যাহা লিখিত আছে—তাহাতে দুইটী মাত্র লোকের অপকার বা উপকার হইতে পারে। প্রকৃত কথা বলিতে কি আমি তাহাদেরই সন্ধানে যাইতেছিলাম।

নবা। শীঘ্রই আমরা তোগলিতে উপস্থিত হইব। সেখানে আলোকের সাহায্যে অনায়াসে আপনি পত্র পড়িবার অবসর পাইবেন।

তাঁহারা অনতিবিলম্বে তোগলিতে উপস্থিত হইয়া, একটা পান্থাবাসে আশ্রয় লইলেন। ঘরের মধ্যে অনলকুণ্ডের পার্শ্বে চেয়ার টানিয়া লইয়া, উভয়ে উপবেশন করিলেন। নবাগত আপনমনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন—উশাদি পত্র বাহির করিয়া, তাহার উপরকার শীল ভাঙ্গিয়া, পত্র বাহির করিলেন। পত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুখাইয়া গেল—তাহার বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারিলেন না। মুখ তুলিয়া সহচরের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন তিনি আপন মনে কি ভাবিতেছেন। হতাশস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! পত্র খুলিলাম কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না!"

নবা। কেন ?

উশাদি। এই দেখুন।

বলিয়া পত্রখানি তাঁহার হাতে দিলেন। নবাগত তৎপ্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া কহিলেন, "দেখিতেছি পত্রে রুসিয়ার রাজ-মোহরাঙ্কিত রহিয়াছে।"

উশাদি। হাঁ—সত্য! আমি ত ইহা গোপন করিবার প্রয়াস পাই নাই। হয়ত আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি—হয়ত আপনার আমাকে দণ্ডিত করিবার শক্তি আছে। কিন্তু—কিন্তু—আমি ইহা আপনার সমক্ষেই খুলিয়াছি।

নবা। ইহার মধ্যে কি আছে, আপনি জানিতে চাহেন ? আমি এ সাঙ্কেতিক পত্র পড়িয়া দিতে পারি।

উশাদি। বলেন কি! আপনি পড়িতে পারেন? আপনি কে মহাশয় ? হায় কি সর্ব্বনাশই করিলাম!

নবা। ভয় নাই! আমাকে কি কোন রুস-রাজকর্ম্মচারী বলিয়া আপনার বোধ হয়? না—তথাপি আমি এ সঙ্কেতের মর্ম্মভেদ করিতে পারি।

উশাদি। পড়ুন—পড়ুন!

নবাগত পকেট হইতে একখানি পকেট বুক বাহির করিলেন। তাহার কয়েকটা পাতা উল্‌টাইয়া, পত্রের সাঙ্কেতিক ভাষা সরল করিয়া কহিলেন, "আপনি ভলমার এবং তাহার পুত্রকে চেনেন ?"

উশাদি। হাঁ চিনি। তাহারা পোলণ্ডবাসী। তাহারা যারপর নাই উৎপীড়িত———

নবা। এই উৎপীড়নের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। সম্রাট কোন সহরের প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীকে লিখিতেছেন, ভলমার এবং

তাহার পুত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া, পিতাকে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত এবং পুত্রকে কসাক-সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে।

উশাদি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, এ পত্র আমার হাতে পড়িয়াছে। আর আমি মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিব না—যাহাতে তাহাদিগকে——

এই সময়ে পান্থাবাস-দ্বারে দুইজন অশ্বারোহী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক, অধিকারীর সহিত সেই কক্ষে আসিল। তাহাদের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র, উশাদি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহারাই যে, ভলমার এবং বেশিল তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। কেথারাইনের সহিত বেশিলের মুখভাবের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র বলুন আপনিই কি ভলমার?"

পিতাপুত্রে মুহূর্ত্তের জন্য পরস্পর মুখ চাওয়া-চাহি করিয়া সমস্বরে কহিলেন, "হাঁ!"

অষ্টচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ

তোগলি

উশাদির মত ভলমার এবং বেশিলও পথ ভুলিয়া—এই পথে আসিয়াছেন।

অপরিচিত সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "আমি গৃহান্তরে চলিলাম,—নিশ্চয় আপনাদের গোপনীয় কথাবার্ত্তা আছে!"

বাধা দিয়া উশাদি কহিলেন, "না, তাহা হইবে না। আপনি থাকুন।

আজ আপনি আমার মহোপকার করিয়াছেন। আপনারই কৃপায় আমি দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি—আপনিই দয়া করিয়া আমাকে এ স্থানে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছেন—এই পত্রের প্রহেলিকা ভেদ করিয়া, ইহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন—আপনি আমার হিতৈষী—সম্ভবতঃ আমার এই বিপন্ন বন্ধু দুইটীও এ ঘোর বিপদে আপনার সাহায্য পাইবে।"

অপরিচিত কহিলেন, "যখন আপনি থাকিতে বলিতেছেন, আমি বসিলাম।"

পিতাপুত্রের বিস্ময় এবং উদ্বেগ আরও বৰ্দ্ধিত হইল। বেশিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি বলিতেছেন? বিপদ কি বুঝিতে পারিতেছি না।"

উশাদি টেবিলের উপর পতিত পত্রখান হাতে করিয়া কহিলেন, "যে বিপদের কথা বতিতেছি—এই পত্র তাহার প্রমাণ। নব সম্রাটের আদেশে ভলমার! তুমি ধৃত হইয়া সাইবিরিয়ায় প্রেরিত হইবে—এবং তুমি বেশিল! তোমাকে কসাক-সেনার মধ্যে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সেখানে সামান্য সাধারণ সৈনিকের ন্যায় তোমাকে কার্য্য করিতে হইবে!"

পিতাপুত্র শিহরিয়া উঠিলেন। ভয়ে তাঁহাদের আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। ভলমার উশাদির হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন, "সদাশয় সুহৃদ! আপনি কে?"

উশাদি হস্তমুক্ত করিয়া নির্ব্বেদস্বরে কহিলেন, "আমি কে? যখন জানিবেন আমি কে, আমাকে আপনারা অভিসম্পাৎ দিবেন। এখন আমি যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছি,—তাহা আমার পূর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র।"

পিতাপুত্রে মহা গোলযোগে পড়িলেন। হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতেছেন আপনি? কিছুই আমরা বুঝিেত পারিতেছি না।"

উশাদি বুক-পকেটের মধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া তাঁহাদের হাতে দিয়া কহিলেন, "একবার এই দিকে দৃষ্টিপাত করুন—তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন আমি কে।"

পিতাপুত্রে মহা উৎকণ্ঠার সহিত কাগজখানার ভাঁজ খুলিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এখানা কেথারাইনের বিবাহের সার্টফিকিট। ইংরাজ-যুবকের সহিত কেথারাইনের যে ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ হইয়াছে—এখন তাহারই নিদর্শন—তাহারই দলিল। দলিলের নীচে পুরোহিত উশাদির এবং আর এক জনের—কি সর্ব্বনাশ ভূতপূর্ব্ব সম্রাট নিকোলসের নাম সহি। আনন্দ এবং আশঙ্কায় যুগপৎ তাঁহাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তবে কেথারাইন কলঙ্কিনী নয়? কেথারাইন একজনের বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী?

তাঁহারা সোৎকণ্ঠে চঞ্চলস্বরে উশাদিকে বহু প্রশ্ন করিলেন। উশাদি সহসা সে সকল কথার উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া নির্ব্বাক বসিয়া রহিলেন।

অপরিচিত এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন। এক্ষণে উঠিয়া কহিলেন, "কাগজখানা আমি একবার দেখিতে পারি কি?" তাঁহারা তাঁহার হস্তে কাগজখানা অর্পণ করিলেন, তিনি একবার তাহার উপর দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া, নীরবে বসিয়া রহিলেন।

বেশিল উশাদিকে নীরুত্তর দেখিয়া ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনিই বোধ হয় এই উশাদি?"

উশাদি। হাঁ।

বেশিল। বিবাহ-রেজিষ্টারি হইতে এই পাতাটা যখন বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে,—তখন বেশ বোঝা যাইতেছে, কখনই ইহা কোন সদভিপ্রায়ে করা হয় নাই!

ভলমার কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন মহাশয়! বলুন বলুন

আমার কেথারাইন সতী সাধ্বী ? না, তাহার কলঙ্ক গোপন করিবার জন্যই এই বিবাহ-প্রহসনের অবতারণা করা হইয়াছে ?"

উশাদি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেথারাইনের মত নির্ম্মলস্বভাবা নারী-রত্ন স্বর্গেও দুর্লভ।

ভলমার। বেশিল! বেশিল! কি সুখের সংবাদ! আমি আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেছি না। কিন্তু বৎস! (মৃদুস্বরে) যদি এ কথা সত্য হয়, আমরা কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি! মৃত সম্রাটকে দোষী ভাবিয়া কি নারকীয়—কি পৈশাচিক কার্য্যই—

বেশিল। চুপ করুন পিতা! উতলা হইবেন না। আমরা অনু-তাপের কার্য্য কিছুই করি নাই। ধীর হইয়া সকল কথা শুনুন।

পুত্রের কথায় শান্ত হইয়া, বৃদ্ধ ভলমার উশাদিকে অনুনয় করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! যাহা হইবার হইয়াছে—যে অনিষ্ট করিবার করিয়া-ছেন,—আপনাকে এখন সে জন্য অনুতপ্ত দেখিতেছি। পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আপনি আমাদের শুভ সম্পাদনে উদ্যোগী হইয়াছেন—অনুনয় করিয়া বলিতেছি, কোন বিষয় গোপন না করিয়া আদ্যোপান্ত আমাদিগকে বলুন।"

অনুতপ্ত, বিবেক-তাড়িত উশাদি যাহা জানিতেন বর্ণনা করিয়া কহি-লেন, "আমি জারের আদেশেই রেজিষ্টারির পাতা ছিঁড়িয়াছিলাম। তিনি আমাকে উহা নষ্ট করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আমি প্রলুব্ধ, আশ-ঙ্কিত হইলেও, এককালে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হই নাই। আমি পাতাটা ছিঁড়িয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। জারের মৃত্যু সংবাদ পাইবা-মাত্র, তোমাদিগকে উহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলাম। পথিমধ্যে কলোনেল এলমনফরে সহিত সাক্ষাৎ হয়। কথাপ্রসঙ্গে তোমাদের কথা উঠে—তোমাদের নূতন বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া, কৌশলে

তাঁহার নিকট হইতে পত্রখানা লইয়া, তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে পথভ্রান্ত হইয়া এই স্থানে আসিয়াছি।"

পিতাপুত্র স্তম্ভিত হইয়া সকল কথা শুনিলেন। মৃত রুস-সম্রাট নিকোলসের অমানুষিক অত্যাচারের বিষয় ভাবিয়া—তাঁহাদের শরীরের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল। উশাদি সম্রাটের সেই নারকীয় জঘন্য কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পিতাপুত্রে তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা করিলে, —তাঁহারা উপস্থিত অভিনব বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বেশিল কহিলেন, "আমার সংকল্প স্থির। পিতা আমরা পোলণ্ডবাসী। রুস আমাদের রাজা নয়—বলপূর্ব্বক আমাদের নিকট রাজভক্তি আদায় করিতেছে। তাহাদের প্রতি আমাদের হৃদয়ের কোন সহানুভূতি নাই। আমরা উপাতোরিয়ায় যাইয়া, বীরেন্দ্র তুর্কীসেনাপতির পদে আশ্রয় লইব। তাঁহার সৈন্যদলে প্রবেশলাভ করিবার জন্য তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিব। যদিও তিনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না করেন,—তাহাতেও ক্ষতি নাই। ভবিষ্যতে লোকের নিকট বলিতে পারিব, আমরা বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান সেনাধিনায়ককে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

ভলমারও সেই মতে মত দিয়া কহিলেন, "এই পরামর্শই ভাল। চল আমরা ওমার পাশার নিকট গিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিব।"

উশাদি অপরিচিতকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এই ভদ্রলোক আমাদের যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট এখনও অনেক সাহায্য পাইব।"

অপরিচিত কহিলেন, "তোগলি হইতে উপাতোরিয়া প্রায় কুড়ি মাইল। আমিও ঐ দিকে যাইব, যদি কোন আপত্তি না থাকে আপনারা আমার সঙ্গে যাইবেন।"

সেই পরামর্শই স্থির হইল। তখন সকলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া, রাত্রির অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করিলেন।

অতি প্রত্যুষে ছয় জন অশ্বারোহী তোগলী হইতে উপাতোরিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অপরিচিত, উশাদি, বেশিল এবং ভলমার —এই চারি জন, আরও দুই জন সশস্ত্র অশ্বারূঢ় যুবক তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। ইহাদের সহিত অপরিচিতের যে অল্পবিস্তর জানা-শুনা আছে—তাহা কতকটা ভাবে প্রকাশ পাইল।

চারি ঘণ্টার পর তাঁহারা শৈলময় একটা বন্ধুর ভূভাগের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে বহুদূরে বন্দূকের শব্দ হইল। অপরিচিত কহিলেন, "আমিও তাই মনে করিতেছিলাম,—কজলভের নিকট যুদ্ধ বাধিয়াছে?"

এই কথা বলিয়া অপরিচিত অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন। বেগ-গামী অশ্ব পবনবেগে ছুটিল। অপরাপর অশ্বারোহীরাও তাঁহার অনুকরণে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। অবিলম্বে তাঁহারা একটা বড় বাগানের নিকট উপস্থিত হইলেন। এ স্থান হইতে যুদ্ধস্থল বেশী দূর নয়।

উশাদি সভয়ে কহিলেন, "যদি আমরা রুস-সেনার হাতে গিয়া পড়ি?"

অপরিচিত কহিলেন, "ভয় নাই! আমার উপর বিশ্বাস করুন।"

তাঁহারা এক্ষণে যে স্থলে অবস্থিত,—তাহার বামে এক মাইল দূরে কজলভ দুর্গ অবস্থিত। তাহার পুরোস্থিত প্রান্তরের উপর একদল ফরাসী সেনা—তাহার কিঞ্চিৎ দূরে দুই দল তুর্কী সেনা আক্রমণার্থ অগ্রগামী।

তাঁহারা একটা উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। এখান হইতে যুদ্ধস্থলে বেশ দৃষ্টি চলিবে। অপরিচিত সহসা অপরাপর সকলের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—এখন আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ! এখন আর কোন বিষয় গোপন করিবার আবশ্যক দেখি না!"

বেশিল শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্তে প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "পিতা! পিতা! শীঘ্র অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, নতজানু হইয়া বসুন! ইনিই—এই মহাত্মাই স্বয়ং ওমার-পাশা!"

উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

কথোপকথন

বাস্তবিকই এই অপরিচিত অশ্বারোহী—তুর্কী-সেনার সেনানায়ক জগদ্বিখ্যাত ওমার-পাশা।

উপাতোরিয়ার ভীষণ যুদ্ধের পর রুসিয়ানেরা উপাতোরিয়া ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিল কিন্তু কয়েকদিন পরে—তাহাদের দুই একদল সেনাকে ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তুর্কী-সেনার সহিত দুই একস্থানে সামান্য দুই একটা সংঘর্ষও উপস্থিত হইল।

ফরাসী এবং ইংরাজ সেনাপতিরা ওমারকে তাঁহার সৈন্য লইয়া শিবাস্তপোলে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া লিখিতে লাগিলেন। ওমার কিন্তু উপাতোরিয়ায় রুস-সেনা থাকিতে, শিবাস্তপোলে যাইতে সম্মত হইলেন না।

তোগলির পান্থাবাসের কর্ত্তা তুর্কীর পক্ষপাতী। তিনি রুসের গতি-বিধির সংবাদ পাইয়া, গোপনে ওমারের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তদনুসারে তিনি নিজের দুই জন শরীর-রক্ষীকে ছদ্মবেশে তোগলির পান্থাবাসে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন, "আমার জন্য তথায় অপেক্ষা করিও।"

সন্ধ্যার পর তেবারিককে সঙ্গে লইয়া, ওমার উপাতোরিয়ার আভ্যন্তরিণ অবস্থা এবং রুসের গতিবিধির সঠিক সংবাদ অবধারণার্থ বহির্গত হইলেন। পথে কয়েকজন রাহী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের সংবাদের সহিত তোগলির পান্থাবাস-স্বামীর সংবাদের মিল হইল। একদল রুস-সেনা উপাতোরিয়া হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী কজলভে সমবেত হইয়া, শক্তি সঞ্চয় করিতেছে সংবাদ লইয়া, তৎক্ষণাৎ যথাকর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তেবারিক তাঁহার আদেশ পালনার্থ উপাতোরিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন—তিনি তোগলিতে তাঁহার শরীররক্ষী সেনানীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইতে চলিলেন। পথিমধ্যে উশাদির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

ভলমার ও বেশিল এবং উশাদির নিকট তাঁহার আত্মগোপন করিবার কারণ ছিল। প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে চক্রী রুসের চর বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

এক্ষণে আত্মপ্রকাশ করিবামাত্র, তাঁহারা তাঁহার চরণতলে নতজানু হইয়া বসিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে যাইতেছিলেন। তিনি নিষেধ করিয়া, ফরাসী সেনানীর নিকট ছুটিলেন। বেশিল কহিলেন, "মহাশয়! যদি অনুমতি করেন, আমি অসি নিষ্কোসিত করিয়া, রুসের প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণার পরিচয় দিই।"

ওমার সম্মত হইয়া তাঁহাকে ফরাসি সেনার সহিত যোগ দিতে

বলিয়া এবং ভলমার ও উশাদিকে দূরে কোন নিরাপদ স্থানে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিয়া, তুর্কী সেনার পরিচালক তেবারিকের নিকট চলিলেন।

দুই ঘণ্টা ঘোরতর যুদ্ধের পর, রুস-সৈন্য শত্রুর বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

ওমারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। যুদ্ধান্তে তাঁহারা উপাতোরিয়ার অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

অশ্বপৃষ্ঠে পথাতিক্রম করিতে করিতে, তেবারিক পিতৃব্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অদ্যকার একটা ঘটনায় আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। সামরিক কঠোর বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, আজ আমি একটা বড় অন্যায় কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

ওমার। তুমি যাহা করিয়াছ, তাহার জন্য আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হইব না।

তেবারিক। গত রাত্রে আমাকে যাহা যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে। কোন্ কোন্ দলকে যুদ্ধে আসিতে হইবে—কোন্ কোন্ সেনানী ইহাতে যোগ দিবে এবং কোন্ কোন্ কর্ম্মচারী কি কাজ করিবে আমাকে সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। ঘণ্টা দুই বিশ্রামের পর, আবশ্যকীয় আদেশ প্রচার করিবার জন্য আমি আপনার শিবিরে উপস্থিত হই। সেখানে অপরাপর কর্ম্মচারীর মধ্যে ইংরাজ মেজর হেজলউডকেও দেখিতে পাইলাম।

ওমার। তাহা হইলে, হেজলউড সম্বন্ধেই কোন কথা তুমি বলিতে চাও?

তেবারিক। আজ্ঞা হাঁ। আমি একে একে সকলকে আপনার নির্দ্দিষ্ট আদেশ জ্ঞাপন করিয়া, হেজলউডের সমীপবর্ত্তী হইলাম। লর্ড

রাগলানের নিকট হইতে ইতিমধ্যে যে সমস্ত কাগজপত্র আসিয়াছে, সেগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া, এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে বলিলাম যে, আপনি সন্ধ্যার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সহজেই তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারেন। আমার কথায় হেজলউড অধীর হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধ ছাড়িয়া, সামান্য কেরাণীর মত কাগজ কলম লইয়া বসিয়া থাকিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং যুদ্ধে আসিবার জন্য ভয়ানক জেদ্ ধরিলেন। তাঁহার সে ভাব—বীরত্বব্যঞ্জক এবং প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নাই। আমি তাঁহাকে আপনার বিশেষ আদেশ জ্ঞাপন করিলাম। তিনি রণস্থলে যাইবার জন্য অধীর হইলেন। আমি অনেক বুঝাইলাম, অনেক অনুনয় করিলাম,—নিকটে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারাও অনেক বুঝাইলেন কিন্তু হেজলউড কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আমি তখন কঠোরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম—সামরিক নীতি ভঙ্গ করিলে, অবরোধের কথা বলিলাম। তথাপি তিনি বিচলিত হইলেন না। আমার কথায় উপেক্ষা করিয়া, রণসাজে সজ্জিত হইবার জন্য তাঁহার শিবিরে প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইলেও সামরিক রীতি-বিগর্হিত কার্য্যের জন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কয়েকজন আরদালির সহিত গমন করিলাম। ফল আরও মন্দ হইল —তিনি অসি কোষমুক্ত করিয়া কহিলেন, "কিছুতেই আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না!" আমরা সংখ্যায় অধিক ছিলাম, শীঘ্রই তাঁহাকে অস্ত্রচ্যুত করিয়া, তাঁহার কক্ষেই তাঁহাকে বন্দী করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রকৃতই আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

ওমার। বৎস! দুঃখ করিও না। হেজলউড সাহসী বীর। তাহার এ অপরাধ ক্ষমার্হ। তেবারিক! তোমার মনে আছে, উপাতোরিয়া যুদ্ধে একটা বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল?

তেবা। খুব মনে আছে। হেজলউডের অনুচর একজন স্ত্রীলোক।

ওমার। হাঁ আমিও ঐরূপ শুনিয়াছি। তুমি এ সম্বন্ধে আমায় কোন বিশেষ সংবাদ দিতে পার? স্ত্রীলোকটী কেমন আছে?

তেবা। ভাল আছে। গুলি দক্ষিণ স্তনের নিম্নে বিদ্ধ হইয়াছিল। সহজেই তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

ওমার। স্ত্রীলোকটী এখন কোথায় আছে?

তেবা। সমাধি-রক্ষকের কুটীরে। তাহার স্ত্রী এবং কন্যা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে।

ওমার। স্ত্রীলোকটী সম্বন্ধে তোমার ধারণা কিরূপ?

তেবা। আমার বিশ্বাস রমণী হেজলউডের উপপত্নী। হেজলউড তাহাকে ছদ্মবেশ পরাইয়া, পুরুষের সাজে সজ্জিত করিয়া সঙ্গে আনিয়াছে।

ওমার। স্ত্রীলোকটী যে হেজলউডের উপপত্নী তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, তাহাকে এ ভাবে অভিহিত করা কর্ত্তব্য নয়। হেজলউড তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে শুনিয়াছ?

তেবা। খুব ভালই। প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে আসে। এ ঘটনা লইয়া যাহাতে বেশী গোলযোগ না হয়, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন।

ওমার। রমণী কোন দেশীয়?

তেবা। তাহা অনুমান করা বড় কঠিন। ডাক্তারের মুখে শুনিয়াছি, ইংরাজী, ফরাসী, পোল এবং রুসীয় ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। তাহার আচার ব্যবহার, ভাবভঙ্গীতে তাহাকে কোন সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া বলিয়াই ধারণা জন্মে।

ওমার। তুমি তাহাকে কখনও দেখিয়াছ?

তেবা। দুই তিনবার। তখন পুরুষের বেশ। পুরুষের বেশে তাহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইত—সে যে ছদ্মবেশী রমণী তাহা কিছুতেই বোঝা যাইত না।

এই সময়ে তাঁহারা উপাতোরিয়া শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উশাদি এবং ভন্‌মার তাঁহাদের একটু পশ্চাতে আসিতেছেন। বেশিল এ যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সাক্ষাৎকার

ওমার অট্টালিক দ্বারে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দ্বৌবারিক অভিবাদন করিয়া কহিল, "একটী স্ত্রীলোক আপনার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য চারি পাঁচ বার আসিয়াছিল।" পুনরায় আসিলে তাঁহার নিকট পাঠাইবার আদেশ দিয়া তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার অভ্যর্থনা কক্ষে উপস্থিত হইয়াই তিনি বেশিলকে আহ্বান করিলেন। বেশিল উপস্থিত হইলে, যে কক্ষে তাঁহার পিতা এবং উশাদি অপেক্ষা করিতেছিলেন, তথায় লইয়া গিয়া কহিলেন, "শীঘ্রই কোন একটা বিশেষ বিষয়ের আমরা আলোচনা করিব। আপাততঃ আপনারা এই স্থানে বিশ্রাম করুন—আমি অবসর মত আসিতেছি।"

ওমার প্রস্থান করিলেন। অব্যবহিত পরেই সেই কক্ষে তিনজনের আহার্য্য এবং পেয় আসিয়া উপস্থিত হইল। ওমার পুনরায় অভ্যর্থনা

গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন—তাঁহার কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বেই তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সহসা কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া, এক রমণী গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সর্দ্দারের পদমূলে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "দয়া করুন! আপনার কৃপা ভিক্ষা করিতেছি!"

ওমার শিষ্টাচার জানাইয়া, তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া, রমণীর উভয় হাত ধরিয়া কহিলেন, "উঠ রমণী! উঠ!"

রমণী গাত্রোত্থান করিল। ওমারের ইঙ্গিতমাত্র কর্ম্মচারীগণ কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

পাশা দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে বিংশ কিংবা দ্বাবিংশ বর্ষীয়া এক সুন্দরী। যুবতী দীর্ঘাঙ্গী—চারুনেত্রা, সুকেশী এবং তপ্তকাঞ্চনাভবর্ণা। ভ্রূ-যুগল চারুবঙ্কিম—অধরোষ্ঠ বান্ধুলিরাগরঞ্জিত! দেহ সুগঠিত, সরল। এ দেহ ছদ্মবেশাবৃত হইয়া, পুরুষের পরিচ্ছদ পরিলে কাহার সাধ্য সন্দেহ করে?

পাশার সদয় ব্যবহারে যুবতীর সঙ্কোচভাব দূর হইল। পাশা কোমল মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নিকট কি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ?"

রমণী আরক্তগণ্ডে, ক্ষিতিলগ্ননেত্রে কহিল, "আমার পরিচিত কোন লোক—সামরিক বিধান ভঙ্গ করিয়া, আপনার নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছে——"

ওমার। বুঝিয়াছি তুমি মেজর হেজলউডের কথা বলিতেছ।

রমণী। আজ্ঞা হাঁ! মহাশয়! মিনতি করিয়া বলিতেছি বিনা বিচারে আমার প্রতি কোন সংস্কারাবদ্ধ হইবেন না। কিংবা আমাকে আপনি যাহাই ভাবুন—তাহাকে রক্ষা করুন। আপনার কোপানলে তাহাকে বিদগ্ধ করিবেন না—

ওমার। অধীর হইও না—শান্ত হও। তাহার অপরাধ আমি ক্ষমা করিব।

রমণী পুনরায় পাশার পদমূলে পড়িয়া, গদ্গদশ্রুলোচনে কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ!"

পাশা পুনরায় তাহার কর ধারণ করিয়া, তাহাকে উত্তোলন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরী সত্য করিয়া বল, যে করুণাময়ীর করধারণ করিয়া আমি উত্তোলন করিলাম এবং যে অপরাধীর জন্য অনুগ্রহপ্রত্যাশিনী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে—সে কি তাঁহার বিবাহিতা পত্নী নয়?"

রমণী সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না। পাশা কি ভাবিয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহা নিরাকরণ করিতে না পারিয়া, নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার বক্ষলগ্ন মুখকমল প্লাবিত করিয়া তপ্ত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ওমার কহিলেন, "কাঁদিও না। সুসময় আগত। ঘটনাস্রোত ফিরিয়াছে বলিয়াই আমার অনুমান। বল—শীঘ্র বল তুমিই কি ভলমার নন্দিনী?"

সবিস্ময়ে যুবতী অস্ফুট চীৎকার করিয়া কহিল, "আজ্ঞা হাঁ! এক সময়ে আমার নাম কেথারাইন ভলমার ছিল।"

ওমার। শান্ত হও! বিস্ময়কর বহু ঘটনা শ্রবণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। রক্তিমগণ্ডে আর তোমাকে লোকের নিকট অধোমুখে অবস্থান করিতে হইবে না। সিডনে হেজলহুডের সহিত তোমার বিবাহের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

রমণী। বলেন কি!

ওমার। হাঁ—আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। সে সার্টফিকেট এখন তোমার পিতার নিকট।

রমণী। আমার পিতা? তাহা হইলে তিনি এখনও জীবিত! আমার দাদা?

ওমার। তিনিও জীবিত। শীঘ্রই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহারা নিকটেই আছেন—তুমি যে এখানে আছ—তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। দৈবক্রমে গত রাত্রিতে তোমার পিতা, ভ্রাতা এবং উশাদি—যে পুরোহিত তোমাদের বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন, সকলের সহিত—সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই পার্শ্বের কক্ষে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে হেজলউডের নাম উল্লিখিত হয়—তিনিই যে আমার সহকারী হেজলউড তাহা আমি একপ্রকার অনুমান করিয়া লইলাম। উপাতোরিয়া-যুদ্ধে তাঁহার আহত সহচর যে পুরুষ নহে রমণী—তাহা আমি শুনিয়াছিলাম। সুতরাং ঐ ছদ্মবেশধারিণী রমণীই যে তাঁহার পত্নী কেথারাইন আমি বুঝিয়া লইলাম।

রমণী। তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি জানিতেন না, আমি কে? আমি—তাঁহার বিবাহিতা পত্নীই যে, পুরুষের বেশ ধরিয়া, তাঁহার সাহচর্য্যে নিযুক্ত ছিলাম—তাহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই!

ওমার। বল কি! এও কি সম্ভব?

রমণী। আজ্ঞা হাঁ। আমার পূর্ব্ব ইতিহাস আপনাকে বলিব। আপনার নিকট আমার কিছুই গোপনীয় নাই। রুস-সম্রাটের পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের ফলে আমি গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হই। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করি। কিন্তু ফ্রান্স অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে আমি পীড়িত হইয়া পড়ি। অকালে এক মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আমার যাহা কিছু সংস্থান ছিল—এই সময় নিঃশেষিত হওয়ায় এক সদয়হৃদয়া বৃদ্ধা ফরাসী কামিনীর আশ্রয়ে

উপস্থিত হইয়া, আমার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করি। তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। আমি লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, আমার স্বামী সার জেমস কুথবার্টের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য উদ্ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম—আমার প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিলাম। তাহাতে যে উত্তর পাইলাম, তাহা নির্ঘাত—নির্ম্মম। শুনিলাম আমার প্রতি আর তাঁহার ভালবাসা নাই, বিবাহের সার্টিফিকেট নষ্ট হওয়াতে, উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম্ম-বন্ধন ছিল,—তাহাও তিরোহিত হইয়াছে। যদি আমি তাঁহাকে অধিক বিরক্ত করি—স্বামী বলিয়া তাঁহার উপর দাবী করিতে অগ্রসর হই, তিনি আমাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া উপহাস করিবেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু লণ্ডন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাঁহার প্রণয় পুনর্লাভের জন্য শত সহস্র কল্পনার সৃজন করিতেছি, এমন সময়ে ইউরোপে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল—আপনার কামানের বজ্রনাদী গর্জ্জনে দানিয়ুব নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ কাঁপিয়া উঠিল। ইংরাজ ফরাসী আপনাদের পক্ষাবলম্বন করিল। হেজলউড ক্রিমিয়ায় আসিবার জন্য জাহাজে আরোহণ করিলেন।

কেথারাইন মুহূর্ত্তমাত্র থামিয়া, পুনরায় বলিতে লাগিল, "আমিও পুরুষের বেশ ধরিয়া, একখানা ফরাসি জাহাজে চড়িয়া ক্রিমিয়ায় আসিলাম। আসিয়াই পূর্ব্বকথিত ফরাসী মহিলার এক পত্র পাইলাম। তাঁহার এক দৌহিত্র—নাম অদ্রিয়ান দিলেন্সি—তিনিও ক্রিমিয়ায় আসিয়াছেন। তিনি একজন সেনানী। আমি তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিলাম—তিনি আমার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সেই সদাশয় যুবকেরই অনুকম্পায় আমি,—বালাকলাভা যুদ্ধের পর, আহত হেজলউডের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলাম। ইনকারমান যুদ্ধে তিনি পুনরায়

আহত হইলেন। তাহার পর তিনি আপনার দেহ-রক্ষী সহকারী নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। আমি যে কত উদ্বেগ সহ্য করিয়া, কি কষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। মনে করিয়াছিলাম, যখন আমি আত্মপ্রকাশ করিব—তিনি আমাকে আমার প্রাপ্য ভালবাসা প্রত্যর্পণ করিবেন কিন্তু উপাতোরিয়া যুদ্ধে আহত হওয়ায় আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়িয়া গেল। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে আপনি সমস্তই জানেন।"

ওমার। বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা। আমি শত সহস্রবার তোমার পতিভক্তির প্রশংসা করি। যে স্বামী তোমার উপর বিরূপ, যে তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিল—তাহার প্রতি তোমার এত আসক্তি—এত শ্রদ্ধা সহস্রবার প্রশংসার যোগ্য, তোমার স্বামী এখনও কি কুথবার্ট-কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে লালায়িত ?

কেথারাইন। অল্পদিন পূর্ব্বেও তিনি কুথবার্ট-তনয়াকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এখন তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাকে এখন তিনি তাঁহার জীবন-রক্ষয়িত্রী বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার বংশ-গৌরব—তাঁহার সামাজিক সম্ভ্রমে আঘাত না পড়িলে—আমার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ যাহা প্রাপ্য—তাহা তিনি দিতে সম্মত আছেন।

ওমার। কথাটা ভাল বুঝিলাম না। বংশগৌরবের সহিত কি সম্পর্ক অনুমান করিতে পারিলাম না।

কেথারাইন। বলিতেছি। বিবাহ-সার্টফিকেট নষ্ট হওয়াতে, তিনি লোক-সমাজে আমাকে তাঁহার পত্নী বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। আবার যদি পুনরায় আমাকে বিবাহ করেন, লোকে বলিবে তিনি তাঁহার উপপত্নীকে পত্নীতে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু আর সে চিন্তা নাই। সার্টফিকেট যখন পাওয়া গিয়াছে——

এই সময়ে কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া, জনৈক সহকারী আসিয়া সংবাদ দিল, "ফরাসি জেনারেল কনরোবার্টের নিকট হইতে পত্র লইয়া কাপ্তেন দিলেন্সি আসিয়াছেন।"

"দিলেন্সি!"—বলিয়া কেথারাইন সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ওমার কহিলেন, "বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা!" তাহার পর দিলেন্সিকে সেই কক্ষে লইয়া আসিতে আজ্ঞা করিলেন।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ওমার-পাশা

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেনাপতির অভ্যর্থনা-কক্ষ

মেজর হেজলউড যে হোটেলে বাস করিতেছিলেন,—তাহারই একটা কক্ষে বন্দী। তিনি এক্ষণে অস্ত্রচ্যুত! দুইজন সশস্ত্র তুর্কী প্রহরী তাঁহার কক্ষ-দ্বারে খাড়া-পাহারায় নিযুক্ত। তিনি আপনাকে ঘোর অপমানিত মনে করিয়া, শৃঙ্খলিত কেশরীর মত অধীরভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ—যতই তাঁহার ক্রোধের উপশম হইতে লাগিল—ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল—তিনিই অপরাধী, কলোনেল তেবারিক বিধিবিগর্হিত কোন কাজই করেন নাই।

বহুক্ষণের পর, ক্রোধের অবসানে, তাঁহার হৃদয় যখন শান্তভাব ধারণ করিল, তিনি উপস্থিত বিপন্মুক্তির উপায়-চিন্তনে নিরত হইলেন। তেবারিকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র লিখিলে, সম্ভবতঃ এ গোলোযোগের নিষ্পত্তি হইতে পারে কিন্তু সেনাপতি যেরূপ কঠোর-নীতিজ্ঞ —এ বিষয় যদি তাঁহার কর্ণগোচর হইয়া থাকে—নিশ্চয় তাঁহার বিচারভার সামরিক বিচারালয়ের হস্তে অর্পিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে দণ্ড অতি

সামান্য হইলেও, আসামীরূপে দণ্ডায়মান হওয়া বড়ই অপমান এবং লজ্জার বিষয়। তবে কর্ত্তব্য কি চিন্তা করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে রাজপথে বহু-লোকের পদশব্দ এবং কোলাহল পরিশ্রুত হইল। কজলোভা হইতে সৈন্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। তিনি তাহাদের প্রত্যাগমন পরিদর্শন করিবার জন্য গবাক্ষ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রাজপথের অপর-পার্শ্বে কেথারাইন—তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নী—তাঁহারই দর্শন আশায় গবাক্ষ-পানে উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কেথারাইন রুমাল আন্দোলিত করিল। হেজলউডও তাহার প্রত্যুত্তরে প্রণয় জানাইয়া হস্ত সঞ্চালন করিলেন। এই সময়ে একদল সৈন্য সেই গবাক্ষ নিম্নে উপস্থিত হইল। কেথারাইন পুনরায় তাহার শুভ্র-রুমাল উড়াইয়া বেগে কোথায় চলিয়া গেল। হেজলউড একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, গবাক্ষের নিকট হইতে সরিয়া আসিলেন।

নানা কারণে এই দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। তুর্কী-সেনা রণজয় করিয়া ফিরিয়া আসিল – তিনি সে আনন্দের—সে যশের সমভাগী হইতে পারিলেন না—তাই নিরাশার প্রতপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত-কন্দর হইতে বহির্গত হইল। তাহার পর কেথারাইন তাঁহার দৃষ্টি-সীমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবামাত্র—তাঁহার হৃদয় কোমল ভাবের সমাবেশে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—দীর্ঘ নিশ্বাস-পতনের এও আর একটী অন্যতম কারণ।

সময়ে সময়ে মানুষের এমন একটা অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন সে আপনার কার্য্যে আপনি বিরক্ত হয়—আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে এবং অতীতের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হেজলউডেরও সেই অবস্থা ঘটিল। অতীতের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইলেন, —তাহার প্রতিকার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু সৎসাহসের

অভাবে তাহার সংসাধনে তখনই আবার ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি বসিয়া বসিয়া অতীত ঘটনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সেই দিনের কথা মনে পড়িল—যে দিন সর্ব্বপ্রথমে কেথারাইনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়—সেই দিনের কথা, যে দিন তিনি তাহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। আরও কত কি মনে পড়িল। কেথা-রাইন কত সুন্দরী! তাহাকে ভালবাসিয়া কত সুখ! তাহার সহিত আলাপ করিয়া কত তৃপ্তি—একে একে সবই মনে পড়িতে লাগিল। কেথারাইন অতুল্য সুন্দরী—তাহার স্বভাব কত কমনীয়—তাহার বুদ্ধি-বৃত্তি কত প্রখরা—তাহার আশা কত উচ্চ। বহুদিন তাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ছিল না—অনেকদিন তাহার কথা তাঁহার মনে ছিল না—তাহার পর আবার তাহাকে দেখিলেন,—এখনও তাঁহার সেই রূপ—সেই কমনীয় জ্যোতিঃ—সেই স্নিগ্ধ নমনীয় স্বভাব। কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে—কত বিপদের মুখে পড়িয়াছে—কত অনাহারে অনিদ্রায় দিন কাটাইয়াছে, তথাপি তাহার রূপের অপচয় হয় নাই—তাহার সৌন্দর্য্যের ব্যত্যয় ঘটে নাই। এই চির-সৌন্দর্য্যময়ী—অম্লান-যৌবনা নারীরত্নকে পত্নীত্বে বরণ করা শ্লাঘার বিষয়। কেথারাইন তাঁহার হৃদয়ের উপর যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে—তাহার অসীম ভালবাসা ঢালিয়া দিয়া—তাঁহার হৃদয়কে যে ভাবে অধিকৃত করিয়াছে—কুথবার্ট-কুমারী ইলইস একদিনের জন্যও তাঁহাকে তেমন করিয়া উন্মত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই।

তথাপি তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে সাহস করিতেছেন না। তাঁহার বংশমর্য্যাদা—তাঁহার শূন্যগর্ভ আত্মসম্মান তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দিতেছে। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহাদের বিবাহের দলিল বা সার্টিফিকেট নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—এ অবস্থায় তাঁহাকে পত্নী বলিয়া আত্মীয় বান্ধবের নিকট পরিচয় দিলে, তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না। আবার

এখন যদি পুনরায় তিনি তাহাকে কোন গির্জ্জায় লইয়া গিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন,—লোকে বলিবে তিনি তাঁহার উপপত্নীকে পত্নীত্বে বরণ করিলেন। লোকে তাঁহার অসাক্ষাতে কোন কথা বলিবে—কেথারাইনকে দেখিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবে—ইহা তিনি কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। একদিকে তাঁহার কর্ত্তব্য,—কেথারাইনের অগাধ প্রেম—তাহার নিঃস্বার্থ আত্মবলি—অন্য দিকে লোক-নিন্দা, সমাজের বিদ্রূপ কটাক্ষ। তাঁহার আত্মাভিমানপূর্ণ গর্ব্বিত হৃদয় লোক-নিন্দায় উপেক্ষা করিয়া, কর্ত্তব্যের কঠোর পথে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিল না।

সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তনের দুই ঘণ্টা পরে, তাঁহার কক্ষদ্বার মুক্ত হইল এবং ওমার-পাশার একজন শরীর-রক্ষী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মেজর হেজলউড! সর্দ্দারের আদেশ আপনি এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আপনার মত একজন বীর পুরুষ নিরস্ত্র পথাতিক্রম করিবে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নয়, সেই জন্য তাঁহার আদেশে আপনার তরবারি আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। কিন্তু তাহা বলিয়া মনে করিবেন না, আপনার অপরাধের আর বিচার হইবে না—অথবা আপনি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।"

এই বলিয়া শরীর-রক্ষক ইঙ্গিত করিবামাত্র, একজন তুর্কী পদাতিক অগ্রসর হইয়া, হেজলউডকে তাঁহার তরবারি সমর্পণ করিয়া গেল।

ইংরাজ মেজর কহিলেন, "ওমার-পাশার মত সদাশয় সেনাপতি আর নাই, আমার প্রতি যে মহানুভবতা প্রকাশ করিলেন, তাহা চিন্তা করিলে তাঁহার প্রতি স্বতই ভক্তির উদয় হয়।"

"আসুন আর বিলম্ব করিবেন না।"—বলিয়া রক্ষক পথ-প্রদর্শক হইলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি কজলাভের যুদ্ধ-কাহিনী বিবৃত

করিলেন কিন্তু ভলমার, উশাদি, কেথারাইন কিম্বা অদ্রিয়ান দিলেন্সির সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করিলেন না। সর্দ্দারের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া শরীর-রক্ষক প্রস্থান করিলেন, মেজর হেজলউড একাকী তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন।

সর্দ্দারের অভ্যর্থনা-কক্ষের পার্শ্বেই একটী নয়নাভিরাম কুসুমিত প্রমোদ কানন। কক্ষমধ্যেও কুসুমাধারে কুসুম-স্তবক। তাহাদের গন্ধে গৃহ আমোদিত হইতেছিল। একটী টেবিলের উপর বিবিধ খাদ্য সজ্জিত —অপরটীতে বহুবিধ কাগজ-পত্র, বিল, মানচিত্র, নক্সা ইত্যাদি স্থাপিত। সর্দ্দার কক্ষের এক প্রান্তে একখানি কেদারায় উপবিষ্ট। হেজলউড তাঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া, কিয়দ্দূরে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনুমতি ব্যতীত পাশার নিকটবর্ত্তী হওয়া অথবা সর্ব্বপ্রথমে কোন কথা বলা সভ্যতা ও নীতিবিগর্হিত।

ওমার কহিলেন, "এদিকে এই আসনে উপবেশন কর।"

হেজলউড আসন পরিগ্রহ করিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি এই মাত্র আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি প্রত্যর্পিত তরবারির দিকে অপাঙ্গ-দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন।

ওমার। তুমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। আমার মত প্রকৃত বীরত্বের উপাসক অল্পই আছে। আমি বীরত্বের পূজা করিলেও, বীরের অপরাধ আমার নিকট সকল সময় ক্ষমার্হ নয়। সামান্য সৈনিকের মত সেনানীগণের ধৃষ্টতাদোষেও সময়ে সময়ে পরাজয় ঘটিয়া থাকে—সুতরাং প্রত্যেক সৈনিকেরই কঠোর সংযম শিক্ষা করা আবশ্যক।

হেজল। আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র কলোনেল তেবারিক কর্ত্তব্যানুরোধে যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত। আমি তাঁহার ভদ্রতা এবং সদাশয়তায় মুগ্ধ হইয়াছি।

ওমার। মেজর হেজলউড! তোমার কথাগুলি ইংরাজ সেনানী এবং ইংরাজ ভদ্রলোকের উপযুক্তই হইয়াছে। যদি তুমি তোমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে এইরূপ ঔদার্য্য প্রকাশ করিতে পারিতে, নিশ্চয় তোমার অন্তর বিমল আনন্দের অধিবাসভূমি, তোমার হৃদয় শান্তিময়—তোমার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ হইত এবং তুমি জগতের চক্ষে বরণীয় হইতে সন্দেহ নাই। কারণ আমার বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে উদারতা নাই, সে কখনই ন্যায়বান হইতে পারে না।

সর্দ্দারের কথাগুলি শুনিয়া হেজলউড কতক বিস্মিত এবং কতক কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কথার ভাবে একটা বিষয়ে তাঁহার কতকটা সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি কিছু লজ্জানুভবও করিতে লাগিলেন।

সর্দ্দার সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন, "শারীরিক বলে বলীয়ান হইলেই তাহাকে বীর বলা যায় না। প্রকৃত বীরত্বের উপাদান শারীরিক সামর্থ্য নয়। প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অসভ্য বর্ব্বর জাতিরাও—শত্রু-সমক্ষে পাশবিক বলের পরিচয় দিয়া থাকে। প্রকৃত বীরত্বের উপাদান অন্যরূপ। নাইট উপাধিধারী বীরগণের ন্যায় সংসারের অত্যাচার অবিচারের স্রোত রোধ করিয়া, ভ্রমণ করিবার দিন, এখন আর না থাকিলেও—আমাদের পুরুষ-জাতির কোমলপ্রকৃতি নারী-জাতির প্রতি অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য এখনও অনেক আছে। অধুনা বীর নাম ধারণ করিতে হইলে, শুদ্ধ রণক্ষেত্রে অসীম সাহস এবং

শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় দিলেই চলিবে না—তাঁহাকে কি সামাজিক কি ব্যক্তিগত—সকল কার্য্যেই মহত্ত্ব এবং উদারতার পরিচয় দিতে হইবে।"

সর্দ্দার কি জন্য এই সকল কথার অবতারণা করিতেছেন, হেজল-উড বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি নীরবে অবনতবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ওমার। আমি এখন তোমার সহিত তোমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর ন্যায় কথা কহিতেছি না। তোমাকে বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি আমি এক্ষণে তোমাকে তোমার কোন পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিই—তুমি কি তোমার সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবে?

হেজল। নিশ্চয় করিব?

ওমার। তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে সুপ্রসিদ্ধ ইনকারমান যুদ্ধের সময়ে ইংরাজ এবং ফরাসী সেনাপতির নিকট কোন একটী বিশিষ্ট সংবাদ প্রেরিত হয়?

হেজল। খুব স্মরণ আছে। সেই সংবাদ না পাইলে ইংরাজ-বাহিনী রক্ষা করা সুদুষ্কর হইয়া উঠিত।

ওমার। ঘটনাটা রহস্যময় এবং বিচিত্র বলিয়া কি তোমার মনে হয় না?

হেজল। হয়। আমার বেশ মনে আছে, আমি রুগ্ন-শয্যায় শুইয়া আমার সহযোগী সেনানীদের নিকট বলিয়াছিলাম, যদি কেহ শিবাস্ত-পোলে প্রবেশ করিয়া, সেখানকার আভ্যন্তরীণ সংবাদ আনিতে পারে—

ওমার। হাঁ। তাহার পর যুদ্ধাবসানে যখন অল্পে অল্পে তুমি আরোগ্যলাভ করিতে আরম্ভ কর, সেই সময়ে একদিন তোমার ঐ

সকল সহযোগিগণের নিকট বলিয়াছিলে, যে এই অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া শিবাস্তপোলের সংবাদ আনিয়াছে, যদি তুমি তাহার সংবাদ পাও, তাহাকে তোমার অদের কিছুই নাই। কেমন এ কথা স্মরণ আছে ?

হেজল। খুব স্মরণ আছে। কিন্তু—কি সর্ব্বনাশ! এও কি সম্ভব! না—না—কখনই হইতে পারে না। কিন্তু—ঘটনাগুলি একত্র করিলে—হাঁ ঠিক হইয়াছে—মনে পড়িয়াছে। সেই রাত্রে—ইনকার মান যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রে কাপ্তেন দিলেম্সি আমার পার্শ্বে বসিয়া, আমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন—আর সে—সেই ছদ্মবেশী জুহাব সৈন্য কোথায় গিয়াছিল। ওঃ! বলুন বলুন—এও কি কখনও হইতে পারে ?

হেজল। মেজর হেজলউড! তুমি বীর—তোমার হৃদয়ে শৌর্য্য-বীর্য্য আছে—তুমি বীর রমণীর এ বীরত্বের কি প্রশংসা করিতে পার না ?

হেজল। তাহা হইলে এ কেথারাইনের কাজ!

ধীরে ধীরে অস্পষ্ট জড়িত স্বরে হেজলউডের মুখ দিয়া এই কয়টী কথা নির্গত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ড ভাসাইয়া—বক্ষ প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। গর্ব্বিত কঠিন হৃদয়ও আজ বিগলিত হইল।

সর্দ্দার বলিতে লাগিলেন, "কেন সে শিবাস্তপোলে গিয়াছিল জান কি? সম্মান বা সুখ্যাতির জন্য নহে। কারণ তাহার এই অত্যদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী যশোপ্রার্থিনী হইয়া সে কখনই কাহারও নিকট ব্যক্ত করে নাই। তুমি মেজর হেজলউড—তোমার রুগ্ন-শয্যায় পড়িয়া শিবাস্তপোলের সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিলে,—তাই শত সহস্র বিপদ উপেক্ষা করিয়া সেই নারী-রত্ন এই অসমসাহসিক

কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। তুমি জানিতে তোমার জুহাব সহচর ইংরাজী ভাষা বুঝিত না—স্বপ্নেও তখন ভাবিতে পার নাই সহচর সৈনিকের পরিচ্ছদ-নিম্নে নারীর কোমল হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাই—তোমার ঐ সামান্য ইচ্ছা—অলসোচ্চারিত ক্ষুদ্র বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সেই নারী-রত্ন—তোমার অনুরাগিনী বিশ্বাসিনী পত্নী কৃতসংকল্প হইয়া উঠেন। কাপ্তেন দিলেস্কিকে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতে বৃথা চেষ্টা করিলেন——"

হেজল। ওঃ আমি এ সকল কি শুনিতেছি? হায় কেথারাইন কেন আমাকে এ রহস্য গোপন রাখিয়াছিল?

ওমার। তাহার কারণ ছিল। তাঁহার এ কার্য্য গৌরবময় এবং বীরত্বপূর্ণ হইলেও, তোমার হৃদয়ানুরাগ ফিরিয়া পাইবেন কি না—সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। তাহার পর যখন তোমার ক্ষতগুলি অল্পে অল্পে সারিতেছিল—একদিন কথাপ্রসঙ্গে সার জেমস কুথবার্টের কন্যার কথা তুলিয়া দিলেস্কিকে স্মরণ করিয়া দিয়াছিলে—তোমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোনই লাঘব হয় নাই।

হেজল। হায়! তাহাকে আমি না জানি কত কষ্টই দিয়াছি! সে দুইবার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে—দেববালার মত আমার রুগ্ন-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আমার পরিচর্য্যা করিয়াছে! হায় যে আমার মুখের একটী সামান্য ইচ্ছাও পরিপূর্ণ করিবার জন্য আত্ম-জীবনকে বিপন্ন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই—আমি তাহার সম্মুখে প্রেম-প্রতিযোগিতার কথা তুলিয়া, না জানি কতই নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছি।

ওমার। এখন কি তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করিবে? এক দিন স্বেচ্ছায় তাহাকে কিছুই অদেয় নাই বলিয়া যে অঙ্গীকার

বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলে, এখন কি তাহা রক্ষা করিতে সম্মত আছ ?

হেজল। আছি। ন্যায়-ধর্ম্ম রক্ষা করিব। কেথারাইনকে গির্জ্জায় লইয়া পুনরায় তাহার পাণিগ্রহণ করিব! লোকে যাহা বলে বলুক, জগৎ আমাকে যে চক্ষে দেখে দেখুক, যে আমার জন্য এত সহিয়াছে, এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, আমিও তাহার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিব।

ওমার। তোমায় কিছুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে না। জগতের কেহ তোমার দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবে না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ জিলা কেথারাইনকে সঙ্গে লইয়া সমাজে প্রবেশ করিবে—তিনি তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিবেন—স্থতরাং তোমার লজ্জায় অধোবদন হইবার কোনই কারণ নাই। তিনি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। তাঁহাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ কর। আশ্চর্য্য হইও না—এই দেখ তাহাদের পৈশাচিকতা ধরা পড়িয়াছে।

এই বলিয়া তিনি তাঁহার হস্তে বিবাহের দলিলখানি প্রত্যর্পণ করিলেন। নির্ব্বাক বিস্ময়ে হেজলউড সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিকই এই তাঁহাদের বিবাহের আসল দলিল। তাহার নীচে মৃত জার নিকোলাসের নাম স্বাক্ষরিত রহিয়াছে।

সর্দ্দার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। কেথারাইন ছুটিয়া আসিলেন। হেজলউড তাহাকে সাদরে হৃদয়মধ্যে টানিয়া লইলেন। দুইজনেরই চক্ষে দরবিগলিত ধারা ছুটিতে লাগিল। কেথারাইন সর্দ্দারের পদমূলে পড়িয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইলেন। সর্দ্দার তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং তাঁহার সমক্ষে নব-সম্মিলিত দম্পতি-যুগলের পরস্পর হৃদয় ভাব ব্যক্ত করিবার অসুবিধা ঘটিবে ভাবিয়া, তিনি কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

সর্দ্দারের প্রস্থানের পর কেথারাইন তাঁহার পিতা ভ্রাতা এবং যাজক উশাদির আগমন-বার্ত্তা বিবৃত করিয়া কহিলেন, "আরও একটী পরম বন্ধু আসিয়াছেন। কে বুঝিয়াছ? কাপ্তেন দিলেন্সি। আমি তাঁহার নিকট কত ঋণী—তিনি আমার যে কত উপকার করিয়াছেন, তাহার আভাস পাইয়াছ। শিবাস্তপোলের ঘটনা তিনিই সর্দ্দারের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।"

হেজলউড কেথারাইনকে পুনরায় বক্ষমধ্যে দৃঢ়ালিঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তম কেথারাইন তোমার স্বভাব অতীব মধুর। আজি হইতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তোমার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারিলে আমি আপনাকে ধন্য মনে করিব। আমি তোমার প্রতি যে সব পশুবৎ আচরণ করিয়াছি—তাহার জন্য আমার নিজেকে নিজে অভিশপ্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। তুমি প্রেমময়ী—তুমি আমায় ক্ষমা করিয়াছ। আজ হইতে আমার জীবনের মহা পরিবর্ত্তন ঘটিল।"

কেথারাইনের চক্ষু দিয়া দর-বিগলিতধারে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি স্বামীর বক্ষে অশ্রুসিক্ত মুখ রাখিয়া, মৃদুগুঞ্জনে কহিলেন, "যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে—অতীতের বিষাদ-চিত্রের দিকে আর দৃষ্টিপাত করিও না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুপ্তচর

কেথারাইনের সহিত তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতার সাক্ষাৎ হওয়াতে, যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল, আমরা বাহুল্যভয়ে এ স্থানে তাহার আর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলাম না। উশাদির সহিত সাক্ষাৎ হইলে, স্ত্রী-পুরুষে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলেন। হেজলউড দিলেন্সির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া—তাঁহার সদাচার এবং মহত্ত্বপূর্ণ পরোপকারিতার জন্য তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, "ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি ইলইসের পাণিগ্রহণ করিয়া সুখ-শান্তিতে কালযাপন কর।"

সেই দিন সন্ধ্যার সময় ওমার-পাশা মহাসমারোহে এক ভোজের আয়োজন করিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীর-রক্ষী এবং প্রধান প্রধান সেনানীগণ নিমন্ত্রিত হইলেন। তেবারিক জিলাকে সঙ্গে করিয়া এবং হেজলউড কেথারাইনের হাত ধরিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। অপরাপর মহিলাগণও উপস্থিত হইলেন। ভলমার, বেশিল এবং ফরাসী সেনানী দিলেন্সিও আগমন করিলেন কেবল উশাদি আসিলেন না। তিনি সাংসারিক আমোদ-আহ্লাদের লিপ্সা ত্যাগ করিয়া, আমরণ ধর্ম্ম কার্য্যে নিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

এ সান্ধ্য ভোজে তুর্কী-সেনাপতি সর্দ্দার ওমার-পাশা যতটুকু না বলিলে নয়—ততটুকু প্রকাশ করিয়া, কেথারাইন যে হেজলউডের বিবাহিতা পত্নী—শত্রুর প্রতারণায় তাঁহাদের বিবাহের দলিলাদি অপহৃত হওয়াতে তাঁহারা যে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন।

সর্দ্দারের কথায় কাহারও অবিশ্বাস রহিল না। সকলে অগ্রসর হইয়া কেথারাইনকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরদিন হেজলউড উপাতোরিয়া সহরে একখানি অট্টালিকা ভাড়া লইয়া কেথারাইনের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সামরিক নিয়মভঙ্গের অপরাধে আর তাঁহাকে অভিযুক্ত হইতে হয় নাই।

ভোজনান্তে ভলমার এবং বেশিল একটী কক্ষমধ্যে গম্ভীরভাবে কোন একটী বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বৃদ্ধ ভলমার কহিলেন, "বৎস! আমাদের উভয়ের অন্তরে যে গুপ্ত কথা নিহিত আছে, কখনই তাহা আমাদের ওষ্ঠাগ্রে উপস্থিত হইবে না। যাহা হইয়া গিয়াছে, আমি তাহার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। আমরা তাহার অপরাধটা যতখানি গুরুতর ভাবিয়াছিলাম, ততখানি নহে—তাহা না হউক, তথাপি তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র অনুতাপ হয় নাই।"

পিতার কথার প্রত্যুত্তরে পুত্র কহিল, "আমারও মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নাই।"

পিতা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মৃদুস্বরে কহিলেন, "তথাপি আমি যাহা করিয়াছি,—তাহার জন্য, সে বিষয় যখন মনে পড়ে, আমার কন্যার বিমল নিষ্পাপ মুখের দিকে চাহিতে আমার লজ্জা বোধ হয়—এই সকল মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিতেও মনোমধ্যে স্বতই সঙ্কোচ জন্মে। আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, যত শীঘ্র সম্ভব আমি এ স্থান ত্যাগ করিব। বিয়ানা অথবা অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া, বিজ্ঞান-চর্চ্চায় জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটী দিন কাটাইয়া দিব।"

বেশিল কহিলেন, "আমিও মনে মনে আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রাখিয়াছি। আমি তুর্কীদের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিব। এই

যুদ্ধেই আমার প্রাণ যাইবে—আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি। যাউক —প্রাণ দিয়াও যদি জন্মভূমি পোলণ্ডের প্রতি কৃত অত্যাচারের কতকটা প্রতিশোধ দিতে পারি—তাহা অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর কি আছে।"

উভয়ে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিতে গেলেন। দুই দিন পরে বিয়ানা-গামী একখানি ষ্টীমারে উঠিয়া বৃদ্ধ ভলমার উপাতোরিয়া ত্যাগ করিলেন। কেথারাইন পিতৃবিচ্ছেদে আকুল হইয়া উঠিলেন। এই বিদায়ই যে চির বিদায়—স্নেহের পুত্রকন্যার :সহিত আর যে সাক্ষাৎ হইবে না,—এই চিন্তায়—ভলমারের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইলেও, মৌখিক স্বান্তনা বাক্যে কেথারাইনকে আশ্বস্ত করিয়া—শীঘ্রই আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিব বলিয়া, তিনি জাহাজে উঠিলেন।

সেই দিনই বেশিল একদল অশ্বারোহী তুর্কী সেনার পরিচালন-ভার প্রাপ্ত হইলেন। অদ্রিয়ান দিলেন্সি ওমার-পাশার নিকট হইতে কাগজ-পত্র লইয়া, জেনারেল কনরোবার্টের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেথারাইনের প্রতি যে ঔদার্য্যপূর্ণ সখ্যভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন,—তাহার চিহ্ন-স্বরূপ তুর্কী সেনাপতি তাঁহাকে কতকগুলি বহুমূল্য পদার্থ উপহার দিলেন।

উশাদিও ঐ জাহাজে উপাতোরিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতেন কিন্তু তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে, তিনি এখানে আরও কিছু-দিন থাকিতে বাধ্য হন।

আরও কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। উশাদি কিছু সুস্থ হইয়া-ছেন। একদিন অপরাহ্নে বায়ু-সেবনার্থ বাটী হইতে বাহির হইলেন। মার্চ্চমাসের সুন্দর বৈকাল—বসন্ত-বাতাসে ক্রিমিয়ার বৃক্ষ-লতা ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। সাগর-সঞ্চারী মৃদুমন্দ সুখদ সমীর ধীরে উপকূলের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উশাদি ক্রমশঃ দুর্গপ্রাকারের

উপর আরোহণ করিয়া, স্নিগ্ধ-সমীরে ধীর-পদসঞ্চারে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন, রণতূর্য্য নিনাদিত, সৈন্য-কোলাহলপূর্ণ উপা-তোরিয়া তাঁহার মত শান্তিপ্রয়াসী ব্যক্তির উপযুক্ত স্থান নয়—শীঘ্রই তিনি এ স্থান ত্যাগ করিবেন।

উশাদি আপন মনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। ইতস্ততঃ তুর্কী-প্রহরীরা বন্দুক-স্কন্ধে পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। সহসা তাঁহার পুরোভাগে দীর্ঘ-কায় এক তাতার কৃষকের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। কৃষক অগ্রে অগ্রে চলিতেছে—তাহার স্কন্ধে এক গাছা লাঠি—লাঠির অগ্রভাগে একটা পুলিন্দা—বা ছোট পুটলি বাঁধা। প্রহরীরাও নিশ্চয় তাহাকে কোন গ্রাম্য কৃষক ভাবিয়াছে—নতুবা দুর্গপ্রাকারে কথনই আরোহণ করিতে দিত না।

লোকটা একটা ক্রম-নিম্ন পথাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাকার হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিল। উশাদি এতক্ষণ তাহার মুখ দেখিতে পান নাই —এইবার সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। মুখমণ্ডলের নিম্নাংশ নিবিড় শ্মশ্রু-গুম্ফে আবৃত থাকিলেও—উর্দ্ধাংশের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র, লোকটা যে একেবারেই তাঁহার অপরিচিত নয়—তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর একটা ঐরূপ পথ দিয়া প্রাকার হইতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয় পথ নীচে আসিয়া একস্থলে মিশিয়াছে। সেই সন্ধিপথে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। শ্মশ্রুবহুল তাতার-কৃষক শিহরিয়া উঠিল। উশাদি চিনিলেন,—তিনি কে।

কৃষক মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমাকে ধরাইয়া দিওনা। মনে করিয়া দেখ, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ।"

উশাদি। সত্য, আমি তোমার অনিষ্ট করিয়াছি। আমার পশ্চাতে কিছু দূরে দূরে আইস। কিন্তু সাবধান! পলাইবার চেষ্টা করিও না।

কৃষক। পথ দেখাইয়া চল। তোমার সহিত আমার কথা আছে।

উশাদির বাসস্থান একটী নির্জ্জন পল্লীতে। কৃষকবেশীর সহিত তাঁহার বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। বাড়ীটী একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের—স্ত্রীলোকটী বধিরা এবং দৃষ্টিশক্তিরও সেরূপ প্রখরতা নাই। তিনি নির্ভয়ে আগন্তুককে নিজ কক্ষমধ্যে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলোনেল এলমনাফ! তুমি উপাতোরিয়ার মধ্যে কেন আসিয়াছ?"

জারের শরীর-রক্ষী কহিলেন, "আমারও জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিয়াছে, তুমি নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকের মত আমার নিকট হইতে সে সকল কাগজ-পত্র কেন লইয়া আসিলে?"

উশাদি। কারণ আছে। ভলমার পরিবার যার-পর-নাই উৎপীড়িত হইয়াছে। আমার জন্য তাহারা অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। তাহাদের জন্য পুনরায় অভিনব উৎপীড়নের ষড়যন্ত্র হইতেছে জানিতে পারিয়া, আমার বিবেক-বুদ্ধি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল।

কলোনেল। বন্ধুবর! এত দিনের পর তোমার বিবেক-বুদ্ধির নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়াছে জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম।

উশাদি। তোমার বিদ্রূপ রাখিয়া দাও। তুমি এখন সম্পূর্ণভাবে আমার আয়ত্তের মধ্যে। তুমি কি উদ্দেশে এ ছদ্মবেশে উপাতোরিয়ার মধ্যে আসিয়াছে—শুনিতে চাই? অথবা জিজ্ঞাসা করিবারই বা প্রয়োজন কি? তুমি গুপ্তচর——

কলোনেল। চুপ—আহা—অত চীৎকার করিও না। তুমি নিজে রুসিয়াবাসী হইয়া, রুসিয়ার একজন লোকের কি মৃত্যুর কারণ হইবে?

আর তোমার দোষেই আজ আমার এ অবস্থা—তোমার অপরাধের জন্যই আমি এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি।

উশাদি। আমার জন্য! আমার অপরাধে?

কলোনেল। হাঁ তোমার জন্যই। তুমি শিমবারপোলে যাইবার জন্য আমার নিকট হইতে বিদায় হইলে। তোমার মনে যে, কোনরূপ কু-অভিপ্রায় আছে, আমি তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি নাই। পর দিন শিমবারপোলে উপস্থিত হইলাম। জেনারেল অস্তাম সেকেন তখন সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তুমি বা কোন পত্র উপস্থিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতে বাধ্য হইলাম। শুনিয়া তিনি আমার উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া অবরুদ্ধ করিলেন। বলিলেন যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সে সকল কাগজ-পত্র আসিয়া উপস্থিত না হয়, বিশ্বাসঘাতকতা এবং কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য আমাকে সামরিক বিচারকের হস্তে অর্পণ করিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইল —তোমার বা ভলমার পরিবারের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আমি বিপদ বুঝিয়া তাঁহার নিকট বিস্তর অনুনয় করিলাম—কাতরকণ্ঠে জীবন-ভিক্ষা করিলাম। বুঝিতেছ উশাদি! তোমার জন্য আমার দুরবস্থা ঘটিয়াছে।

উশাদি। সত্যই আমি এ সকল অনর্থের মূল। তোমার যে এরূপ কোন বিপদ ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বে একবারও চিন্তা করি নাই।

কলোনেল। জেনারেল রাজধানীতে সংবাদ পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে তিনি এক প্রস্তাব করিলেন—যদি আমি সে কার্য্যে সফল হই, তিনি আমার জীবন এবং স্বাধীনতা যাহাতে রক্ষা পায়—তদ্বিষয়ে

সচেষ্ট হইবেন স্বীকার করিলেন। আমার উপর যে কার্য্যের ভার অর্পিত হইল তাহাও নিরাপদ নয়। তথাপি আমি সম্মত হইলাম। এক-দল অশ্বারোহী আমার সঙ্গে উপাতোরিয়ার নিকট পর্য্যন্ত আসিল—তাহার পর আমি এই বেশে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি—কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছি বুঝিতে পারিয়াছ। এখন বল উশাদি। তুমি কি আমায় ধরাইয়া দিবে ?

উশাদি। না। ভগবান আমায় ক্ষমা করুন। এরূপ কাজ আমি কখনই করিব না। যাও কলোনেল! শীঘ্র পলাও। অথবা চল—আমি তোমার সহিত যাই।—তোমাকে নগর বহির্ভাগে রাখিয়া আসি। এক কাজ কর তোমার নিকট যদি কোন কাগজ পত্র থাকে—আমার নিকট দাও।

কলোনেল। কিছুই নাই। চল উশাদি আমাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দাও। যদি কোন প্রহরীর সম্মুখে পড়ি—আমাকে রক্ষা করিও।

উশাদি। চল। কিন্তু যদি তোমার এই কার্য্যের দ্বারা তুর্কীদের কোনরূপ বিপদ সংঘটিত হয়, নিশ্চয় জানিও আমি কখনই নিজেকে ক্ষমা করিব না।

কলোনেল। ভয় নাই। আমি তোমার এ উপকার বিস্মৃত হইব না। চল এখন।

তাঁহারা উভয়ে কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। উশাদি অগ্রে অগ্রে এবং কলোনেল তাঁহার পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। এইভাবে তাঁহারা নিকটবর্ত্তী নগর-তোরণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। একজন অশ্বারোহী নক্ষত্রবেগে অশ্বচালিত করিয়া সেইদিকে আসিতেছিল। উশাদিকে দেখিয়া অশ্বারূঢ় বল্গা সংযত করিলেন। উশাদি দেখিলেন, অশ্বারোহী সিডনে হেজলউড।

হেজলউড নিতান্ত কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "উশাদি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমার স্ত্রী—আমার কেথারাইন অপর দুইটী স্ত্রীলোকের সহিত নগর বাহিরে ময়দানে ভ্রমণ করিতেছিলেন—একদল রুস-সেনা আসিয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে "

উশাদি। বল কি! ধরিয়া লইয়া গিয়াছে?

হেজলউড। হাঁ। পথ ছাড়—আমি পাশার নিকট যাইতেছি।

উশাদি। থাম—অপেক্ষা কর।

তাঁহার মনে একটা অভিসন্ধি উপস্থিত হইল। কলোনেল এল্‌মনফ নির্ব্বিকার অপরিচিত পথিকের মত ফটক পার হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। উশাদি তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া কহিলেন, "ভয় নাই —এই লও তাঁহাদের নিরাপদতার প্রতিভূ।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তদন্ত

হেজলউড সবিস্ময়ে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। উশাদি একজন মলিন-বসন দরিদ্র কৃষককে আক্রমণ করিয়া বলিতেছে, "এই লও, তাঁহাদের নিরাপদতার প্রতিভূ!" কথাটা যেন নিতান্ত বিদ্রূপাত্মক বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। কিন্তু তাঁহার এ বিস্ময়-ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। উশাদি কৃষকবেশীকে বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "এ একজন রুসিয়ার রাজ-কর্ম্মচারী—ইহার নাম কলোনেল—এলমনফ।"

এলমনফের নাম হেজলউডের নিকট অপরিচিত নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক, কলোনেলকে ধরিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে তথায় তিন জন তুর্কী-সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। হেজলউড কহিলেন, "যাও, শীঘ্র ইহাকে সর্দ্দারের নিকট লইয়া যাও—আমি যাইতেছি।"

তাহারা বন্দীকে লইয়া প্রস্থান করিল,—হেজলউড পুনরায় অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, নক্ষত্রবেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন।

সর্দ্দারের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, উদ্বিগ্ন কাতরকণ্ঠে হেজলউড কহিলেন, "অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার একটা কথায় কর্ণপাত করিবেন। আমার স্ত্রী এবং অপর দুইটী মহিলা- আপনার অধীন দুইজন পোলণ্ড সেনানীর স্ত্রী, ময়দানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কাল যে রুস-সেনাদলকে দূরে দৃষ্ট হইয়াছিল—সহসা তাহারা তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের তিনজনকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

বেশিল তথায় উপস্থিত ছিলেন। সরোষে গর্জ্জিয়া কহিলেন, "বল কি, আমার ভগ্নী রুসের হস্তে বন্দিনী?"

সর্দ্দার কহিলেন, "যাও বেশিল! তোমার অশ্বারোহী সেনা লইয়া শীঘ্র শত্রুর অনুসরণ কর। যেরূপে পার রমণী তিন জনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আইস। যদি দেখ তাহারা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে—অনুসরণ করিয়া আক্রমণ করা অসম্ভব! শ্বেত পতাকা উড্ডীন করিয়া—শত্রুর সহিত কথা কহিবে। রুষ-বন্দীর পরিবর্ত্তে তাঁহাদের মুক্তি প্রার্থনা করিবে।"

বাধা দিয়া হেজলউড কহিলেন, "আমরা একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীকে বন্দী করিয়াছি। লোকটা নিশ্চয় গুপ্তচরের মত এখানে আসিয়াছিল। নাম কলোনেল এলমনফ।"

সর্দ্দার কহিলেন, "উত্তম! তত্রাপি যাও, তুমি তোমার সৈন্যদলকে সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত হওগে—আমি অন্য সংবাদ পাঠাইতেছি।"

বেশিল প্রস্থান করিলেন। সর্দ্দার বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলেন। হেজলউড কহিলেন, "আমি কসাক সেনার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় কিনা জানিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম, এমন সময়ে দুইজন অশ্বারোহী আমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রুসসেনা সহসা আবির্ভূত হইয়া তিন জন স্ত্রীলোককে বন্দিনী করিয়া লইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের আকৃতির বর্ণনা শুনিয়া, বুঝিলাম তাঁহারা কে। আমি আপনার নিকট সংবাদ দিতে আসিতেছিলাম, ফটকের নিকট উশাদির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাঁহাকে দুর্ঘটনার বিষয় বলিবামাত্র তিনি কৃষকবেশী কলোনেল এলমনাফের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। প্রহরীরা তাহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিতেছে।"

কেথারাইনের সঙ্গে অপর যে দুইজন স্ত্রীলোক বন্দিনী হইয়াছিলেন, সর্দ্দার তাঁহাদের স্বামীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া বেশিলের সহিত তাহাদিগকে মিলিত হইতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে রক্ষীপরিবৃত কলোনেল এলমনফ এবং তাঁহার পশ্চাৎ উশাদি তথায় উপস্থিত হইলেন।

এলমনফের আচরণ দৃঢ়তাপূর্ণ। বাহ্য আকৃতি শান্ত, গম্ভীর এবং কতকটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। উশাদি বিষণ্ণ, অবসন্ন এবং কতকটা অনুতপ্ত।

ওমার গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। পার্শ্বে ছয়জন শরীররক্ষী এবং তেবারিক দণ্ডায়মান। সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন, কি প্রকারে ইহাকে গ্রেপ্তার করা হইল?"

উশাদি অগ্রবর্ত্তী হইয়া, সসম্মানে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,

এলমনফ আপনার হটকারিতা এবং অহঙ্কারের প্রতিফল পাইবেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ওমর তাঁহাকে রুস-পক্ষের সৈন্য-সংখ্যা, এবং সেনানীগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন এবং অপরাপর গুপ্ত সংবাদের প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া প্রলোভন দেখাইবেন এবং তিনি সেই প্রলোভনে উপেক্ষা করিয়া সকলের সম্মুখে তাঁহাকে হতমান করিয়া আনন্দোপভোগ করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। ওমার তাঁহার মুখভাবে তাঁহার হৃদয়-ভাব অবগত হইয়া, তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

এলমনফের প্রস্থানের পর ওমার কহিলেন, "মেজর হেজলহুড! যাও শীঘ্র বেশিলের সেনার সহিত মিলিত হইয়া এখনই রুস-সেনার অনুসরণ কর। তোমার এবং বেশিলের উপর এ মীমাংসা বা বন্দী-পরিবর্ত্তনের ভার দিলাম। এলমনফের পরিবর্ত্তে তোমার স্ত্রী এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণের পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া আইস। এলমনফ আমাদের সৈন্যসংখ্যা—সৈন্যের অবস্থিতি প্রভৃতি জানিয়া যাইতেছে যাউক—আমি সেজন্য কিছুমাত্র চিন্তিত নহি।"

হেজলউড অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, নগর বাহিরে বেশিল পরিচালিত বাসি-বাজুক সেনাদলের সহিত মিলিত হইলেন। অন্য দুই জন পোল সেনানী—যাঁহাদের স্ত্রী কেথারাইনের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে আসিয়া রুসের হস্তে বন্দিনী হইয়াছেন—তাঁহারাও আসিয়া মিলিত হইলেন। সকলেরই হৃদয় রুসের এই বর্ব্বর আচরণে ক্রোধে ক্ষোভে দগ্ধীভূত হইতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ক্ষনিক সন্ধি—প্রকোষ্ঠে

বাসি-বাজুক সৈন্যসল সংখ্যায় ছয়শত মাত্র। তাহারা বেশিল কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, মুক্ত ময়দানে আসিয়া পড়িল। নগর হইতে এক মাইল কি দেড় মাইল আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের পশ্চাতে আর একদল অশ্ব-সেনা অগ্রসর হইতেছে। তাঁহাদের সাহায্যার্থ সর্দ্দার তেবারিকের কর্তৃত্বাধীনে ইহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।

আরও কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে, তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেজলউড দেখিলেন, অদূরে ক্ষুদ্র বনান্তরালে দুইজন কসাক-সেনা অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, ঐ "দেখ শত্রুপক্ষ!" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তরবারি কোষমুক্ত হইল।

বেশিলও তাঁহার অনুকরণ করিয়া সবলে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন। সৈন্যদল গম্ভীর হুঙ্কারে দিকদিগন্ত কাঁপাইয়া সবেগে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে বনান্তরাল হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ রুস-সেনা বাহির হইয়া, ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। বেশিল তরবারির অগ্রভাগে একখানি সাদা রুমাল বাঁধিয়া, সৈন্যগণকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, হেজলউড ও পোল সেনানীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইলেন। রুস-সেনানীও দীর্ঘ বর্যার অগ্রভাগে শুভ্র কেতন উড়াইয়া তিনজন মাত্র সহচর লইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

উভয় সেনার মধ্যে ব্যবধান তিন শত গজের বেশী হইবে না। ঠিক মধ্যস্থলে সন্ধি-কামী উভয় দলের সেনানায়কগণ সন্ধি-পতাকা উড়াইয়া মিলিত হইলেন। বেশিল সর্ব্ব-প্রথমে কথা কহিলেন। তিনি

নিজের নাম এবং পদ-পরিচয় দিয়া হেজলউড ও অপরসেনানী দ্বয়ের পরিচয় দিলেন। রুস সেনানীও তদ্রুপ করিলেন। তিনি গর্ব্বিত হইলেও অশিষ্ট বা অসরল নহেন।

রুস-সেনানী কহিলেন, "মেজর ভলমার! তোমার বা হেজলউডের নাম আমার নিকট নিতান্ত অপরিচিত নয়। তুমিও আমার মত এক—"

বাধা দিয়া বেশিল ভলমার কহিলেন, "কলোনেল বিবিধ কারণে আমি এখন তোমার অন্য কথা শুনিতে পারি না। মেজর হেজলউডের নাম তোমার নিকট অপরিচিত না হইবার কারণ,—বোধ হয়, তুমি তাঁহার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয় আসিয়াছ?"

রুস-সেনানী। হাঁ সত্য। এবং তাঁহার সঙ্গিনী-দ্বয় বোধ হয় এই দুই পোল-কর্ম্মচারীর স্ত্রী?

বেশিল। আমি কর্ত্তব্য-বোধে জানাইতেছি, জারের দেহরক্ষী কলোনেল এলমনফ গুপ্তচর বলিয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে উপাতোরিয়ার মধ্যে ধৃত হইয়াছে।

রুস-সেনানী। সত্য নাকি! তাহার পর?

বেশিল। আমি ওমার-পাশার আদেশে প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি, কলোনেল এলমনফের পরিবর্ত্তে তোমরা এই তিন জন মহিলাকে মুক্তি দাও।

রুস-সেনানী। তাহা হইবে না। কেবল একটী মাত্র সর্ত্তে মেজর হেজলউডের পত্নীকে আমরা মুক্তি দিতে পারি।

বেশিল। সে সর্ত্তটী কি?

রুস-সেনানী। তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতা যে মুহূর্ত্তে আমাদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবেন, আমরা সেই দণ্ডে তাঁহাকে হেজলউডের করে সমর্পণ করিব। নচেৎ লক্ষ এলমনফের পরিবর্ত্তেও তাঁহাকে ত্যাগ করিব না।

বেশিল। আমার পিতা উপাতোরিয়ায় নাই—থাকিলেও আমি কখনই তাঁহার মত পলিতকেশ বৃদ্ধকে রুসের কোমল করুণা-রসের আস্বাদন গ্রহণ করিতে দিতাম না। কিন্তু কলোনেল! বল—সত্য-কর—যদি আমার আত্ম-সমর্পণ আমার ভগ্নীর পক্ষে যথেষ্ট হয়—বল আমি এই মুহূর্ত্তে আত্ম-বিনিময়ে ভগ্নীর উদ্ধার করিতে সম্মত আছি!

সবিস্ময়ে সকলে বেশিল ভলমারের মুখ প্রতি চাহিলেন। রুস-সেনানী কহিলেন, "দুঃখের সহিত জানাইতেছি, তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলাম না। তবে এলমনফের বিনিময়ে অপর স্ত্রীলোক দুইটীকে ছাড়িয়া দিতে পারি।"

বেশিল। তিনজন রমণীর বিনিময়ে এলমনফকে আমরা ছাড়িতে পারি—নচেৎ পারি না।

রুস-সেনানী। তাহা হইলে এই স্থানেই আমাদের সন্ধির শেষ হইল।

এই কথা বলিয়া গর্ব্বভরে অভিবাদনপূর্ব্বক তিনি স্বদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বেশিল প্রভৃতিও ফিরিলেন। তাঁহার সেনাদল অধীরভাবে আক্রমণের অপেক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে আদেশ পাইবামাত্র হুঙ্কার দিয়া অগ্রসর হইল। কসাক সেনও তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। পশ্চাৎবর্ত্তী তুর্কী-সেনা প্রাণপণশক্তিতে তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল বটে কিন্তু দূরে আর একদল কসাক অশ্বারোহীও ঠিক সেই সময়ে পরিদৃষ্ট হইল।

কসাক-সেনা বাসি-বাজুকের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। বিজয়ী তুর্কী-সেনা বল্লম ফেলিয়া তরবারি কোষমুক্ত করিয়া দক্ষিণে বামে শত্রু-নিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে তুর্কী এবং কষাক সাহায্যকারী সেনাদল আসিয়া স্ব স্ব দলে মিলিত হইল। পলায়নপর রুস-সেনা আবার ফিরিয়া

রুসিয়াবাসী—আমাদের উভয়েরই ধর্ম্ম এক। আমি তোমাকে তোমার অন্তিমকালে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আসিয়াছি।"

এলমনফ বিদ্রূপ-স্বরে কহিলেন, "আমরা উভয়েই রুসিয়ার লোক, তাই তুমি অপর একজন রুস-সন্তানকে মৃত্যু-কবলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছ!"

উশাদি। আমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু কলোনেল! ইহা বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, একটা দুষ্কর্ম্ম সহস্র পাপের জনক।—আমি তোমাকে শত্রু করে সমর্পণ করিয়াছি সত্য কিন্তু ভাই যদি তুমি অতীতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে তাহার মূল কোথায়? আমরা উভয়েই জার নিকোলাসের সেই যে পাপকর্ম্মের সহায়তা করিয়াছিলাম—আজ তাহারই ফলে আমাদের এ দুর্গতি।

কলোনেল। আমি রাজভৃত্য—রাজাজ্ঞা পালন না করিলে আমার কর্ম্মচ্যুতি বা প্রাণদণ্ড হইত—তাই করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি কি করিয়াছ? তুমি প্রতারণাপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে কাগজ-পত্র অপহরণ করিয়া আনিয়াছ। তাহারই ফলে আজ আমাকে গুপ্তচর সাজিয়া উপাতোরিয়ায় প্রবেশ করিতে হইয়াছিল—আবার তুমিই আমাকে ধরাইয়া দিলে।

উশাদি। সত্য—সবই সত্য। কিন্তু বন্ধু! সেই দিন যদি আমরা রাজার পাপের পৃষ্ঠপোষক না হইতাম, তাহা হইলে আজ এ শোচনীয় পরিণাম ঘটিত না।

কলো। যথেষ্ট হইয়াছে। এ সকল সাফাই শুনিবার আমার আর আবশ্যক নাই। আমি মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত—কাল প্রাতঃকালে যখন জগতে আলোক বিতরণ করিতে সূর্য্যদেব উঠিবেন সেই সময়ে চিরদিনের জন্য আমার নয়নের আলোক নির্ব্বাপিত হইবে।

উশাদি। জানি—সবই শুনিয়াছি। সামান্য বা সাধারণ গুপ্তচরের ন্যায় তোমাকে বধ করা হইবে না—সর্দ্দার তোমার প্রতি বীরোচিত মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কলো। অর্থাৎ সাধারণ চরের মত আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে না ঝুলাইয়া, বারজন সৈনিকের বন্দুকের গুলিতে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া আমাকে হত্যা করা হইবে। কি সান্ত্বনার কথা! কি শুভ সংবাদ!

সহসা কলোনেলের ভাবান্তর ঘটিল। ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিলেন, "কিরূপে আমার মৃত্যু হইবে—তাহা আমি ভাবিতেছি না। ভাবিতেছি সেণ্টপিটার্সবর্গে আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা আছে!—আমাকে জন্মের মত হারাইয়া তাঁহারা কাঁদিবেন, তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়সের আশা-ভরসা—সুখ-সান্ত্বনার স্থল জন্মের মত কাল চক্ষু মুদিবে!"

উশাদি। বল কলোনেল বল—তাঁহাদের নিকট যদি কোন সংবাদ পাঠাইবার আবশ্যক থাকে—তাঁহাদিগকে যদি কিছু বলিবার থাকে, বল—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাঁহাদের নিকট সে সংবাদ প্রেরণ করিব।

কলো। তাঁহাদিগকে বলিও আমি নিহত হইয়াছি—এবং আমার হত্যাকারী ধর্ম্ম-যাজক উশাদি।

উশাদি নিতান্ত মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "আমাকে আর ভর্ৎসনা করিও না। এস আমরা উভয়ে জানু পাতিয়া ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমায় ক্ষমা কর কলোনেল! যদি পরকালে মুক্তি পাইবার আশা করিয়া থাক—ভগবানের দয়া এবং মার্জ্জনা-লাভের যদি অভিলাষী হইয়া থাক—ইহকালে আমাকে মার্জ্জনা করিয়া যাও। এই দেখ আমি তোমার চরণতলে বসিয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি!"

এই বলিতে বলিতে উশাদি তাঁহার টুপি এবং আলখেল্লা খুলিয়া, পার্শ্বস্থ বেঞ্চির উপর রাখিয়া দিলেন, তাহার পর কলোনেলের চরণতলে জানু পাতিয়া বসিলেন। স্বভাববশে চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল—তিনি নতবদনে, মুদিতনেত্রে ভগবানের নিকট হৃদয়ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

এলমনক বসিয়াছিলেন, পদতলে পতিত পাদরিকে পদাঘাতে কক্ষ হইতে দূর করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহার হৃদয়ে এক অতি পৈশাচিক ভাবের আবির্ভাব হইল। পাপাসক্ত চিত্তকে আরও গভীরতম পাপে নিমজ্জিত করিবার জন্য শয়তান সতত সচেষ্ট রহিয়াছে। এ প্রবৃত্তি তাহারই প্রেরণা। কলোনেল আচম্বিতে ভজন-নিরত উশাদির উপর লাফাইয়া পড়িলেন এবং উভয় করে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিলেন।

উশাদির সর্ব্বাঙ্গ ভয়ঙ্কর বিকম্পিত হইতে লাগিল। ভগ্ন-কটী প্রহৃত সর্পের ন্যায় তিনি নিজ হস্তপদ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি নিজ হস্তদ্বারা হত্যাকারীর করাপসারণ করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু পারিলেন না। তখন তাহার পদ বেষ্টন করিয়া, তাহাকে ভূপাতিত করিতে প্রয়াস পাইলেন,—এলমনক জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িলেন—তাহার ফলে পাদ্রি সাহেব মুখ গুঁজরাইয়া পড়িলেন। কক্ষ মধ্যে নীরবে অতি পৈশাচিক—নারকীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে লাগিল। উশাদির মুখ দিয়া একটী কথা—একটী যন্ত্রণাসূচক রবও বাহির হইল না। মুখ মাটীর দিকে ছিল—হত্যাকারীর কর-পেষণে তাঁহার মুখের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল—চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া, অক্ষিগোলক কেমন করিয়া বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল—মুখের কি ভীষণ ভাব হইল কলোনেল তাহা দেখিতে পাইলেন না বটে - কিন্তু বঁড়শি-বিদ্ধ জলোত্তোলিত মৎস্যের মত উশাদির হস্তপদ বিক্ষেপ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া

আসিতে লাগিল। অবশেষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্পন্দন থামিলে হত্যাকারী তাঁহাকে ত্যাগ করিল।

হত্যাকার্য্য সমাপ্ত হইল। হত্যাকারীর হৃদয়ে এই পৈশাচিক কাণ্ডের স্মৃতি স্বপ্নদৃষ্ট দুর্ঘটনার মত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া রহিল। কিন্তু এ সকল চিন্তা করিবার এলমনফের এখন অবসর নাই। তাঁহার এখনও অনেক কাজ বাকি। ক্ষিপ্রহস্তে মৃতদেহের পোষাকাদি খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার পর নিজের বস্ত্রাদি খুলিয়া, মৃতের পোষাকে সজ্জিত হইয়া, আপনার বস্ত্রাদি মৃতদেহে পরাইয়া, তাহাকে এমনভাবে বসাইয়া রাখিলেন, যেন বাহির হইতে দেখিলেই বোধ হয় পশ্চাৎ ফিরিয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতেছে।

তাহার পর বেঞ্চের উপর পতিত উশাদির আলখেল্লায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া টুপি পরিলেন। এইবার—এলমনফের ভাগ্য পরীক্ষার সময় উপস্থিত। তিনি সাহসে ভর করিয়া, কারাকক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া, দরজায় ধাক্কা মারিলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল। চৌকি ঘরে এখনও তেমনই মিট মিট করিয়া আলোক জ্বলিতেছে। তাম্রকূটের কুণ্ডলিত ধূমরাশিতে সে আলোক-রশ্মি আরও নিষ্প্রভ হইয়াছে। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। কেহ কোন বাধা দিল না। তিনি নির্ব্বিবাদে পথের মুক্ত স্বাধীন বায়ু-প্রবাহের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জরিপী

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বিবৃত হইল, তাহার কয়েক দিন পরে, সহসা একদিন ওমার-পাশা তাঁহার অধীনস্থ পঁচিশ হাজার সৈন্যকে জাহাজে আরোহণ করিবার অনুমতি দিলেন। ৭ই এপ্রেল প্রাতঃকালে সর্দ্দার স্বয়ং রণ-তরীতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ উপাতোরিয়া হইতে উনিশটা তোপ হইল—প্রত্যেক রণতরি হইতে বজ্রনাদে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। জাহাজ ছাড়িল—কিন্তু কেহই জানিতে পারিল না—তাহাদের গন্তব্য স্থান কোথায়।

সর্দ্দার যে জাহাজে ছিলেন, সেই জাহাজে তেবারিক, মেজর হেজল-উড, বেশিল ভলমার এবং তাঁহার অপরাপর শরীর-রক্ষী ও প্রধান প্রধান সেনানীরা যাইতেছিলেন।

উপাতোরিয়া ত্যাগ করিবার কয়েক ঘণ্টা পরে, তিনি হেজলউড, বেশিল এবং পোল সেনানী দ্বয়কে নিজ সম্মুখে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "গত কল্য সংবাদ পাইয়াছি, জেনারেল অস্তেন সেকেন তাঁহার অধিকাংশ সেনা লইয়া শিমবারপোল ত্যাগ করিয়া শারনায়া উপত্যকায় জেনারেল লাপ্রিন্দির সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। ফরাসি এবং ইংরাজ সেনার দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমি কি উদ্দেশ্যে যাইতেছি, তাহা তোমাদের জানিবার আবশ্যক নাই। তবে যে বিষয়ের সহিত তোমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—তাহাই তোমাদের নিকটে প্রকাশ করা সমীচীন বোধ করি। খুব সম্ভবতঃ বন্দিনীত্রয়কে শিবাস্তপোলে

প্রধান সেনাপতির নিকট পাঠান হইয়াছে। তাহা যদি সত্য হয়—নানা কারণে তোমাদের ঐ স্থানের নিকট থাকাই আবশ্যক। শিবাস্তপোলকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য শীঘ্রই তাহার উপরে অজস্র অগ্নি-বর্ষণ আরম্ভ হইবে। কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে কিন্তু যদি শিবাস্তপোল আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়—তোমারা তোমাদের প্রিয়জনকে অচিরাৎ মুক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইতে পারিবে। যদি আমরা কৃতকার্য্য হইতে না পারি,—ইহার মধ্যে হয়ত এমন কোন উচ্চপদস্থ রুস কর্ম্মচারী আমাদের বন্দী হইতে পারে—যাহার স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে রুস-সেনাপতি রমণীত্রয়কে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গুপ্তচর কলোনেল এলমনফ নরহত্যার কলঙ্ক-ভার মাথায় লইয়া পলায়ন করিয়াছে। যাউক—তথাপি তোমরা নিকটে থাকিলে, তোমাদের স্ত্রীগণের উদ্ধার-কল্পে বিধিমত চেষ্টা করিতে পারা যাইবে বিবেচনায় আমি তোমাদিগকে সঙ্গে আনিয়াছি।"

সকলেই আন্তরিক ভক্তির সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

ওমারের রণপোত-বহর কামেশ উপসাগরে প্রবেশ করিয়া তীরে লাগিল। অমনি চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জিতে আরম্ভ হইল। তুর্কী সেনা তীরে উঠিয়া, শিবির স্থাপন করিল। ইংরাজ এবং ফরাসি সেনাপতিদ্বয় স্ব স্ব পার্শ্বচর সঙ্গে লইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হেজলউডের আগমনবার্ত্তা পাইবা মাত্র অদ্রিয়ান দিলেন্সি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পরে ওমার একদিন ইংরাজ এবং ফরাসী সেনা পরিদর্শন করিয়া আসিলেন।

ইতিমধ্যে শিবাস্তপোলকে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজ, ফরাসী এবং তুর্কীর প্রায় ছয় শত কামান হইতে অনবরত গোলা বর্ষণ আরম্ভ হইল। রুস-সেনা যেরূপ বীরত্ব এবং সাহসের সহিত এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল,—তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। দিবসে শত্রুর গোলায় শিবাস্ত-পোলের বহিপ্রাকার বা অভ্যন্তরস্থ দুর্গের যে ক্ষতি হইত, রুস রাত্রির মধ্যে তাহার সংস্কার করিয়া ফেলিত। সপ্তাহাবধি গোলাবর্ষণেও শিবাস্তপোলের ক্ষতি হইল না দেখিয়া বিপক্ষ-পক্ষ গোলা বর্ষণে ক্ষান্ত হইলেন।

ওমার-পাশা কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিলেন, এইবার তাহার একটু পরিচয় দিব। যদি সম্মিলিত শক্তি শিবাস্তপোলের বহিপ্রাকার নষ্ট করিতে সমর্থ হইত—তাহা হইলে সকলে মিলিয়া নগর আক্রমণ করিতে ছুটিতেন। নগরের কোন একটী বিশিষ্ট অংশ আক্রমণ করিতে আসাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—তখন দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জেনারেল আস্তান সেকেন শারানায়া উপত্যকায় লিপ্রান্দির সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই মিলিত সৈন্যকে আক্রমণ করাই তাঁহার এখানে আসার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

১৯শে এপ্রেল অতি প্রত্যুষে তুর্কী-সেনা সত্বর সজ্জিত হইয়া অভিযান করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইল। দলে দল তুর্কী-সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিল। অবিলম্বে ফরাসী জেনারেল কনরোবার্ট একদল ফরাসী সেনা এবং লর্ড রগলান একদল ইংরাজ বাহিনী লইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।

দলে দলে তুর্কী, ইংরাজ এবং ফরাসী সেনা চলিতে লাগিল। সে

সে দৃশ্য যেমন মহান, তেমনি ভয়ঙ্কর। প্রভাতারুণের কনক-কিরণ-রেখা সৈন্যগণের সঙ্গিন-ফলকে, বর্শাগ্রভাগে এবং তরবারির উপর পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন সৌরকর-মণ্ডিত গতিশীল একটা সঙ্গিনের বন কোথায় কি উদ্দেশ্যে ছুটিতেছে। পদাতিকের তালশুদ্ধ পদশব্দ—অশ্বারোহীর অশ্বপদ-ধ্বনি, অস্ত্র ঝনাৎকার এবং কামানবাহী শকটের গুরু-গম্ভীর চক্রশব্দের সহিত মিলিয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল।

এই বিপুল বাহিনী ক্রমাগত দক্ষিণপূর্ব্বমুখে অভিযান করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা বালাকলাভা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। গত যুদ্ধের ভীষণ কাহিনীর অনেক নিদর্শন এখনও অনেক বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ যুদ্ধে যাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল—তাহাদের দেহ এই-স্থলেই সমাহিত করা হইয়াছিল। সেই সকল সমাধিক্ষেত্রের উপর সতেজে গুল্মলতাদি পল্লবিত হইয়া, শোক-স্মৃতির উদ্দীপনা করিতেছে। অনেক রুষ-দেহের সংকার হয় নাই—মেদমাংসহীন নরকঙ্কাল এখনও স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। সম্মিলিত সেনা তাহাদিগকে পদ-দলিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কামানবাহী শকটের চক্রতলে পড়িয়া কঙ্কাল-মালা চূর্ণ বিচূর্ণ—ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

বালাকলাভাকে দক্ষিণে রাখিয়া, সম্মিলিত বাহিনী শারনিয়া উপত্য-কার সমীপবর্ত্তী হইল। ওমার একদল লঘুভার অশ্বসেনাকে পথঘাট এবং শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রেরণ করিয়া, অবশিষ্ট সেনাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রামের আদেশ দিলেন। অবিলম্বে অদূরে বহুসংখ্যক বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। অগ্রগামী সেনার সহিত শত্রু-সেনার সাক্ষাৎ হইয়াছে বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট সেনাকে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দিলেন। ইংরাজ এবং ফরাসি সেনাপতির

নিকট স্ব স্ব সেনা লইয়া অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ লইয়া দূত ছুটিল।

আরও এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। দূরে দলে দলে রুসসেনা দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা কিন্তু আর অগ্রসর না হইয়া একস্থানে সমবেত হইতে লাগিল। খণ্ডযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া, ওমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে ব্যূহাকারে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার ভূয়োদর্শিতা এবং রণকুশলতার উপর তুর্কী-সেনার বিশ্বাস ছিল। ইংরাজ এবং ফরাসি সেনাপতি দূর হইতে তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বচক্ষে তাঁহার রণ-চাতুর্য্য এবং সৈন্য সজ্জিত করিবার কৌশল দেখিয়া বুঝিলেন,—যাহা শুনিয়াছেন, তাহা অনুমাত্র মিথ্যা নহে। রণজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া সকলেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কিন্তু এ কি! রুস-সেনা—যাহা এতক্ষণ সুদূর পর্ব্বত সানুদেশে পুঞ্জীভূত নিবিড় ধূমরাশির মত পরিদৃষ্ট হইতেছিল,—এক্ষণে যেন তাহা ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। তবে কি রুস-সেনা যুদ্ধ করিতে সম্মত নয়? তাহাই সত্য। সর্দ্দার পলাতক শত্রু-সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতে অনুমতি দিলেন। বহুদূর তাঁহারা অনুসরণ করিলেন কিন্তু সে দিন শত্রু-সেনার আর কোন নিদর্শন দেখা গেল না। তখন তিনি শিবাস্তপোলের সম্মুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ প্রচার করিলেন।

অগ্র-প্রেরিত তুর্কী সেনার দ্বারা জন বার রুষ-সৈন্য বন্দীকৃত হইয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে সন্তোষজনক কোনই সদুত্তর পাওয়া গেল না। এক জনের কথার সহিত অন্যের কথার সামঞ্জস্য নাই। কেবল একজনের কথায় কতকটা আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে। সে ব্যক্তি কহিল, রুস-সেনাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়—সে রুসের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য, ইচ্ছা-পূর্ব্বক তুরস্কের হস্তে বন্দিত্ব স্বীকার করিয়াছে।

বন্দী প্রকাশ করিল, সে যে সৈন্যদলভুক্ত, তাহা গত কল্য পর্য্যন্ত শিবাস্তপোলে ছিল, সহসা কোন কারণবশতঃ তাহাদিগকে লিপ্রান্দির সেনাদলের সহিত যোগ দিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়। কেথারাইন প্রভৃতির কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে কহিল, "আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছি—তাহারা উপাতোরিয়ার নিকট বন্দী হইয়া শিবাস্তপোলে প্রেরিত হইয়াছে। একজন মৃত রুস-সেনাপতির বিধবার বাটীতে আপাততঃ বাস করিতেছে।" বন্দী জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাদের অবিকল আকৃতি বর্ণন করিল এবং তাহারা শিবাস্তপোলের যে গলিতে, যে নম্বর বাটীতে অবস্থান করে, তাহাও প্রকাশ করিল।

হেজলউড হিতৈষী বন্ধু অদ্রিয়ান দিলেন্সিকে যথাসময়ে এ সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল, ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা ঘটিল না। অবশেষে ১লা মে রাত্রিকালে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, নিম্নে আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

মধ্য রাত্রিতে একদল ফরাসি সেনা জেনারেল পলিসার অধীনে এক অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। এই সাহসী সৈন্যদল জুহাব সৈন্য নামে অভিহিত। তাহারা নীরবে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া, তাহাদের গন্তব্য স্থানের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সহসা থামিল।

কাপ্তেন দিলেন্সি সম্প্রতি জেনারেল পলিসারের অধীনে নিযুক্ত হইয়াছেন। জেনারেল তাঁহার কানে কানে কি বলিয়া দিলেন—তিনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই এক সঙ্গে অগণিত মশাল জ্বলিয়া উঠিল—সেই তীব্রালোকে তাঁহারা দেখিলেন,—তাঁহারা অভীপ্সিত স্থানের অতি নিকটেই উপস্থিত হইয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে শত শত বন্দুকের শব্দ হইল। বিপক্ষদলও আলোক জ্বালিয়া প্রতি-আক্রমণ করিল। তখন উভয়দলে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

এই স্থলে বলিয়া রাখি রুস-সেনা স্বদল হইতে কিয়দ্দুর অগ্রবর্ত্তী হইয়া, ফরাসি সেনার ঠিক সম্মুখভাগে কতকগুলি গর্ত্ত বা খাদ কাটিয়া এবং সম্মুখে মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করিয়া, তাহার পশ্চাৎ হইতে, কয়েক দিন ফরাসি সেনার উপর অবিশ্রাম গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। এই গুলিবর্ষণ অসহ্য হওয়াতে, জেনারেল পলিসার তাহাদিগকে নৈশ আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন।

গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত রুস-সেনার গুলি, সঙ্গিন এবং তরবারির আঘাতে মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াও, অতি সাহসী ফরাসি সেনা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রধাবিত হইল। সে অজস্র গুলিবৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ফরাসি-সেনা রুস-সেনার নিকটবর্ত্তী হইল। তখন রুস-সেনা গর্ত্ত ছাড়িয়া সঙ্গিন-করে কোথাও লাফাইয়া উপরে উঠিল—কোথাও ফরাসি সেনা গর্ত্তের মধ্যে ঝম্প দিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

ফরাসি-সেনা প্রথমতঃ হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণে তাহারা বর্দ্ধিতবিক্রমে, দ্বিগুণিত উৎসাহে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। রুস-সেনার সাহায্যার্থ সৈন্য আসিতেছে বুঝিতে পারিয়াও তাহাদের সাহস লোপ পাইল না—বরং তাহাদের আক্রমণের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। গর্ত্তের পর গর্ত্ত—খাদের পর খাদ তাহাদের অধিকৃত হইল। রুস-সেনা দলিত, মথিত, আহত হইয়া তাহাদের পদতলে—তাহাদের স্বকীয় খনিত গর্ত্তের মধ্যে পড়িতে লাগিল।

"আমার পশ্চাৎ আইস।"—বলিয়া কাপ্তেন দিলেন্সি মুক্ত তরবারি করে অগ্রসর হইলেন

প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। দিবারম্ভের অস্পষ্ট আলোকরেখা রণভূমির বীভৎস্য দৃশ্যের উপর পতিত হইল। রুস-সেনা পলাইতে আরম্ভ করিল। উত্তেজিত দিলেন্সি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আরও অগ্রসর হইলেন। জুহাব সেনা তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। সহসা রুস-সেনা ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সবলে আঘাত করিল—তিনি চৈতন্য হারাইয়া ভূশায়ী হইলেন।

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল, দেখিলেন তিনি একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কক্ষে শায়িত রহিয়াছেন এবং একজন প্রৌঢ়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। তিনি কথা কহিলেন। প্রৌঢ়া তাঁহার কথার উত্তর দিল—কিন্তু তিনি তাহার ভাষা বুঝিতে পারিলেন না। রমণী যে শিবাস্তপোলের অধিবাসিনী তাতারী এবং তিনি যে, নগরমধ্যে অবরুদ্ধ,—তাহা বুঝিতে তাঁহার বড় বিলম্ব হইল না।

ষষ্ঠপ রিচ্ছেদ

বন্দী

অদ্রিয়ান দিলেন্সির আঘাত সাংঘাতিক নয়—বন্দুকের উল্‌টা পিটের একটা আঘাতে তাঁহার সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়াছিল মাত্র। জ্ঞান সঞ্চারের অল্পক্ষণ পরেই তিনি উঠিয়া বসিলেন। পরিস্কৃত জলে হস্ত এবং মুখের

নামিয়া আসিলেন। বাড়ীখানি তত বড় নয়। গৃহস্বামিনীর একখানা গরম পোষাকের দোকান আছে। দেখিলেন একটা ঘরে সেই সকল দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে।

তিনি বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানকার প্রত্যেক বাড়ীর পশ্চাতে একটী করিয়া ফল-ফুলের বাগান। যে বাড়ীতে কেথা-রাইন প্রভৃতি বাস করিতেছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস—তাহার জানা-লার দিকে বহুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। আরও লক্ষ্য করিলেন, তিনি যে বাগানে অবস্থিত, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর অট্টালিকা-সংলগ্ন বাগানের মধ্যে একটী সামান্য বেড়ার ব্যবধান মাত্র। চেষ্টা করিলে, অনায়াসেই এ বাগান হইতে অপর বাগানে যাওয়া যায়।

কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর তিনি তাঁহার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অবিলম্বে প্রৌঢ়া পুনরায় খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করিল। আহারাদির পর তিনি দুইখানি পত্র লিখিলেন। একখানি জেনারেল পলিসার নিকট, অপরখানি বন্ধু হেজলউডের নিকট। দুইখানিতেই রুসের সদ্ব্যবহারের কথা লিখিলেন। হেজলউডকে যে পত্র লিখিলেন, তাহাতে তিনি কোন্ গলির, কত নম্বর বাড়ীতে আছেন লিখিলেন—পত্র খামের মধ্যে পুরিলেন কিন্তু তাহার উপর কোন শীল-মোহর না করিয়া প্রৌঢ়ার হস্তে অর্পণ করিলেন। প্রৌঢ়া পত্র দুইখানি প্রধান সেনাপতির সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পুনরায় তিনি বাগানে আসিলেন, পুনরায় গবাক্ষের দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যা হইল। কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে আহারাদির অব্যবহিত পরে পূর্ব্বদিনের সেই

তরুণ রুস কর্ম্মচারী অদ্রিয়ানের কক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, মুক্ত ময়দানে ভ্রমণ করিতে গেলেন। যে বাড়ীতে কেথারাইন প্রভৃতি বাস করিতেছেন বলিয়া তাঁহার ধারণা, তাহার সম্মুখ দিয়া তাঁহারা গমন করিলেন। পাছে রুস কর্ম্মচারীর মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মে বলিয়া, অদ্রিয়ান ভাল করিয়া সেদিক পানে চাহিলেন না।

নগরমধ্যে সজীবতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। দোকানে দোকানে খাদ্য সামগ্রী স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। শিবাস্তপোল অবরুদ্ধ হইলেও, এখনও যে এখানে খাদ্যাভাব ঘটে নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন।

অবশেষে তাঁহারা একটা প্রকাণ্ড মুক্তস্থানে উপস্থিত হইলেন। ইহার এক দিকে গোরস্থান, অন্যদিকে গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় এবং অপর দুই দিকে ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণী। মধ্যে বহু লোক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। পোষাক দেখিয়া বুঝিলেন—তাহার মধ্যে ইংরাজ, ফরাসী, এবং তুরস্কবাসী রহিয়াছে এবং তাঁহারা সকলেই তাঁহার মত বন্দী। কয়েকজন স্ত্রীলোকও ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ প্রবেশপথের নিকট কয়েকজন প্রহরী বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে

সঙ্গী কর্ম্মচারী কহিলেন, "কাপ্তেন দিলেন্সি! যতক্ষণ আপনার অভিপ্রায় এখানে ভ্রমণ করিতে পারিবেন। এখান হইতে প্রহরী সঙ্গে না লইয়া কিন্তু বাহির হইতে পারিবেন না। যাহার সঙ্গে ইচ্ছা কথা কহিতে পারেন—কোন বাধা নাই কিন্তু একস্থানে বহু লোক লইয়া জনতা করিতে পারিবেন না।"

রুস কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলেন। বন্দীগণের মধ্যে অনেকেই দিলেন্সির পরিচিত। তিনি অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন।

সকলেই তাঁহার উপস্থিত অবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ করিল। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনকে কেথারাইনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার কোন সংবাদ দিতে পারিল না।

তিনি তাহার মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি তিনটী রমণীর উপর পড়িল—তাঁহারা সেই সময়ে সেই স্থানে মাত্র প্রবেশ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন—তাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল,—নবাগত রমণীত্রয়ের মধ্যে একজন কেথারাইন, অন্য দুই জন তাঁহার অবরোধসঙ্গিনী।

কেথারাইন তাঁহাকে দেখিতে পাইবা মাত্র, হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! কাপ্তেন দিলেন্সি! তুমি এখানে?"

দিলেন্সি একে একে তাঁহার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রিয় পরিজন তুর্কী সর্দ্দারের সহিত শিবাস্তপোলের সন্নিকটে আসিয়াছেন—তাঁহাদের মানসিক উদ্বেগ ও যন্ত্রণার অবধি না থাকিলেও যে, তাঁহারা সুস্থ আছেন, তাহা প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাদের যে অতি নিকটেই আছেন, শুনিয়া সকলেই যারপর নাই বিস্মিত এবং আনন্দিত হইলেন।

তাহার পর কেথারাইন তাঁহার নিজের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রথমে শিমবারপোলে, তাহার পর তথা হইতে শকটযোগে শিবাস্তপোলে নীত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। তাঁহাদিগকে এস্থানে সদা সর্ব্বদা আসিতে দেওয়া হয় না—পূর্ব্ব এক দিন আসিয়াছিলেন আর আজ আসিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কেথারাইন কহিলেন, "আমাদের প্রতি কেহ

কোনরূপ অযত্ন বা রূঢ় ব্যবহার না করিলেও, সর্ব্বদা আমাদের অন্তরে সাইবিরিয়ার ভয় জাগিতেছে। আমাদের অদৃষ্টে কি আছে, আমরা এখনও জানি না। প্রধান সেনাপতি এ কয়দিন ব্যস্ত ছিলেন— এইবার তাঁহার সাবকাশ হইয়াছে—এইবার তিনি আমাদের বিষয়—"

বাধা দিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দিলেন্সি কহিলেন, "তাহার পূর্ব্বে আমরা পলায়ন করিব।"

আনন্দপ্রফুল্লগণ্ডে কেথারাইন কহিলেন, "তাহা যদি হয়—তাহা যদি পার কি আনন্দ! কি সুখ। তুমি জান আমি বিপদ দেখিয়া বিমুখ হই না—কোন বিভীষিকার সম্মুখে অগ্রসর হইতে আমি কুণ্ঠিতা হই না। আর আমার এই যে সঙ্গিনীদের দেখিতেছ,—ইহাদেরও সাহসের তুলনা নাই!"

দিলেন্সি। বাড়ী হইতে রাত্রে কোনরূপে বাহির হইতে পারিবে কি?

কেথারাইন। আমরা যে বিধবার বাড়ীতে বাস করি—আমাদের প্রতি তাহার দয়া মমতার অভাব না থাকিলেও—আমাদের উপর তাহার সর্ব্বক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে। আমরা পলাইবার চেষ্টা করিলে, নিশ্চয় সে চীৎকার করিবে।

দিলেন্সি। রূঢ় কঠোর আচরণের দ্বারা তাহার দয়া মমতার ঋণ পরিশোধ করা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই কিন্তু যেখানে স্বাধীনতা লইয়া টানাটানি পড়ে, সেখানে কোন যুক্তিই স্থান পায় না। শোন আমার পরামর্শ।

তাহার পর কেথারাইন এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণের সমক্ষে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা আনন্দপ্রমত্ত হৃদয়ে তাঁহার পরামর্শ শুনিলেন। পরস্পর বিদায় হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের পলায়নের সকল বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইল।

জীবনের অনেক দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত। এলমনফও তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তাহার চক্ষে কেথারাইনের সৌন্দর্য্য আজি বড়ই মধুর বোধ হইতে লাগিল। কেথারাইন কিন্তু তাহাকে চিনিবামাত্র ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সঙ্গিনীগণের কানে কানে কহিলেন, "ঐ সেই নরহন্তা এলমনফ—উহারই কথা দিলেস্মি এই মাত্র বলিতেছিল।"

এলমনফের অবসন্ন চিত্ত আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল। সুন্দরী কেথারাইন যে তাহাকে চিনিতে পারিয়া, ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেল—তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। নানা চিন্তায় অবসন্ন চিত্তে এলমনফ চলিতেছে। এমন সময়ে প্রিন্স গ্রোটস্কপের একজন সহচর আসিয়া কহিলেন, "এই মুহূর্ত্তে তুমি সেনাপতির সহিত গিয়া সাক্ষাৎ কর!"

অনুচর চলিয়া গেলেন। এলমনফ ধীরে ধীরে সেনাপতির আবাসে উপস্থিত হইল। সে স্থানে বহুলোক ইতস্ততঃ চলা ফেরা করিতেছে। কেহ তাহার সহিত কথা কহিল না। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিবার পর, সেনাপতি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এলমনফ তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া, সামান্য ভৃত্যের ন্যায় অভিবাদন করিল।

সেনাপতি কহিলেন, "কলোনেল এলমনফ! তোমার সম্বন্ধে সেণ্ট-পিটার্সবর্গে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, অদ্য তাহার প্রত্যুত্তর আসিয়াছে। তুমি ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান সম্রাটের অনেকদিন সেবা করিয়াছ,—সেই সমস্ত ভাবিয়া, এবং তাঁহারই কার্য্যের জন্য তুরস্কের হস্তে বন্দী হইয়াছিলে, আলোচনা করিয়া সম্রাট আলেকজান্দার তোমার প্রতি কোন গুরুতর দণ্ড দিতে অভিলাষী নহেন। কিন্তু তুমি দুইটী বড় গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। তোমার হস্তে যে প্রয়োজনীয় কাগজ-

পত্র অর্পিত হইয়াছিল, তুমি তাহা অন্যের করে অর্পণ কর। তাহার ফলে কৃতঘ্ন ভলগার পরিবার—পিতাপুত্রে তুরস্কের সহিত গিয়া যোগদান করে। তাহার পর যখন তুমি তুর্কীর হস্তে বন্দী হইলে, তখন তোমার প্রকৃত যোদ্ধার মত প্রাণত্যাগ করাই উচিত ছিল,—তুমি তাহা না করিয়া, স্বদেশবাসী একজন ধর্ম্মযাজকের প্রাণনাশ করিয়া, আত্মজীবন রক্ষা করিয়াছ। এই দুই কারণে সম্রাটের ইচ্ছা নয় তুমি আর রাজকীয় সৈন্যদলে পদস্থ থাক। তুমি আজি হইতে আপনাকে পদচ্যুত ভাবিবে। সম্রাট দয়ার আধার। তিনি তোমাকে তোমার সৈনিক পদবী হইতে বঞ্চিত করিলেন না। তুমি এখনও পূর্ব্বের ন্যায়ই কলোনেল নামে অভিহিত হইবে এবং তুমি রাজকীয় সৈন্যদল হইতে পদচ্যুৎ হইলেও,তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্য প্রদেশে তোমার নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাল সূর্য্যোদয়ের পরই তোমায় যাত্রা করিতে হইবে—ইত্যবসরে এখানকার কাজ সারিয়া লও।"

এলমনফ নীরবে অভিবাদন করিলেন। সেনাপতির বাক্যের শেষাংশ অস্পষ্ট হইলেও,—তাহার ভাবার্থ পরিগ্রহণে তাহার বড় কষ্ট হইল না। সাম্রাজ্যের যে অংশে তাহার নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে, সে অংশ যে ভীষণ সাইবিরিয়া তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইল।

সেনাপতি পুনরায় কহিলেন, "প্রত্যূষেই শিবাস্তপোল্ হইতে যে দূত রওনা হইবে, তোমাকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে হইবে। বোধ হয়, তোমাকে আমার বলিবার আর অধিক কিছু নাই। যাহা হউক দাঁড়াও—একবার কাগজগুলা দেখি।"

এই বলিয়া সেনাপতি টেবিলের উপরিস্থ কতকগুলা কাগজের মধ্য হইতে একখানা পত্র টানিয়া লইতে গেলেন। হঠাৎ একখানা কাগজ উড়িয়া, কক্ষতলে পড়িয়া গেল। এলমনফ সামান্য ভৃত্যের মত, কাগজ

খানা কুড়াইয়া, মস্তক অবনমনপূর্ব্বক টেবিলের উপর স্থাপন করিল। কাগজখানা মুহূর্ত্তের জন্য তাহার হাতে ছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছিল, সেই সময়ের মধ্যে তাহার দুইটী কথা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। একটী "ভলমার-দুহিতা" অপরটী "টোবলস্ক।" টোবলস্ক সাইবিরিয়ার রাজধানী।

সেনাপতি কাগজখানার দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "না—তোমাকে বলিবার আর কোন কথা নাই,—তুমি যাইতে পার!"

এলমনফ অভিবাদনপূর্ব্বক বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া বসিয়া, যাহা শুনিয়া আসিল, তাহারই বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল। সাইবিরিয়াই যে, তাহার গন্তব্য স্থান—তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাহার সঙ্গে আরও একজন যাইবে। কেথারাইনেরও উপর সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। চির-হিমানীবৃত, চির দুঃখময় সাইবিরিয়ার মরুময় প্রদেশে চির-জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হওয়া অপেক্ষা, মৃত্যু-দণ্ড তাহার নিকট এক্ষণে শতগুণে শ্রেয়স্কর বিবেচিত হইতে লাগিল। কিছু দিন পূর্ব্বে অপরের প্রাণ লইয়া, যে জীবন রক্ষা করিয়াছিল,—আজ সেই জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়ে পলায়ন চিন্তা বলবতী হইয়া উঠিল। যতই চিন্তা করিতে লাগিল—পলায়ন চিন্তা মনোমধ্যে যতই বলবতী হইতে লাগিল,—ততই সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কেথারাইনের চিন্তা আসিয়া জুটিতে লাগিল। তাহার ভবিতব্যের সহিত কেথারাইনের অদৃষ্টচক্র যেন জড়িত হইতে আরম্ভ করিল।

কেথারাইন তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয়ের সহিত এবং দিলেন্সি যে গলিতে

অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারই সমান্তরাল অপর গলিতে এলমনফের বাসা। ঐ বাটীর পশ্চাৎভাগ কেথারাইন প্রভৃতির বাটীর পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত। এলমনফ চিন্তিতমনে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং গবাক্ষ পথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে রজনীযোগে পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল। সহসা তাহার দৃষ্টি নিকটবর্ত্তী একটী উদ্যানে স-সঙ্গিনী কেথারাইনের উপর পড়িল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি এলমনফ কেথারাইন প্রভৃতিকে বেশ চিনিতে পারিল। অনতিবিলম্বে কেথারাইনের সঙ্গিনীদ্বয় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন—তিনি একাকিনী উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মুক্তির বিষয় ভাবিতেছিলেন।

অপরাপর বন্দীর ন্যায় এলমনফেরও উদ্যানমধ্যে যথেচ্ছ ভ্রমণের অধিকার আছে। এলমনফ উদ্যানে নামিয়া আসিল এবং কেহ কোথাও নাই দেখিয়া, কয়েকটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক, কেথারাইনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সুন্দরী অকস্মাৎ তথায় একটা লোককে উপস্থিত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

এলমনফ কহিল, "ভয় নাই—চীৎকার করিও না। আমি রক্ষা করিতে আসিয়াছি—সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন হইতে তোমায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছি।"

এলমনফ কথা কহিবামাত্র, কেথারাইন তাহাকে চিনিতে পারিলেন। ঘৃণা এবং আশঙ্কামিশ্রিত একটা উচ্চ নিনাদ তাঁ[illegible]া দিল হইতে বিনর্গত হইতে যাইতেছিল কিন্তু ভীষণ সাইবিরিয়ার ন[illegible] তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহার বাকশক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল।

এলমনফ তাড়াতাড়ি অথচ মৃদুস্বরে পুনরায় কহিল, "আমি জানি তুমি আমায় ঘৃণা কর—তুমি আমার সব কথা যে শুনিয়াছ তাহাও

আমি জানি—কিন্তু তথাপি আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি। অবজ্ঞাভরে পলাইও না—দয়া করিয়া আমার কথাগুলি শোন।"

এলমনফ নরহন্তা। কেথারাইন প্রথমতঃ তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইল। তাহার বক্তব্য শুনিবার জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। এলমনফ বলিতে লাগিল, "আমি অদ্য প্রিন্স গ্রোটস্কপের নিকট গিয়াছিলাম। জারের নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে,—কাল প্রত্যূষে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া, তোমাকে সেই সুদূর ভয়ঙ্কর সাইবিরিয়ায় চালান দিবে।"

কেথারাইনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলেন, "পলাইবার যে কল্পনা করিয়াছি—যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি—স্বামী-সোহাগে বঞ্চিত হইয়া চিরদিনের মত সেই ভয়ঙ্কর স্থানে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে।"

এলমনফ যে নরহন্তা—তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন। অনুনয় করিয়া, তাহাকে কহিলেন, "বল কলোনেল! কেমন করিয়া তুমি আমাকে রক্ষা করিবে?"

কলোনেল। অধিক কথা বলিবার সময় নাই। মধ্য রাত্রিতে কোন রূপে কি তুমি এই বাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিবে না?

কেথারাইন। পারিব—খুব পারিব।

কলো। কিন্তু তুমি যখন আসিবে—তোমার সঙ্গিনীদের সঙ্গে পলায়ন [illegible] পারিবে না। এরূপ ভয়ঙ্কর বিপদের সময় লোকে স্বভাবতই [illegible] হইয়া থাকে।

কেথা। হাঁ—সে কথা ঠিক। বল বল—তাহার পর আমাকে আর কি করিতে হইবে?

কলো। তোমাকে পুরুষের বেশ ধরিতে হইবে—

কেথা। তাহার পর?

কলো। তত রাত্রে আমাদের দুইজনকে এক সঙ্গে দেখিলে, লোকে সন্দেহ করিবে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন পথে বাহির হইব এবং একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইব। সাময়িক বন্দরের নিকট—যেখানে বারুদখানা আছে,—তুমি সে স্থানটা চেন কি?

কেথা। চিনি—আমি সে স্থানে অনায়াসেই যাইতে পারিব।

কলো। উত্তম। ঠিক বারটার পর, সেই স্থানে আমার সহিত তামার সাক্ষাৎ হইবে। তাহার পর—আর এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই—যাহা করিতে হয় আমি করিব।

কেথা। না—তাহা হইবে না। এরূপ একটা গুরুতর বিষয়ে আমি সমস্ত বিষয়টা না শুনিয়া বাটী হইতে বাহির হইতে পারি না। তুমি যাহাকে নিরাপদ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, আমার দৃষ্টিতে সেখানে হয় ত একটা প্রকাণ্ড ভ্রম বাহির হইতে পারে।

কলো। ইহার মধ্যে আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই—সময় সংক্ষেপ নচেৎ সব কথা আমি তোমাকে খুলিয়া বলিতাম।

কেথা। দুই এক মিনিট বিলম্বে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। সংক্ষেপে বলিয়া যাও—যদি সমীচীন বোধ করি,—গ্রহণ করিব।

কলো। শোন তবে। শিবাস্তপোলের এ অংশ হইতে পলায়ন করা একরূপ অসম্ভব। বারুদখানার অপর পারে কারাবেলনিয়া পল্লী। আমি শুনিয়াছি তাহার নিকট মৃৎপ্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছে, [illegible]া দিল খানার নিকট সদা সর্ব্বদা পারাপারের জন্য নৌকা পাওয়া য[illegible]। যদি আমরা কোনরূপে একবার উপনগর কারাবেলনিয়ায় উপনীত হইতে পারি—আমরা নিরাপদে পলায়নে সমর্থ হইব। এখন যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়া, আমার সহিত যাইতে সম্মত হও, আমার বিশ্বাস আমি

[২৭]

তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব। মৃত জারের সাহায্য করিতে গিয়া আমি তোমার যে অনিষ্ট করিয়াছি—এই কার্য্যের দ্বারা সেই পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করিব।

কেথা। আমি তোমার সহিত যাইব—তোমার প্রতি আমার কোন অবিশ্বাস নাই।

কলো। তবে এই পরামর্শ ই স্থির হইল—ঠিক বারটার পর তুমি সেই স্থানে আমার সহিত মিলিত হইবে।

কেথারাইন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন,—কলোনেল প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া স্ব-স্থানে চলিয়া গেল।

এই পরিচ্ছেদ শেষ করিবার পূর্ব্বে আমরা কলোনেল এলমনফ, কেথারাইনকে পলায়ন-সহচরী করিবার জন্য আগ্রহান্বিত কেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। তাহার দুইটী অভিসন্ধি আছে। প্রথম কারণ এলমনফ আপনাকে নিতান্ত নিঃসঙ্গী ভাবিয়াছে—এ ব্রহ্মাণ্ডে তাহার আপনার বলিতে—অথবা কাহারও সহিত দুই দণ্ড দুইটা কথা কয়, এমন লোক তাহার নাই—ইহাই এখন তাহার ধারণা জন্মিয়াছে। সেই জন্য বিপদে সাহায্য করিয়া—কৃতজ্ঞতার বন্ধনে কেথারাইনের ভবিতব্যতাকে নিজের অদৃষ্টচক্রের সহিত শৃঙ্খলিত করিবার জন্য উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেথারাইনের রূপরাশি তাহার অস্থি-মজ্জার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সে নিজে ভ্রষ্ট-চরিত্র, লম্পট বলিয়া মনে মনে তাহার পলায়ন [illegible]ন্মিয়াছে, কেথারাইন এখন যদি তাহার সহিত পলায়ন করিতে সম্মত [illegible], সে কখনই আর তাহার স্বামীর নিকট যাইতে চাহিবে না। তাহার পর পলায়ন করিবার পথে যদি ইংরাজ বা ফরাসি সেনার মধ্যে গিয়া পড়ে, তাহার সাহায্যে অনায়াসে বিপন্মুক্ত হইতে পারিবে। কোন রূপে একবার বালাকলাভায় উপস্থিত হইতে পারিলে, সে স্থান হইতে

জাহাজে চড়িয়া গ্রীস বা অন্য কোন দেশে তাহার সহবাস সুখে সময় কাটাইতে পারিবে। তাহার পর দ্বিতীয় কারণঃ—সেটা আরও স্বার্থমূলক। যদি তুর্কী-সেনাপতির কবলে কোনরূপে পতিত হয়, কেথারাইনকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, এই অজুহাত দেখাইয়া তাঁহার দয়ার দাবী করিতে পারিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কারাবেলনিয়া

রাত্রি সাড়ে এগারটা। অদ্রিয়ান দিলেন্সি পায়ের জুতা খুলিয়া, নিঃশব্দে শয়ন-কক্ষ হইতে দোকান-ঘরে নামিয়া আসিলেন। এখানে যে সকল পোষাক-পরিচ্ছদ বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছ,—তাহার অধিকাংশই পুরাতন। রমণী এই পুরাতন পোষাক বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

অদ্রিয়ান অন্ধকার দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আলোক জ্বালিলেন, এবং নিজের বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, একজন সামান্য ব্যবসায়ীর পোষাক পরিলেন। তাহার পর রমণীত্রয়ের জন্য তিনটী পোষাক [illegible]নীত করিয়া, একটী পুলিন্দা বাঁধিলেন। রমণীকে ক্ষতিগ্রস্ত [illegible]া দিল তাঁহার উদ্দেশ্য নয়—পকেট হইতে কয়েকটী স্বর্ণ মুদ্রা বাহির [illegible]রিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

তাহার পর আলোক নিভাইয়া, মনোনীত পোষাকের পুলিন্দাটী লইয়া, বাগানের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক

রমণীত্রয় যে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন,—তাহার বাগানের মধ্যে উপনীত হইলেন।

এদিকে রাত্রি এগারটা বাজিবার কিছু পরেই, কেথারাইন প্রভৃতি যে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, সে বাড়ীর অধিকারিণী বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। অবিলম্বে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার নয়ন-পল্লব নিমীলিত করিল কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে কিসের একটা শব্দে সহসা তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বন্দিনীগণ দণ্ডায়মান। তাঁহাদের সকলের হাতেই অস্ত্র। তাঁহার মৃত স্বামীর অস্ত্র শস্ত্র নীচের বৈঠকখানায় থাকিত—রমণীগণ তাহারই সাহায্যে আপনা-দিগকে সজ্জিত করিয়াছেন।

কেথারাইন যথাসাধ্য কর্কশকণ্ঠে কহিলেন, "খবরদার! চীৎকার করিও না।"

রুষ-রমণী স্বভাবতঃ একটু ভীরু-স্বভাবা। শয্যাপার্শ্বে অস্ত্র-ধারিণী রমণীগণকে দেখিয়া আতঙ্কে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে কি করিতে বল?"

কেথারাইন কহিলেন, "ওঠ—বাড়ীর সদর দ্বারের চাবী দাও। তাহার পর তোমার কাপড় পরিয়া, আমাদের সঙ্গে আইস।"

বিধবা অনেক কথা কাটাকাটি করিল—অনেক ভয় দেখাইল, বিস্তর [illegible]য় করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অগত্যা রমণী শয্যা [illegible] করিয়া উঠিল এবং একটা তাকের উপর হইতে চাবির গোছাটা লইয়া কেথারাইনের হাতে দিয়া, বস্ত্র পরিধান করিল। কেথারাইনের ইঙ্গিতে একজন সহসা তাহার মুখের উপর কাপড় চাপা দিল, অপরা বলপূর্ব্বক তাহার করযুগল ধারণ করিল।

কেথারাইন পুনরায় কহিলেন, "ভয় নাই, আমরা তোমাকে অনর্থক

ইহার অধিক কষ্ট দিব না। আমরা পলায়নে কৃতসংকল্প—তোমায় না বাঁধিলে, আমাদের উপায়ান্তর ছিল না বলিয়া, তোমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলাম। এখন এস আমাদের সঙ্গে।”

তাহার পর রমণীত্রয় বিধবাকে নীচে লইয়া আসিয়া একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এখান হইতে শত চীৎকার করিলেও, রাস্তায় বা এ বাড়ীর উপর তলের কোন লোক কিছুই শুনিতে পাইবে না।

কেথারাইন সঙ্গিনীদ্বয়ের সহিত বাড়ীর প্রথম মহল অতিক্রম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাড়ীর সহিত আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। আর একটা দ্বার অতিক্রম করিতে পারিলেই উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারা যায় কিন্তু প্রবেশ-পথের এক পার্শ্বে একজন দাসী রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকে। কেথারাইন এ সংবাদ জানিতেন। এক্ষণে তিনি একটা আলোক লইয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, দাসী ঘুমাইতেছে। তথাপি তাঁহার বিশ্বাস হইল না। আলোক-ছটা তিন চারি বার তাহার চোখ এবং মুখের উপর স্থাপিত করিলেন—মুখভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না। কেথারাইন ধীরে ধীরে আলোক লইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ইতিমধ্যে অপরা রমণীদ্বয় বিধবার নিকট হইতে গৃহীত চাবির দ্বা[illegible] খিড়কীর দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। অদ্রিয়ান দিলেন্সি কাপ[illegible]র পুলি[illegible]টা তাঁহাদের নিকট দিয়া, বাগানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ব[illegible] পরিবর্ত্তন করা হইলে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। কলোনেল [illegible]া দিল সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তখন কেথারাইন তাঁহা[illegible]মস্তই বলিলেন। অনেক যুক্তি তর্কের পর, এলমনফের প্রস্তাবে স[illegible]ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত স্থির হইল।

কেথারাইন সদর দরজা খুলিয়া, সর্ব্বপ্রথমে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। আমরা আপাততঃ তাঁহারই অনুসরণ করিব।

পুরুষের পরিচ্ছদে কেথারাইনকে এক্ষণে বণিকপুত্রের মত দেখা-তেছে। বিনা বিঘ্ন বাধায় এক্ষণে সাময়িক বন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন। আসে পাশের অন্ধকারের মধ্য হইতে সহসা একটী লোক বাহির হইয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। তাহার বেশ পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও তাহাকে চিনিতে কেথারাইনের কোন কষ্ট হইল না। তাহারা নদী-তীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, কয়েকখান নৌকা ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে বটে কিন্তু দাঁড়ি মাঝি কেহই নাই—রাত্রি অধিক হওয়াতে সকলেই বাটী চলিয়া গিয়াছে। এলমনফ তাহারই একখানায় কেথারাইনকে বসাইয়া, স্বয়ং দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। অবিলম্বে নৌকা অপর পারে পঁহু-ছিল। তাঁহারা তীরে আরোহণ করিলেন। এই কারাবালনিয়ায় কেথা-রাইন আর একদিন আসিয়াছিলেন।

এলমনফ এ স্থানে এই প্রথম আসিয়াছেন—কেথারাইন আর এক-বার আসিয়াছিলেন,—সুতরাং এ প্রদেশ তাঁহার অনেকটা পরিচিত। তিনি সহসা এলমনফের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাঙ্কেতিক শব্দ কি জানিয়াছ কি? তাহা না জানিলে আর যে অগ্রসর হইবার উপায় নাই।"

এলমনফ কহিল, "সাঙ্কেতিক শব্দের আবশ্যক হইবে না। সহরের মধ্য হইতে আসিতেছি শুনিলে—"

কেথা। না, তাহা হইবে না। উপনগরের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র। আমি পলায়ন [illegible]রি একবার আসিয়াছিলাম,—আমি এখানকার নিয়ম সবিশেষ অবগ[illegible]াছি।"

এল। বল কি! তুমি পূর্ব্বে শিবাস্তপোলে আসিয়াছিলে?

কেথা। হাঁ—সে আজি কয়েক মাসের কথা! সে বিষয়ের

আলোচনার এখন সময় নাই। এতক্ষণ তুমি পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিতেছিলে, এই বার আমাকে পথপ্রদর্শক হইতে হইবে।

এল। তবে এখন উপায় ?

কেথা। যাহা বলি শোন। অদূরে ঐ স্থানে একজন প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত আছে। তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর—শুইয়া পড়, তাহা হইলে, কেহ দেখিতে পাইবে না। আমি সাঙ্কেতিক শব্দটা জানিয়া এখনই ফিরিয়া আসিতেছি।

কেথারাইনকে যাইতে দিবার এলমনফের একান্ত ইচ্ছা ছিল না। সে নিজে বিশ্বাসঘাতক—সুতরাং কাহারও উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে সম্মত হইল মাত্র।

এদিকে বীর্য্যবতী মাটীর উপর শুইয়া পড়িয়া, হাত ও হাঁটুর সাহায্যে হামাগুড়ি দিয়া,—যে স্থানে প্রহরী পাহারা দিতেছিল, তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। প্রহরী নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে পদচারণা করিতেছিল, কেথারাইন, তাহার একরশি অন্তরে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলে

এইরূপে প্রায় দশ মিনিট অতিবাহিত হইল। সহসা অদূরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। প্রহরী রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে যায় ?"

পথবাহী উত্তর করিল, "বন্ধু! মহামান্য জার।"

প্রহরী পুনরায় তদ্রূপস্বরে কহিল, "যাও!"

কথারাইন প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অদ্যকার সাঙ্কেতি[illegible]া দিল, "মহামান্য জার"—এই কথা উচ্চারণ করিলেই প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিবে। কেথারাইনকে দেখিয়া এলমনফ হাতে স্বর্গে পাইল। কেথারাইন কহিলেন, "অদ্যকার সাঙ্কেতিক শব্দ "মহামান্য জার!"—

কেহ পথাবরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি এই কথা উচ্চারণ করিবে—নচেৎ আমার বামাকণ্ঠ সহজেই ধরা পড়িয়া যাইবে।"

তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। কেথারাইন অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন। রাত্রি অন্ধকারময়ী—পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকার ক্বচিৎ উন্মুক্ত বাতায়ন হইতে আলেক-রশ্মি আসিয়া পথের অন্ধকার স্থানে স্থানে কতকটা অপসারিত করিতেছিল! সেই আলোক আঁধারের মধ্যে তাঁহারা উপনগরের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগর প্রান্তশায়িনী অট্টালিকাশ্রেণী, তাহার পর মুক্ত ময়দান, তাহার পরই শত্রুদের আক্রমণ অবরোধ করিবার জন্য পরিখা-প্রাচীর প্রভৃতি। তাঁহারা একজন প্রহরীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। প্রহরীর প্রশ্নে এলমনফ কহিল, "মহামান্য জার।"

প্রহরী—"যাও"—বলিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। গতবারে কেথারাইন যে স্থানে দাঁড়াইয়া, এক বোতল মদ দিয়া প্রহরীর নিকট হইতে সাঙ্কেতিক শব্দ জানিয়া গিয়াছিলেন —সেই স্থানে আসিয়া [illegible]পস্থিত হইলেন। এলমনফ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক যাইতেছ ত? পথ ত ভুল হয় নাই?"

কেথা। না।

এল। [illegible] সুন্দরী—প্রিয়তমে কেথারাইন—ঐ মৃৎপ্রা—কি বলি[illegible]তেছ

[illegible]লায়ন[illegible]নফের মুখ হইতে প্রণয়-গর্ভ সম্বোধন উচ্চারিত হইবামাত্র, [illegible]রে কেথারাইনের মুখ হইতে অব্যক্ত একটা ঘৃণাসূচক শব্দ বিনির্গত হইল। এলমনফ তাই জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিতেছ?"

কেথারাইনও আত্মসংযম করিয়া কহিলেন, "বলিতেছি—ভয় নাই ঠিক যাইতেছি।"

এল। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তোমার কৃপার পাত্র। তুমি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ। আমরা এই স্থান হইতে বহির্গত হইলে, যে স্থানে পড়িব, উহা ইংরাজ সেনার ঠিক দক্ষিণ অংশে। কোন না কোন ইংরাজ প্রহরী আমাদের গতিরোধ করিবে। তুমি যে একজন ইংরাজ সেনানীর পত্নী—এ কথা প্রকাশ করিবা মাত্র, তাহারা তোমায় পথ ছাড়িয়া দিবে। আমাকে তোমার বন্ধু বলিয়া পরিচিত করিবে—কেমন এই না তোমার মতলব?

কেথা। ঠিক তাই।

এল। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা সতর্ক হইব। ইংরাজ সেনাকে পাশে রাখিয়া যাইতে চেষ্টা করিব—নচেৎ কোন গতিকে তাহাদের সেনানিবাসের মধ্যে গিয়া পড়িলে, আমাকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইবে। তখন তোমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াও হয়ত তুমি আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

কেথা। সবই আমার স্মরণ আছে—কিছুই বলিতে হইবে না।

এল। আমি—আমি কি আশায়—বুঝি—না—আমি কি সুখের কল্পনাকে—সাহস হইতেছে না বলিতে—হৃদয়ে স্থান দিতে পারি! তুমি—তু—

কেথা। চুপ কর এখন—আমরা মৃৎপ্রাকারের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি।

সহসা আর একজন প্রহরী কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে যায়?"

এলমনফ কহিল, "মহামান্য জার!" প্রহরী আর কোন বাধা দিল না। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইলেন। অবশেষে অপেক্ষাকৃত সর্ব্বোচ্চ একটা মৃন্ময় প্রাকারের উপর উপস্থিত হইলেন। প্রাকারের দুই পার্শ্ব হইতে দুইজন প্রহরী আবার জিজ্ঞাসা করিল,—কে তাহারা—এলমনফ

আবার সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিল। কেথারাইন আর অগ্রসর না হইয়া একটা বড় কামানের পার্শ্বে অন্ধকারে বসিয়া পড়িলনে এবং এলমনফের গাত্রে হস্ত-স্থাপন করিয়া অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "এই স্থান হইতেই আমরা পলাইব।"

কেথারাইনের করস্পর্শে এলমনফের কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সুন্দরী যে এত সহজে এবং সত্বরে তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়িবে—তাহা তাহার স্বপ্নেরও অতীত। আনন্দ-চঞ্চলকণ্ঠে কহিল, "প্রিয়তমে! তুমি যাহা ভাল বোঝ—তাহাই কর। আমার জীবন-মরণ এখন তোমার উপর নির্ভর করিতেছে।"

কেথারাইন সে কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "এস—আমার পশ্চাৎ।"

তাঁহারা কোন স্থানে বসিয়া, কোন স্থানে হামাগুড়ি দিয়া রুসিয়ার অধিকার হইতে বহির্গত হইলেন। কেথারাইন সঙ্গীকে লইয়া দ্রুত-পদে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সহসা অন্ধকারের [illegible]তর হইতে মাথা তুলিয়া কে একজন ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিল, "কে [illegible]মরা?"—সঙ্গে সঙ্গে আরও চারি পাঁচজন সেই দিকে ছুটিয়া [illegible] এবং বন্দুক লক্ষ্য করিয়া ধরিল।

কেথারাইন [illegible]হলেন, "শত্রু নই, মিত্র। আমি ইংরাজ সেনানী [illegible] হে[illegible]উডের পত্নী—এই মাত্র শিবাস্তপোল হইতে পলাইয়া বলি[illegible] [illegible]।"

ই[illegible] প্রহরীর মধ্যে আনন্দ-কল্লোল উত্থিত হইল। কয়েকজনের মনে [illegible]ও সন্দেহের নিরাকরণ হয় নাই দেখিয়া কেথারাইন কহি-লেন, "আমি উপাতোরিয়ার নিকট বন্দিনী হইয়াছিলাম। আমি পুরুষের ছদ্মবেশে প[illegible]াইয়া আসিতেছি। ইহাতেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না

হইয়া থাকে তবে শোন্—মেজর হেজলউড বালাকলাভা এবং ইনকারমানের যুদ্ধে আহত হইয়া—"

প্রহরী সর্দ্দার বাধা দিয়া কহিল, "যথেষ্ট হইয়াছে—আর বলিতে হইবে না। আমরা আপনার মুক্তিতে যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। আপনার এ সহচর—"

কেথারাইন কহিলেন, "হাঁ শীঘ্র—গ্রেপ্তার কর ইহাকে!"

মুহূর্ত্তে আদেশ প্রতিপালিত হইল। এলমনফ ক্রোধে ক্ষোভে ক্রুদ্ধ ষণ্ডের মত চীৎকার করিয়া কহিল, "বিশ্বাসঘাতিনী! পিশাচী!"

কেথারাইন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "সৈন্যগণ! এ একজন রুষ—যত শীঘ্র সম্ভব ইহাকে তুর্কী-শিবিরে পাঠাইয়া দাও। ইহার নাম কলোনেল এলমনফ। ওমার-পাশা ইহার পাপের যথাদণ্ড বিধান করিবেন।"

আমরা এইস্থলে একবার দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন করিয়া, আমাদের পাঠক পাঠিকার মনোযোগকে একটা সমাধিস্থলে আকর্ষণ করিব। যে স্থলে এলমনফ সহসা ধৃত হইল—সে স্থ[illegible] হইতে এই সমাধি-ক্ষেত্র বেশী দূর নয়। শিবাস্তপোলের যে স্থানে [illegible]র বহিপ্র্াকার নির্ম্মিত হইয়াছে—তাহা হইতে বড় জোড় আধ [illegible] ইহার কিয়দংশ ফরাসি সেনা অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং তাহা[illegible] উপর [illegible] পরিখা খনন করিয়া শত্রুর আক্রমণে বাধা দিতেছে। অ[illegible]ংশ [illegible] রুসের অধিকারে।

রাত্রির অবসান হইল। বেশিল ভলমার পঞ্চাশ জন [illegible]রোহী সেনা লইয়া এই গোরস্থানের সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন। [illegible] সেনা-নিবাস হইতে, ওমারের আদেশে এই স্থানের তথ্য সংগ্র[illegible] করিতে [illegible]ছেন। সমাধিক্ষেত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বেশিল অশ্ব হইতে

অবতরণ-পূর্ব্বক, একাকী পদব্রজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আশে পাশে লৌহ বা প্রস্তরময় বিবিধাকারের স্মরণ-স্তম্ভ। তিনি সেই সকলের মধ্য দিয়া প্রায় রুসের সীমনার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পকেট হইতে কাগজ পেনসিল বাহির করিয়া, রুসের দুর্গ-প্রাকার পরিখাদির যতদূর সম্ভব মানচিত্র প্রস্তুত করিলেন। সে কার্য্য সমাধা হইলে, আরও একটু অগ্রসর হইয়া, শিবাস্তপোলের দিকে সমুৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া, আপন মনে অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় প্রিয় ভগিনি! যদি আমি আমার স্বাধীনতা দিয়াও তোমাকে মুক্ত করিতে পারিতাম —অম্লানবদনে আমি আমার স্বাধীনতা উৎসর্গ করিতাম।"

তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি উদাস দৃষ্টিতে অবরুদ্ধ নগরীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া—এতদূর চিন্তাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইলেন না।

সহসা বেশিল শিহরিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার তরবারি কোষ-মুক্ত হইল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ছয় জন রুস সেনা নিঃশব্দে তাঁহাকে আক্রমণ করি[illegible] তাঁহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া সৈ[illegible] সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়া, একজন রুস কর্ম্মচারীর আক্রম[illegible] [illegible]রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গুড়ুম করিয়া [illegible]টা পিস্তলে[illegible]শব্দ হইল এবং বেশিল ভলমার সাংঘাতিক আহত বলি[illegible] ভূশা[illegible] হইলেন।

[illegible] দেখিতে সমাধিস্থল রুস-সেনায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তুর্কী অশ্বা[illegible] তাহাদের অধিনায়কের কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় নাই—পিস্তলের শব্দে [illegible]রা ছুটিয়া আসিল—তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

রোঁদ

এইবার আমরা অদ্রিয়ান দিলেন্সি এবং তাঁহার সঙ্গিনী পোল রমণী-দ্বয়ের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

উদ্যানমধ্যে কলোনেল এলমনফের সহিত পরামর্শ করিবার সময়ই, তাহাকে তুরস্ক সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিবার বাসনা কেথারাইনের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠে। এলমনফ নরহন্তা, তাহাকে ন্যায়-বিচারের করে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য বলিয়াই যে, তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন,—তাহা নহে,—তাহার প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত আক্রোশও যথেষ্ট ছিল। সেণ্টপিটার্সবর্গে অবস্থানকালে, যাহারা তাঁহার সতীত্ব, সম্ভ্রম এবং সুখ-স্বচ্ছন্দতা নষ্ট করিবার জন্য পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের বগুড়া বিস্তৃত করিয়াছিল এবং তাঁহার ভক্তিভাজন পি[illegible] এবং স্নেহময় ভ্রাতাকে সেই বগুড়াবদ্ধ করিয়া হাস্যাস্পদ, ঘৃণিত এব[illegible]লিত করিতে উদ্যত হইয়া-ছিল,—এলমনফ সেই দলের একজন। [illegible] পর এই এলমনফই তাঁহার প্রিয় পরিজনের নির্ব্বাসন আজ্ঞা লইয়া [illegible]মিয়ায় আসিয়া[illegible] —সুতরাং তাহার উপর কোন প্রকারেই তাঁহার সহানু[illegible]তি বর্ত্তি[illegible] না। তাহার দ্বিতীয় অপরাধ, সে ঘৃণিত গুপ্তচরের বে[illegible]উপ[illegible] প্রবেশ করিয়াছিল। যে তুর্কীরা তাঁহার পিতা, ভ্রাতা এ[illegible]র প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে—সেই তুর্কী সেনার [illegible] করিবার জন্যই এলমনফ উপাতোরিয়ায় আসিয়াছিল। তাহার তৃতীয় অপরাধও কম গুরুতর নয়। এলমনফের অন্তরের [illegible] অভিসন্ধি, তাহার স্বার্থপরতামূলক অভিপ্রায় কেথারাইন পূর্ব্বা[illegible] বুঝিতে পারিয়া-

ছিলেন,—সেই জন্য তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাহাকে তুর্কীর সামরিক আইনের করে সমর্পণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই, তাহার সহিত পলায়ন করিতে সম্মত হন।

এই সকল কারণেই তাঁহাদের পূর্ব্ব বন্দোবস্ত কার্য্যকরী হইল না। অদ্রিয়ান দিলেন্সিও কেথারাইনের মুখে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহারই মতের পোষকতা করিলেন। কেথারাইন তাহাকে সঙ্গে লইয়া একেবারে ব্রিটিস সেনার আড্ডায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিলেন।

এদিকে অদ্রিয়ান দিলেন্সি নিজ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, সাধারণ ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। সঙ্গিনী রমণীদ্বয়ও পুরুষের পোষাক পরিলেন। কেথারাইনের প্রস্থানের দশ মিনিট পরে, অদ্রিয়ান ধীরে ধীরে রাস্তায় বাহির হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন, "এই স্থানে অপেক্ষা কর—দশ মিনিট পরে যদ্যপি আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দ্বারে মৃদু করাঘাত করি, দরজা খুলিয়া দিও। আর যদি এ সময়ের মধ্যে ফিরিয়া না আসি,—তোমরা বাহির হইয়া যাইও—গলির মোড়ে আমার সাক্ষাৎ [illegible]রা।"

রাত্রি নিবিড়া[illegible]ময়ী না হইলেও, নিতান্ত পরিষ্কার নহে। অদ্রিয়ান [illegible] গলির মোড়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ মিনিট পরে বলি[illegible] তাঁহা[illegible] সহিত যোগ দিলেন। রমণীদ্বয়ের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা —কোন [illegible] আপদ উপস্থিত হইলে, বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে [illegible] ওই অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, কথাবার্ত্তা কহিবেন স্থির হইয়াছিল।

তাঁহারা নির্ব্বিবাদে দুই তিনটা গলি পার হইলেন। তাহার পর সহসা একদল প্রহরী সেনার সম্মুখে পড়িয়া গেলেন। একজন কর্ম্মচারী বার জন [illegible] লইয়া রোঁদে বাহির হইয়াছিলেন। তাহারা একটা

গলির মোড়ে একটা হোটেলে বসিয়া পানাহার করিতেছিল, কর্ম্মচারী মহাশয় বাহিরে একখান চেয়ারে বসিয়া ধূম পান করিতেছিলেন। দিলেন্সি প্রভৃতিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমরা ?"

পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত বয়োজ্যেষ্ঠা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "বন্ধু—রাজভক্ত প্রজা !"

কর্ম্মচারী কহিলেন, "তাহা যেন বুঝিলাম কিন্তু তোমরা কোথায় থাক—কি কর ?"

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং মনোনিবেশ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

রমণী। আমরা কারাবেলনিয়ার সমর পোতের আফিসে কাজ করি। দিনের বেলায় জান ত কি হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়। রাত্রিতে একটু অবসর পাইয়া, সহরের মধ্যে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়াছি।

কর্ম্ম। তোমার কণ্ঠস্বরে তোমাকে পোলাণ্ড[illegible] নর [illegible]লিয়া বোধ হইতেছে।

রমণী। আমরা সকলেই পোল, কিন্তু [illegible] হৃদয় রুসিয়াময় ! যদি তাহার প্রমাণ চাও—এস দোকানের মধ্যে আ[illegible]মাদের সকলকে মদ খাওয়াইতেছি। তোমাদের নিকট যে বেশী পয়সা না[illegible] তাহা আ[illegible]ম বেশ বুঝিতেছি।

এই বলিয়া তিনি প্রহরী-সর্দ্দারের হাতে কয়েকটী মুদ্রা প্র[illegible]র-লেন। তিনি হাত পাতিয়া টাকা লইলেন বটে কিন্তু তাঁহার [illegible] সন্দেহ যে অপনীত হয় নাই—তাহা তাঁহার [illegible]তে বেশ বো[illegible] যাইতে লাগিল। তিনি সহসা কহিলেন, "এস দোকানের মধ্যে—তোমরাও আমোদ করিবে আইস।"

রমণী কোন আপত্তি না করিয়া, সঙ্গীগণের সহ তৎক্ষণাৎ মদের দোকানে প্রবেশ করিলেন—এবং এক বোতল ভাল মদ দিবার আদেশ করিলেন। তাহার পর চুরুট বাহির করিয়া, পুরুষ মানুষের মত ধূমপান করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেখাদেখি দিলেন্সি এবং অপরা কামিনীও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। প্রহরী-সেনার সকলেই সেই সুগন্ধি চুরুটের ধূমপানে মত্ত হইল। হাতে হাতে মদের গেলাস ফিরিতে লাগিল। সর্দ্দার প্রহরী সুরা-চুরুটের সদ্ব্যবহার করিলেও, অপরাপর সৈন্যের মত উদ্দাম, অস্থির নহেন। তিনি জ্যেষ্ঠার কানে কানে কহিলেন, "এদিকে আইস—একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"

মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেও, জ্যেষ্ঠা মুখে কহিলেন, "একটা কেন, দশটা জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

একটু অন্তরালে গিয়া সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমরপোত অফিসে কতদিন হইতে স্ত্রীলোকে কাজ করিতেছে ?"

সরল হাসি হাসি[illegible] জ্যেষ্ঠা কহিলেন, "সর্দ্দার! এইবার বড় বিপদে ফেলিলে। [illegible] আফিসের গুদামের মুটে মজুর না হইলেও আমার স্বামী [illegible] একজন কেরাণী। একটু স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য এই বন্ধু[illegible]র সহিত বাহির হইয়াছি।"

কর্ম্ম। [illegible]হার মধ্যে আরও একটী স্ত্রীলোক আছে।

রম[illegible]। সত্য এবং পুরুষটী তাহার স্বামী। তুমি দেখিতেছি, [illegible] সব আমোদ মাটী করিবে।

[illegible]। যদি ইহার মধ্যে কোন গোলযোগ না থাকে—আমার দ্বারা [illegible]ছুমাত্র অনিষ্ট [illegible]বে না। কি জান তোমরা যে ভাবে বাহির হইয়াছ তাহা[illegible] বড়ই সন্দেহ হয়। কাজেই ভাল করিয়া না জানিয়া ছাড়িতে [illegible]রতেছি কৈ ?

রমণী। কিন্তু ভাই! ইহা লইয়া আর বেশী গোলযোগ করিও না। আমার স্বামীর কাণে উঠিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি যে তাঁহার পোষাক পরিয়া বাহির হইয়াছি, তিনি তাহা জানেন না। মনটা বড়ই সন্দিগ্ধ—আমাকে তাহা হইলে খুন করিবেন।

কর্ম্ম। তোমরা কখন নৌকায় পার হইয়াছ?

রমণী। রাত্রির তোপ পড়িবার পূর্ব্বে। তাহা নহিলে কেমন করিয়া পার হইব? এত রাত্রে আর কি নৌকা পাওয়া যায়?

কর্ম্ম। এখন কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবে? তোমার স্বামীর নিকট যে, সব লীলা খেলা জাহির হইয়া পড়িবে?

রমণী। কি সর্ব্বনাশ! ও কথাটা ত একবারও আমার মনে হয় নাই! তাহা না হউক—ইহার সাহায্যে আমরা পার হইতে পারিব। পারঘাটার কোন মাঝির নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিলে, ইহার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া চতুরা একখণ্ড স্বর্ণমুদ্রা বাহি[illegible] করিয়া প্রহরী সর্দ্দারের সম্মুখে ধরিলেন, প্রহরীর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া [illegible]। তিনি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার রমণীর মুখপ্রতি, একবার [illegible]স্থিত স্বর্ণমুদ্রার দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। প্রহরী [illegible]র কহিলেন, "যে কোন মুহূর্ত্তে তোমরা পোল পার হইয়া যাইতে পার—[illegible]মি তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারি!"

রমণী। আমার নিকট যতক্ষণ এ স্বর্ণ মুদ্রা থাকিবে—[illegible]ক্ষণ পার হইবার আমি ভয় রাখি না। দুর্ব্বুদ্ধিবশে এ বেশে যখন [illegible]হির হইয়াছি, তখন মুদ্রার মায়া ত্যাগ করিতেই [illegible]ছে।

কর্ম্ম। তোমাদের কথা কত দূর সত্য বলিতে [illegible]। তবে তোমরা স্ত্রীলোক—তোমাদের দ্বারা তেমন কো[illegible] অনিষ্ট

ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এক কাজ কর—আমাদের ঐ মুদ্রাটা দাও। যদি বাস্তবিকই নদী পার হইবার তোমাদের অভিপ্রায় থাকে, পোলের প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইয়া, "মহামান্য জার,"—এই কথাটী বলিলেই তোমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবে।

রমণী স্বর্ণমুদ্রাটী তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন, "তুমি বড় ভাল লোক। এইবার যখন কারাবেলনিয়ায় যাইবে আমাদের বাড়ী যাইও। আমার স্বামীর নাম উইকপ—সমরপোত আফিসের গুদাম সরকার। আর একটা কথা, যখন তিনি বাড়ী না থাকিবেন, সেই সময়ে যাইও—আমি তোমাকে পেট ভরিয়া ভাল ভাল জিনিস খাওয়াইব।"

কর্ম্মচারী রমণীর কথায় বিশ্বাস করিয়া কহিলেন,—"যাও শীঘ্র এস্থান হইতে সরিয়া পড়। তোমাদের মধ্যে দুই জন স্ত্রীলোক আছে, আমার সৈন্যেরা জানিতে পারিলে, তখন আর সুরা চুরুটে ভুলিয়া থাকিবে না, চুম্বন আদায় করিয়া তবে ছাড়িয়া দিবে। যাও —এ রকম খেলা খেলি[illegible] আর বাহির হইও না।"

জ্যেষ্ঠা রমণী ধ[illegible] সর্দ্দারকে ধন্যবাদ দিয়া, সঙ্গীদ্বয়ের সহিত হোটেল হইতে [illegible]হইলেন এবং একটু নির্জ্জনে আসিয়া কহিলেন, "সুসংবা[illegible] সাঙ্কেতিক শব্দ জানিয়াছি!" তাহার পর যাহা [illegible] ঘটি[illegible]ছিল, সমস্তই বর্ণন করিলেন। শুনিয়া সঙ্গীরা তাঁহার প্রতু[illegible]তিত্বের বিস্তর প্রশংসা করিলেন।

[illegible]রা দক্ষিণ-পশ্চিমমুখে ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। দিলেস্মির অভি[illegible]য় ঐ অংশই প্রস্তাবিত পলায়নের পক্ষে সুবিধাজনক। তাঁহারা যতই নগর[illegible]র নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, শত্রুর গোলায় নগরে[illegible] কি অপকার সাধিত হইয়াছে,—ততই তাহার পরিপুষ্ট প্রমাণ [illegible]ক করিতে লাগিলেন। সৌন্দর্য্যশালিনী, আনন্দকোলাহল-

ময়ী, আলোকোজ্জ্বলা সৌধশ্রেণী, অন্ধকার ভগ্নস্তূপে পরিণত। পথঘাট অবরুদ্ধ। তাঁহারা অতিকষ্টে এই সকল দুরতিক্রম্য পথ অতিক্রম করিয়া যখন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত একটা মুক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন নিকটবর্ত্তী ঘড়ীতে একটা বাজিল। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা সম্মুখে বহুলোকের পদশব্দ তাঁহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। দিলেন্সি কহিলেন, "সৈন্য অভিযান করিতেছে—এস আমরা এক স্থলে লুকাই।"

নিকটেই একটা ভগ্নাট্টালিকা ছিল, তাঁহারা তাহার মধ্যে আশ্রয় লইলেন। অল্পক্ষণ মধ্যে একদল সৈন্য আসিয়া, তাঁহাদের অদূরে দণ্ডায়মান হইল। দেখিতে দেখিতে অন্যপথে আরও একদল আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল, এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। অদ্রিয়ান কহিলেন, "ইহারা বিনা উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হইতেছে না—সম্ভবতঃ নগর বাহিরে আমাদের বন্ধুদের আক্রমণার্থে সমবেত হইতেছে।"

একজন সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্ষণ এখানে অপেক্ষা করিবে?"

অদ্রিয়ান। বলা বড় কঠিন। যাহাই হউক, যতক্ষণ ইহারা চলিয়া না যায়, আমাদিগকে এই স্থানে অপেক্ষা করিতে হইবে।

সঙ্গিনী। সাঙ্কেতিক সাহায্যে আমরা চলিয়া যাইতে পারিব না?

অদ্রিয়ান। পারা না যায়, তাহা কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। আমরা নিতান্ত বাধ্য না হইলে বিপদের সম্মুখীন হইব না। উতলা হইও না—অপেক্ষা কর—আমি দেখি নিষ্ক্রামণের অন্য পথ আছে কি না।

কিয়ৎক্ষণ পরে দিলেন্সি বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শিবাস্তপোলের ঘড়িতে দুইটা বাজিল। তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠিলেন। সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে পাষাণ প্রতিমার মত অচল। অদ্রিয়ান বুঝিলেন, তাহারা কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আদেশের অপেক্ষা করিতেছে—আদেশ আসিলেই অভিযান আরম্ভ করিবে।

প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। দিলেন্সি মনে মনে অধীর এবং নিরাশ হইলেও সঙ্গিনীদ্বয়কে সে অধীরতা জানিতে দিলেন না। যতই সময় যাইতে লাগিল, তাঁহাদের পলায়নের পথ ততই বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যদি রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়—দিবালোকে কোনক্রমেই তাঁহারা শিবাস্তপোল হইতে বিনির্গত হইতে পারিবেন না। যে স্থানে লুকাইয়া আছেন—অতি সামান্য কারণে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িতে পারে। তাহার পর যে রুস-রমণীকে তাঁহারা বন্দিনী করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন, যদি কোনক্রমে সে মুক্ত হইতে পারে,—তাঁহাদের পলায়[illegible]বার্ত্তা মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহা[illegible] অনুসন্ধানের জন্য .লোক ছুটিবে। তখন কোনরূপেই তাঁহা[illegible]পোল হইতে বহির্গত হইতে পারিবেন না। [illegible]ই সকল চি[illegible] করিয়া দিলেন্সি মনে মনে যারপর নাই চিন্তিত হই[illegible]ও, [illegible]ক আশ্বাস-দানে রমণীদ্বয়[illegible]ন আশ্বাসিত করিতে বিস্মৃত হইলে[illegible] [illegible]রিলেন।

[illegible]

প্রভা[illegible]——

দশম পরিচ্ছেদ

কলোনেলের কুকুর

অবশেষে একটা দ্রুতগামী অশ্বপদ-শব্দ চিন্তাকুল, উদ্বিগ্ন, পলাতক আসামীত্রয়ের কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইল। দিলেন্সি কহিলেন, "নিশ্চয় কোন পার্শ্বচর প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে নূতন আদেশ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে—এইবার এই সৈন্যদল অভিযান আরম্ভ করিবে।"

দিলেন্সির অনুমানই সত্য হইল। অশ্বারোহীর আগমনের অব্যবহিত পরেই, সৈন্যগণ অভিযান আরম্ভ করিল।

ভগ্নাট্টালিকায় পূর্ণ দুই ঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়া, তাঁহারা উহার মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। পথঘাট নীরব জনশূন্য। তাঁহারা অতি ধীরে অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে সেনাদল যাইতে[illegible]ল—তাঁহারা দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছিলেন। সহ[illegible]ন্যগণ থামিল দেখিয়া, তাঁহারও দণ্ডায়মান হইলেন এবং পথিপা[illegible] একটা ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এ বাড়ীটা [illegible]ম্ভবতঃ কোন উ[illegible]-পদস্থ রুস-রাজকর্ম্মচারীর [illegible]বণ বাড়ীটার ইহারই মধ্যে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে।

অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর তাঁহারা যে দিক [illegible]তে আসিলেন, সেই দিক হইতে আর এক[illegible]ন্য আগমনের শব্দ পাইলেন। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন,—এ[illegible]র সকলেই খননকারী। কোন অভিনব পরিখা-খনন অথবা প্রাকার-নির্ম্মা[illegible]র উদ্দেশ্যে গমন

করিতেছে এবং ইহাদেরই অপেক্ষায় অগ্রগামী সৈন্যদল যে প্রতীক্ষা করিতেছে, দিলেন্সির বুঝিতে বড় বিলম্ব হইল না।

এই খননকারী দল তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ইহাদের পশ্চাতে খননোপযোগী অস্ত্র বা মৃত্তিকা তুলিয়া স্থানান্তরিত করিবার আধার হস্তে বহুসংখ্যক নবসংগৃহীত লোক যাইতেছিল। তাহারা যে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত নয়—তাহা তাহাদের পোষাকেই বোধগম্য হইতেছিল। কেহ অর্থলোভে, কেহ স্বেচ্ছায় এ দলে যোগ দিয়া যাইতেছিল।

ইহাদিগকে দেখিয়া দিলেন্সির মনে একটা ভাবের উদয় হইল। তিনি সঙ্গিনীদের নিকট তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন, তাঁহারা সানন্দে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। দিলেন্সি নিতান্ত নির্ম্মম—নিতান্ত হৃদয়হীনের ন্যায় মুঠা মুঠা চূণ সুরকি, ধূলা, বালি তুলিয়া সঙ্গিনী-দ্বয়ের পরিচ্ছদে ঘসিয়া, মলনীকৃত করিয়া দিলেন,—তাহার পর সেই প্রকারে নিজের পোষাকেও চূণ বালি কাদা মাখিয়া ময়লা করিলেন। তাহার পর কেহ সাবল, কেহ কোদালি, কেহ বা খনিত্র লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলে[illegible]। ইত্যবসরে খননকারী সেনাদল কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছি[illegible]াহারা তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য দ্রুতপদে চলি[illegible]একটা গলির মোড়ে উপস্থিত হইবা-[illegible], সহসা [illegible] এক দল রোঁদে বহির্গত প্রহরীর সম্মুখে পড়ি[illegible]ন।

সর্দ্দার প্রহরী তাঁহাদের পথাবরোধ [illegible] কহিলেন, "দাঁড়াও—কে তোমরা[illegible]

বয়োজ্যেষ্ঠা অবিকম্পিতকণ্ঠে [illegible]লেন, "আমরা কে—আমাদের বেশ ভূষাতেই বেশ বুঝিতে পা[illegible]!"

প্রহরী। বেশ[illegible]বায় আমরা বিশ্বাস করি না। সম্প্রতি একটা

বন্দীর পলায়ন সংবাদ পাইয়াছি—এখনও তাহার বিশেষ বিবরণ জানিতে পারি নাই। সে যাহা হউক——

রমণী। আমরা বেতনভোগী সরকারী খননকারী সেনাদলের সহিত কাজ করিতে যাইতেছি। একজন সেনানী আমাদিগকে ভাড়া করিয়া আনিয়াছে।

প্রহরী। সবই শুনিলাম। তোমার কথা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে কিন্তু সত্য মিথ্যা জানিবার একটা উপায় আ——

রমণী। নিশ্চয়। "মহামান্য জার।"

প্রহরী পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বয়োজ্যেষ্ঠা পুনরায় তাঁহার প্রখরা উপস্থিতবুদ্ধির জন্য সঙ্গীগণের দ্বারা প্রশংসিত হইলেন।

একটা বিষয় তাঁহারা অবগত হইলেন। একজনের পলায়ন-বার্ত্তা প্রকাশিত এবং চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। তবে কাহার,—দিলেন্সির, না রমণীত্রয়ের কিংবা কলোনেল এলমনফের তাহা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে পলায়ন-বার্ত্তা প্রকাশিত হওয়াতে, তাঁহারা একটু বিশেষ শঙ্কিত হইলেন, [illegible]রণ ঘাঁটিতে প্রহরীরা অধিকতর সতর্কতাবলম্বন করিয়াছে। তবে [illegible]দের একটা ভরসা আছে,—সাঙ্কেতিক শব্দটা তাঁহারা সংগ্রহ করিতে [illegible]রিয়াছেন।

প্রহরীর সহিত কথা[illegible] কতকটা সময় নষ্ট [illegible]ইল। তাঁহারা অনেকটা পিছাইয়া পড়ি[illegible] অবশেষে তাঁহারা শিবাস্ত[illegible] পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইলেন। পুন[illegible] একজন প্রহরী তাঁহাদে[illegible]থাবরোধ করিয়া দাঁড়াইল। সাঙ্কেতিক শ[illegible] মাহাত্ম্যে প্রহরী পথ ছাড়িয়া, অগ্রবর্ত্তী দল কোন পথে গিয়াছে নির্দ্দে[illegible]বিল। অবিলম্বে তাঁহারা প্রধান দলের সহিত মিশিয়া, নগর-প্রাচীরের বা[illegible]রে আসিলেন।

অগ্রে অগ্রে অস্ত্রধারী সেনাদল। তাহাদের পশ্চাতে বেতনভোগী শিক্ষিত খননকারী দল শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছে। সর্ব্বপশ্চাতে নব সংগৃহীত দল। তাহাদের মধ্যে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই—তাহারা নিতান্ত বিশৃঙ্খলভাবে, কোথাও ছত্রভঙ্গ হইয়া, কোথাও দলবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এই দলের সহিত দিলেন্সি প্রভৃতির বড়ই সুবিধা হইল।

অল্পে অল্পে উষার আলোক ধরণীপৃষ্ঠে নামিয়া আসিতেছে। অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহারা সমাধিক্ষেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহসা একজন কর্ম্মচারীর আদেশে খননকারী সেনাদল স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের দেখাদেখি ভাড়া-করা নূতন দলও থামিল। সহসা এইস্থানে দণ্ডায়মান হইবার কারণ,—অদূরে তুর্কী-সেনার দর্শন পাইয়া,কতকগুলি রুস সৈন্য তাহাদের প্রতি ধাবিত হইল। অবিলম্বে বন্দূকের শব্দে প্রভাত-গগন মুখরিত হইয়া উঠিল। অগ্রগামী সেনার সাহায্যার্থ আরও সেনা প্রেরিত হইল। বেতনভোগী শিক্ষিত খননকারীর দল নব আদেশের অপেক্ষায় [illegible]র ধীর দণ্ডায়মান রহিল। অশিক্ষিত দল বন্দূকের শব্দ শুনিয়া [illegible]ত হইয়া পড়িল—তখন সকলে আপন আপন প্রাণরক্ষার্থ [illegible]দিকে পাইল পলায়ন করিতে আরম্ভ [illegible]রিল।

দিলেন্সি [illegible]নীদের কহিলেন, "এস-[illegible]!"—তাহার পর স্কন্ধস্থিত খনিত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহা[illegible]লেন ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। দিলেন্সি চাহিয়া দেখি[illegible]ন, তাঁহার দক্ষিণে—কিয়দ্দূরে সমাধিক্ষেত্র ধূমে ধূমাচ্ছন্ন। [illegible] বন্দুকের শব্দে কর্ণবিবর বধির হইতেছে।

তাঁহারা প্রাণপ[illegible] ছুটিতে লাগিলেন। পশ্চাতে অশ্বের দ্রুত পদশব্দ

পাইয়া পলাতক দল চাহিয়া দেখিলেন, একজন রুস-সেনানী তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

সেনানী তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া, অশ্ব থামাইয়া কহিলেন, "মূর্খের দল করিতেছ কি? কোন্ দিকে যাইতেছ, লক্ষ্য নাই? ভয়ে একেবারে জ্ঞান হারাইয়াছ? এখনই যে শত্রুকরে বন্দী হই—"

সহসা সেনানী থামিয়া গেলেন। অদ্রিয়ান দিলেন্সির মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন।

এই রুস সেনানীই শিবাস্তপোলে অদ্রিয়ানের তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য তাঁহার বন্দীভবনে উপস্থিত হইতেন। সেনানী সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া, অদ্রিয়ানের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ধরিলেন এবং আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। অদ্রিয়ান বিদ্যুৎগতিতে তাঁহার হস্ত হইতে পিস্তলটা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে সবলে অশ্ব হইতে টানিয়া ভূপাতিত করিলেন। পরক্ষণে তিনি পতিত শত্রুর [illegible] উপর জানু পাতিয়া বসিলেন।

রমণীদ্বয় সমস্বরে চীৎকার করিয়া কা[illegible] "একদল সেনা এদিকে আসিতেছে!" পরক্ষণে বয়োজ্যেষ্ঠা প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, "ভ[illegible] নাই—তাহারা তোমাদেরই [illegible]—তাহারা ফরাসী।"

প্রকৃতই তাই। মুহূর্ত্তে সে[illegible] স্থানে একদল অশ্বারোহী [illegible]ফরাসী সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। দি[illegible]সি এবং রমণীদ্বয় নিরাপদ এবং রুস-সেনানী বন্দীকৃত হইলেন।

হতভাগ্য বেশিল পরিচালিত অশ্বারোহী [illegible] সেনার সহিত রুস-বাহিনীর সংঘর্ষের শব্দ পাইয়া, দলে দলে ফরাসী [illegible] তাহাদের

সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল। সময়ে তাহাদের সাহায্য না পাইলে, মুষ্টিমেয় তুর্কী সেনা বিপুল রুসবাহিনীর নিকট পরাজিত এবং বিনিষ্ট হইত—এক্ষণে রুসসেনা বিধ্বস্ত হইয়া হাটিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

কেথারাইন যে নিরাপদে তাঁহাদের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছেন এবং কলোনেল এলমনফকে তুর্কী সেনাপতির নিকট গ্রেপ্তার করিয়া পাঠাইয়াছেন—শুনিয়া তাঁহারা যার-পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। অনতিবিলম্বে রমণীদ্বয় তাঁহাদের স্ব স্ব স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রেমালিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইলেন।

কেথারাইন তাঁহার স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সোহাগে আনন্দময়ী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার সে সুখ-সূর্য্য শীঘ্র শোকের মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অভাগিনী ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বেশিলের দেহ তুর্কী শিবিরে নীত এবং যথাসময়ে যথাযোগ্য সামরিক সম্মানের সহিত সমাহিত হইল।

কলোনেল এলমনফের পলায়ন-বার্ত্তাই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং ইহারই [illegible]য় পলায়নকালে দিলেন্সি প্রভৃতি অবগত হইয়াছিলেন। এই [illegible]য়ন-সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে একটু বড় কৌতুকাবহ রহ[illegible]ান আছে—সেইটুকু এই স্থানে বিবৃত করিয়া, [illegible]আমরা এ প[illegible]চ্ছেদের এইখানে পরিসমাপ্তি করিব।

এলমন[illegible] যে দিন প্রথমে ব[illegible] শিবাস্তপোলে নীত হয়, সেই দিন পথে অনশনক্লিষ্ট পরি[illegible] একটী কুকুর দেখিতে পায়। এলমনফও নির্ব্বান্ধব এবং সঙ্গী[illegible]ন—সুতরাং একটা কুকুরের সহবাসও এ সময়ে তাহার স্পৃহনী[illegible] উঠিল। এলমনফ তাহাকে ডাকিয়া আহার এবং নিজ[illegible] আশ্রয় দিল। সেই অবধি কুকুরটা এলমনফের সহচর এ[illegible] সঙ্গী হইয়া উঠিল। পলায়নকালে কুকুরটাও তাহার

পশ্চাৎ যাইতেছিল দেখিয়া, পাছে কুকুরটা দেখিয়া লোকে তাহাকে চিনিয়া ফেলে ভাবিয়া, এলমনফ তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। কুকুরটা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, প্রভুর আবাস-কক্ষের দ্বারে পড়িয়া করুণ চীৎকার করিতে লাগিল। গৃহস্বামী তাহার এবম্বিধ চীৎকারের কারণ অনুসন্ধান করিতে আসিয়া দেখিল, বন্দী পলাইয়াছে।

পরদিন প্রভুভক্ত সারমেয় তুর্কী-শিবিরে—এলমনফ যথায় বন্দী-ভাবে অবস্থান করিতেছিল,—তাহার পদতলে হর্ষসূচক চীৎকার করিতে করিতে লুটাইয়া পড়িল।

যে তিন দিন এলমনফ তুর্কী-শিবিরে অবস্থান করিয়াছিল, হতভাগ্য কুকুর মুহূর্ত্তের জন্য তাহার সঙ্গছাড়া হয় নাই। চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে প্রহরী যখন তাহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার জন্য আসিল, এলমনফ কুকুরটীকে জন্মের মত আর একবার আদর করিয়া, তাহাকে শিবিরের খোঁটায় বাঁধিয়া রাখিয়া, প্রহরীর সঙ্গে শিবির হইতে বহির্গত হইল।

বধ্যভূমিতে কোন কৌতূহলাক্রান্ত দর্শককে সমবেত হইতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কেবল বারজন বন্দুকধারী [illegible]বং দুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন মাত্র। এলমনফ [illegible] টুপী এবং গায়ের কোট খুলিয়া রাখিয়া, একখানি সাদা রুমাল [illegible] করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন—সেইখানি হাত হইতে পড়িলেই বারটী বন্দুকের [illegible] ছুটিবে।

সমস্তই প্রস্তুত। এলমন[illegible]মাল পরিত্যাগ করিতে [illegible]াইতেছেন, এমন সময়ে দেখিল, হতভাগ্য [illegible]র তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সে দৃশ্য আর সে সহ্য করিতে পা[illegible] না। এক হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া—অপর হস্তে রুমাল পরিত্যা[illegible]। অমনি বারটা বন্দুক মৃত্যু-কিঙ্করের মত বারটা গুলি বমন কার[illegible] হতভাগ্য নরহন্তা রুসের মৃতদেহ মাটীতে গড়াইয়া পড়িল।

এই কয়েকটী বিষয়ে আমাদের পাঠক-পাঠিকার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া, আমরা মূল আখ্যায়িকায় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

দিবা দ্বিপ্রহর। ওমার-পাশা এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে সে দিন যে কথাবার্ত্তা হয়, তাহার পর কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রিন্স ষ্টারবি—ওয়ালেশিয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, বুকারেস্তে তাঁহার প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া আছেন। বয়স প্রায় চুয়ান্ন বৎসর—দেখিতে সুপুরুষ। এত বয়স হইয়াছে কিন্তু কেশ-কলাপ এখনও কজ্জলকৃষ্ণ। চক্ষুর্দ্বয় সুবৃহৎ, কৃষ্ণতারক,—দৃষ্টি অন্তস্পর্শী। ভ্রু-যুগল সুনিবিড় এবং বঙ্কিম। সুকৃষ্ণ গুম্ফের নীচে—সুন্দর অধরৌষ্ঠ—তাহার মধ্যে সুদৃশ্য দশনাবলির বাহারই বা কত। লোকের আকৃতি হইতে প্রকৃতির যতখানি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে সদাশয়, দয়ার্দ্রহৃদয় বলিয়াই লোকের ধারণা জন্মে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী তাঁহাকে বিভিন্ন চক্ষে দেখেন। তাঁহার দৃষ্টিতে যে ধূর্ত্ততা—অক্ষিযুগলের কোমল দৃষ্টির নিম্নে যে কপটতা—সুন্দর হাসির পার্শ্বে যে দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত আছে—তাহা স্থূলদর্শীর চক্ষে না পড়িলেও, সূক্ষ্মদর্শীর দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হয় না। কি করিয়া স্বকীয় স্বার্থ বজায় রাখিতে হয়, প্রিন্স ষ্টারবির মত আর কেহ জানে না। এই বর্ত্তমান যুদ্ধবিগ্রহ বা গোলযোগের সময় তিনি পূর্ণমাত্রায় সুলতানের [illegible] প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। গোপনে রুসিয়ার ম[illegible]না করিয়াছেন অথচ অষ্ট্রিয় গভর্ণমেণ্টেরও বিশ্বাসভাজন হই[illegible]ছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার এই ত্রিমূর্ত্তি। ইহা হইতে[illegible]ঝিবেন তিনি কি প্রকৃতির লোক।

হসপোদার তাঁহার [illegible]কামরায় বসিয়া বসিয়া কতকগুলি সরকারি কাগজ-পত্র দেখিতেছেন। তাঁহার বহুমূল্যের পরিচ্ছদে হীরক-খচিত বোতাম [illegible]ক্ করিতেছে। পার্শ্ববিলম্বিত কোষবদ্ধ তরবারির মণিময়

হাতল হইতেও দীপ্তিরাশি বিভাসিত হইয়া পড়িতেছে। বক্ষঃস্থল নানা-বিধ পদকের দ্বারা বিভূষিত। তাঁহার স্বভাবসুন্দর আকৃতি মণি-মুক্তাখচিত পোষাকের সৌন্দর্য্যে আরও সুশোভন হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখস্থ টেবিলের উপর পালকভূষিত শিরস্ত্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে।

কয়েকখান কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিয়া, প্রিন্স রজত-ঘণ্টায় আঘাত করিলেন। মুহূর্ত্তে একজন পরিচারক আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ আসিয়াছে কি?"

দৌবারিক উত্তর করিল, "মধ্য প্রদেশের সচীব সাক্ষাৎকার প্রার্থনায় অপেক্ষা করিতেছেন।"

প্রিন্স তাঁহাকে আসিতে অনুমতি করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমি বাধ্য হইয়াই, ইহাকে ঐ পদে উন্নমিত করিয়াছি। যেমন করিয়া হউক, ইহাকে স্ববশে আনিতেই হইবে।"

অনতিবিলম্বে নবনির্ব্বাচিত সচীবপ্রবর শাসনকর্ত্তার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। ইহাঁর বয়স পরিণত, আকৃতি ভক্তিশ্রদ্ধার উত্তেজক, মুখ-মণ্ডলে সরলতা এবং গভীর জ্ঞানের রেখা সুস্পষ্টাঙ্কিত। ইনি ওয়া-লেসিয়ার মধ্যে একজন প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী এবং আভিজাত্য বংশ সম্ভূত। স্বয়ং শাসনকর্ত্তা এবং অস্ত্রীয় সেনাপতি কাউণ্ট করোনিনির প্রতিকূলতা স্বত্বেও ইনি [illegible]পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মন্ত্রী গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক [illegible]নে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "সুচারুরূপে এ প্রদেশ শাসি[illegible] করিতে হইলে, যে সকল নীতির প্রবর্ত্তন আবশ্যক, আমি তাহার তা[illegible] লইয়া আসিয়াছি। আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য,—প্রত্যেক [illegible]বং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পরওয়ানা পাঠাইয়া, যাহাতে আইনের মর্য্যাদা সুচারুরূপে রক্ষিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করা হউক। আয় ব্যয় [illegible]ন্ধে যতদূর

কঠোরতা অবলম্বন করা যাইতে পারে—অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হউক। বাজে খরচ একেবারে তুলিয়া দেওয়া হউক—এবং—”

বাধা দিয়া প্রিন্স কহিলেন, “প্রিয়বন্ধু! যাহা অসম্ভব—তাহাই আপনি সম্ভব করিতে চাহিতেছেন। আসুন আমরা পরস্পরকে উত্তম রূপে বুঝিতে চেষ্টা করি। আপনি যে ন্যায়পরায়ণ তাহা আমি জানি। আপনি বর্ত্তমানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেও, আপনার আয় অতি অল্প। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক লোকের নিজের স্বার্থের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় দৃষ্টি রাখিয়া চলা উচিত। মজুরের মজুরি না পোষাইলে সে খাটিতে পারিবে কেন? আপনি বা আমিও মজুর—তবে একটু বড় দরের এই মাত্র পার্থক্য—আমাদের মজুরিরও ত সেইরূপ সামঞ্জস্য থাকা দরকার।”

মন্ত্রী কহিলেন, “কিন্তু প্রিন্স বুঝিয়া দেখুন—”

পুনরায় বাধা দিয়া, সহাস্যে প্রিন্স কহিলেন, “আমি কিছুই বুঝি না। বুঝি কেবল কিসে আমাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন প্রচার করুন—লোককে খুব আশা দিন কিন্তু কার্য্যকালে উহার কিছুই করিবেন না। বুঝিয়া দেখুন, আপনাকে কত বড় সংসার প্রতিপালন করিতে হয়,—কত আত্মীয় স্বজনের সাহায্য করিতে হয়, তাহাদের সকলকে প্রতিপালন করুন—আত্মীয় বন্ধুকে কার্য্য দিন—আমিও আমার [illegible]কে যতদূর পারি পোষণ করি।”

মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া মন্ত্রী কহিলেন, “আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য [illegible] পরিগণিত হইলেও, মনে করিবেন না আমি আমার কোন অনুপযুক্ত অপদার্থ আত্মীয়কে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে ব্যস্ত হইয়াছি।”

শাসনকর্ত্তা পুনরায় কহিলেন, "কেন নিয়োগ করিবেন না, খুব করিবেন। আমি আপনাকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়াছি। যতদূর সাধ্য ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন কিন্তু যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা, সেখানে ন্যায় অন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। আমি এই নীতি অনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকি। যত পারেন পরওয়ানা বাহির করুন—কিন্তু সে সব যেন কাগজে কলমেই থাকে। নিজে যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন কিন্তু আমার স্বার্থ কোন রূপে সঙ্কুচিত করিবেন না। থাক বন্ধু! আজ এই পর্য্যন্ত! এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিব না।"

এই কথা বলিয়া সহাস্যে করমর্দ্দন করিয়া, প্রিন্স মন্ত্রীকে বিদায় দিলেন। সরলচিত্ত ন্যায়পরায়ণ বৃদ্ধ সচীব শাসনকর্ত্তার জঘন্য প্রস্তাব শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। যুক্তিতর্কে তাঁহার মতপরিবর্ত্তন অসম্ভব জানিয়া, তিনি স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই, কাগজ কলম লইয়া, কর্ম্ম-ত্যাগ করিবার জন্য পত্র লিখিতে বসিলেন। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "না—তাহা হইবে না। আমি যদি আজ পদ ত্যাগ করি—আমার হস্তে যে শক্তি ন্যস্ত রহিয়াছে, আজ যদি তাহা শ্লথ করিয়া দিই,—কাল অন্য লোক এই পদে নিযুক্ত হইবে। সকলেই যে আমার মত মনের দৃঢ়তা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সে হয়ত পাপিষ্ঠের দুরভিসন্ধির পোষকতা করিতে অগ্রসর হইবে। সেই জন্য বলিতেছি কর্ম্মত্যাগ করিব না। যতদূর সাধ্য উহার [illegible] গিতা করিব। সম্পূর্ণরূপে কোন অমঙ্গলের নিরসন করিতে না পারিলেও তাহার বেগ মন্দীভূত করিব।"

মন্ত্রীবর কর্ম্ম ত্যাগ না করিলেও, শাসনকর্ত্তার সহিত তাঁহার যে যে

কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, অবিকল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া, কনস্তান্তিনোপলে প্রধান মন্ত্রীর নিকট একখানা এবং তাহার নকল এক একখানা ইংরাজ এবং ফরাসি দূতের নিকট তদ্দণ্ডেই প্রেরণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অষ্ট্রিয়ানগণ

মন্ত্রীর প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই, দ্বোবারিক গভর্ণর সাহেবের সম্মুখে একখানি কার্ড ধরিয়া কহিল, "ইনি আপনার সাক্ষাৎকার প্রত্যাশী হইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান আছেন।"

গভর্ণর সাহেব কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "দেমাত্রিস বেরাণী! ওঃ বুঝিয়াছি—রোডভনের বৃদ্ধ ভূস্বামীর পুত্র! লোকটা বড়ই তুরস্ক-শাসনের পক্ষপাতী। যাও তাঁহাকে আসিতে বল।"

দেমাত্রিসের সহিত প্রিন্সের পূর্ব্বে কোন আলাপ ছিল না কিংবা ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে কখনও [illegible]নও নাই। এক্ষণে তিনি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে [illegible]লেন, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিংশ বৎসর—দেখিতে পরম সুন্দর! প্রিন্স তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে [illegible] আসন দিয়া, তাঁহার শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দেমাত্রি[illegible] কহিলেন, "প্রিন্স! আমি আপনার নিকট অনুনয় সহকারে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, আপনি অচিরাৎ এই সকল

অতি ঘৃণ্য, অতি নিন্দনীয়, অপমানকর কার্য্যের প্রতিবিধান করুন।”

মুহূর্ত্তের জন্য প্রিন্সের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। পরক্ষণে তিনি সহাস্যে কহিলেন, “প্রিয় লর্ড! আপনি বড়ই অপ্রিয় শব্দের ব্যবহার করিতেছেন। আমি আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না—কি হইয়াছে, সহজ কথায় বলুন।”

দেমাত্রিস। অন্যস্থানে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, আপনি যে তাহার বিষয় একেবারেই অনবগত, তাহাত আমার বিশ্বাস হয় না। আমার পিতা আপনার নিকট কয়েকখানি দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। রোডভানে অষ্ট্রীয় সেনা যে অসহনীয় অত্যাচার করিতেছে তৎসম্বন্ধে তাহাতে লিখিত ছিল।

প্রিন্স। হাঁ—এরকম দরখাস্ত আমি পাইয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে। আমি কিন্তু তৎক্ষণাৎ এ সকল অভিযোগের অনুসন্ধান করিবার জন্য, কাউণ্ট করোনিনির নিকট পত্র লিখিতে আমার মন্ত্রীকে আদেশ করিয়াছি।

দেমাত্রিস। কিন্তু প্রিন্স! তাহার দ্বারা কোন সুফলই ফলিত হয় নাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার কথা কয়টা শ্রবণ করুন। ছয় শত অষ্ট্রীয় সেনা রোডাভন এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জনপদে অবস্থান করিতেছে। তাহারা আ[illegible] রক্ষাকল্পে এ প্রদেশে সংস্থিত হইলেও,—তাহাদের আচার ব্যবহার [illegible]র অপেক্ষাও ভীষণ। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় না—তাহারা কোন সুসভ্য দেশের সেনা,—তাহারা দলে দলে দস্যু-তস্করের ন্যায় [illegible]রিতেছে। তাহারা ব্যবসায়ীর বিপণী হইতে বলপূর্ব্বক জিনিষপত্র কাড়িয়া লইতেছে,—পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিয়া কৃষকের গোলা লুণ্ঠন করিতেছে. কেহ বাধা

দিতে যাইলে, শৃগাল কুক্কুরের মত তাহার রক্তে ধরণী ভাসাইয়া দিতেছে। তাহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী যাহারা, তাহাদেরও হৃদয় দয়া-মমতা এবং মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত। তিন চারি জন সেনানী আমার পিতার আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। পিতা আমার কেহই নন —তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা। ভাণ্ডার হইতে যখন যাহা ইচ্ছা বাহির করিয়া লইতেছে—অশ্বগুলাকে মারিয়া ফেলিতেছে—গাড়ীঘোড়া এক-চেটীয়া করিয়া লইয়াছে, বাড়ীর দাসদাসীর উপর অকথ্য পীড়ন করিতেছে। বলিব কি প্রিন্স! তাহারা আমার ভগিনীকে অপমানিত করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না।

প্রিন্স। আমি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আপনার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিলাম। আপনার অভিযোগগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াও লইতেছি। যথাসময়ে ইহার তদন্ত করিব। অনেক ঘটনা আমার কিন্তু অতিরঞ্জিত—

দেমাত্রিস। ইহার মধ্যে একটী কথাও অতিরঞ্জিত নাই। আপনি সুলতানের প্রতিনিধি—আপনি আমাদের শাসনকর্ত্তা। আমরা আপনার নিকট এই সকল অমানুষিক অত্যাচারের সুবিচার প্রার্থনা করি।

প্রিন্স। আপনার অভিযোগের তদন্ত করিতে আমি প্রতিশ্রুত হইলাম।

দেমাত্রিস। অর্থাৎ আপনি আমার অভিযোগ সত্য কিনা জানিবার জন্য অস্ত্রীয় সেনানীর নিকট পত্র লিখিবেন। তিনি বলিবেন "না।" চোর কবে সহজে অপরাধ স্বী[illegible] করিয়াছে বলুন? অপরাধী শোণিতলিপ্সু বর্ব্বর অস্ত্রীয় সেনার [illegible] তাহাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি শ্রবণ করিতে যাওয়ার মত হাস্যজনক আর কিছুই নাই। ইংরাজ এবং ফরাসী মন্ত্রীদের [illegible] অস্ত্রিয়ার হস্তে যদি আপনার রাজ্যরক্ষার ভার অর্পিত না হইত তাহা হইলে উন্মুক্তশৃঙ্খল দৈত্য দানবের পৈশাচী লীলা আজ দেখিতে হইত না।

প্রিন্স। আপনি যেরূপ ভাষায় ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে কর্ণপাত করা আমার কর্ত্তব্য নয়।

দেমাত্রিস। ক্ষমা করিবেন। এখনও আমার বলিবার অনেক কথা আছে—আর আমি অধীরতা প্রকাশ করিব না। আমার পিতার ভবনে অষ্ট্রীয় সেনানীদের অত্যাচার অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমার পিতা আপনার নিকট, মন্ত্রীর নিকট এবং কাউণ্ট করোনিনীর নিকট পুনঃ পুনঃ প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াও, যখন কোন ফল পাইলেন না, তখন অগত্যা আমার ভগিনীগণকে লইয়া বাটী হইতে স্থানান্তরে যাইতে চাহিলেন। তাহাতে ফল কি হইল জানেন? সে কথা ভাবিতেও আমার হৃদয়-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে থাকে। পিশাচেরা প্রতিজ্ঞা করিল, যদি আমার পিতা বাড়ী পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তাহারা নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে গুলি করিয়া হত্যা করিবে। তিনি এখন তাঁহার নিজের বাড়ীতে বন্দী। ওয়ালেসিয়ার শাসনকর্ত্তা! কত দিন আর এ অত্যাচার-স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইবে? কত দিন আর আমরা প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া বৃথা আপনার দ্বারে চীৎকার করিব?

প্রিন্স। আমি অতি সত্বরেই এ বিষয়ের যথাকর্ত্তব্য স্থির করিব।

দেমাত্রিস। এতক্ষণ আমি যে সকল ঘটনা বিবৃত করিলাম—তাহা অনেক দূরের। এইবার আপনার রাজধানীর বক্ষের উপর—আপনার চক্ষের সম্মুখে যাহা হইতে[illegible] তাহাই বলিব। আপনি আলিশিওকে চেনেন। এক সময়ে তাঁহার সহিত আপনার খুবই হৃদ্যতা ছিল—আপনার এই পদলাভের সময়ে আপনার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়াতেই, তাঁহার সহিত আপনার মনোমালিন্য ঘটি[illegible]য়। যাহা হউক, এখানে সে সকলের উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার একটী সুন্দরী কন্যা আছে—তাহার নাম—ফিলিস্কা। তাহার সহিত আমার বিবাহের

সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। গত দুই মাস যাবৎ আমি বুকারেস্তে বাস করি—

প্রিন্স। তাহা হইলে আপনার পিতৃভবনের যে সকল অভিযোগ করিতে আসিয়াছেন, আপনি স্বচক্ষে তাহার কিছুই দেখেন নাই?

দেমাত্রিস। দুই মাস পূর্ব্বেকার তাবৎ ঘটনারই আমি চাক্ষুস-সাক্ষী। পিতামাতা এবং ভগিনীগণের একান্ত উপরোধে পড়িয়াই, আমি বাড়ী ছাড়িয়া, এখানে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। পাছে কোন দিন আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া, কোন অত্যহিত সংঘটন করিয়া ফেলি, এই আশঙ্কাতেই আমার পিতামাতা আমাকে বাটী হইতে সরাইয়া দেন। কিন্তু প্রিন্স এখানে আসিয়াও আমি নিস্তার পাই নাই। আমার চক্ষুর সম্মুখে অবাধে সহস্র প্রকারে অত্যাচার অপমানের স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। আজই তাহারা বৃদ্ধ ভূস্বামী—আলিশিওকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়াছে—তাঁহার পবিত্র-হৃদয়া নিষ্পাপ কন্যার প্রতি অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করিয়াছে! প্রিন্স! বলিব কি আমার রক্ত ধমনীতে ফুটিয়া উঠিতেছে। যদি সময় থাকিতে আপনি প্রতিকার না করেন, আমার এই হস্ত নিশ্চয় একদিন তাহাদের রক্তে পৃথিবী ভাসাইয়া দিবে।

প্রিন্স। শান্ত হউন,—আমার কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝুন।

দেমাত্রিস। বুঝাইবেন কি? ইহার মধ্যে বোঝাবুঝির বিষয় কিছুই নাই।

দেমাত্রিসকে বিদায় করিবার অবসর পাইয়া, প্রিন্স কৃত্রিম কোপ-সহকারে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "যদি আমার কথা না শোনেন, তবে আমার নিকট আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?—তাহা হইলে এই স্থানেই আমাদের কথাবার্ত্তার শেষ হইল।"

দেমাত্রিস বেগতিক দেখিয়া শান্তভাবে কহিলেন, "ক্ষমা করুন। আপনি কি বলিতে যাইতেছিলেন বলুন, আমি যথাসাধ্য শান্তভাব ধারণ করিয়া শ্রবণ করিব।"

হসপোদার সাহেব পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আপনি এই মাত্র যে কথা উচ্চারণ করিলেন, তাহা অতি ভয়ানক। আপনি স্বহস্তে অভিযুক্তগণের রক্তপাত করিতে চাহিলেন। আমি শুদ্ধ আপনাদের শাসক নহি—আমি আপনার সুহৃদ। আমার কথা শুনুন—সাবধান হউন। অস্ত্রীয় সেনার অপরাধের প্রতিশোধ দিতে গিয়া, আপনি যদি কোনরূপে অভিযুক্ত হইয়া পড়েন, স্মরণ রাখিবেন, সাধারণ বিচারালয়ে আপনার বিচার হইবে না। তাহাদের সামরিক বিচারালয়ে আপনার বিচার হইবে। সেই জন্য আমি বলিতেছি, উতলা হইবেন না—ধীর ভাবে অপেক্ষা করুন—আপনি যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, আমাকে তাহার অনুসন্ধান করিতে দিন। নচেৎ ক্রোধপরবশ হইয়া, অকস্মাৎ একটা কাজ করিয়া ফেলিলে, আপনার জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইবে।"

দেমাত্রিস। অভিযোগের সত্যমিথ্যার অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন করুন,—কিন্তু ইতিমধ্যে শত সহস্র নূতন অত্যাচার সংঘটিত হইবে। সকল বিষয়ের একটা সীমা আছে। অহরহঃ অত্যাচারিত, অপমানিত হইলে, মানবের জ্ঞান-বুদ্ধি, ধৈর্য্যের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া অত্যাচারীর প্রতি প্রতিহিংসাবশে কঠোর দণ্ডবিধান করিয়া বসে।

প্রিন্স। আপনার যাহা অভিরুচি করুন, আমি কিন্তু আপনাকে সতর্ক করিয়াছি এবং অভিযোগের তদন্ত করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছি।

দেমাত্রিস। ক্ষমা করুন প্রিন্স! এতাবৎ দরখাস্তের ক্রটী হয় নাই। রাশি রাশি দরখাস্ত আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছে—তদন্তও করিয়াছেন কিন্তু কোন প্রতিকার হইয়াছে কি? যে দুর্ব্বৃত্ত নরপশুরা আপনাদিগকে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিয়াছে—

প্রিন্স। যথেষ্ট হইয়াছে—আমি আর কোন কথা শুনিতে চাই না। আমি যথাশক্তি প্রতিবিধান করিব।

প্রিন্স ষ্টারবির ভাবগতিক দেখিয়া দেমাত্রিস বুঝিলেন, তিনি আর এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিতে চাহেন না। প্রিন্সের কপটাচারিতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রোধে ক্ষোভে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। তাঁহার বলিবার এখনও অনেক বিষয় আছে,—তথাপি তিনি আর তাঁহাকে অধিক বিরক্ত করিতে সাহস করিলেন না। তিনি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ভূস্বামী আলিশিও বয়োবৃদ্ধ—ওয়ালেসিয়ার প্রাচীনতম সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম। তিনি বিপুল বিত্তের অধীশ্বর এবং বিপত্নীক। ফিলিস্কা তাঁহার একমাত্র কন্যা। তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশবর্ষ। সমগ্র ওয়ালেশিয়ায় তাঁহার মত সুন্দরী দুর্ল্লভ। দেমাত্রিসের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। ভাবী পতি-পত্নী ভবিষ্যতের সুখ-চিত্রের দিকে উৎসুকনেত্রে চাহিয়া দিনাতিপাত করিতেছে।

শাসনকর্ত্তার প্রাসাদের অনতিদূরে এক খণ্ড বিস্তীর্ণ জমির উপর আলিশিওর বাস-ভবন প্রতিষ্ঠিত। তিনজন অস্ত্রীয় সেনানী এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দুইজনের বয়স চল্লিসের উপর। তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্য আলিশিওর মদ খাইয়া, তাঁহাকে অপমান ও তাঁহার ভৃত্য-বর্গের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা। তাঁহারা দুই জনেই কাপ্তেন। তৃতীয় তাঁহাদের অপেক্ষা নিম্নপদস্থ—বয়ঃক্রম প্রায় চব্বিশ—দেখিতে সুশ্রী

কিন্তু যত দূর সম্ভব অশিষ্ট, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল। তাহার কার্য্য সমস্ত দিন ফিলিস্কাকে জ্বালাতন করা—তাহার নিকট প্রেমের প্রস্তাব করা। ফিলিস্কা তাহার ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িতা—অপমানে পরিম্লান।

দেমাত্রিস চিন্তিতমনে আলিশিওর ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহোদরারা বাড়ীতে অস্ট্রীয় সেনানীগণের দ্বারা যেরূপ অপমানিত হইতেছে—এখানে তাঁহার প্রিয়তমা ভাবী পত্নী, আত্মম্ভরী লেপ্টন্যাণ্ট ষ্টলবার্গের দ্বারা যেরূপ উৎপীড়িত হইতেছেন, ভাবিতে ভাবিতে সুন্দরী জিলার কথা তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। মর্ম্মবেদনায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন, একদিন দুর্ম্মতিবশে নিজে অপরের প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, আজ অন্যের দ্বারা সেইরূপ অত্যাচারিত এবং উৎপীড়িত হইতেছেন।—এ সমস্তই তাঁহার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

দেমাত্রিস আলিশিওর উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। দ্বাররক্ষী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। দেমাত্রিস সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। অস্ট্রীয় কাপ্তেনদ্বয় সুরামত্ত হইয়া, বৃদ্ধ আলিশিওকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিতেছে। তিনি প্রশান্ত-ভাবে তাহাদের কু-ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতেছেন। দেমাত্রিস তাঁহাকে অধিকতর অপমানের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহার দিকে বেগে ধাবিত হইলেন। এই সময়ে পশুপ্রকৃতি একজন সেনানী বৃদ্ধকে সবলে একটা ঘুসি মারিল—তিনি সে আঘাতে ভূশায়িত হইলেন।

অন্তর্ব্বেদনার মর্ম্মান্তিক চীৎকারে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া, ক্রোধোন্মত্ত দেমাত্রিস সেই [illegible]লেন। সেই সময়ে করুণকণ্ঠের একটা মর্ম্মভেদী চীৎকারে দিগন্ত পূরিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর ফিলিস্কার। মধ্যে ঘনপত্র লতিকার একটা ব্যবধান। পুনর্ব্বার ফিলিস্কা চীৎকার

করিয়া উঠিল। এক লম্ফে দেমাত্রিস তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যুবতী সেনানী ষ্টলবার্গের বাহুবেষ্টন হইতে মুক্তি-লাভের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহার গাত্রবসন স্থানচ্যুত এবং শিথিল হইয়া গিয়াছে,—তাহার বিপুল কেশকলাপ মুক্ত হইয়া শুভ্রোজ্জ্বল স্কন্ধোপরি অস্তৃাত হইয়া পড়িয়াছে।

দেমাত্রিস এক লম্ফে তথায় উপস্থিত হইয়া, ষ্টলবার্গকে এক ঘুসা মারিলেন। ষ্টলবার্গ কয়েক হস্ত অন্তরে যাইয়া সশব্দে পতিত হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, বিকট চীৎকার করিতে করিতে পুনরায় দেমাত্রিসকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন। দেমাত্রিস পুন-রায় ভীমবেগে আঘাত করিলেন। ষ্টলবার্গ ভূতলে পড়িয়া রক্ত-বমন করিতে লাগিল। প্রহৃত ভগ্নকটী ভুজঙ্গ যেমন যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, ষ্টলবর্গের দশাও তদ্রূপ হইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সহসা তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল হইল—ষ্টলবর্গের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ফিলিস্কা

ঐ দিন রাত্রি নয় ঘটিকার সময় হসপোদার প্রিন্স ষ্টারবি পুনরায় তাঁহার নির্জ্জন খাসকামরায় আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি টেবিলের উপরিস্থ কাগজ-পত্রের দিকে থাকিলেও—তিনি তাহা দেখিতেছিলেন না। গাঢ় চিন্তায় তাঁহার চিত্ত অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি উদাসদৃষ্টিতে শূন্যপথে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। সহসা তিনি ললাট-ফলকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "মানুষ মাত্রেই নির্ব্বোধ! তাহারা প্রতিপ্রত্তি লাভের জন্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ কি হইল! আমি কি পাগল হইব না কি!"

এই সময়ে একজন কর্ম্মচারী আসিয়া কাউণ্ট করোনিনীর উপস্থিত সংবাদ জ্ঞাপন করিল। প্রিন্স তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য ইঙ্গিতে অনুমতি করিলেন। অবিলম্বে একজন প্রৌঢ় অস্ত্রীয় কর্ম্মচারী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি যে ভাবে অভিবাদন করিলেন, তাহাতে তিনি যে নিম্নতম কর্ম্মচারী—তাহা না বুঝাইয়া, তিনিই যে প্রভু—প্রিন্স যে তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী আজ্ঞাবহ—সেই ভাবই প্রকটিত হইতে লাগিল।

প্রিন্স প্রথমেই কহিলেন, "বড়ই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা জেনারেল!"

কাউণ্ট। অতীব ভয়[illegible]জন নবীন অস্ত্রীয় সেনানী নির্দ্দয়ভাবে নিহত হইয়াছে।

প্রিন্স। কুপিত—উত্তেজিত করিবার কারণও যথেষ্ট ছিল শুনিয়াছি।

কাউণ্টের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কুঞ্চিত ললাটে ভ্রূ-ভঙ্গি

করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি হত্যাকারীকে রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছেন না কি ?"

প্রিন্স। আমি দেমাত্রিস বেরাণির পৃষ্ঠপোষক বা রক্ষাকারী নই কিন্তু—

কাউণ্ট। তাহাকে রক্ষা করিবার আপনার কোন ক্ষমতা নাই। সামরিক বিধানে তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে। কাল প্রত্যূষে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

প্রিন্স। না—তাহা কখনই হইবে না।

কাউণ্ট। নিশ্চয় হইবে।

প্রিন্স। আপনি বুঝিতেছেন না, ইহাতে বিপদের মাত্রা কতদূর বাড়িবে—একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত—

কাউণ্ট। কিছুমাত্র না। অস্ট্রিয়ার একখানি তরবারিতেও যতক্ষণ শক্তি সামর্থ্য থাকিবে—ততক্ষণ কোন বাধা বিঘ্নকেই ইহা গ্রাহ্য করিবে না।

প্রিন্স বিরক্তিভরে অধর দংশন করিয়া, কক্ষ মধ্যে পদ-চারণা করিতে লাগিলেন। কাউণ্ট নির্ব্বিকার ভাবে তরবারির উপর ভর দিয়া—দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার সেই ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে কোন দর্শক উপস্থিত থাকিলে দেখিত, সুলতানের প্রতিনিধির অপেক্ষা অস্ত্রীয়-সেনানীর শক্তি-সামর্থ্য কত অধিক।

প্রিন্স সহসা দণ্ডায়মান হইয়া, নিতান্ত কাতরস্বরে কহিলেন, "কাউণ্ট! আমার অনুরোধ এ বিষয় লইয়া অধিক গোলযোগ করিবেন না। দেশের রাজবিধান কখনই দেমাত্রিসকে ঘাতকের করে তুলিয়া দিতে দিবে না। এখানে সামরিক বিধান খাটিবে না। তাহার প্রতি আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। বিদেশীয় সংবাদ-পত্রগুলা

ইহারই মধ্যে ওয়ালেশিয়ার কার্য্য-কলাপ লইয়া মহা হৈ চৈ আরম্ভ করিয়াছে—"

কাউণ্ট। সে দিকে লক্ষ্য রাখিবার আমার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমাদের ভিয়ানার সংবাদ-পত্রের মতামতেরই আমরা মুখাপেক্ষী।

প্রিন্স। কাউণ্ট! আমিও স্বাধীন নই—আমাকেও আমার সম্রাটের নিকট এ কার্য্যের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের দিকে আমার সম্পূর্ণ লক্ষ্য আছে। আমি মনে প্রাণে অষ্ট্রিয়ার পক্ষপাতী। আমি সদা সর্ব্বদা সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছি—যে দিনে আমার এ মুখের মুখোস খসিয়া পড়িবে—যে দিনে অষ্ট্রিয়া এবং রুসের সম্মিলিত শক্তি আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত সে সুসময় উপস্থিত না হয় ততদিন আমাকে তুর্কী গভর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টি করিয়া চলিতে হইবে।

কাউণ্ট। প্রিন্স! আমার কর্ত্তব্য অবধারিত হইয়া গিয়াছে—কাল প্রত্যূষে ষ্টলবার্গের হন্তার নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড হইবে।

প্রিন্স। একটা কথা শুনুন। ভূস্বামী আলিশিওর কন্যার উপর অত্যাচার করাতেই, এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আলিশিও একজন ক্ষমতাশালী লোক—তাঁহারও বিস্তর বন্ধু-বান্ধব আছে। ইহাঁরা বহুবার অনেক দরখাস্ত করিয়াছেন কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে মনোযোগী হয় নাই। এখন যদি দেমাত্রিস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়—ইহা লইয়া একটা মহা গোলযোগ বাধিবে—একটী——

কাউণ্ট। যথেষ্ট হইয়াছে! আমি তাহার জন্য দায়ী। স্মরণ রাখিবেন, অষ্ট্রিয়ার জন্যই আপনি আজ এই পদে প্রতিষ্ঠিত। যদি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে বাসনা থাকে, কোনরূপে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের প্রতিকূলতাচরণ করিবেন না। এখন আমি বিদায় হইলাম।

এই কথা বলিয়া কাউণ্ট প্রস্থান করিলেন। প্রিন্স পুনরায় অধর-দংশন করিলেন। তাঁহার যে কোন ক্ষমতা নাই—যত দিন অষ্ট্রিয়ার মন জোগাইয়া চলিতে পারিবেন, তত দিনই যে তাঁহার পদ-গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন।

কাউণ্টের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী মহাশয় পুনরায় প্রিন্সের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ভূম্যধিকারী আলিশিও যে কন্যার সহিত দ্বারদেশে সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান, তাহা জ্ঞাপন করিলেন।

প্রিন্স বিরক্তিভরে কর সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "বল গিয়া আমি বড় ব্যস্ত—কেহ যেন আমায় বিরক্ত না করে।"

কর্ম্মচারী চলিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে বৃদ্ধ আলিশিও কন্যার হাত ধরিয়া সেই প্রকোষ্ঠ-দ্বারে উপনীত হইলেন। ফিলিস্কা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, গভর্ণর সাহেবের পদ-যুগল ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "দয়া করুন প্রিন্স! যদিও দয়া করিতে কুণ্ঠিত হন—অন্ততঃ সুবিচার করুন।"

আলিশিও কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, কর্ম্মচারীকে হস্ত সঞ্চালনে কক্ষ ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। লোকটা দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

প্রিন্স শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "উঠ এবং এরূপ ভাবে উপস্থিত হইবার কারণ ব্যক্ত কর।"

কুমারী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, "আমার পিতার মুখেই সকল কথা শুনুন।"

বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী বলিতে লাগিলেন, "এক সময়ে আপনার সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল—যে কারণেই হউক আমি সে সৌহৃদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি সম্পূর্ণরূপে আপনার দয়ার উপর নির্ভর করিতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক সুবিচার করুন। কি কারণে আমরা আসিয়াছি, বোধ হয়, না বলিলেও বুঝিতে পারিয়াছেন।"

প্রিন্স নিতান্ত বিষণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "সবই আমি শুনিয়াছি। এ দুর্ঘটনায় আমি যে কি পর্য্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব। কাউন্টকে কিছু পূর্ব্বে আমার নিকট ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম। বিস্তর অনুনয় করিলাম—অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিলাম—আমার যত শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।"

ফিলিস্কা পুনরায় নতজানু হইয়া প্রিন্সের সম্মুখে বসিয়া পড়িল এবং প্রসারিত যুক্তকরে নিতান্ত কাতরকণ্ঠে কহিল, "অমন কথা বলিবেন না। দেমাত্রিস বেরাণিকে হত্যা করিতে অনুমতি দিবেন না। রক্ষা করুন তাহাকে—এরূপ অত্যাচারের কখনই প্রশ্রয় দিবেন না। তাহার কোন দোষ নাই—হত্যা করিব বলিয়া সে অস্ত্রীয় সেনানীকে মারে নাই। আত্মরক্ষা করিতে গিয়াই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।"

কুমারী আর বলিতে পারিল না। উদ্গত বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সুন্দরী নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া করাচ্ছাদনে মুখপঙ্কজ আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শিথিল কেশ-পাশ বক্ষ, পৃষ্ঠ এবং অংসোপরি বিলম্বিত হইয়া পড়িল—নিবিড় বক্ষ ঘন ঘন দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রিন্স ষ্টারবির মত স্বার্থপর, কঠোর হৃদয়ও এ দৃশ্যে বিচলিত হইয়া উঠিল।

আলিশিও কন্যার কাতর প্রার্থনায় যোগ দিবার জন্য তাহার পার্শ্বে যুক্তকরে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দৃশ্য আরও হৃদয়-বিদারক। প্রিন্সের সহস্র ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কঠোর অন্তরও বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি পিতাপুত্রীকে উঠিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রিন্স কক্ষমধ্যে পদ-চারণা করিতে লাগিলেন। অস্ত্রীয় সেনাপতির কঠোর আদেশ স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র, তাঁহার হৃদয় পূর্ব্ববৎ মায়া-মমতা বর্জ্জিত কঠোর হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদিগকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অস্ট্রিয়ার সামরিক বিচারালয় যে দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়াছে,—তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার আমার কোনই অধিকার নাই।"

ফিলিস্কা পুনরায় সরোদনে পিতাকে কহিল, "পিতা—পিতা প্রিন্সকে দয়া করিতে বলুন! এরূপ অন্যায় অবিচার করিতে নিষেধ করুন।"

পিতা কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "কি আর বলিব বৎসে! তোমার এই হৃদয়ভেদী বিষণ্ণ দৃশ্যে প্রিন্স সবই বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই—জীবনটা রক্ষা করিতে পারেন।"

মাথা নাড়িয়া প্রিন্স কহিলেন, "তাহা হয় না—সে ক্ষমতা থাকিলে নিশ্চয় করিতাম।"

ফিলিস্কা কহিল, "প্রিন্স! আপনার এ ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। দয়া ধর্ম্ম এবং সুবিচারের খাতিরে সে শক্তির প্রয়োগ করুন। ন্যায় ধর্ম্মের পক্ষপাতী হউন—অস্ট্রিয়ান পৈশাচিক অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করুন। অস্ট্রিয়ার অত্যাচারের কথা বলিতে গেলে, বাস্তবিকই আমার তরুণ রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে। দেমাত্রিস আমার জন্যই বিপন্ন। আমি তাহাকে ভালবাসিয়াছি—দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বেও আমি জানিতাম না যে, তাহাকে আমি এতখানি ভালবাসি। প্রিন্স! দয়া করিয়া দেমাত্রিসের জীবনরক্ষা করুন। দেখুন তাহার জন্য কতগুলি জীবন বিপন্ন। আমার বৃদ্ধ পিতা কখনই এ আঘাত সহ্য করিতে পারিবেন না—আমার তরুণ জীবন চিরদুঃখময়, চির-নিরাশার অন্ধকারে আবৃত এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে এ দেহ ত্যাগ করিবে, তাহার পর তাহার পিতা মাতা এবং ভগিনী আছে। অস্ট্রিয়ার প্রতিহিংসা-বহ্নিতে আজ যদি দেমাত্রিসের জীবন ভস্মীভূত হয়, ভাবিয়া দেখুন কতগুলি হৃদয় তাহার শোকে মুহ্যমান এবং শতধা বিদীর্ণ হইবে।"

প্রিন্স। আচ্ছা আমি আর একবার কাউন্ট করোনিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমার যথাসাধ্য তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা পাইব এবং যত শীঘ্র সম্ভব ফলাফল আপনাকে জ্ঞাপন করিব।

ফিলিস্কা। প্রিন্স! দেমাত্রিসকে রক্ষা করুন। আমি আজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আপনার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব।

প্রিন্স আশা দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। অভাগিনী যন্ত্রণা-ব্যথিত-হৃদয়ে ছটফট করিতে লাগিলেন। মধ্য রাত্রিতে একজন পদাতিক এক পত্র লইয়া আসিল। আলিশিও পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ফিলিস্কা অধীরভাবে ঔৎসুক্যের সহিত পিতার মুখভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের কম্পিত হস্ত হইতে পত্র খসিয়া পড়িল। অভাগিনী বুঝিল আর কোন আশা নাই।

পিতাপুত্রীতে সেই গভীর রাত্রিতে পুনরায় গভর্ণর সাহেবের প্রাসাদাভিমুখে ছুটিলেন কিন্তু তত রাত্রে দ্বৌবারিক তাঁহাদিগকে আর প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিল না। তখন তাঁহারা অস্ত্রীয় সেনাপতি [illegible]উন্ট করোনিনীর প্রসাদ প্রার্থনায় তাঁহার আবাস-দ্বারে উপস্থি[illegible] হইলেন। তিনিও সাক্ষাৎ করিলেন না। তখন নিরাশোন্মত্ত পিতাপুত্রী তথাকার তুর্কী-কর্ম্মচারীর ভবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার তাঁহার সামর্থ্য নাই। সকল আশা ফুরাইল। তাঁহারা দেমাত্রিসের কারাগারে তখন উপস্থিত হইলেন। সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মন্তুদ। পাঠক আমাদের বর্ণনা অপেক্ষা কল্পনাবলে সে দৃশ্যের ছবি অঙ্কন করিবার প্রয়াস পাইবেন।

রজনী প্রভাতপ্রায়। বিষণ্ণ কাতর বৃদ্ধ পিতা কাতর দুহিতাকে লইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। গাড়ী বাড়ীর দিকে ফিরিল।

ফিলিস্কা সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। এ দুন্দুভি নিনাদ কেন? এত অস্ত্রিয়ার সমর-বাদ্য নয়! এ যে তুর্কীর রণবাদ্য! অভাগিনীর হৃদয় আশার সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে ঘন স্পন্দিত হইয়া উঠিল। তবে কি তুর্কী সেনা অস্ত্রিয়ার এই পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দিবার জন্য অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হইতেছে?

গাড়ী থামিল। বহু অশ্বের পদধ্বনি পরিশ্রুত হইল। উষার ধূসরালোকে পিতাপুত্রী দেখিলেন একদল তুর্কী অশ্বারোহী সবেগে অগ্রসর হইতেছে! কেন?

পিতাপুত্রী অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না। অশ্বা-রোহীদলের নেতা স্বয়ং ইসমাইল পাশা। তাঁহার পার্শ্বে তেবারিক বে। তাঁহারা বহুদূর হইতে অস্ত্রিয়ার অত্যাচারের কথা শুনিয়া—করোনিনীর পাশবিক আদেশ ব্যর্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। অস্ত্রীয় সেনার তুলনায় তুর্কী সৈন্য মুষ্টিমেয় হইলেও, বীরবর ইসমাইল পাশা ভীত হইলেন না। তিনি দেমাত্রিসকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

ইসমাইল পাশা তাঁহার অধীনস্থ সহস্র সৈন্য লইয়া, যে গলিতে কারাগার অবস্থিত—সেই গলিতে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। তেবারিক প্রিন্স ষ্টারবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

অস্ত্রীয় সৈন্য সাহস করিয়া বন্দীকে আটক রাখিবাব জন্য অগ্রসর হইতে পারিল না। ইসমাইলও স্বহস্তে বন্দীকে মুক্ত করিলেন না।

কাউণ্ট করোনিনী ব্যর্থমনোরথ হইয়া রাগে ফুলিতে লাগিলেন। তুর্কীর সহিত যুদ্ধে সাহস করিলেন না। বুঝিলেন এখনই বুকারেষ্টের পথঘাট অস্ত্রীয় সেনার রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিবে। দেমাত্রিস মুক্তি পাইয়া, ফিলিস্কাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। এ আনন্দ-সম্মিলনের মধ্যেও একটা বিষয়

তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে তিনি মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইতে লাগিলেন। যে জিলার উপর একদিন তিনি অত্যাচার করিয়াছিলেন, আজ তাহারই স্বামীর দয়ায় তাঁহার জীবন—স্বাধীনতা—সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া পাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তিনটী পন্থা

রোডাভনে ছয় শত অস্ত্রীয় সেনা এবং দেড়শত মাত্র তুর্কী সেনা অবস্থান করিতেছিল। অস্ত্রীয় সেনার সংখ্যাধিক্য বশতঃ মুষ্টিমেয় তুর্কী সেনা যাহাতে তাহাদের সহিত কোনরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, যথাসাধ্য তাহারই চেষ্টা করিত। তথাপি সময়ে সময়ে তাহাদের বর্ব্বরতা অত্যাচার এবং উৎপীড়ন দেখিয়া তাহাদের হৃদয়-শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত।

দিনদেব প্রভাত গগন ছাড়িয়া, মধ্যাহ্নাকাশে বিরাজ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, এই সময়ে যদি একবার ভূম্যধিকারী বেরাণীর বৈঠকখানার মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিতে পাইবে ছয় জন কিংবা সাত জন অস্ত্রীয় সেনানী তথায় সমবেত হইয়া, উৎকট নৈশ আমোদে উন্মত্ত হইয়াছে। টেবিলের উপর মদের বোতল, ডিকেণ্টার প্রভৃতি সজ্জিত—তাম্রকূট ধূমে গৃহ আচ্ছন্ন। থাকিয়া থাকিয়া সকলে মিলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া, বে-সুরে গান ধরিতেছে। পাদুকা কর্দ্দমে সুন্দর জাজিম মলিনীকৃত করিয়া, তরবারির অগ্রভাগ দিয়া বহুমূল্যের

মেহাগ্নি কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহসজ্জা সকল নষ্ট করিয়া, যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে, তাহারা যে কোন সভ্য দেশের সেনা তাহা বোধ হয় না।

তাহারা থাকিয়া থাকিয়া বিকট চীৎকার করিয়া অশ্লীল গীত গাহিতেছে। অনেকেই ইহার মধ্যে বে-এক্তার হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা এখনও সংযত আছে, তাহারাও উহাদিগকে থামাইবার কোনই প্রয়াস পাইতেছে না।

গৃহস্বামী স্ত্রী এবং কন্যাদের লইয়া প্রাসাদের এক প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিকট চীৎকার ধ্বনি সে স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিতেছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অশ্লীল গানগুলি ভাল শোনা যাইতেছে না বলিয়াই রক্ষা। পরিচারকবৃন্দ তটস্থ হইয়া, অতি সামান্য মাত্র আদেশ পালন করিবার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

সহসা একটা মাতাল বলিয়া উঠিল, "এ মজলিসে স্ত্রীলোক উপস্থিত না থাকায়, শোভা পাইতেছে না।"

প্রত্যুত্তরে অপর কহিল, "নিশ্চয় না। কিন্তু গৃহস্বামিনী বুড়ীটাকে চাই না—আছি সুন্দরী কন্যাদের হইলে এ মজলিসের মান রক্ষা হয়!"

তৃতীয় মাতাল কহিল, "কে এমন বেরসিক যে বুড়ীর কামনা করে? তাহার মেয়েদের ডাক—সুলোচনাদের সম্মুখে আমরা মদ খাইব—মদের গ্লাস সুন্দরীর অধর-সুধাসিক্ত না হইলে—খাইয়া আরাম নাই।"

অপর ব্যক্তি মহানন্দে কহিল,—"ঠিক বলিয়াছ—তাহার পর সেই মদের গ্লাস আমরা অধরে তুলিয়া ধরিব। দাঁড়াও আমি একটা গান গাই!"

মাতালটা বেস্থরে, বেতালে—বিকট রাগিণীতে একটা গান ধরিল।

প্রথম মদ্যপ কহিল, "রাখিয়া দাও তোমার গান—শুধু গান ভাল লাগে না। মেয়ে মানুষ চাই—স্থন্দরী—যুবতী!"

তাহার স্বরে স্বর মিলাইয়া অবশিষ্ট সকলে,—"স্থন্দরী যুবতী"—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। একজন্য উঠিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল। অবিলম্বে একজন ভৃত্য বিশুষ্কমুখে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

একজন প্রাচীন সেনানী ভৃত্যকে কহিল, "যাও গৃহস্বামীর কন্যা-দের এখানে ডাকিয়া আন—তাহারা আসিয়া আমাদের এ সভায় শোভা বৃদ্ধি করিবে।—ও কি! দাঁড়াইয়া রহিলে যে? যাও—শীঘ্র গিয়া সংবাদ দাও।"

অপর কহিল, "সংবাদ নয়—আদেশ জানাও! [illegible]লোকটার হ'ল কি! অমন করিয়া চাহিতেছে কেন? কেন আমরা কি তাহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ করিয়াছি।"

পূর্ব্ববক্তা তখন আরও কুপিত হইয়া কহি[illegible] "[illegible]বিলম্বে [illegible]দি আমাদের আদেশ পালন না করে, নিশ্চয় এখন[illegible]াণদণ্ডের আদেশ উচ্চারিত হইবে।"

এই বলিয়া সেনানী একটা পিস্তল বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। ভৃত্য ভয়ে আড়ষ্ট। সেনানীপ্রবর পিস্তল তুলিয়া লইয়া কহিল, "যাও—শীঘ্র আমার আদেশ যুবতীদের [illegible]ও! এখনও বলিতেছি যাও—শীঘ্র—অবিলম্বে—ছুটিয়া গিয়া—পাঁচ [illegible]নিটের মধ্যে তাহাদের এখানে লইয়া আইস! যাও!"

ভৃত্য কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "মাপ করিবেন, আমি এ আদেশ পালন করিতে পারিব না। এ সংবাদ লইয়া যাইতে আমার সাহস

হইবে না—সাহস হইলেও আমি পারিব না। আজ পনের বৎসর আমি ইহাদের রুটী খাইতেছি। কখনও কেহ আমার প্রতি একটী রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই আমি পীড়িত হইলে, ইহাঁরা প্রাণপণ যত্নে আমার সেবা করিয়াছেন। আমি অকৃতজ্ঞ নহি। আমায় ক্ষমা করিবেন—এ আদেশ আমার দ্বারা প্রতিপালিত হইবে না।"

পিস্তল উদ্যত করিয়া মদ্যপ কহিল, "দেখ্ এ ঠাট্টা বিদ্রূপের বায়গা নয়। বার বার তিনবার——"

আর একটা মাতাল কহিল, "আঃ অত কেন? এইবার শেষ বার! যদি হুকুম তামিল না করে—ছুঁড়ী কয়টাকে এখানে আনিয়া দিতে সম্মত না হয়—তাহার আবর্জ্জনা ভরা মাথার ভিতর একটা গুলি চালাই[illegible]দাও!"

আর এ[illegible] জন কহিল, "না—না, তাহা হইবে না। উহাকে [illegible]ও!"

[illegible] অপর কহি[illegible], "তিন [illegible]র বারও যদি ও সম্মত না হয়, শূকরের মত [illegible]কে [illegible]লি ক[illegible]য়া মার।"

ভৃত্য [illegible]কারে কহিল, "ভদ্র মহোদয়গণ! আমি তুর্কী নই—আমি [illegible]দের মত খৃষ্টান। তুর্কীরা—"

বাধা দি[illegible] একটা মদ্যপ কহিল, "শুনিলে আস্পর্দ্ধার কথা। বলিতে যাই[illegible]ছিল, তুর্কীরা আমাদের অপেক্ষা ভাল। বুঝিতেছ সকলে ইহারা[illegible]দের ঘৃণা করে।"

ভৃত্য [illegible], "কেমন করিয়া আমরা আপনাদের ভালবাসিব? [illegible] ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে ভালবাসা জন্মায় না। আপনারা [illegible] আমাদের রক্ষাকর্ত্তা তাহার প্রমাণ দেখান—দেখিবেন তখন আমরা কত ভালবাসি!"

কুপিত সেনানী আরও কুপিত হইয়া কহিল, "কে চায় তোর মত শূকরের ভালবাসা ?"

সেই সঙ্গে সকলে মিলিয়া বলিয়া উঠিল, "কে চায় শূকরের ভাল বাসা! বারে বারে তিন বার। হয় ছুঁড়িদের---না হয় গুলি !"

উদ্যত-পিস্তল সেনানী কহিল, "দেখ পিস্তলটা দু-নলা। দুই নলে দুইটা গুলি আছে। আমার লক্ষ্য কখন ভ্রষ্ট হয় না। যদি শেষ বারেও অবাধ্য হস—ইহার গুলি ভীমনাদে তোর মাথার খুলি গুঁড়া করিয়া চলিয়া যাইবে !"

ভৃত্য সকলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনারা সকলে ইহাঁকে নিরস্ত করুন—এরকম মহাপাতক ঘটিতে দিবেন না।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "চুপ রও !"

ভৃত্য নিরাশ হইল কিন্তু সাহস হারাইল না। বক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া কহিল, "ভগবান আমায় রক্ষা করুন !"

পিস্তল ধারী কহিল, "এই প্রথম জিজ্ঞাসা করিতেছি—বল এখনই ছুঁড়ীদের আনিয়া দিবি কি না ?

বিশ্বস্ত ভৃত্য উত্তর করিল, "না।"

সেনানীপ্রবর অধিকতর কুপিত হইয়া কহিল, "বারেবার দুইবার —এখনও যাইবি কি না বল ?"

ভৃত্য কহিল, "না মহাশয়! তাহা পারিব না। ভগবানের দোহাই——"

বাধা দিয়া সেনানী তৃতীয়বার আজ্ঞা করিল। ভৃত্য পূর্ব্বং দৃঢ়তার সহিত কহিল, "না !"

মুহূর্ত্তের জন্য ভৃত্যের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল। সে কম্প ভয়ে নয়—হতভাগ্য নীরবে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। পর মুহূর্ত্তে পিস্তলের

ঘোড়া ছুটিল—একটা গুরু দ্রব্যের পতন শব্দ পরিশ্রুত হইল—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইল।

প্রভুভক্ত ভৃত্য সেই স্থানেই পড়িয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। গুলি তাহার মস্তিষ্ক উদ্ভিন্ন করিয়া, পশ্চাৎবর্ত্তী জানলার শাসি ভাঙ্গিয়া বাহির হইল। মুহূর্ত্তের জন্য হত্যাকারী এবং তাহার পাপের সহচরবৃন্দ—সকলেই নিস্তব্ধ, হতবুদ্ধি। সকলেই বুঝিল কাজটা অন্যায় হইয়াছে।—বিবেকের কষাঘাতে সকলেই ক্ষণেকের জন্য ব্যথিত। যদি তাহারা বর্ব্বর বন্য জাতি হইত, নরহত্যাজনিত বিবেকের তাড়না সহজে পরিহার করিতে পারিত না। কিন্তু তাহারা সুসভ্য দেশের শিক্ষিত বর্ব্বর—নরহত্যার মত মহাপাপের অনলদাহনকে তাহারা প্রচ্ছন্ন রাখিবার শক্তি রাখে। প্র... ন হৃদয়-ভাব গোপন করিয়া একটু হাসিল। দ্বিতীয় তাহার অনু... বাহাদুরী লইবার জন্য, হাসির মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়া দি...। ক্রমশঃ সকলে সেই হাস্যে যোগ দিয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। তাহার পর ... তরঙ্গে হৃদয়ের অবসাদ ডুবাইতে বসিল।

...য়া ... কদ্বার্কা-মুক্ত করিয়া গৃহস্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা ... লেন, "মহাশয়গণ! পিস্তলের শব্দ কি জন্য হইল? ও ভগবান! ...? কি সর্ব্বনাশ!"

রক্তাক্ত ... পতিত ভৃত্যের উপর দৃষ্টি-পড়িবামাত্র তিনি তাহার পার্শ্বে ছুটিলেন। ভৃত্যের পরিণাম দেখিয়া চক্ষে জল আসিল—তিনি রোদন করিতে ...ন। সহসা চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন—ক্রোধে এবং ঘৃণায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আত্মসংবরণে ... হইয়া, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "খুনে ঘাতুকের ... তোরা মানুষ না পিশাচ? ভগবানের প্রতিহিংসা এখনও তোদের ...য় কেন পড়ে নাই? অভিশপ্ত অস্ত্রীয় অত্যাচারের অভিশপ্ত যন্ত্র

তোরা—শয়তানের চেলা তোরা—ভগবানের কোপবজ্র তোদের মাথা পড়ুক। হায় নির্ম্মম রক্তলোলুপ পিশাচের দল। এ তোরা কি করিয়াছিস্? না আর সহ্য হয় না!"

হত্যাকারী বজ্রগর্জ্জনে কহিল, "চুপ রও! উন্মত্ত বৃদ্ধ! এখনও বলিতেছি চুপ কর—নচেৎ তোরও দেহ ঐ ভৃত্যের পার্শ্বে লুণ্ঠিত হইবে। এখনও পিস্তলে একটী গুলি ভরা আছে।"

বৃদ্ধ ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "মার—খুন কর ঘাতুক এই আমি দাঁড়াইয়া আছি!"

সেনানী কহিল, "তাহাই হইবে। যদি এই মুহূর্ত্তে এ কক্ষ করিয়া না যাইবি—সত্যই আমি তোকে খুন করিব। যাও—শীঘ্র——"

সহসা সকলে বলিয়া উঠিল, "শোন! ও কিসের শব্দ

বহুলোকের পদশব্দ—অশ্বপদ-ধ্বনি এবং অস্ত্র ঝনাৎকার সমবেত সকলে শিহরিয়া উঠিল। গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া দেখিল, একদল তুর্কী সেনা—সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে—সংখ্যা... তাহারা অল্প।

অস্ত্রীয় সেনানীদের মধ্যে প্রধান যিনি কহিলেন, ... সেনানিবাসে সংবাদ পাঠাও—নিশ্চয় তাহারা কোন ... আসিতেছে। আসুক শীঘ্রই মূঢ়তার প্রতিফল পাইবে।"

ভূম্যধিকারী গবাক্ষ দিয়া হাত বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "শীঘ্র—শীঘ্র! খুনে ঘাতুকদের বন্ধন কর।"

"চুপ রও!" বলিয়া পিস্তলধারী পুনরায় লক্ষ্য করিল ... বার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল—গুলি কাচ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধ ক্ষতদেহে প্রাসাদ-পুরোবর্ত্তী ময়দানের অভিমুখে ছুটিলেন। অশ্বারোহীদের ... নায়ক সেই দিকে ছুটিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ আবার আনন্দে ... হইয়া উঠিলেন—অশ্বারোহী স্বয়ং তেবারিক বে।

ঘোড়া ছুটিল—একটা গুরু দ্রব্যের পতন শব্দ পরিশ্রুত হইল—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইল।

প্রভুভক্ত ভৃত্য সেই স্থানেই পড়িয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। গুলি তাহার মস্তিষ্ক উদ্ভিন্ন করিয়া, পশ্চাৎবর্ত্তী জানলার শাসি ভাঙ্গিয়া বাহির হইল। মুহূর্ত্তের জন্য হত্যাকারী এবং তাহার পাপের সহচরবৃন্দ —সকলেই নিস্তব্ধ, হতবুদ্ধি। সকলেই বুঝিল কাজটা অন্যায় হইয়াছে। —বিবেকের কষাঘাতে সকলেই ক্ষণেকের জন্য ব্যথিত। যদি তাহারা বর্ব্বর বন্য জাতি হইত, নরহত্যাজনিত বিবেকের তাড়না সহজে পরিহার করিতে পারিত না। কিন্তু তাহারা সুসভ্য দেশের শিক্ষিত বর্ব্বর—নর-হত্যার মত মহাপাপের অনলদাহনকে তাহারা প্রচ্ছন্ন রাখিবার শক্তি রাখে। [illegible]ন হৃদয়-ভাব গোপন করিয়া একটু হাসিল। দ্বিতীয় তাহার অ[illegible]গ বাহাদুরী লইবার জন্য, হাসির মাত্রা আরও একটু বাড়াইয়া দি[illegible]। ক্রমশঃ সকলে সেই হাস্যে যোগ দিয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। তাহার পর [illegible] তরঙ্গে হৃদয়ের অবসাদ ডুবাইতে বসিল।

[illegible]সা [illegible]রুদ্ধা[illegible] মুক্ত করিয়া গৃহস্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং [illegible]য়াচ্[illegible] জিজ্ঞাসা [illegible], "মহাশয়গণ! পিস্তলের শব্দ কি জন্য হইল? ও ভগবান! [illegible]? কি সর্ব্বনাশ!"

রক্তাক্ত পতিত ভৃত্যের উপর দৃষ্টি-পড়িবামাত্র তিনি তাহার পার্শ্বে ছুটিলেন। [illegible]ভৃত্যের পরিণাম দেখিয়া চক্ষে জল আসিল—তিনি রোদন করিতে [illegible]লেন। সহসা চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন—ক্রোধে এবং ঘৃণা[illegible] তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আত্মসংবরণে অসম[illegible]হইয়া, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "খুনে ঘাতুকের দল! তোরা মানুষ না পিশাচ? ভগবানের প্রতিহিংসা এখনও তোদের মাথায় কেন পড়ে নাই? অভিশপ্ত অস্ত্রীয় অত্যাচারের অভিশপ্ত যন্ত্র

তোরা—শয়তানের চেলা তোরা—ভগবানের কোপবজ্র তোদের মাথায় পড়ুক। হায় নির্ম্মম রক্তলোলুপ পিশাচের দল। এ তোরা কি করিয়াছিস্? না আর সহ্য হয় না!"

হত্যাকারী বজ্রগর্জ্জনে কহিল, "চুপ রও! উন্মত্ত বৃদ্ধ! এখনও বলিতেছি চুপ কর—নচেৎ তোরও দেহ ঐ ভৃত্যের পার্শ্বে লুণ্ঠিত হইবে। এখনও পিস্তলে একটী গুলি ভরা আছে।"

বৃদ্ধ ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "মার—খুন কর! খুনে ঘাতুক এই আমি দাঁড়াইয়া আছি!"

সেনানী কহিল, "তাহাই হইবে। যদি এই মুহূর্ত্তে এ কক্ষ ত্যাগ করিয়া না যাইবি—সত্যই আমি তোকে খুন করিব। যাও—শীঘ্র——"

সহসা সকলে বলিয়া উঠিল, "শোন! ও কিসের শব্দ [illegible]"

বহুলোকের পদশব্দ—অশ্বপদ-ধ্বনি এবং অস্ত্র ঝনাৎ[illegible]র সমবেত সকলে শিহরিয়া উঠিল। গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া দেখিল, [illegible]কদল তুর্কী সেনা—সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে—সংখ্যা[illegible] তাহারা অল্প।

অস্ত্রীয় সেনানীদের মধ্যে প্রধান যিনি কহিলেন, "[illegible]ও শীঘ্র আ[illegible]র সেনানিবাসে সংবাদ পাঠাও—নিশ্চয় তাহারা কোন অ[illegible] আসিতেছে। আসুক শীঘ্রই মূঢ়তার প্রতিফল পাইবে।"

ভূম্যধিকারী গবাক্ষ দিয়া হাত বাড়াইয়া চীৎকার করি[illegible] ডাকিলেন, "শীঘ্র—শীঘ্র! খুনে ঘাতুকদের বন্ধন কর।"

"চুপ রও!" বলিয়া পিস্তলধারী পুনরায় লক্ষ্য করি[illegible]বার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল—গুলি কাচ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া গেল। বৃদ্ধ [illegible]ক্ষতদেহে প্রাসাদ-পুরোবর্ত্তী ময়দানের অভিমুখে ছুটিলেন। অশ্বারোহীদ[illegible] নায়ক সেই দিকে ছুটিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ আবার আনন্দে [illegible] হইয়া উঠিলেন—অশ্বারোহী স্বয়ং তেবারিক বে।

বৃদ্ধ যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। মুহূর্ত্তে তেবারিকের আদেশ প্রচারিত হইল। স্বয়ং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, কয়েক জন সৈন্যের সহিত উন্মুক্ত অসিকরে প্রাসাদাভিমুখে ছুটিলেন —অবশিষ্ট সৈন্য অট্টালিকা পরিবেষ্টন করিতে চলিল। অস্ত্রীয় সেনানীরা সকলেই কিন্তু কোন উপায়ে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কেবল একজন মাত্র—হত্যাকারী যে ধরা পড়িয়াছে। হতভাগ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে যাইতেছিল—জনৈক তুর্কী সেনা গুলি চালায়, তাহাতেই সে পদে আঘাত পাইয়া গড়াইয়া পড়ে।

অন্যত্র ভূম্যধিকারীর পুত্রের কি হইয়াছিল, তেবারিক বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "[illegible]নি লর্ড আলিশিও ও তাঁহার কন্যার সহিত পশ্চাতে আসিতেছেন। [illegible] পিতৃব্যের আদেশানুসারে আপনার সাহায্যার্থ অগ্রে আসিয়াছি[illegible]

শুনিয়া [illegible]নদশ্রুলোচনে বৃদ্ধ তেবারিককে আলিঙ্গন করিয়া শত শত ধন্যবাদ দিলে[illegible]। এই [illegible] যাহারা পলাতক সেনানীদের পশ্চাদ্ধাবন [illegible]ছিল, তাহা[illegible]—বিফল-প্রয়াস হইয়া ফিরিয়া আসিল।

বৃ[illegible] ভীত হইয়া কহিলেন, "সর্ব্বনাশ! এইবার সমগ্র অস্ত্রীয় সেনা বা[illegible]হইতে বাহির হইয়া আক্রমণ করিবে। কত নরহত্যা— কত লুণ্ঠন[illegible] কত যে অত্যাচার হইবে—হায় আমার কন্যাদের দশা কি হইবে!"

আশ্বা[illegible] তেবারিক কহিলেন, "নির্ভয়ে থাকুন। আমি মুষ্টিমেয় সৈন্য ল[illegible] উপস্থিত হইলেও অত্যাচারী অস্ত্রীয় সেনার গতিরোধ করিতে [illegible]। ভগবান চিরকাল ন্যায় ধর্ম্মাবলম্বীর হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করিয়া[illegible]ন।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধ

তেবারিক দেড়শত মাত্র সৈন্য লইয়া, ছয়শত অস্ত্রীয় সেনার সম্মুখীন হইবেন শুনিয়া, বৃদ্ধ প্রথমতঃ বিষণ্ণ এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল একটা বিগত ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। তিনি যখন রুস হস্তে বন্দী হইয়া রোডাভনের কারাগারে সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এই তেবারিকই অতি অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক রুস সেনাকে পরাজিত এবং বিতাড়িত [illegible]য়া দিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ তেবারিকের সহিত যুদ্ধে যোগ দিতে চাহি[illegible]ন। তিনি নিষেধ করিয়া কহিলে, "আপনার মূল্যবা[illegible]নকে বি[illegible]ন্ন করিবার আবশ্যক নাই—একখানি তরবারির অল্পাধিক্যে [illegible] এক[illegible] ক্ষ[illegible] হইবে না। আপনি আপনার কন্যাদের নিকট [illegible] যুদ্ধে যদি আমার পতন হয়, আমার পিতৃব্যকে লিখিবে[illegible] [illegible]ন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি।"

তেবারিক কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক, সৈন্য পরিচালনা করিবার জন্য সবেগে প্রস্থি[illegible]লেন।

খাস রোডাভন সহর হইতে ভূম্যধিকারীর প্রাসাদ [illegible]ই অন্তরে অবস্থিত। মধ্যে মুক্ত ময়দানের ব্যবধান মাত্র। তেবারি[illegible] সৈ[illegible] অগ্রসর হইতে হইতে শীঘ্রই অবগত হইলেন, [illegible] সেনা[illegible] [illegible]াবাট হইতে বাহির হইয়া অগ্রসর হইতেছে। তেবারিক সহসা তাঁহার

হইয়া সংক্ষেপে অথচ উত্তেজনাপূর্ণ স্বরে সেনাদিগকে সম্বোধন করিয়া, অত্যাচারী অস্ত্রীয় সেনার দণ্ডবিধান যে কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তুর্কীসেনা সোৎসাহে গর্জ্জিয়া উঠিল। তেবারিক অগ্রসর হইলেন।

অস্ত্রীয় সেনা সংখ্যায় ছয়শত। মুষ্টিমেয় তুর্কী-সেনা যে মুহূর্ত্তের জন্যও তাহদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবে না—তাহা তাহারা একরূপ উপলব্ধি করিয়াই বারিক হইতে বাহির হইয়াছিল। তাহাদের সম্মুখে দূরে দাঁড়াইয়া গুলি গোলা লইয়া যুদ্ধ করা যে বিপদমূলক তাহা তেবারিকও বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যতদূর সম্ভব তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

অস্ত্রীয় [illegible]না ময়দানে পড়িয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। উদ্দেশ্য—তু[illegible] সেনাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। এদিকে তু[illegible]সেনা তেবারিকের আদেশে যতদূর সম্ভব ঘন সন্নিবিষ্ট-ভাবে অবস্থা[illegible] করিতে [illegible]গিল। সহসা তাহারা শত্রু-সেনার দিকে [illegible] দাঁড়[illegible]ল [illegible] সর্ব্বপ্রথমে অনল উদ্গীরণ করিল। বৈরীপক্ষও সতেজে [illegible]ত্যুত্তর প্রদান করিল।

"এস [illegible]র সঙ্গে।" বলিয়া, মুক্ত তরবারিকরে তেবারিক তাঁহার মুষ্টি[illegible] সৈন্য লইয়া ভীমবেগে অগ্রসর হইলেন।

এ দৃ[illegible] শত্রুসৈন্য বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। সেনানীরা তুর্কী[illegible] বেষ্টন করিয়া ফেলিতে আদেশ প্রচার করিলেন। তুর্কীসেনা [illegible]জের বিপদ বুঝিয়া যারপর নাই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। [illegible] প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তেবারিকের [illegible] হইয়া আরোহীকে লইয়া ভূশায়িত হইল। মুহূর্ত্তে তিনি [illegible]য়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তুর্কী সেনা ভীমরবে গর্জ্জিয়া উঠিল।

তিনি তরবারি প্রহারে অস্ত্রীয় কলোনেলের প্রাণসংহার করিয়া, তাঁহার অশ্বে উঠিয়া বসিলেন।

পরিচালকের মৃত্যুসংবাদ সৈন্যদল মধ্যে প্রচারিত হইবামাত্র, অস্ত্রীয়া সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তুর্কীসেনা তাহাদের অনুসরণ করিল।

পলাতক অস্ত্রীয়া সেনা নগরের একটী গলিপথে উপস্থিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং অনুসরণকারী শত্রুসেনার গতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইল। তেবারিক অসি কোষ নিবদ্ধ করিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সন্ধির নিশান উড়াইয়া উগ্রসর হইলেন। একজন অস্ত্রীয় মেজর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ [illegible]রিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

তেবারিক কহিলেন, "আর বেশী রক্তপাত করিতে [illegible]মার ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ নগরমধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, নীরি[illegible]ান্ত প্রজারা বড়ই—"

মেজর। আপনারাই সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধ ঘোষণা [illegible]রিয়া[illegible]ন। [illegible] সেনাই সর্ব্বাগ্রে রণাভিলাষী হইয়া শত্রুভাবে সমবেত[illegible]।

তেবারিক। আপনারাই বা কোন মিত্রভাবে সাক্ষাৎ [illegible]ে আসিয়াছিলেন? সে কথা এখন থাক। ভূম্যধিকারীর বাটীতে [illegible]কটা অতি ভয়ঙ্কর খুন হইয়া গিয়াছে। হত্যাকারীরা সকলেই পলায়ন করিয়াছে। আইনানুসারে আমি তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতে চা[illegible]নি তাহাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন।

মেজর। আমাদের জেনারেল কাউণ্ট করোনিনীর প্রচারি[illegible] ব্যতীত আমরা অন্য আইন মানিতে সম্মত নই। [illegible]াবাট

তেবারিক। বাক্‌বিতণ্ডার আমার সময় নাই। জমিদারের তাঁহার

যাহারা যাহারা হত্যা করিয়াছে—এবং তাহাদের মধ্যে এখনও যাহারা জীবিত আছে, এই মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে আমার সমক্ষে হাজির করুন।

মেজর। যদি না করি!

তেবারিক। বিপদকে আহ্বান করিবেন মাত্র।

এই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী কোন অট্টালিকার একটা গবাক্ষ উন্মুক্ত হইল এবং একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল। তিনি এই নগরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার ভাবে বোধ হইতে লাগিল, তিনি কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন। গবাক্ষের এক পার্শ্বের পর্দ্দা ঈষদাপসারিত করিয়া তাঁহার সুন্দরী কন্যা সোৎসুক নয়নে দণ্ডায়মানা।

অস্ত্রী[illegible]য়া গলির শেষপ্রান্তে অবস্থিত, তুর্কীসেনা প্রবেশমুখে দণ্ডায়মান[illegible] উভয়দলের মধ্যে ব্যবধান বড় জোড় দুই শত হাত। মধ্যপথে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উন্মুক্ত-গবাক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া তেবারিক অস্ত্রীয় মেজরের সহিত [illegible] কাটাকাটি করিতেছেন। গলির উভয় [illegible] দুই অট্টালিকা[illegible]ক্ষে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠিত নরনারী ভয়-ব্যাকুলচিত্তে এই [illegible]গতি কোথায় অনুমান করিতেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "নির্ব্বিবাদী নগরবাসীর পক্ষ হইতে আ[illegible] অনুনয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, শান্তি বিরাজিত হউক। অস্ট্রিয়াবাসী কি আমাদের দেশে মিত্রভাবে আগমন করেন নাই? [illegible] তাহারা তাঁহাদের ব্যবহারে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন? তুর্কীরা [illegible] বন্ধু! আমাদের দেশবাসী প্রজা সুলতানের [illegible]—"

[illegible] গর্জ্জন করিয়া মেজর করিলেন, "চুপ রও! আমরা তোমার [illegible] শুনিতে চাই না!"

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, "ভাল—তাহা হইলে মনুষ্যত্ব এবং দয়ার দোহাই দিয়া বলিতেছি—"

মেজর। এখনও বলিতেছি চুপ কর। তোমার অনধিকার চর্চ্চার আবশ্যক নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট। কিন্তু আমার বক্তব্য যাহা বলিবই। দয়া এবং মনুষ্যত্বের নামে—

মেজর। এই মূর্খ গাধাকে ক কেহ নীরব করিবে না ?

সেনানীর মুখ দিয়া এই কথা বাহির হইবামাত্র, একজন অষ্ট্রীয় সেনা বন্দুক তুলিয়া লক্ষ্য করিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের চেতনাহীন মৃতদেহ তাঁহার কন্যার পদতলে গড়াইয়া পড়িল।

"পিতা!" বলিয়া, মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া, কন্যা পিতার মৃত-দেহের উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

"না,—এ অত্যাচারের প্রতিশোধ লওয়া চাই!"—এই বলিয়া তেবারিক সরোষে অসি কোষমুক্ত করিলেন।

ইঙ্গিত পাইয়া তুর্কী-সেনা ছুটিয়া আসিল। মেজর নিজ সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষের বন্দুক হইতে [illegible] গুলি-বৃষ্টি হইল। অষ্ট্রীয়-সেনার পৈশাচিক অত্যাচার স্বচ[illegible], তুর্কী-সেনা ক্রোধে ঘৃণায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মুস[illegible]র তরবারি এবং সঙ্গীনের আঘাতে রাজ-পথ মৃত এবং আহতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তুর্কী-সেনা নির্দ্দয়ভাবে অষ্ট্রীয় সেনাকে নিহত করিতে করিতে, তাড়াইয়া লইয়া চলিল। মেজরের মুণ্ড তেবারিকের তরবারিতে [illegible]চ্যুত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

পলায়নপর অষ্ট্রীয়-সেনা বাজারের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লই[illegible] পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর মধ্যে দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবে[illegible] [illegible]বাট তাহারা প্রতিহিংসাপরায়ণ তুর্কী-সেনার ক্রোধ হইতে নিস্তা[illegible] তাঁহার

না। অস্ত্রীয় সেনা যতক্ষণ পারিল, প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিল—কিন্তু কেহই শত্রুর নিকট দয়া প্রার্থনা করিল না।

তেবারিক সেনানীগণকে ধৃত করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। সকলেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কেবল একজন মাত্র ধৃত হইয়া, তাঁহার সমক্ষে নীত হইল। তিনি তাহাকে ভূম্যধিকারীর বাটীতে প্রহরীবেষ্টিত পাঠাইয়া দিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গুলি তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের আর্ত্তনাদে গগন-মেদিনী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সে স্থান হইতে বৃদ্ধ জমিদারের বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ধৃত সেনানীদ্বয়ের বিচার করিতে বসিলেন। তাহারা নিতান্ত কাতরস্বরে প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিল। তেবারিক তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। অতিবিলম্বে একটা উচ্চ বৃক্ষের শাখায় রজ্জু বিলম্বিত করিয়া তাহাদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে জ[illegible] আলিশিও, তাঁহার কন্যা সুন্দরী ফিলিস্কা এবং দেমাত্রিস বেরাণী রোডাভানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে আসিতে [illegible] তাহারা প্রাতঃকালের তাবৎ সংবাদই অবগত হইলেন।

দেমাত্রি[illegible] নিতান্ত অনুতপ্ত কাতরকণ্ঠে তাঁহার অতীত দুর্ব্ব্যবহারের কাহিনী তু[illegible] ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তেবারিক তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিলেন এবং পরস্পর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

কয়েক [illegible] পরে জমিদারদ্বয় পুত্রকন্যা লইয়া, সার্ভিয়ায় প্রস্থান করিলেন। যত দিন না ওয়ালেসিয়ার গোলযোগের অবসান হয়, ততদিন সেথায় অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন। তেবারিক ক্রিমিয়ায় [illegible] করিয়া [illegible] [illegible]ত্রিস বেরাণীর সহিত ফিলিস্কার শুভ পরিণয় এই [illegible] নির্ব্বাহিত হইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মেমিলন এবং প্রস্তরখনি

শিবাস্তপোলের যে অংশ কারাবালনিয়া নামে অভিহিত, তাহা পরিখা এবং প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত। এই পরিখা প্রভৃতি অর্দ্ধচন্দ্রাকার-কারিনীং উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নগর বাহিরে যে সকল দুর্গ ছিল, মালেকফ দুর্গ তাহাদের মধ্যে প্রধান।

এই মালেকফ দুর্গের অনতিদূরে মেমিলন নামক এক দুরারোহ অনুচ্চ পাহাড়। উচ্চ একশত ফুটের বেশী হইবে না। রুস ইহার উপর বড় বড় কামান সজ্জিত করিয়া দক্ষিণে ফরাসী সৈ... এবং বামে ইংরাজ বাহিনীকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ...লন মেলে-কফ বা শিবাস্তপোলে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ।

মেলেকফ দুর্গ এবং সামরিক বন্দরের মধ্য... স্থান ... বন্দী করিয়া খুব দৃঢ় করা হইয়াছিল। লোকে ইহাকে রেদন বা... । ...নর পুরোভাগেই ইংরাজ-চমূর অবস্থান। ইহার অনতিদূরে ... প্রস্তর-খনি ছিল। রুস-সেনা সেই স্থানে প্রস্তর সজ্জিত ক..., তাহার পার্শ্ব হইতে ইংরাজ-সেনার উপর গুলি বর্ষণ করিত। ...রবালনিয়া বা শিবাস্তপোলে প্রবেশ করিতে হইলে, ... মে...কফ দুর্গ জয় করা চাই। মেমিলন এবং রেদন এই মেলেক... প্রবেশের সিংহদ্বার।

আমরা যে সময়ে ওয়ালেসিয়ার ঘটনা লইয়া ব্যস্ত, সেই সময়ে ... দুই একটী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। ...নারেল ...রাবার্ট ফরাসী-সেনার পরিচালন-ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন,—পলিসার তাঁহার

স্থানে বরিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব সেনাপতি অপেক্ষা ইনি সমধিক সাহসী এবং অধ্যবসায়ী বলিয়া বিখ্যাত।

পলিসার সৈন্যপত্য লাভ করিয়াই কারাবেলনিয়ার বহির্দুর্গাদি হস্তগত করিতে মনস্থ করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড রগলনও তাঁহার মতে মত দিলেন। তখন উভয়ে মিলিয়া তুর্কী সেনাপতির নিকট তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সমর-বৈঠকে যথাকর্ত্তব্য অবধারিত হইল। ওমার স্বয়ং সদলবলে সারনিয়া উপত্যকায় রুস-সেনা আক্রমণ করিবেন স্থির হইল।

৬ই জুন অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় হইতে ইংরাজ এবং ফরাসির প্রায় পাচ[illegible] কামান একযোগে শিবাস্তপোলের উপর গোলাবর্ষণ করিতে [illegible]ম্ভ করিল। অবরুদ্ধ সেনাও নীরব রহিল না—তাহারাও সমতেজে [illegible]লাবৃষ্টি করিতে লাগিল। রাত্রি হইল—ক্রমে ক্রমে উভয় পক্ষই নির[illegible] হইলেন।

পরদিন ক্রিমিয়ার [illegible]খর বালারুণের স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইতে না [illegible]তে উভয় পক্ষের কামানের ভীমনাদে আকাশ-মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল। [illegible] দিন এইভাবেই অবিশ্রান্ত গোলাগুলি বৃষ্টি হইতে লাগিল। [illegible]কে তুর্কী সৈন্য সার্ণিয়ার অভিমুখে অভিযান করিল। চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী দূত ছুটিতে লাগিল। ফরাসি সৈন্য মেমিলনের অভিমুখে এবং ইংরাজ বাহিনী প্রস্তরখনির দিকে পিপীলিকার সারির মত অ[illegible] হইল।

ফ[illegible]। পদাতিক মেমিলনের বন্ধুর দুরারোহ গাত্র বহিয়া ধীরে [illegible]আরোহণ করিতে লাগিল। প্রদোষ তপনের স্তিমিত রশ্মি তখন [illegible] ড়িয়া হাসিতেছিল। হায়! কিয়ৎক্ষণ পরে এই স্থানই শত শত নররক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে।

মেজর হেজলউড এই সময়ে একজন সহযোগীর সহিত রেদনের প্রস্তরখনির অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সেনাদলের উপস্থিত অভিযানের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও, তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া, বন্ধুর সহিত যুদ্ধের ফলাফল দেখিতে আসিয়াছেন। বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ দেখ ফরাসি সৈন্য কেমন মধুব্রতের ঝাঁকের মত মেমিলন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে! রুষের কামান নীরব। ঝটিকারম্ভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের মত রুষবাহিনী নীরব—নিশ্চল!"

হেজলউডের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে, গিরি-শিখরস্থিত রুষের কামান ভীমনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল। পুরোবর্ত্তী ফরাসী সেনার উপর কয়েক মিনিট ধরিয়া বরষার বৃষ্টির মত [illegible] গুলিবৃষ্টি হইল। ফরাসী সেনা তথাপি নিরস্ত হইল না।

পর্ব্বতের সম্মুখভাগ এবং শীর্ষদেশ ধূমে অন্ধকার হইয়া উঠিল। কামান এবং বন্দুক-নিঃসৃত গুলিগোলা [illegible] দীপ্তির মত মুহুর্মুহু ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। সহসা একটা দমকা বা[illegible] আসিয়া সে নিবিড় ধূমপটল সরাইয়া দিল। এখন প্র[illegible] নিকট দাঁড়াইয়া যাহারা যুদ্ধ দেখিতেছিল—তাহারা দেখিল এ[illegible] উভয়পক্ষে কামান বন্দূক ফেলিয়া, অসি, বল্লম লইয়া হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সূর্য্য অস্তমিত হইলেন। অন্ধকার আসিয়া ধরণী[illegible] করিতে বসিল,—তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। যেমন পরস্পর কাটাকাটি মারামারি করিতেছিল, তেমনই করিতে লাগিল।

হেজ্বলউড আনন্দোচ্ছ্বসিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "[illegible] জিতিয়াছে। মেমিলন তাহাদের অধিকৃত হইয়াছে! না—না তাহা

হইল না। ঐ আবার তাহারা হটিয়া আসিতেছে। রুসের কামান আবার অনল উদ্গীরণ করিতেছে! যায়, সব বুঝি যায়! সমস্ত ফরাসি সেনা বুঝি পর্ব্বত হইতে বিতাড়িত হয়! না না দেখ—দেখ আবার ঐ ফরাসিরা অদম্য তেজে অগ্রসর হইতেছে। বাঃ বাঃ ঐ দেখ ফরাসীরা জিতিয়াছে! ঐ দেখ ফরাসি পতাকা পর্ব্বত-শীর্ষে তাহাদের বিজয় ঘোষণা করিয়া উড়িতেছে!"

এই সময়ে একটা আশ্চর্য্য দৃশ্য সংঘটিত হইল। ইংরাজের কামান হইতে একটা প্রকাণ্ড গোলা রুস-সেনার মধ্যে গিয়া সশব্দে পড়িয়া উদ্ভিন্ন এবং স্ফুরিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার তীব্রালোকে সে স্থানটা আলোকিত হইয়া উঠিল। যে বীরাগ্রগণ্য সাহসী ফরাসী সেনা সেই বিজয়-কেত[illegible]প্রোথিত করিতেছিল, সেই আলোকে, তাহার অবয়ব সুস্পষ্ট প[illegible]ক্ষিত হইল। হেজলউড তাহাকে চিনিতে পারিয়া সানন্দে চীৎকার ক[illegible]য়া কহিলেন, "এ[illegible] যে দেখিতেছি অদ্রিয়ান দিলেন্সি! ধন্য! ধন্য বী[illegible]!"

[illegible] ফরাসী পতাকা [illegible]ড্ডীন হইলেও, যুদ্ধের বিরাম হইল না। রুস সৈন্য [illegible]শক্তিতে ফরাসিদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল [illegible]রিল না। ফরাসীরা ক্রমশঃ তাহাদিগকে হটাইয়া লইয়া যাইতে লা[illegible]। তাহারা পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইবা মাত্র মালাকফ [illegible]র্গ হইতে তাহাদের উপর অজস্র গুলিবৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ঘনী[illegible] অন্ধকারে আর কিছুই পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল না। জেনারে[illegible] পালিসার যে স্থানে অবস্থিত ছিলেন, সেই স্থান হইতে ক্র[illegible] হাউই উঠিতে লাগিল। সঙ্কেত পাইয়া রণবিজয়ী ফরাসী-সেনা আর অধিকদূর অগ্রসরে নিরস্ত হইল।

ইতিমধ্যে প্রস্তর-খনিতেও ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গেল। বহু রক্ত-পাতের পর রণদুন্দুভি বাজাইয়া ইংরাজ-বাহিনী তথায় আপনাদের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করিয়া বিজয় ঘোষণা করিল।

প্রভাত হইল। এখন আর কোথাও কোন গোলযোগ নাই। হেজলউড ফরাসি সেনা-নিবাসে দিলেন্সির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলে, হেজলউড গত রাত্রির ঘটনার উল্লেখ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। দিলেন্সি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত রাত্রিতে তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে? এখন কি আর তুমি ওমার পাশার নিকট নাই?"

হেজল। না। আমি আমার নিজের সেনাদলে ফিরিয়া আসিয়াছি। পাশা বড়ই সদ্বিবেচক—বড়ই মহানুভব। তাঁহার অধীন থাকাতে আমার বিশ্রাম করিবার আদৌ অবসর ছিল না। কেথারাইনের নিকট দুই দণ্ডও আমি যাপন করিতে পারিতাম না। সেইজন্য তিনি আমাকে সে কার্য্য হইতে অবসর দিয়াছেন—এখন আমি অধিকাংশ সময়ই কেথারাইনের সহবাসে অতিবাহিত করিতে পাই।

দিলেন্সি। বড়ই সুখী হইলাম। আমি আজই ক্রিমিয়া ত্যাগ করিব।

হেজল। কেন? কি জন্য!

দিলেন্সি। জেনারেল পলিসারের কাগজ-পত্র দাখিল করিতে।

হেজল। বুঝিয়াছি। এ সংবাদে আমি বড়ই সুখী হইলাম। গত রাত্রে তুমি যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ—তাহার [illegible] পারিতোষিক তোমার সম্রাট স্বহস্তে তোমাকে দিবেন বলিয়া,—সেনাপতি তোমাকেই এ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

দিলেন্সি। আমার কিন্তু রণস্থল ত্যাগ করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কি করিব—সেনাপতির আদেশ।

হেজল। ইংলণ্ডেও তাহা হইলে যাইবে? অন্তরের সহিত আশা করি, এইবার তুমি বিবাহ করিয়া আসিবে। আমার একখানা পত্র লইয়া যাইবে?

দিলেন্সি। খুব। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একঘণ্টা অবসর পাইব। সেই সময়টুকু তোমাদের ওখানে অতিবাহিত করিব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

মালাকফ দুর্গ

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দশদিন পরে অর্থাৎ ১৭ই জুন অতি প্রত্যুষে একজন রুষ সেনানী ত্বরিত পদে প্রধান সেনাপতির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রিন্স [illegible] রূপ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। অদ্য শয্যাত্যাগ করিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক খাস কামরায় উপবিষ্ট ছিলেন, সেনানীকে শশব্যস্তে তথায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?"

সেনানী। আমি দূরবীক্ষণ সাহায্যে ইংরাজ এবং ফরাসী শিবিরের অবস্থা দেখিতেছিলাম। তাহাদের ব্যস্ত সমস্ত ভাব ও গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া স্পষ্ট [illegible] প্রতীতি জন্মিয়াছে, তাহারা পুনরাক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে।

প্রিন্স। কেবল কতকগুলা গুলি গোলা নষ্ট হইবে মাত্র। কামানের সাহায্যে শিবাস্তপোল অধিকৃত হইবে না, তাহা ফরাসী জেনারেল পলিসার বুঝিয়াছে। কনরোবার্টের যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকিত

এবং ইংরাজ সেনাপতি যদি আর একটু অধিক অভিজ্ঞ হইত, তাহা হইলে বহুদিন পূর্ব্বে বুঝিত আমাদের নগর-প্রাচীর এবং মৃত্তিকা স্তূপ দুর্ভেদ্য।

সেনানী। পলিসার কিন্তু এটুকু বুঝিতে পারিয়াছে। ওমার-পাশা নিশ্চয় একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি—তাঁহার দৃষ্টিও কি এত দিন এদিকে পতিত হয় নাই? বড়ই আশ্চর্য্যের কথা!

প্রিন্স। নিশ্চয় পড়িয়াছে। ওমার এ বিষয়ে উপদেশ দিলেও, মূর্খ কনরোবার্ট সে উপদেশ গ্রহণ করে নাই। পলিসার চতুর- বুদ্ধিমান —তাই সহজে তাহার চোখ ফুটিয়াছে।

সেনানী। তাহারা আজ রাত্রে, নয় কাল প্রত্যুষে আক্রমণ করিবে।

প্রিন্স। আমারও ধারণা তাই। ফরাসিরা মেমি[illegible] অধিকার করিয়া ভাবিয়াছে, মালাকফ দুর্গ অধিকার আর তত [illegible]কর নয়। ইংরাজেরাও প্রস্তরখনি হস্তগত করিয়া [illegible] অধিকার [illegible]ল্প-আয়াসলব্ধ ভাবিতেছে। ভাবুক—আমরা এখনও তাহাদি[illegible]কে সমুচিত শাস্তি দিতে সক্ষম হইব।

এই সময়ে ভীমনাদে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। সেনানী কহিল, "ঐ দেখুন শত্রুরা ইহারই মধ্যে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে!"

প্রিন্স। ঐ শোন আমাদেরও গোলন্দাজ সমতেজে লড়িতেছে।

সেনানী। আমায় আর কি কোন আদেশ [illegible]মি আমার সৈন্যদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

প্রিন্স সহসা কোন উত্তর করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীর[illegible] থাকিয়া, কহিলেন, "হাঁ আছে। শত্রুর অগ্নিবর্ষণ যতই বাড়িতে থাকিবে—তাহা[illegible]দের কামান যতই ভীমনাদে গর্জ্জিতে থাকিবে, আমাদের গোলাবর্ষণ

ততই যেন মন্দীভূত,—কামান গর্জ্জন ততই যেন নীরবীকৃত হইয়া আইসে। মালাকপ এবং রেদন দুর্গের উপর বৈরির গোলাবৃষ্টি যতই বাড়িবে—আমাদের কামানগুলা ক্রমে ক্রমে যেন নীরব হইয়া যায় —একটাও যেন আর—"

সেনানী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল,—"একটা তোপও আর দাগা হইবে না। বলিতেছেন কি?"

প্রিন্স। হাঁ একটা তোপও দাগা হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক কামান বন্দুক ঠাসিয়া রাখিতে হইবে—যেখান হইতে যত পারিবে বড় বড় তোপ লইয়া মালাকফ এবং রেদনে সজ্জিত করিবে—সাবধান যেন গুলি গোলার অভাব না হয়। তোপ দাগা একেবারে যখন রহিত হইবে—তথাকার সৈন্য সংখ্যা যথাসাধ্য খর্ব্বীকৃত করিতে চেষ্টা করিবে।

সেনানী। বুঝিয়াছি আপনার অভিপ্রায়!

পৈশাচিক আনন্দে রুধির-লোলুপ সেনানীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। প্রিন্স বলিতে লাগিলেন, "খুব সতর্কতার সহিত সৈন্য পরিচালন এবং সন্নিবেশ করিবে—শত্রুপক্ষ যেন কোনরূপে দূরবীক্ষণের সাহায্যে তোমাদের প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারে।"

সেনানী। আমি বর্ণে বর্ণে আপনার আদেশ পালন করিব। সকল দলের সকল সেনানীকেই আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিব।

প্রিন্স। যাও—সকলকে আমার দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করিতে বলিবে। ইহার [illegible]নার গতি দেখিয়া কার্য্য নির্দ্দেশ করিব।

সেনানী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। প্রিন্স নৌ-সেনানীকে আহ্বান করিলেন। তিনি অবিলম্বে তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইলে কহিলেন, "যত ষ্টীমার আছে সজ্জিত করিয়া রাখিবে। বড় বড় গোলা জাহাজে তুলিয়া লও। খুব সাবধান শত্রুরা যেন কোনরূপে তোমাদের

গতিবিধি লক্ষ্য করিতে না পারে। কি করিতে হইবে, যথাসময়ে সংবাদ দিব।"

নৌ-সেনানী অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ফরাসী এবং ইংরাজ গোলন্দাজেরা মালাকফ এবং রেদনের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। রুস গোলন্দাজেরা প্রথম প্রথম পূর্ণ বেগে তোপ দাগিতে লাগিল, তাহার পর ক্রমশঃ একে একে তাহাদের কামান গর্জ্জন নীরব হইতে লাগিল। কারাবেলনিয়া বা অন্য স্থানের গোলন্দাজেরা যেমন গোলা নিক্ষেপ করিতেছিল,—তেমনই করিতে লাগিল।

অপরাহ্ন তুইটার সময় ওমার-পাশা পলিসার সহ একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। অবিলম্বে ইংরাজ এবং ফরাসী সেনাপতিরাও সেই স্থানে আসিলেন। এই স্থানে আরও একজন সেনাপতি আসিলেন—ইহাঁর নাম দেলা মারমোরা। ইনি সার্দিনিয়ার সেনাপতি—সম্প্রতি সদলবলে শিবাস্তপোল অবরোধে যোগ দিতে আসিয়াছেন।

সংক্ষেপে অথচ যথেষ্ট শিষ্টাচার সহ করিয়ে পরস্পর অভিবাদন প্রত্যভিবাদন করিলে পর, পলিসার কহিলেন,—"বিপক্ষদলের কামান গর্জ্জন আমাদের মত ভীষণ হইলেও—তাহারা প্রায় নীরব হইয়া পড়িয়াছে!"

তুর্কী সর্দ্দার শিষ্টাচার সহকারে বলিলেন, "ও ধারণাটা ঠিক নহে।"

পলিসার উত্তর করিলেন, "আপনি যদি মনোযোগপূর্ব্বক একবার মালাকফ এবং রেদনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, আমার উক্তির সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। যেরূপ ভাবে একে একে শত্রুর কামান নীরব হইতেছে—তাহাতে আশা করা যায়, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে উহাদের একটী কামানও কার্য্যক্ষম থাকিবে না।"

লর্ড রগলনও সেই মতের পোষকতা করিয়া কহিলেন, "বাস্তবিক

আমাদের কামানের দ্বারা বিপক্ষের কামানের আজ বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।"

ওমার সহসা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, একজন পার্শ্বচরের হস্ত হইতে একটী দূরবীক্ষণ লইয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া মালাকফ এবং রেদনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। অপর সেনাপতিরা সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার মুখভাবে মনের অবস্থা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অবশেষে ওমার পরিষদের হস্তে যন্ত্রটী প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "পূর্ব্বে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা প্রত্যাহৃত করিবার কোনই উপযুক্ত কারণ দেখিতেছি না। মালাকফ দুর্গের কোন কামানই নামান হয় নাই—বেদনে দুইটী মাত্র নামাইয়া রাখিয়াছে। দুর্গপ্রাকারে যে ছিদ্রে কামান সাজান আছে—তাহারও যে বিশেষ অপচয় সাধিত হইয়াছে—তাহা আমার বোধ হয় না। হাঁ শত্রুদের কামান গর্জ্জন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে হইতে একেবারে নীরব হইল বটে—কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না, আপনাদের কামানের নিক্ষিপ্ত গোলায় তাহাদের কামানগুলা চূর্ণীকৃত হওয়াতেই, তাহারা নীরব হইয়াছে!"

জেনারেল পলিসার মনে মনে বিরক্ত হইলেও, মুখে ভদ্রতা জানাইয়া, নম্রস্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "তাহা হইলে আপনি এ নীরবতার কি কারণ দেখাইতে চান?"

ওমার ধীরে ধীরে কহিলেন, "মহাশয়গণ! যদি এই মুহূর্ত্তে ঐ সকল দুর্গপ্রাকার ভগ্ন, চুর্ণ, বিচূর্ণ হয়—ঐ সকল কামানের বজ্রনাদ এই দণ্ডে নীরব হয় এবং আপনাদের গোলাবর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ সকল অসভ্য বর্ব্বর এখান হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হয়—

নিশ্চয় জানিবেন আমার অপেক্ষা কেহই বেশী সুখী হইবে না। কিন্তু ইচ্ছায় কার্য্য হয় না—আশার ছলনায় বা ইচ্ছাশক্তির প্রোরচনায় কখনই আমি প্রতারিত হইব না। স্বপ্নেও ভাবিবেন না আপনাদের কামানের দ্বারা বিপক্ষের কামানের কোন ক্ষতি হইয়াছে। যেরূপ অবস্থা—তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিপক্ষদল আপনাদিগকে বিস্মিত এবং বিপন্ন করিবার একটা ভয়ঙ্কর আয়োজন করিতেছে।"

পলিসার কহিলেন, "আমার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব্বের পরামর্শানুসারে আমার সৈন্যগণ আক্রমণ করিবে। লর্ড রগলন! আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন বিশ্বাস আছে।"

রগলন সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ওমার পুনরায় কহিলেন, "আরও ঐ দেখুন ষ্টীমারগুলা ধীরে ধীরে কূলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ঐ দেখুন এখনও একখান ষ্টীমার হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। রুস সেনাপতি খুব চতুরতার সহিত এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে ধূর্ত্তের চাল-চলন জানিতে আমার বাকি নাই। এখনও [illegible]তেছি, আমার কথা শুনুন—আপনাদের জন্য বগুড়া বিস্তৃত হইতেছে—সাধ করিয়া ফাঁদে পা দিবেন না। অনর্থক, নরহত্যা, রক্তপাত বা পরাজয়ের আমি কখনই পক্ষপাতী নহি।"

পলিসার জিজ্ঞাসিলেন, "তাহা হইলে আমাদিগকে বলিয়া দিন শিবাস্তপোল কিরূপে অধিকৃত হইবে।"

ওমার কহিলেন, "পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমাদের উত্তর দিকে আরও অগ্রসর হইয়া, সমগ্র সহরটাকে পরিবেষ্টন করিতে হইবে—নচেৎ জয়ের আশা নাই।"

জেনারেল দেলা মারমোরাও এই মতের [illegible] করিলেন। শুনিয়া পলিসার কহিলেন, "এখন আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। যদি

মালাকফ অধিকার করিতে আমায় দশ সহস্র-সেনাও নষ্ট করিতে হয়, তাহাতেও আমি বিমুখ হইব না।"

ওমার কহিলেন, "আপনারা যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আর আমি বাধা দিব না। তবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদের এ কার্য্যের জন্য যেন কোনরূপ মনস্তাপ সহ্য করিতে না হয়। অস্তেনসেকেন যদি তাঁহার সেনা লইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে যান, আমি তাঁহার গতি রোধ করিব।"

দেলা মারমোরা ওমারের সহিত যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তখন ওমার এবং দেলা মারমোরা এক দিকে এবং ইংরাজ ও ফরাসী সেনাপতিদ্বয় পরামর্শ করিতে করিতে অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন।

পর দিন ১৮ই জুন সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে তিন দল ফরাসি সেনা মালাকফের অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিল। ঠিক সেই সময়ে ইংরাজ সেনাও রেদনের দিকে যাত্রা করিল। সূর্য্যোদয়ের এখনও বিলম্ব আছে, কুজ্ঝটিকায় আকাশ প্রান্ত আচ্ছন্ন। ফরাসী সেনা মহা উৎসাহে অগ্রসর হইতে লাগিল। মালাকফ দুর্গ নীরব।

অসমতল বন্ধুর ভূমিতে তাহারা উপনীত হইল। গোটা ছয়েক কামান এবং কয়েকটা বন্দুক নিতান্ত নিস্তেজ ভাবে গর্জ্জিয়া উঠিল। ফরাসি সেনা তাহাতে দৃক্‌পাতও করিল না। আশু বিজয় লাভের আশায় উন্মত্ত ফরাসী সেনা আক্রমণার্থ বেগে দুর্গাভিমুখে ছুটিল। ঠিক সেই সময়ে রুসের ভয়ঙ্কর কৌশল প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

সহসা সহস্র কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। জনহীন দুর্গপ্রাকার যোদ্ধায় আচ্ছন্ন হইল—প্রত্যেক কামানের নিকট গোলন্দাজী সেনা আসিয়া দাঁড়াইল—মুহূর্ত্তে যেন বসুধা-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, শত শত যোদ্ধা আসিয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া অজস্র গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সাগর-

বক্ষে ষ্টীমারের উপর হইতেও কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। বড় বড় গোলা আসিয়া ফরাসি সেনার উপর পড়িতে লাগিল। ফরাসী সেনা পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হইবার জন্য বিপুল প্রয়াস পাইতে লাগিল।

তিনবারের পর ফরাসী সেনা এমন দুর্দ্দমনীয় তেজে অগ্রসর হইল যে, রুস সেনাকে হটিতে হইল। এখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। নব-সূর্য্যের কিরণ-রেখা ফরাসী-সেনার সঙ্গীন-ফলকে পড়িয়া চকমক করিতে লাগিল। তাহারা সিঁড়ির সাহায্যে মৃৎপ্রাচীর বহিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল। তদ্দর্শনে অবশিষ্ট ফরাসী সেনা ভীমনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল—ফরাসী পতাকা শিবাস্তপোলের প্রাচীরে এই সর্ব্ব প্রথম উড্ডীন হইল।

কিন্তু হায়! সে মুহূর্ত্তের জন্য। এই ক্ষণিক-আনন্দ—বিজয়-লক্ষ্মীর এই ক্ষণিক-প্রসাদ ভয়ঙ্কর পরাভবের সূচনা করিল মাত্র।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রেদন—প্রস্তর সেতু

হাঁ—প্রকৃতই তাই! কেবল মুহূর্ত্তের জন্য ফরাসীর ইগল-চিহ্নিত পতাকা শিবাস্তপোলের প্রাচীরের উপর উড়িল—তাহার পর বিতাড়িত রুস-সেনা যেন কোন নব বলে বলীয়ান হইয়া, যেন কোন অমানুষিক শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া ফিরিয়া আসিল এবং ফরাসী সেনাকে দূর করিয়া দিল। রুসের কামান আবার গর্জ্জিতে লাগিল—বন্দুক হইতে আবার অজস্র গুলি চলিতে লাগিল। ফরাসী সেনা সে অনল বর্ষণের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না,—ছত্রভঙ্গ হইয়া হটিয়া আসিল।

ইংরাজ সেনার অবস্থাও এইরূপ ঘটিল। রেদনের দুর্গ নীরব—প্রাকারে লোকের চিহ্নমাত্র নাই। অনায়াসলভ্য বিজয়ানন্দে উৎসাহিত হইয়া বিনা রক্তপাতে রেদন দুর্গ হস্তগত করিবার আশায় ইংরাজ-সেনা দুর্গ প্রাকারের নিকটবর্ত্তী হইল। অমনি এককালে শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিল—সহস্র সহস্র বন্দুকের গুলিবৃষ্টিতে ইংরাজ-বাহিনী অস্থির হইয়া উঠিল। পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল কিন্তু কোনরূপে দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না।

এদিকে ওমার-পাশা ত্রিংশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া ধীরে ধীরে সারনিয়ার উপত্যকাভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিলেন। তিনি যে স্থানের মধ্য দিয়া সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন, তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই চমৎকার। উভয়পার্শ্বে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে হরিৎ শস্য-ক্ষেত্র—মধ্যে মধ্যে পুষ্পিত ফলিত বনলতিকা এবং গুল্মরাজির অপূর্ব্ব বন্য সৌন্দর্য্য। যতদূর দৃষ্টি চলে, ওমার শ্যেনদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে [illegible] নিদর্শনমাত্র পাইলেন না।

দুই ঘণ্টা অভিযানের পর দেলা মারমোরার সৈন্য আসিয়া তাঁহার সৈন্যের সহিত যোগ দিল। তখন সেই সম্মিলিত বাহিনী উচ্ছ্বসিত সমুদ্র-তরঙ্গের মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। পাহাড়ের উপর রুসের কসাক-সেনা দুই চারিটা তোপ দাগিল। ওমার একদল দ্রুতগামী অশ্বারোহী তাহাদের দিকে প্রেরণ করিলেন। রুস-সেনা যুদ্ধ করিতে অপেক্ষা না করিয়া সরিয়া পড়িল।

আরও কিয়দ্দুর অগ্রসর হইবার পর, ওমার সংবাদ পাইলেন, এক-দল রুস-সেনা সারনিয়া নদীর প্রস্তর সেতুর উপর অপেক্ষা করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ [illegible] অশ্বারোহী একজন নবীন তুর্কী সেনা নায়কের অধীনে প্রেরণ করিলেন।

নবীন সেনানী সেতুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, শত্রু সেনা সংখ্যায় প্রায় নয় শত—তাহাদের নিকট দুইটী কামান আছে। সেনানী তাঁহার অধীনস্থ তিনশতমাত্র সেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমাদের নিকট উপস্থিত একটাও কামান নাই—ঐ কামান দুইটাকে আমাদের হস্তগত করিতে হইবে।"

তুর্কী-সেনা মহোল্লাসে গর্জ্জিয়া উঠিল। তাহারা সেতু লক্ষ্য করিয়া তীরবেগে ছুটিল। রুসের কামান হইতে বড় বড় গোলা আসিয়া তাহাদের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তাহারা সে গুলি গোলা গ্রাহ্য না করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে ছুটিল। তখন তরবারি এবং সঙ্গিনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রুস সেনা রণে ভঙ্গ দিল—তাহাদের কামান তুর্কী সেনার করগত হইল। ওমার সেনানীকে পুরস্কৃত করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

আরও কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া ওমার যখন রুস সেনার কোন সন্ধান পাইলেন না—তখন আর অগ্রসর হওয়া বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মধ্যাহ্নে একস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

অপরাহ্নে পলিসার এবং রগলনের নিকট হইতে দূত আসিল। ফরাসি এবং ইংরাজ সেনা পরাস্ত এবং বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। দূরদর্শী ওমারের সৎ পরামর্শে কর্ণপাত না করাতেই এই অনর্থপাত ঘটিয়াছে।

এই ঘটনার দশদিন পরে অর্থাৎ ২৮শে জুন লর্ড রগলন সামান্য কয়েক দিন মাত্র ব্যাধিযন্ত্রণা ভুগিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা সম্পূর্ণ নূতন ভাবের আর একটী আখ্যায়িকার অবতারণা করিব।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কার্চ্চ

ক্রিমিয়া একটী উপদ্বীপ – রুসিয়ার সহিত পেরেকপ নামক যোজকের দ্বারা সংযোজিত। কৃষ্ণসাগরের দ্বারা ইহার তিন দিক পরিবেষ্টিত—আজব সমুদ্র এবং কৃষ্ণ-সাগরের মধ্যে কার্চ্চনামক প্রণালী। উহারই তীরে কার্চ্চনামক সুবৃহৎ সুরক্ষিত কার্চ্চ নগরী। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় চারি হাজার। অধিকাংশই তাতারদেশীয় লোক—তাহারা বহুকাল হইতে এখানে বাস করিতেছে। তদ্ভিন্ন ইহুদি, গ্রীক, আর্ম্মেনিয়ান প্রভৃতি বহু জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যোপলক্ষে এখানে অবস্থান করিতেছে। এখানে একটী দুর্গ বা সেনা-বারিক আছে—তাহাতে প্রায় আড়াই হাজার রুস সেনা রহিয়াছে।

এখানে বহু জাতির বাস বলিয়া বহু ভাষা প্রচলিত। তাতারীরা মহম্মদীয় ধর্ম্মের উপাসক। এখানকার শাসনকর্ত্তার উপাধি খাঁ। তুর্কীরা খাঁকে পরাজিত করিয়া ক্রিমিয়ায় স্বাধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে উহা তুরস্কের হস্তচ্যুত হইয়া এক্ষণে রুস গভর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

কার্চ্চ বাণিজ্যপ্রধান সহর। এতদ্ভিন্ন এখানে সরকারী বারুদখানা এবং রসদ-বিভাগও বর্ত্তমান আছে। এখান হইতে শিবাস্তপোলে বারুদ এবং রসদ প্রেরিত হয়। ধনী সম্ভ্রান্ত অধিবাসিবর্গের সৌধমালার মধ্যে একখানি সুবৃহৎ অট্টালিকা সৌন্দর্য্য-গৌরবে মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। এ অট্টালিকায় রুসের প্রিন্স বার্ণজপ বাস করেন।

কার্চ্চ প্রণালীর অপরপারে কারকেসিয়া প্রদেশ। এখানকার সর্দ্দার সেখ নামে অভিহিত। অধিবাসীরা রণপ্রিয় দুর্দ্ধর্ষ জাতি। রুসের সহিত

ইহাদের বিগত পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরিয়া ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে। প্রিন্স বার্ণজপ রুস-সেনার অধিকনায়ক হইয়া এখানে অবস্থান করেন এবং প্রাসদোপম ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। এই সকল বিবরণের সহিত আমাদের বর্ত্তমান আখ্যায়িকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, এদিকে পাঠক-পাঠিকার মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

কার্চ্চ নগর হইতে রুসের বারুদ এবং রসদ সরবরাহ হইতেছে জানিতে পারিয়া, শত্রুপক্ষ উহার ধ্বংসে কৃতসংকল্প হইলেন। ২৪শে মে ইংরাজ, ফরাসী এবং তুরস্কের এক বহর রণপোত কার্চ্চের অদূরে আসিয়া নঙ্গর করিল এবং নগরমধ্যস্থ দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। রুস-সেনা বেশীক্ষণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা নগর ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। রুসের শাসন পক্ষপাতী সমৃদ্ধ অধিবাসী যাহারা—তাহারাও সেই সঙ্গে নগর ছাড়িয়া পলাইল। যাহারা ভিতরে ভিতরে তুরস্কের শাসন কামনা করে, তাহারা রহিল। পৈশাচিক অত্যাচারে উৎপীড়িত, সহস্র প্রকারে নিগৃহীত ইহুদি জাতি নগর ত্যাগ করিল না। তাহারা ভাবিল বিজয়ী শক্তিত্রয় বিজিত জাতির প্রতি যদিও অত্যাচার করে—সে অত্যাচার রুসেরা কৃত অত্যাচার অপেক্ষা কখনই ভীষণ হইবে না।

বিজয়ী ইংরাজ এবং ফরাসী সেনা কূলে অবতরণ করিয়াই লুণ্ঠনে মনোনিবেশ করিল। তাহাদের দেখাদেখি তুর্কী-সেনা স্বভাব-সিদ্ধ দয়া মমতা বিস্মৃত হইয়া ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল। নিগৃহীত তাতার অধিবাসীরা সুযোগ বুঝিয়া, স্বধর্ম্মী তুর্কী-সেনার সহিত মিত্রভাবে মিলিত হইয়া, রুস-অধিবাসীর পরিত্যক্ত ভবন দেখাইয়া দিতে লাগিল। অধিবাসীরা প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি পলায়ন করিয়াছে, মূল্যবান দ্রব্যজাত সবই পড়িয়া রহিয়াছে—তুর্কী সেনা মনের সাধে সে সকল লুণ্ঠন এবং

নানাপ্রকারে অযথা অত্যাচার করিতে লাগিল। স্বকীয় ধন-সম্পত্তির রক্ষার্থ যে হতভাগ্য হস্তোত্তোলন করিল, তাহারই ছিন্নশির মাটীতে গড়াগড়ি গেল। ইংরাজ এবং ফরাসি সেনার নিকট কোনই বাচ-বিচার নাই—কি তাতার, কি রুস, কি আর্ম্মেনিয়ান সকলেরই গৃহ সমভাবে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। হায় এই সময়ে এই স্থানে যদি তুর্কী সর্দ্দার মহানুভব ওমার উপস্থিত থাকিতেন, এ প্রকার অমানুষিক অত্যাচারের স্রোত কখনই প্রবাহিত হইত না—বিজিত জাতির ধন-প্রাণ কখনই এ ভাবে বিপন্ন হইত না। লুণ্ঠনকারী অত্যাচারী সৈনিককে তিনি গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি এখানে উপস্থিত নাই—কোন কর্ম্মচারীই অধীনস্থ সেনার এই অবাধ অত্যাচার-স্রোতে বাধা দিলেন না—কেহই দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য কর প্রসারণ করিলেন না।

লুণ্ঠনোন্মত্ত সেনা যাহা পারিল লুটিয়া লইল—যাহা বহিতে পারিল না আগুন ধরাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র নগর অগ্নিময় হইয়া উঠিল।

কার্চ্চের দুর্দ্দশার কথা ভাবিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাদুঘরে যে সকল অমূল্য রত্ন সংগৃহীত ছিল—পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। চিত্রশালায় যে সকল বহুমূল্য চিত্র বিলম্বিত ছিল—ক্রোধোন্মত্ত পিশাচ প্রকৃতি সৈন্যদলের অত্যাচারে খণ্ড বিখণ্ড, চূর্ণ, বিচূর্ণ হইয়া লয়প্রাপ্ত হইল। স্বামী স্ত্রীর—পিতামাতা যুবতী কন্যার সতীত্ব রক্ষার জন্য যুক্ত করে নতজানু হইয়া, দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল—পিশাচের দল দয়ার পরিবর্ত্তে অস্ত্রাঘাতে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিল।

কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলেই যে, উদ্ধত সেনাগণের পৈশাচিক লীলায় বাধা দিতে পারিতেন, তাহাতে :সন্দেহমাত্র নাই। ইংরাজ সেনাপতি

সার জর্জ্জ ব্রাউনের আদেশে প্রিন্স বার্ণজপের প্রাসাদ লুণ্ঠনকারী সেনা-দলের করাল অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইল। শত সহস্র দীন দুঃখী সাধারণ প্রজার গৃহদ্বার লুণ্ঠিত, শত সহস্র প্রজার জীবন তরবারি মুখে উৎসর্গীকৃত, অবশেষে বাসগৃহ পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইল,—তাহাতে বৃটিশ সেনানায়কের প্রাণ গলিল না—সে অত্যাচার-স্রোতে বাধা দেওয়া তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন না কিন্তু তিনি কঠোর আদেশ প্রচার করিয়া, রুস সেনানায়ক প্রিন্স বার্ণজপের অট্টালিকা রক্ষা করিলেন কেন? বার্ণজপ বড় লোক বলিয়া কি তাঁহার প্রতি এই সম্মান প্রদর্শিত হইল—না ইংলণ্ডের আভিজাত্য কুলের সহিত তাঁহার কোনরূপ শোণিত সম্পর্ক থাকাতেই তাঁহার সৌধমালায় লুণ্ঠনকারীরা প্রবেশলাভ করিতে পারিল না?

ব্রাউনের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বার্ণজপের প্রাসাদ রক্ষা পাইল। একদল ব্রিটিস সৈন্য তাঁহার বাটীর রক্ষায় নিযুক্ত হইল। বাটীর অপরাপর লোকজন সকলেই শত্রুর আগমনে পলায়ন করিয়াছিল,—কেবল বৃদ্ধ দেওয়ান আইভান বাড়ীর মধ্যে ছিলেন। বৃদ্ধ বড়ই প্রভুভক্ত বলিয়া বিখ্যাত—অপরাপর সকলেই পলায়ন করিলেও, তিনি প্রভুর ধন-সম্পত্তি ফেলিয়া পলায়ন করেন নাই। বাটীর চারিদিকে ব্রিটিস প্রহরী স্থাপিত হইলে, বৃদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন এবং উৎকৃষ্ট মদ্য এবং ভোজ্য পেয় দ্বারা যথাসাধ্য তাহাদের মনস্তুষ্টি করিতে লাগিলেন।

ব্রিটিস বহরের একখানি জাহাজে এডগার অস্‌বরণ নামে একজন নৌ-সেনানী আসিয়াছেন। তিনি সুন্দর যুবা পুরুষ—বয়োক্রম চব্বিশের বেশী নয়। তিনি দরিদ্র সন্তান হইলেও স্বগুণে লেপট্‌ন্যাণ্টের পদে উন্নমিত হইয়াছেন।

স্থলে নগর মধ্যে যে অমানুষিক অত্যাচার সংঘটিত হইতেছিল, লোক-

পরম্পরায় সে সংবাদ এডগার অস্‌বরণের কর্ণে পঁহুছিল। তিনি অধীন কর্ম্মচারী মাত্র—এ অত্যাচার-স্রোতে বাধা দিবার তাঁহার কোনই সামর্থ্য ছিল না। বিশেষতঃ স্থলচারী সেনার সহিত তাঁহার কোন সংস্রবই নাই। তথাপি যে কোন উপায়ে অত্যাচার দমন করিবার জন্য তাঁহার করুণ হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। শত সহস্র উৎপীড়িত, নিগৃহীতের মধ্যে যদি একজনকেও রক্ষা করিতে পারেন—তাহা হইলেও আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিবেন ভাবিয়া, তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট সহরে প্রবেশ করিবার জন্য আবেদন করিলেন—সে আবেদন গ্রাহ্য হইল।

অস্‌বরণ অপরাহ্ন চারিটার সময়ে অবতরণ করিয়া একস্থানে যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁ[redacted]ার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। একটা মুক্ত ময়দানে পাঁচ কিংবা ছয় শত লোক একত্র হইয়াছে। তাহার মধ্যে নর-নারী—যুবক, বৃদ্ধ এবং বালক সকলেই আছে। তাহারা সকলেই তাতারী। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে সুন্দরী যুবতীর অভাব নাই—পুরুষের মধ্যে অনেকেই রম্যদর্শন। এই সকল নর-নারী আজ আশ্রয়-হীন—গৃহশূন্য—অন্নাভাবে কাতর। তুর্কী সেনারা যথাসাধ্য ইহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সহরের যাবতীয় শস্যাগার বিপণী ভস্মীভূত হওয়াতে খাদ্য-সামগ্রীর অভাবে—চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া প্রপতিত হইয়াছে। বুভুক্ষিত, অনশনক্লিষ্ট, নরনারীর বিষণ্ণ মলিন বদন-চ্ছবি দেখিয়া অস্‌বরণের চক্ষে জল আসিল।

অস্‌বরণ নিকটস্থ একজন বৃদ্ধ তাতারকে ডাকিয়া তাহাদের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ কহিল, "কি আর বলিব মহাশয়! ঐ দেখুন মাতা ক্ষুধাতুর সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া, হতাশ-রোদনে দিকদিগন্ত পূর্ণ করিয়া, এককালে উভয়ের মৃত্যু কামনা করিতেছে।

স্বামী স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া এবং স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে, আর যে দিন তাহারা বিতাড়িত হইয়াছিল, সেই দিনকে অভিশপ্ত করিতেছে। পিতা আকাশের দিকে চাহিয়া, রুস এবং সম্মিলিত শক্তিত্রয়কে অভিসম্পাত দান করিতেছে। রুসের জন্যই এই যুদ্ধের সূচনা—এ যুদ্ধ না বাধিলে ইংরাজ, ফরাসী এবং তুর্কী সেনা আসিয়া ধন-ধান্য পূর্ণ তাহাদের শান্তিময় আবাসনগরীকে লুণ্ঠিত এবং ভস্মীভূত করিয়া শত সহস্র নরনারীকে পথের কাঙ্গাল করিত না।”

অস্বরণ চক্ষু মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৃদ্ধ! নিকটের মধ্যে এমন কি কোন স্থান নাই—যেখান হইতে অর্থ-বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়? আমায় বল—আমার যাহা কিছু সম্বল আছে—সমস্তের বিনিময়ে তোমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পাইব?”

তাতার অস্বণের হাত ধরিয়া কহিল, “সহৃদয় যুবক! যদি কোন রূঢ় কথা বলিয়া থাকি ক্ষমা কর। ভাবিয়াছিলাম, জাহাজে চড়িয়া যাহারা আসিয়াছে, সকলেই বুঝি দানবপ্রকৃতি—সকলেই বুঝি পিশাচ। এখন দেখিতেছি তাহা নহে। লোকমুখে ইংরাজ ফরাসী এবং তুর্কীর সভ্যতার কথা অনেক শুনিয়াছিলাম,—কিন্তু তাহাদের কার্য্য দেখিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল,—সে সব রূপ-কথা—তাহারাও রুসের মত পশুপ্রকৃতি, বর্ব্বর ব্যতীত আর কিছুই নয়—এখন দেখিতেছি আমার সে ধারণা ভুল—তুমি অপরের মত পিশাচ নহ—তুমি দেবতা—তুমিই একমাত্র তোমার জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক প্রক্ষালন করিতে অগ্রসর হইয়াছ।”

অসবরণ বিষণ্নকণ্ঠে কহিলেন, “বন্ধুবর! যুদ্ধের পরিণতি হইতে আমরা অনেক কষ্টকর বহুদর্শিতা লাভ করিয়া থাকি। ইহার আপদ বিপদ বা ভীষণতা কোন দিগ্‌বিশেষে প্রধাবিত হয় না। ইহার অতি

ভীষণ আবিল স্রোতের সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই ভাসিয়া যায়। নিরীহ শান্ত দরিদ্রের কুটীর বা অত্যাচারী ধনাঢ্যের হর্ম্ম্যমালা—কাহাকেও ইহা উপেক্ষা করে না। ইহার সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংস-মুখে সকলই শ্মশানে পরিণত হয়।"

বৃদ্ধ তাতার শির সঞ্চালন করিয়া কহিল, "মহাশয়! সকল নিয়-মেরই ব্যতিক্রম আছে। তুমি যেমন তোমার দেশবাসীর মত নও সেই-রূপ তোমার উপরোক্ত যুক্তিও সর্ব্বস্থানে কার্য্যকারী নয়। এই যুদ্ধের ফলে আমাদের দেশের সকলই ধ্বংসমুখে পড়িয়াছে কিন্তু একখানি মাত্র অবশিষ্ট আছে—তাহার গাত্রে অত্যাচারানলের একটী শিখাও স্পর্শ করে নাই। শুনিয়াছি সেখানে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য—অপরিমিত বিলাস-সামগ্রী সঞ্চিত আছে—ইংরাজ-সেনা তাহার রক্ষায় নিযুক্ত।"

অসবরণ।—সত্য বলিতেছ ?

তাতার। এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। যাহাদের দ্রব্য, তাহারা পলাইয়াছে। ঐ অদূরে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সঞ্চিত রহিয়াছে—সঞ্চিত বলি কেন—পচিতেছে,—আর আমরা বুভুক্ষিত, এখানে উহার পানে চাহিয়া, অনশনক্লেশ সহিয়া, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

অসবরণ তথায় আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলেন না। বেগে প্রস্থান করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ ভাণ্ডারী

ভগ্নগৃহ, বিধ্বস্ত নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কোনটী প্রিন্স বার্ণ-জপের প্রাসাদ অনুসন্ধান করিতে, অসবরণকে বেশী আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সমগ্র সহরের মধ্যে ঐ একটী মাত্র অট্টালিকা অক্ষত-কলেবরে দণ্ডায়মান। অসবরণ উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ ভাণ্ডারী একখানি বড় পাত্রে, মদ্য, ফল এবং সুখাদ্য মিষ্টান্ন সজ্জিত করিয়া, অট্টালিকা হইতে বহির্গত হইতেছে। অদূরেই ইংরাজ-প্রহরী দণ্ডায়মান,—বৃদ্ধ তাহাদের সম্মুখে খাদ্যপূর্ণ পাত্র নামাইয়া দিয়া, সহাস্য-বদনে অভিবাদন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং দ্বার-প্রান্তে একখানি আরাম কেদারায় আসিয়া বসিল।

এই দৃশ্যে ঘৃণাক্রোধে অসবরণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। অদূরে নগরবাসীরা খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে—আর এখানে এই সকল সেনার ব্যবহারার্থ মুক্তহস্তে বিলাস-সম্ভার বিতরিত হইতেছে। তাঁহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি একজন নৌ-সেনানী বুঝিয়া, সৈন্যগণ তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিল। তিনি বরাবর অট্টালিকাদ্বারে উপনীত হইলেন। বৃদ্ধও তাঁহাকে পদস্থ কর্ম্মচারী জানিয়া, সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অভিবাদন করিয়া কহিল, "বোধ হয় আপনি এই প্রাসাদ দেখিতে আসিয়া-ছেন! আমি অতি আনন্দের সহিত আপনাকে ইহার সকল স্থান দেখাইয়া আনিব। আপনার দেশবাসী আরও কয়েক জন এখানে আসিয়াছিলেন।"

অসবরণ তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া, অট্টালিকার অভ্যন্তর দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

বৃদ্ধ আইভান একতাড়া চাবি লইয়া প্রকাণ্ড একটা হলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইল! তাহার সুন্দর সোপানাবলী অবলম্বন করিয়া দ্বিতলে কতকগুলি সুসজ্জিত কক্ষ সমক্ষে উপনীত হইল। অসবরণের হৃদয়ে তখন অন্য চিন্তা নিহিত থাকিলেও,স্থানে স্থানে এক একটী প্রকোষ্ঠের সৌন্দর্য্য এবং বস্তুবিশেষের কারুকার্য্য দেখিয়া অবাঙ্‌মুখে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইল। এইরূপে প্রায় একঘণ্টা অতীত হইলে, বৃদ্ধ কহিল, "মহাশয়! ইহার মধ্যে দর্শনযোগ্য আর কিছুই নাই। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া এক পাত্র সুপের সুরা পান করিতে এবং কিছু জলযোগ করিতে হইবে।"

অসবরণ। তোমার এখানে তাহা হইলে, এখনও খাদ্যাভাব ঘটে নাই?

আইভান। ক্রমশঃই কম পড়িয়া আসিতেছে—তবে এখনও একেবারেই নিঃশেষ হয় নাই।

অসবরণ। আমার বোধ হয়, এখনও অট্টালিকার সকল অংশ দেখা হয় নাই। দক্ষিণে ঐ যে অট্টালিকা শ্রেণী——

আইভান। হাঁ দেখিয়াছন বৈ কি—ওটা চিত্রশালা।

অস। কিন্তু বাম দিকের ঐ হর্ম্ম্যমালা?

আই। ওদিকে দর্শনযোগ্য কিছুই নাই। দাস দাসীর ঘর, আস্তাবল, তোষাখানা, ভাণ্ডারগৃহ —আর সে প্রায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

অস। তাহা হউক, আমি একবার দেখিব।

আইভানের মুখ ঈষৎ উদ্বিগ্ন হইল। অসবরণ প্রাঙ্গণের মধ্যবর্ত্তী অট্টালিকার একাংশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, সেই অংশ দেখিতে চাহিলেন। বৃদ্ধ সে কথা চাপা দিবার জন্য পুনরায় জল-

যোগের প্রস্তাব করিয়া কহিল, "ও সব ঘরে চাবি বন্ধ—ওখানে —ওখানে এখন আর কেহ থাকে না।"

অসবরণ বৃদ্ধের সহিত নিম্নতলে নামিতে নামিতে ভাবিতে লাগিলেন, "অট্টালিকার মধ্যে নিশ্চয় একটা রহস্য নিহিত আছে! ও অংশ শূন্য, কেহ বাস করে না। উহা চাবিবন্ধ। এ কথা বলিবার অর্থ কি? আমি ত বস-বাসের কোন কথা তুলি নাই? উহার চাবি কি উহার নিকট নাই? নিশ্চয় আছে। প্রিন্স বার্ণজপ কি উহার মধ্যে লুক্কায়িত আছেন? অসম্ভব নয়। তাহা যদি হয় —কি আনন্দ! রুসিয়ার মধ্যে ধনে, মানে, গৌরবে সম্পদে শ্রেষ্ঠ এক জন—সামান্য এক নৌ-সেনানীর করে বন্দী হইবে! বৃদ্ধ আমি তোমার ও অংশ না দেখিয়া কখনই অট্টালিকা ত্যাগ করিব না"

অসবরণ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দে আত্মহারা হইয়া, আপনার মহৎ উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন। বৃদ্ধ দাস-দাসীর মহলে তাঁহাকে লইয়া উপস্থিত হইল এবং একে একে সকল স্থান দেখাইল। আইভান নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে তাঁহাকে লইয়া অবশেষে ভাণ্ডার-শালায় উপস্থিত হইল। বাস্তবিকই বিবিধ খাদ্য স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। বৃদ্ধ বুভুক্ষিত তাতারের বর্ণনা অনুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। বৃদ্ধ কাতরভাবে বলিতে লাগিল, "আপনি যাহা ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহা অপেক্ষা কিছু বে[illegible]। কিন্তু মহাশয় আপনারা চলিয়া যাইলে পর—প্রিন্সের দাস দাসীরা ফিরিয়া আসিবে—তাহারা সকলেই শান্ত—অতি নিরীহ। এই খাদ্যে বহুদিন চালাইতে হইবে।"

অসবরণ মনের প্রকৃত ভাব তখনও কিছু ব্যক্ত করিলেন না,

বরং যাহাতে তাহার মনে কোনরূপ সন্দেহ না জন্মে সেই ভাবেরই কথা বলিলেন।

তাঁহারা ভাণ্ডারশালা দেখিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে, আইভান পুনরায় জলযোগের প্রস্তাব করিল এবং তাঁহার জাহাজে অনেক উৎকৃষ্ট মদ্য পাঠাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। অসবরণ কিন্তু তাহাতে ভুলিলেন না—পুনরায় প্রাঙ্গণ মধ্যবর্ত্তী সেই অট্টালিকা দেখিতে চাহিলেন।

আই। ওখানে দেখিবার কিছুই নাই। চলুন একটু জল খাইবেন।

অস। জল পরে খাইব। ওখানি গ্রীষ্মাবাস বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি উহার অভ্যন্তরের সৌন্দর্য্য না দেখিয়া যাইব না।

আই। সৌন্দর্য্যের নাম মাত্র নাই। চলুন এক গ্লাস—

অস। তোমার ভাবে বোধ হইতেছে নিশ্চয় ইহার মধ্যে রহস্য জনক কিছু আছে—যদি তুমি সহজে আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও —আমি আমার ঊর্দ্ধ্বতন কর্ম্মচারীর নিকট এ বিষয় জ্ঞাপন করিব।

আই। সর্ব্বনাশ! অমন কাজ করিবেন না। চলুন দেখাইতেছি! আপনি বড়ই সন্দিগ্ধমনা। চলুন দেখিয়া কিন্তু—না, আসুন।

আইভান মনের উদ্বেগ এবং বিরক্তিভাব গোপন করিয়া রুদ্ধ অংশের দ্বারের চাবি খুলিল। অসবরণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে এবং চঞ্চলচক্ষে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াই সে তাঁহার বোধ হইল, যেন মুহূর্ত্তের জন্য একটী গবাক্ষের একটী পরদা অপসারিত হইল। অসবরণের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। বৃদ্ধের কথা যে মিথ্যা—এ বাটীতে নিশ্চয় যে কেহ বাস করে, এখন ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৃদ্ধ তাঁহাকে একটী সুন্দর সজ্জিত প্রকোষ্ঠের মধ্যে লইয়া কহিল, "এই স্থান বসিয়া একটু বিশ্রাম করুন, আমি আপনার জন্য এক পাত্র মদ্য লইয়া আসি।"

বাধা দিয়া অসবরণ কহিলেন, "তাহার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? বাটীখানির সব অগ্রে দেখা হউক—তাহার পর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।" মনে মনে কহিলেন, "ধূর্ত্ত কপটী বৃদ্ধ নিশ্চয় এই লুক্কায়িত ব্যক্তিকে সাবধান করিতে, অথবা অপর কোন স্থানে গোপন করিবার চেষ্টায় আছে।"

আইভান আর ইতস্ততঃ করিতে পারিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিতচরণে অগ্রসর হইয়া অপর কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল। অসবরণ মনে করিলেন, এইবার প্রিন্স বার্ণজপ তাঁহার হস্তে বন্দী হইবে। তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রিন্সকে আর কখনও দেখেন নাই—কাগজ পত্রে তাঁহার আকৃতির বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধ সেইরূপ আকৃতির যদি কোন ব্যক্তি এই কক্ষে লুকায়িত থাকে, তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। তিনি কক্ষমধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যে দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল, তদ্দর্শনে তিনি একেবারে বিস্ময়বিমূঢ়, স্তম্ভিত এবং রুদ্ধগতি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কক্ষ মধ্যে

শয্যার উপর এক অপূর্ব্ব সুন্দরী উপবিষ্টা। বেশ-ভূষা পূর্ব্বদেশীয় মহিলার অনুরূপ। তাহার নব অঙ্গে যে সৌন্দর্য্যতরঙ্গ বিচ্ছুরিত হইতেছিল, তাহার পূর্ণোন্মেষ কেবল কবি-কল্পনাতেই সম্যক বিকসিত হইয়া থাকে।

সুন্দরীর কজ্জলকৃষ্ণ কুন্তলদাম কমনীয় সুগঠিত চম্পকগৌর অংসদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া, পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু বৃহৎ, উজ্জ্বল এবং কৃষ্ণতারক। ভ্রূযুগ সুকৃষ্ণ, সুবঙ্কিম এবং সুচিত্রিত। গৌরগণ্ডে ঈষৎ গোলাপী আভা। কর্ণ দুইটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র—গ্রীবা উন্নত, দীর্ঘ। ওষ্ঠাধর সুপুষ্ট, সুন্দর, সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত—ঈষৎ বিভিন্ন—তাহার মধ্য দিয়া মুক্তার মত স্বচ্ছ দশনাবলীর চারু শোভা বাহির হইতেছিল।

সুন্দরীর বরাঙ্গে পোষাক-পরিচ্ছদ সব পূর্ব্বদেশীয়া রমণীর মত। তাঁহার পার্শ্বে দুইটী রমণী। তাহারাও সুন্দরী, তবে এ সৌন্দর্য্যের সহিত তাহাদের রূপের তুলনা হয় না,—এ রূপ দেখিলে সে রূপে দৃষ্টি আবদ্ধ হইতে চাহে না। এ সুন্দরী অপেক্ষা তাহাদের বয়স কিছু বেশী—তাহারা ইহার [illegible] বা দাসী।

অপর কক্ষের ন্যায় এ কক্ষটীও সুন্দর সজ্জিত। নবস্ফুট চয়িত কুসুমের সুগন্ধে গৃহ আমোদিত। যুবক অসবরণের চক্ষে এদৃশ্য সহসা স্বর্গের শোভা বলিয়া প্রতিভাত হইল।

বৃদ্ধ ভাণ্ডারীর বাক্যে তাঁহার মোহ ভঙ্গ হইল। তাঁহার মনে

হইতে লাগিল সহসা তিনি যেন কোন সুখ-স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইলেন। বৃদ্ধ কহিল, "আপনার কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছে,—এইবার অনুগ্রহপূর্ব্বক এ স্থান ত্যাগ করিলে বাধিত হইব।"

অসবরণ বিস্ফারিতনেত্রে বৃদ্ধের মুখপ্রতি চাহিলেন। যেন তাঁহার সমক্ষে কোন সুকঠিন আত্মত্যাগের প্রস্তাব সমুপস্থিত। তিনি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। মনে করিলেন, এ সুন্দরী—এ নবীনা কিশোরী বৃদ্ধ বার্ণজপের রক্ষিতা বারনারী। কিন্তু পরক্ষণে এ ঘৃণিত অনুমানকে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। কিশোরীর সুন্দর সরলমুখে, নিষ্পাপ রেখাশূন্য ললাটফলকে তাঁহার হৃদয়ের পবিত্রতার ছবি সুস্পষ্ট প্রতিফলিত রহিয়াছে।

বৃদ্ধ পুনরায় কহিল, "ক্ষমা করিবেন—আপনার শিষ্টাচারের দোহাই দিয়া বলিতেছি, এ স্থানে আর অপেক্ষা করিবেন না।"

অসবরণ নামে ভদ্রলোক নহেন—কাজেও ভদ্রলোক। তাঁহার হৃদয় উদার, উচ্চ, মহৎ। তিনি সে স্থানে আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিলেন না—মস্তকের টুপী খুলিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বৃদ্ধের সহিত বাহিরে আসিলেন।

অসবরণের মনে হইতে লাগিল, কোথা হইতে একটা বিশ্বগ্রাসী আঁধার আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে—তাঁহার সম্মুখ হইতে নরচক্ষুর অলক্ষীভূত কোন একখানি সুন্দর চিত্র চিরকালের জন্য অন্তহৃত হইয়াছে—কে যেন সহসা তাঁহার সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ভালবাসা কি অসবরণ এতদিন জানিতেন না। তাঁহার নিজ জন্মভূমিতে বা কর্ম্মসূত্রে অনেক [illegible] অনেক সুন্দরীর সংসর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, কেহই এ ভাবে তাঁহার হৃদয়ে আসন

পাতিতে সক্ষম হয় নাই। সহসা তিনি সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সুন্দরী কে? বল বৃদ্ধ—আমার অনুনয় রাখ,—আমি কেবল কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি—তাহা মনে করিও না—

বাধা দিয়া বৃদ্ধ কহিল, "সে আশা কি আমি করিতে পারি? আপনার পূর্ব্বে অনেক ইংরাজ এবং ফরাসী কর্ম্মচারী এখানে আসিয়া ছিলেন—তাঁহারাও এ বাড়ী দেখিতে চাহিয়াছিলেন—আমি আপত্তি করিলে, তাঁহারা আপনার মত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন নাই। আপনিই কেবল—"

অসবরণ। তুমি আমাকে কৌতূহলী মনে করিতে পার। আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই—ও অট্টালিকার মধ্যে একজন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইব। সত্য কথা বলিতে কি, আমার ধারণা জন্মিয়াছিল, ওস্থানে তোমার প্রভু লুক্কায়িত আছেন, সেই জন্যই আমি অত নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আই। সে জন্য আমি আপনাকে দোষ দিতেছি না। আপনাকে সরলচিত্ত উদার-প্রকৃতি বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে—

অসবরণ। বুঝিয়াছি তোমার মনের ভাব। রমণী যে বন্দিনী নয়—তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ওস্থানে আবদ্ধ নয় প্রমাণ কর—তিনি কে আমাকে বল,—[illegible]

আইভান। আপনার কৌতূহল নিবারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। হয়ত আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন :না। তাঁহাকে দেখিয়া কি বন্দিনী বলিয়া আপনার বোধ হইয়াছে? তাঁহার চারিদিকে বিলাস সামগ্রী এবং সুখসম্পদের শত চিহ্ন দেখিয়াও কি, আপনি মনে করিতে

চাহেন, তিনি এখানে অবরুদ্ধ? আপনাকে দেখিয়া কি তিনি উদ্ধারের জন্য আকুল প্রার্থনা করিয়াছেন? না। তিনি কে, তাহা বলিব না। তাঁহার পরিবারের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধ নেই। আপনাকে অনুনয় করিতেছি—আপনার পদতলে পড়িয়া বলিতেছি, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না।

অস। আমি তোমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। তুমি যাহা বলিলে, তাহা যদি মিথ্যা না হয়, আমি এখানে যাহা দেখিয়া চলিলাম,—ইহার বিন্দু বিসর্গ প্রকাশ করিব না।

বৃদ্ধ সন্তুষ্ট তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অসবরণ আর একবার তৃষিতনেত্রে সেই কক্ষের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "আমি তোমার ইচ্ছানুসারে কোন বিষয় অপ্রকাশ রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। এখন তুমি আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব শোন। শত সহস্র ক্ষুধার্ত্ত নরনারী নগরপ্রান্তে মৃত্যু-কামনা করিতেছে,—তোমার ভাণ্ডারে স্তূপাকারে খাদ্য সঞ্চিত রহিয়াছে।—"

আই। আমি আপনার অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। যদি কোনরূপ সুব্যবস্থায় গোপনে খাদ্য-সামগ্রী লইয়া অনাহারক্লিষ্ট নরনারীকে বিতরণ করিতে পারেন, আমার আপত্তি নাই। এখানে এত আহার্য্য সঞ্চিত আছে, জানিতে পারিলে, তাহারা সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইবে।

অস। তোমার সে ধারণা ভুল। এ সংবাদ তাহাদের অবিদিত নাই।

আই। সত্য কথা বলিতে কি তাতারদের অপেক্ষা এই সকল বিদেশী সেনাকেই আমার আশঙ্কা বেশী।

অসবরণ সে সম্বন্ধে যথারীতি সতর্কতাবলম্বন করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে এক গ্লাস মদ্য আনিয়া ধরিল। অসবরণ

পানপাত্র শূন্য করিয়া, তাহার শিষ্টাচারের জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলেন।

অসবরণ পুনরায় কার্চ্চ নগরীর রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দোকান-পাট বন্ধ, লুণ্ঠিত, ভগ্ন,—গৃহদ্বার বিধ্বস্ত,—অধিবাসিগণ পলাতক। তিনি নগর-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রাত্রির অন্ধকার আসিয়া ধরিত্রী-বক্ষ আচ্ছাদিত করিয়া বসিয়াছে। সহসা অদূরে কয়েকজন ইংরাজের বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর—তাহার পর তরবারির ঘাত-প্রতিঘাতের শব্দ তাঁহার কর্ণ-কুহরে ধ্বনিত হইল। তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইলেন। দেখিলেন দুই-জন ইংরাজ নাবিক অদূরে দণ্ডায়মান,—অপর, একজন অপরিচিতের সহিত অসিযুদ্ধে ব্যাপৃত। অপরিচিতের সুকৌশল-চালিত অসি-প্রহারে ইংরাজ নাবিকের করধৃত অসি দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। "থাম যথেষ্ট হইয়াছে"—বলিয়া, তিনি বিবদমানদলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইলেন।

ইংরাজ নাবিকেরা তাঁহারই জাহাজের লোক—তাঁহারই সহিত নৌকা-যোগে তীরে আসিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল এবং মত্ততাজড়িতকণ্ঠে নিজেদের দোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করিতে লাগিল। বাধা দিয়া তিনি কহিলেন, "আমি সমস্তই বুঝিয়াছি—তোমরা সুরাপানে মত্ত হইয়া, বিবাদ বাধাইয়াছ। পরাজয়ই তোমাদের উপযুক্ত শাস্তি। যদি শান্তভাবে নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন কর—ভবিষ্যতে এ বিষয় আর [illegible]ত হইবে না।"

তাহারা এত সহজে অব্যাহতি পাইয়া, সানন্দে প্রস্থান করিল। অসবরণ নবাগতের সহিত আলাপ করিবার জন্য এবং তাঁহার অধীনস্থ লোকদের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নবাগত ধীরভাবে অসি কোষবদ্ধ করিয়া, তাঁহার নিকটস্থ হইল। তাঁহার বয়ঃক্রম ছাপ্পান্ন কি সাতান্ন। তাঁহার বেশভূষা তাতার দেশীয় লোকের মত হইলেও—তিনি যে তাতার নহেন, সে সম্বন্ধে অসবরণের কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাঁহার দেহ সামর্থসারময়, সুগঠিত, নাতি দীর্ঘ। রণবিদ্যায় তাঁহার যে যথেষ্ট দক্ষতা আছে, তাহা তাঁহার অসি-চালনা দেখিয়াই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তিনি স্থিরচিত্ত, অচঞ্চল। ইচ্ছা করিলে, আততায়ীকে যে দণ্ড দিতে পারিতেন,—তাহা অসবরণ বুঝিয়াছিলেন।

অসবরণ আরমানিয় ভাষায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "লোকগুলি সুরামত্ত হইয়া, আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে, আমি তজ্জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

নবাগত কহিলেন, "তাহারা যে সুরামত্ত তাহা আমি বুঝিয়াছি। তাহারা আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। তাহাদের হইয়া আপনার শিষ্টাচার প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই—আমি আপনার ব্যবহারে যাহার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

অসবরণ। আপনাকে তাতার বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না। আপনি বোধ হয় এখানে নূতন আসিয়াছেন,—আমি যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করিব।

নবাগত। আপনার আশ্বাস-বাক্যে আমি আরও অনুগ্রহীত হইলাম। নগরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, কোন আগন্তুক পথিকের পক্ষে রাত্রিবাসের স্থান এবং আহার্য্য সংগ্রহ করা বড়ই দুষ্কর।

অসবরণ। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। নগর লুণ্ঠিত এবং বিধ্বস্ত হইয়াছে।

নবাগত। কেবল একটীমাত্র অট্টালিকা অক্ষত রহিয়াছে দেখিতেছি।

অসবরণ। হাঁ—ওটী প্রিন্স বার্ণজপের প্রাসাদ। কোন বিশেষ হেতু বশতঃ ওটী রক্ষিত হইয়াছে।

নবাগত। তাহা চিরকালই হইয়া থাকে। শত সহস্র দীন দুঃখীর আবাস ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলেও, ধনীর প্রাসাদ রক্ষার জন্য চির-কালই হেতুবিশেষের আশ্রয় লওয়া হইয়া থাকে।

এ কথার প্রতিবাদ করিতে অসবরণের সাধ্য ছিল না। তিনি কহিলেন, "আমরা যুদ্ধে ব্যাপৃত—নিয়ম-বিরুদ্ধ না হইলে, আমি আপ-নাকে জাহাজে লইয়া গিয়া আশ্রয় দিতাম।"

নবাগত। কষ্ট সহ্য আমার অভ্যাস আছে—যে কোন স্থানে হউক একরূপে রাত্রি যাপন করিব।

অসবরণ। হাঁ, ভাল মনে পড়িয়াছে। প্রিন্সের ঐ প্রাসাদে আমি আপনার রাত্রিবাসের স্থান করিয়া দিতে পারি। আপনি দেখিতেছি মুসলমান—কোন আপত্তি আছে কি?

নবাগত। কিছুমাত্র না। বরং ইহার জন্য আমি আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। আমার বিশ্বাস যদি কর্ম্ম-স্রোতে পড়িয়া শীঘ্র আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ি, আমরা পরস্পর বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিব।

অসবরণ তৎক্ষণাৎ সানন্দে সে প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার নাম এবং পদ-মর্য্যাদা প্রকাশ করিলেন। নবাগত হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "আমার নাম হাজি মুরাদ। কিন্তু আপনি কি আমাকে ও স্থানে একটু আশ্রয় সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন? রুসেরা বিধর্ম্মী-দিগকে কুক্কুরের মত জ্ঞান করে।"

অসবরণ। বাড়ীতে [illegible] বৃদ্ধ ভৃত্য ভিন্ন আর কেহ নাই—সকলেই পলাইয়াছে। সে আমার নিকট কতকটা কৃতজ্ঞ

—সেই কৃতজ্ঞতার খাতিরে সে আপনাকে নিশ্চয় একটু আশ্রয় দিবে।

মুরাদ। অপরাহ্নে আমি কারচে আসিয়া পঁহুছিয়াছি মাত্র। এ সব গুহ্য খবর অবগত নাহ।

অসবরণ! কিরূপে এখানে আসিলেন? দুই তিন খান গ্রীস দেশীয় বাণিজ্য-তরি আসিয়াছে——

মুরাদ। তাহারই একখানাতে আমি আসিয়াছি।

কথায় বার্ত্তায় তাঁহার প্রাসাদ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ আইভান সহাস্যবদনে অসবরণকে অভ্যর্থনা করিয়া, সন্দিগ্ধনেত্রে মুরাদের দিকে চাহিতে লাগিল। অসবরণ কহিলেন, "সদাশয় আইভান! তোমার নিকট একটী প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। এই পথিক আশ্রয়হীন—অর্থ বিনিময়ে সহরের মধ্যে কোন স্থানে আশ্রয় এবং খাদ্য সংগ্রহ সুদুষ্কর আমার খাতিরে এ লোকটীকে একটু আশ্রয় দিতে হইবে।"

আইভান। সমগ্র ইংরাজ এবং ফরাসি সেনাকে আশ্রয় দিতে পারি কিন্তু ঐ একটা বিধর্ম্মীকে——

অসবরণ। তবে তাহাই হইবে—আমার এই সামান্য প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসম্মত হইলে—তাহাই হইবে।

আইভান। ক্ষমা করিবেন—আমাকে একটু চিন্তা করিতে অবসর দিন। কিন্তু—কিন্তু——

অসবরণ। ভয় নাই, ভবিষ্যতে আর এ ভাবে আর তোমার দ্বারস্থ হইব না। লোকটা আমার পরিচিত—তাহার দ্বারা কোন আশঙ্কাই নাই।

হাজি মুরাদ একটু অন্তরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। অসবরণ তাঁহাকে প্রিন্সের আবাসে রাখিয়া, আইভানের নিকট দ্বিতীয়বার বিদায় লইয়া আপন জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

হাজি মুরাদ

জসবরণ জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, কাপ্তেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অট্টালিকাবাসিনী সুন্দরী ও হাজি মুরাদের কথা গোপন করিয়া, যাহা যাহা দেখিয়াছেন এবং বুভুক্ষিত আশ্রয়হীন তাতার নর-নারীর সাহায্য-কল্পে যে পন্থা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—সকলই প্রকাশ করিলেন।

কাপ্তেন সাহেবও একজন সদয়হৃদয় ব্যক্তি। সদানন্দে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহারই উপর সকল কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন। তাঁহাদিগকে যে কোন মুহূর্ত্তে কারচ ত্যাগ করিতে হইবে—তাঁহারা চলিয়া যাইলে বৃদ্ধ আইভান কখনই হতভাগ্যদিগকে সাহায্য করিবে না। সেইজন্য অসবরণ প্রস্তাব করিলেন, উহাদের মধ্যে দলপতি বা সর্দ্দার আছে—যদি প্রিন্সের ভাণ্ডার হইতে অন্ততঃ অর্দ্ধেক খাদ্য লইয়া, দলপতির করে সমর্পণ করিতে পারি, সে সেই খাদ্যে দুই তিন সপ্তাহ সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইবে।"

কাপ্তেন কহিলেন, "এ শুভ কার্য্যের তুমিই যখন সূত্রপাত করিয়াছ তোমাকেই ইহার শেষ করিতে হইবে। কাল যত প্রত্যুষে পার, তীরে গিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিবে।"

পরদিন অতি প্রত্যুষে অসবরণ বোটের সাহায্যে কূলে অবতীর্ণ হইলেন এবং নাবিকগণকে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া, প্রিন্সের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফটকের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—দ্বাররুদ্ধ। দুইজন সশস্ত্র প্রহরী অদূরে দণ্ডায়মান। তাহারা

তাঁহাকে দেখিয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিল। তিনি তাহাদের মুখে শুনিলেন, দ্বার খুলিতে এখনও দুই ঘণ্টা বিলম্ব।

অসবরণ সে স্থানে আর অপেক্ষা না করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে প্রাসাদের পশ্চাদভাগে উপস্থিত হইলেন। সুন্দরীর রূপের মোহ তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই। কোন উপায়ে আর একবার তাঁহার সন্দর্শলাভের জন্য তাঁহার হৃদয়ে একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল। পশ্চাদভাগে উপস্থিত হইয়া, সুন্দরী যে মহলে অবস্থান করেন, সেই দিকে চাহিলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ঘন সন্নিবিষ্ট কাঠের বেড়া—তাহার পরেই পত্রবহুল, শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের সমাবেশ। দৃষ্টিপরিপন্থী বৃক্ষদল অট্টালিকাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রভাত পবন নবমুকুলিত উদ্যান-কুসুমের সৌরভে আমোদিত হইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল। সেই বায়ু হিল্লোলে হয়ত নবীনারও সুরভিত শ্বাস-প্রশ্বাস বিমিশ্রিত আছে ভাবিয়া,—সে বায়ুর আঘ্রাণে তাঁহার আরও আনন্দানুভূতি হইতে লাগিল।

পথে জনমানবের সমাগম নাই—নিকটের মধ্যে কোথাও কাহারও অস্তিত্ব নাই দেখিয়া, তাঁহার অন্তরে এক অভিনব কল্পনার আবির্ভাব হইল। কাঠের বেড়া অলঙ্ঘ্য নহে। বেড়া ডিঙ্গাইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলে হয় না? বাগানে প্রবেশ করিতে পারিলে, আর একবার সেই চিত্তহারিণীকে না হউক, অন্ততঃ তাঁহার আবাস-গৃহটীকেও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

তাহাই ঠিক হইল। অসবরণ বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, লতাকুঞ্জের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুন্দরীর অধ্যুসিত অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র তাঁহার সর্ব্ব শরীরে যেন কে সুধা সিঞ্চন করিয়া দিল।

গবাক্ষে গবাক্ষে মখমল পরদা এখনও বিলম্বিত। তবে বোধ হয় সুন্দরী এখনও সুখশয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া বিরাম লভিতেছেন। অসম্ভব নয়। হায় তিনি কি একবারও অসবরণের কথা স্মরণ করেন নাই? তাঁহার হৃদয়ে কি তাঁহার মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় নাই? যুবতী কি বৃদ্ধ বার্ণজপের বিলাসসহচরী? অসবরণ যন্ত্রণাব্যথিত-হৃদয়ে শিহরিয়া উঠিলেন।

এইভাবে কয়েক মিনিট অবস্থান করিবার পরই, সহসা দ্বার মুক্ত হইল। আনন্দবিস্ফারিতনেত্রে অসবরণ দেখিলেন নিতম্বিনী একাকিনী ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলেন। কাল যাহা দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা অপেক্ষা তিনি আরও সুন্দরী। অসবরণ কাল তাঁহাকে পালঙ্কে উপবিষ্টা দেখিয়াছিলেন, আজ রূপের মাধুরী বিকীর্ণ করিতে করিতে, সহস্র ধারার সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা ছুটাইয়া, চলিয়া আসিতেছেন। কালিকার নিশ্চেষ্ট নিথর সৌন্দর্য্য আজ যেন সজীব চঞ্চল হইয়া, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। সুন্দর চম্পক গৌরকান্তি, তাহার উপর নব ভানুর করচুম্বিত সুকৃষ্ণ কেশের সমাবেশ—মরি মরি কি বাহার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অসবরণ মুগ্ধ, বিমূঢ়। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান রহিত। ক্রমশঃ সে ভাব উপনীত হইল। কুঞ্জান্তরাল হইতে বাহির হইয়া, সুন্দরীর পদতলে পড়িয়া যদি আবশ্যক হয়, - তাঁহার সাহায্যার্থ প্রাণপাত করিতে এবং তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রেম-ব্যক্ত ক[illegible] হইলেন। সহসা মনে পড়িল— নিতম্বিনী—সহসা তাঁহার আবির্ভাবে আশঙ্কিত হইয়া যদি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন,—তাহা হইলে সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া যাইবে।

এই সময়ে আর এক ঘটনায় তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। উদ্যানের অপরাংশ হইতে একজন লোক [illegible]সিতে লাগিল। লোকটী অপর কেহ

নয়—গত রাত্রের অতিথি হাজি মুরাদ। মুহূর্ত্তে ক্রোধে এবং ঘৃণায় অসবরণের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ তাহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য, তিনি, গুপ্তস্থান হইতে সবেগে বাহির হইতে যাইতেছিলেন কিন্তু ঠিক সেই সময়ে অপর একটী ঘটনায় তাঁহার গতিশক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল।

কিশোরী পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া, সহসা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। বিস্ময়-সন্দেহে মুহূর্ত্তের জন্য তিনিও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, তাহার পর সহর্ষে চীৎকার করিয়া, মুরাদের প্রসারিত আলিঙ্গন পাশে গিয়া আবদ্ধা হইলেন।

সত্যই এই ঘটনা ঘটিল। হাজি মুরাদ সস্নেহে সুন্দরীকে বক্ষমধ্যে ধারণ করিলেন—সুন্দরীও এই অপ্রত্যাশিত পূর্ব্ব সাক্ষাতে আনন্দবিহ্বল হইয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

আনন্দের প্রথম বেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, তাঁহারা পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মৃদুকণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। অসবরণ তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে পারিলেন না। কুমারী পুনঃ পুনঃ অট্টালিকার দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, এই আশঙ্কা। তাঁহারা সে স্থানে দাঁড়াইয়া আর অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে সাহসী হইলেন না। আর একবার পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, দুই জনে দুই দিকে চলিয়া গেলেন।

অসবরণও আর তথায় অপেক্ষা করিলেন না। বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাহিরে আসিলেন। সদরের দিকে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলেন, "নিশ্চয় তাহারা পিতাপুত্রী—অথবা কোন নিকট আত্মীয়। স্বামী স্ত্রী কখনই নয়। একজন প্রৌঢ়—অপরা কিশোরী। বিশেষতঃ ইহাদের আলিঙ্গনে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমভাবের অভিব্যক্তি অপেক্ষা বাৎসল্য

এবং ভক্তির আভাস প্রকটিত হইতেছিল। তাহা হইলে যুবতী নিশ্চয় এখানে বন্দিনী। মুরাদ তাঁহার পিতা বা কোন নিকট আত্মীয় কোনরূপে তাঁহার সন্ধান পাইয়া, এইভাবে এখানে আসিয়াছে। তাহা যদি হয়, নিশ্চয় তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন। আইভান কপটী, মিথ্যাবাদী—তিনি তাহা হইলে আর প্রতিজ্ঞারক্ষা করিতে বাধ্য নহেন।

সদরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তখনও দ্বার রুদ্ধ। তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া, দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। অবিলম্বে আইভান দ্বার খুলিয়া দিয়া, সহাস্যে অথচ কতকটা সন্দিগ্ধভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিতে যাইতেছেন,—ঠিক সেই সময়ে হাজি মুরাদও হলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কৈফিয়ৎ

হাজি মুরাদ এবং ইংরাজ সেনানী পরস্পরকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া, যথেষ্ট শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। গত রাত্রিতে অসবরণ হাজি মুরাদকে ভাল করিয়া দেখিতে [illegible] দিবালোকে দেখিলেন, তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ সাদা-সিধে হইলেও, তিনি যে একজন সামান্য লোক-নহেন,—তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। তাঁহার স্থির :শান্ত, ভাবহীন কঠোর মুখমণ্ডলে তাঁহার হৃদয়-ভাব সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

পরস্পর শিষ্টাচার প্রদর্শনের পর অসবরণ কহিলেন, "যদি বিশেষ

আপত্তি না থাকে—একটু অপেক্ষা করিয়া যাইবেন, আপনার সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিতে চাই।"

মুরাদও কহিলেন, "আপনার সন্তোষ বিধানার্থ আমি সকলই করিত প্রস্তুত।"

অস্বরণ। একটু অপেক্ষা করুন—এখানে একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে—সারিয়া যাইতেছি।

মুরাদ। আমি বাহিরে আপনার প্রতীক্ষা করিব।

এই বলিয়া তিনি প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া, বাহিরে কিয়দ্দুরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

মুরাদের প্রস্থানের পর অস্বরণ আইভানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটী কেমন?"

আই। মুসলমান—বিধর্ম্মী, এই যা দোষ। নচেৎ সদালাপী, শিষ্টাচার সম্পন্ন, এবং অকৌতূহলী। আহারাদির পর রাত্রে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম করিতে গিয়াছিল, প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রাতর্ভোজন সারিয়া বিদায় হইল। পুরীর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিল না।

অস্। যাউক—এখন কাজের কথা শোন। তোমার সাধুতা এবং সদাশয়তার বিষয় আমাদের কাপ্তেনের গোচর করিয়াছি। তিনি সকল শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছেন। তোমার ভাণ্ডারের অর্দ্ধেক——

আই। অর্দ্ধেক!—বলেন কি অর্দ্ধেক?

অস্। হাঁ অর্দ্ধেক; তোমার [illegible] মিত্রভাব বর্ত্তমান আছে—আশা করি তাহার ব্যত্যয় ঘটিবার সুযোগ দিবে না। এখন বল কি উপায়ে বহন করিয়া লইয়া যাইব?

আই। আমার পুরীর উপর ত আর কোন অত্যাচার হইবে না?

অস্। না—সে জন্য আমরা দায়ী।

আই। বহন করিয়া লইয়া যাইবার ত কোন উপায় দেখিতেছি না। নগরের মধ্যে একখানিও শকট নাই—অগ্নিকাণ্ডে সবই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন শকট চলাচলের পথ কোথায়। বাড়ী ঘর পড়িয়া রাস্তাঘাট বন্ধ।

অস্। আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। দুইখানা বোট তীরে লইয়া আসি—তুমি ভাণ্ডার-দ্বার মুক্ত করিয়া দাও—আমায় লোকেরাই এখান হইতে বহন করিয়া, বোট বোঝাই করিবে, তাহার পর নগর-প্রান্তে যেখানে বুভুক্ষিত তাতার-তাতারীরা অপেক্ষায় আছে,—তথায় তাহাদের দলপতির হেপাজতে নামাইয়া দিবে।

আই। এ অতি সংযুক্তি।

অস্! তবে আমি এখন চলিলাম। জাহাজে যাইয়া কাপ্তেনের সহিত পরামর্শ করিয়া, বোট এবং লোকজন লইয়া আসিব।

সেনানী পুরীর বাহির হইয়া দেখিলেন, মুরাদ তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। অবসরণ কহিলেন, "মহাশয়, ইংরাজ নাবিকেরা সরলতার জন্য বিখ্যাত। আমিও আপনার সহিত সরলভাবেই কথাবার্ত্তা কহিব।"

হাজি মুরাদ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকের মুখপ্রতি চাহিলেন। সহসা কোন উত্তর করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রশান্তস্বরে কহিলেন "বলুন—কি বলিবার আছে।"

সেনানী কহিলেন,—"[illegible] আমাকে হীনচরিত্র কৌতুহলাবিষ্ট ভাবিবেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আপনার কোন না কোন প্রকার সাহায্যের আবশ্যক হইয়াছে। আমি যথাসাধ্য অপনাকে সে সাহায্য করিতে প্রস্তুত।"

হাজি মুরাদ পুনরায় কঠোরভাবে কিয়ৎকাল যুবকের মুখপ্রতি চাহিয়া

অবিচলিতভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি প্রকারে বুঝিলেন, আমায় কোন প্রকারের সাহায্যের আবশ্যক হইয়াছে ?"

অস্। সহজেই। আপনার কোন বিশেষ কার্য্য না থাকিলে, আপনি কখনই এখানে আসিতেন না বা এ ভাবে অপেক্ষা করিতেন না। তাহার পর প্রিন্সের আবাসে আপনার রাত্রিবাসের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে, কতকটা প্রফুল্লতার সহিত তাহাতে অনুমোদন করিয়াছিলেন।

মুরদ। আপনার চতুরতা এবং অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি বড়ই প্রখরা। যুবক ! বলিতে পারেন, আপনি প্রিন্সের আলয়ে পুনঃ পুনঃ আসিবার জন্য এত উৎসুক কেন ? বৃদ্ধ ভৃত্য তাহার প্রভুর প্রতি অনুরক্ত এবং যথেষ্ট বিশ্বস্ত হইলেও, কি শক্তিপ্রভাবে তাহাকে এরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন, বলিবেন কি ?

মুরাদের অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টির সম্মুখে যুবকের সুন্দর সরল মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল।

মুরাদ মুখভাব কোমল করিয়া কহিলেন,—"আসুন আনরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি,—সরলভাবে কথাবার্ত্তা কহি। আপনি যে একজন সরল-চিত্ত, মহদন্তঃকরণ যুবক এ যদি আমি না বুঝিতে পারি, তবে এতদিন ধরিয়া বৃথায় আমি মনুষ্যচরিত্র আলোচনা করিয়াছি—মিথ্যা আমার বহুদর্শিতা লাভ। আপনি ঐ হর্ম্মস্থিত কিশোরীকে দেখিয়াছেন ?"

অস্। দেখিয়াছি। আপনি দেখিয়াছেন !

মুরাদ বিস্মিতভাবে পুনরায় যুবক অস্লানের দিকে চাহিলেন, তাহার পর কহিলেন,—"হাঁ দেখিয়াছি, এবং তাহারই মুখে শুনিয়াছি, কেমন করিয়া, আইতানের সহিত আপনি তাহার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই—আপনাকে কিভাবে গ্রহণ করিবেন। আপনি মিত্র না——"

অস। হায় যদি তিনি আমার মনোভাব সম্যক বুঝিতে পারিতেন! জগতে এমন কি আছে, যাহা আমি তাঁহার জন্য—। যাউক সে কথা, তাঁহাকে আমার বন্দিনী বলিয়াই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। আর একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায়, আইভানের সাক্ষাতে তাঁহার নিজমুখে সকল কথা শুনিবার জন্য, আমি অদ্য প্রাতঃকালে পশ্চাতের বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আপনার সহিত যে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে—তাহাও আমি দেখিয়াছি।

মুরাদ। বেদৌরা আমার ভ্রাতৃষ্পুত্রী।

অস্। আমিও ঐরূপ একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলাম।

যুবকের হৃদয়ের একটা গুরুভার অপনীত হইল। মুরাদ কহিলেন,—"হাঁ বেদৌরা—ঐ কিশোরী আমার ভ্রাতৃষ্পুত্রী। আমরা সারকেসিয়ার অধিবাসী। প্রিন্স বার্ণজপের অধীনে রুস সেনার—"

অস্। খুব শুনিয়াছি। সেখ সামুলের বীরত্বকাহিনীও আমরা সম্যক অবগত আছি। ইংরাজ জাতি মনে প্রাণে আপনাদের পক্ষপাতী।

মুরাদ। যুবক! আপনার এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না। ইংরাজ বণিকেরা সারকেশিয়ায় বাণিজ্য করিতে যাইত ও আমাদিগকে গুলি, বারুদ, বন্দুক জোগাইত। ব্যবসা করিতে, লাভের জন্য আমাদের দেশে যাইলেও,—আমরা তাহাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হইতাম। তাহার পর একদিন রুস-জার ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন, রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ [illegible] আমাদের দেশে অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবসায় রহিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। বড় লোকের প্রার্থনা আদেশের নামান্তর মাত্র। তাঁহার যে প্রস্তাব গৃহীত হইল, আমাদের দেশে অস্ত্রশস্ত্রের চালান ব[illegible]। এ সকল সত্ত্বে কেমন করিয়া, আমরা ইংরাজ জাতির আমাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বে আস্থা স্থাপন করিব?

অসবরণ মনে মনে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। প্রকৃতই এ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে কহিলেন,—"দেশের শাসক সম্প্রদায়ের কার্য্যে সকল সময়ে দেশের লোক-সাধারণের মনোভাব ব্যক্ত হয় না। আমার কথায় বিশ্বাস করুন, গভর্ণমেণ্ট রুসিয়ার পক্ষপাতী হইলেও, দেশের জন সাধারণের অনুরাগ—অপনাদের প্রতি। আরও শুনুন সমগ্র ব্রিটীশ জাতি আপনাদের প্রতি বিরক্ত হইলেও আপনাদের বিরুদ্ধাচারণ করিলেও,—একজন মাত্র ব্রিটনের অধিবাসী মনে প্রাণে আপনাদের পক্ষপাতী—আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। সে একজন আমি!"

সানন্দে এবং আন্তরিকতার সহিত ইংরাজ সেনানীর করমর্দ্দন করিয়া, মুরাদ কহিলেন,—"আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করি—আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, কিছুমাত্র আমার সন্দেহ নাই। এখন বলুন কি উপায়ে আমাকে সাহায্য করিবেন?"

অস্। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী কিরূপে বন্দিনী হইলেন।

মুরাদ। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে—তখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় বার বৎসর—লোকজন সমভিব্যবহারে ককেশিয়ার পাশ দিয়া গমন করিতেছিল। সেই সময়ে রুষের একদল অগ্রগামী সেনা তথায় উপস্থিত হইয়া, সঙ্গী সহচরদিগকে নিহত করিয়া বেদৌরাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া আইসে। কুমারীর পিতামাতা এবং অপরাপর আত্মীয় স্বজন তাহার ভবিতব্যের বিষয় কিছুই অব[illegible]ত পারে নাই। সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটিয়াছে। রুসেরা এনাপা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আপনাদের রণ-বহর কার্চ্চ প্রণালীতে উপস্থিত হওয়াতে, এবং সমূলের সদলবলে আগমনের বার্ত্তা পাইয়া রুষেরা গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করিতে করিতে পলায়ন করিয়াছে। এই পলাতকদলের কতকগুলা লোকের

সহিত সামূলের সেনার একটা সামান্য মাত্র সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কতকগুলা রুস-সেনা বন্দীকৃত হইলে. আমি তাহাদের একজনের মুখে বেদৌরার সংবাদ প্রাপ্ত হই। আপনাকে আরও একটু বলিয়া রাখি, আমি সারকেশিয়ার সৈন্যদলের একজন পদস্থ সেনা-নায়ক।

অস। গত রাত্রের অসি-চালনাতেই তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছে।

মুরাদ। বন্দী রুস সেনার মুখে শুনিলাম, বেদৌরা প্রিন্স কর্ণ-জপের আবাসে বন্দিনী, তবে এ পর্য্যন্ত তাহার প্রতি কোন অত্যাচার বা তাঁহার কুমারী-ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। এখন বুঝিতেছেন, কেন আমি আসিয়াছি।

অসবরণের হৃদয় হইতে আর একখানা কাল মেঘ অপসারিত হইল। বেদৌরা প্রিন্সের উপপত্নী নহে। মুরাদ পুনরায় কহিলেন, "আমাদের প্রতি ব্রিটনের পক্ষপাতিত্বে আমার বিশ্বাস থাকিলে, আমি ইংরাজ সেনাধিনায়কের নিকট উপস্থিত হইয়া, আমার স্বরূপ পরিচয় দিয়া, বেদৌরার উদ্ধারের প্রস্তাব করিতাম। কিন্তু সে বিশ্বাস আমার ছিল না—আসিয়াই দেখিলাম ইরাজ সেনা প্রিন্সের পুরী রক্ষা করিতেছে। সুতরাং আমি সে উদ্যমে ক্ষান্ত হইলাম। এতদ্ভিন্ন অন্য কারণও আছে। প্রকাশ্যে একার্য্য সম্পাদিত হইলে, কুমারীর সুনামে কলঙ্কারোপিত হইবে। এই সুদীর্ঘ চারি বৎসর কাল প্রিন্সের মতন লম্পটের আবাসে আবদ্ধ থাকিবার পর, মুক্তি পাইলেও, সে মুক্তিতে বেদৌরা সুখিনী হইবে না। স্বসমাজে সমবয়স্কের সমক্ষে কুমারীকে অযথা আরোপিত-কলঙ্কে সতত ম্রিয়মাণ থাকিতে হইবে।"

অস্। আমি আপনার প্রস্তাবে সম্যক্ অনুমোদন করিতেছি। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর উদ্ধার গোপনেই সম্পাদিত হইবে—শীঘ্রই তিনি মুক্ত হইবেন।

মুরাদ। সত্য?

অস্। সত্য। এবং কি উপায়ে হইবে, তাহাও প্রকাশ করিতেছি?

তাঁহারা কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইলেন। পর পরিচ্ছেদে তাঁহাদের আলোচিত বিষয় লিপিবদ্ধ হইবে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

বেদোরা

অসসরণ হাজি মুরাদকে লইয়া তাঁহার জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুরাদ রণতরীর সাজ-সজ্জা এবং কার্য্যাবলী দর্শনে বড়ই প্রীত হইলেন।

অসবরণ তাঁহার কাপ্তেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি কহিলেন,—"আগামী প্রত্যুষে আমাদিগকে বহর ছাড়িতে হইবে হুকুম হইয়াছে। আমি তোমার উপর আর একটী কার্য্যভার অর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছি।"

অস। যাহা আদেশ করিবেন, আ[illegible] সহিত সম্পাদন করিব।

কাপ্তেন। এই সকল গৃহশূন্য অধি[illegible]সীদের মধ্যে বিস্তর সারকেশিয়ার লোক আছে। তুমি তাহাদের সন্ধান করিয়া কার্চ্চ-প্রণালী পার হইয়া, তাহাদিগকে এবং যদি কে[illegible] তাতারী সেখানে গিয়া বসবাস করিবার অভিপ্রায় প্র[illegible] করে, তাহাদিগকে সারকেসিয়ার উপকূলে নামাইয়া দিয়া আসিবে।

অস্। সানন্দে সম্পাদন করিব। আমার সহিত যে মুসলমানটী আসিয়াছেন—উনি সারকেসিয়ার সেথ সামুলের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী।

কাপ্তেন। রুসেরা এনাপা ত্যাগ করিয়াছে খবর আসিয়াছে। কথাটা কতদূর সত্য আমি স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইব।

অস। মুরাদের মুখেও ঐ কথা শুনিয়াছি। সংবাদ কিছুমাত্র মিথ্যা নয়।

কাপ্তেন। তত্রাপি আমি স্বচক্ষে সহরের অবস্থা দেখিব।

অস। আমি এখনিই তীরে যাইতেছি। প্রিন্সের আবাস হইতে খাদ্য দ্রব্যাদির বহন সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত স্থগিত থাকুক, ইত্যবসরে আমি সারকেসিয়ার অধিবাসীদের অনুসন্ধান করি।

কাপ্তেন তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে, অসবরণ মুরাদের সহিত পুনরায় তীরে উপস্থিত হইলেন এবং সকল বিষয় বিবৃত করিলেন।

অপরাহ্নে অসবরণ মুরাদের সহিত গৃহহীন অধিবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং সন্ধ্যার পর তাহাদের খাদ্যাদি কিরূপে কোথায় উপস্থিত হইবে জ্ঞাপন করিলেন। এ সংবাদে ক্ষুধাতুর নর-নারী অশ্রু-প্লুতনয়নে দুই হস্ত তুলিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। তাহার পর সারকেসিয়ার অধিবাসীদের অনুসন্ধান করিলেন। তাহারা সংখ্[illegible] চত্বারিংশতের অধিক নহে। স্বদেশে প্রত্যাগমনের সুযোগ উপস্থি[illegible]শুনিয়া তাহাদের মধ্যে আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল। আরও প্রায় চল্লিশ জন তাতারি সামুলের রাজ্যে প্রস্থান করিতে সম্ম[illegible]গা অস্‌বরণ তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া মুরাদের সহিত প্রত্যাব[illegible]রিলেন।

সন্ধ্যার পর কয়েকখানি বোট [illegible]সিয়া প্রিন্সের আবাসের অদূরে

উপকূলে নঙ্গর করিল। অস্‌বরণের আদেশে অধিকাংশ নাবিক নামিয়া আসিল। আইভান তাহাদের দ্বার মুক্ত করিয়া দিল—নাবিকগণ আহার্য্য পূর্ণ বস্তা বহন করিয়া, বোট বোঝাই করিতে লাগিল। মুরাদ সে স্থানে আর অপেক্ষা করিলেন না।

ভাণ্ডারের অর্দ্ধেক দ্রব্য বাহিত হইলে, অস্‌বরণ মিষ্টবাক্যে আইভানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। আইভান ভাণ্ডার দ্বার রুদ্ধ করিয়া আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

অস্‌বরণ পুরীর পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া, ইঙ্গিত করিবামাত্র অবিলম্বে মুরাদ কুঞ্জান্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাহার পর পুনরায় উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ভিতর হইতে বেদৌরাকে তুলিয়া ধরিলেন। অস্‌বরণ সযত্নে তাঁহাকে বাহিরে নামাইয়া লইলেন। সুন্দরীর দেহ-স্পর্শে তাঁহার মনের মধ্যে যে ভাবের সঞ্চার হইল তাহা বর্ণনাতীত। তাহার পর তাঁহার দাসীদ্বয়কেও সেই ভাবে নামাইয়া দিয়া মুরাদ বাহির হইলেন। তখন পাঁচজনে বোটে উঠিবা মাত্র বোট খুলিয়া দিল; এবং নগর বাহিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, ক্ষুধাতুর নরনারীরা আসিয়া খাদ্যসম্ভার নামাইয়া লইল এবং যাহারা যাহারা এ স্থান ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, আসিয়া বোটে আরোহণ করিল। পুনরায় বোট খুলিয়া দিল, বোট আসিয়া জাহাজে লাগিল। অস্‌বরণ জাহাজের নিজ কক্ষ বা কেবিন বেদৌরা এবং তাঁহার সখীদ্বয়ের অবস্থানের জন্য ছাড়িয়া দিলেন।

প্রভাতে উষালোকের নব বিকাশে[illegible] সঙ্গে অস্‌বরণের ষ্টীমার খুলিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে বাষ্পী[illegible] হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িল।

এক ঘণ্টা পরে মুরাদ বেদৌ[illegible] সঙ্গে লইয়া জাহাজের উপরে আসিলেন। অস্‌বরণকে দেখিবামাত্র [illegible]দরী মুখাবরণ উন্মোচন করিতে

ইহার অপেক্ষা তাঁহাদের দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর প্রকৃষ্ট উপায় নাই। যুবকের পিপাসিত নেত্র পুনরায় সুহাসিনীর মুখ-সুধা পানের অবসর পাই[illegible]। চারুনেত্রা মৃদু সুলোলিত কণ্ঠে তাঁহার বহু গুণকীর্ত্তন করিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহারই অনুকম্পায় তিনি আজ মুক্ত—স্বদেশে প্রত্যাবৃত হইতে পারিতেছেন।

তাঁহারা পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছেন দেখিয়া, মুরাদ জাহাজের অপরাংশে সারকেসিয়ার অধিবাসীদের মিষ্ট কথায়, আশ্বাস বাণীতে তুষ্ট করিতে চলিলেন। বেদৌরা জিজ্ঞাসিলেন তাঁহার জন্মভূমি কোন্ দিকে। অস্‌বরণ অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন। যুবতী হর্ষোৎফুল্লনেত্রে সুদূর আকাশপ্রান্তে অস্পষ্ট দৃষ্টে ভূখণ্ডের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

অস্‌বরণ একটু দূরে দাঁড়াইয়া, তাঁহার সেই আনন্দপ্রদীপ্ত সুন্দর মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! শীঘ্রই আমার এ সুখ-স্বপ্ন ভগ্ন হইবে! এ সুখ আমার অদৃষ্টে আর অধিকক্ষণ নহে—বিদায়কাল সমুপস্থিত। এখন আমার উপায়! আমি কি করিব? তাহার পদতলে পড়িয়া প্রাণ ভিক্ষা করিব—বিবাহের প্রস্তাব করিব। না—না আমার সে অবস্থা কৈ? স্ত্রীর ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিবার আমার সামর্থ্য কোথায়? আর তা[illegible] থাকিলেও—আমি খৃষ্টান—সে মুসলমান। আমি সব ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিব না। বেদৌরা! তুমি কি আমার জন্য তো[illegible]র্ম্মবিশ্বাস বিসর্জ্জন দিতে পারিবে? এ আশা আমার বৃথা! [illegible]গুলি[illegible]নন্দের উজ্জ্বল প্রতিমা আমার হৃদয়ে চির অন্ধকার ঢালিয়া চলিয়[illegible]" প্রায় চল্লিশ [illegible]

অস্‌বরণ এইরূপ [illegible] সময়ে আর একটী ক্ষুদ্র ঘটনায় তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। জাহাজের উপর[illegible] সকল তাতারী বসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশেরই অর্দ্ধ উলঙ্গাবস্থা। [illegible]নেকেরই দেহের উপরার্দ্ধে বসনের

লেশ নাই। একটী অনিন্দ্য কিশোরী বিষণ্ণমুখে ব্রিড়াসঙ্কুচিতভাবে জাহাজের এক পার্শ্বে নতমুখে উপবিষ্ট। তাহার কটীতট পর্য্যন্ত আচ্ছাদন আছে, দেহের অপরাংশ—বক্ষ প্রভৃতি অনাবৃত। যুবতী লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া নতমুখে উপবিষ্ট। বেদৌরার দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িবা মাত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। স্কন্ধে একখানি বহুমূল্যের শাল সংস্থাপিত ছিল, লজ্জা নিবারণের জন্য সেই খানিতে দরিদ্রা যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলেন। যুবতীর চক্ষে দরবিগলিত অজস্র ধারা ঝরিল। কিশোরী অশ্রুপ্লাবিতবদনে উপকারিণীর মুখপানে চাহিয়া, উভয় করে তাঁহার কর-পল্লব ধরিয়া ভক্তিভরে চুম্বন করিল।

এই দৃশ্যে অস্‌বরণের হৃদয় আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বেদৌরার সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে আরও শত ধারায় ফুটিয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বাষ্পীয়পোত

বেদৌরা অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিয়া চাহিলে[illegible] ইংরাজ সেনানী তাঁহার মুখের দিকে সাভিনিবেশ সানন্দ দৃষ্টিতে [illegible]াছেন দেখিয়া, লজ্জায় তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত যুগল কপোলে আ[illegible]ইয়া [illegible] বিকীর্ণ হইল। যুবকের দৃষ্টিতে তিনি ব্রিড়া-সঙ্কুচিতা হইলে[illegible] [illegible] যে হন নাই, তাহা তাঁহার ভাবে বেশ প্রকটিত হইতে লাগি[illegible] [illegible]সময়ে কে এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে যুবকের স্কন্ধে হস্তার্পন করি[illegible] [illegible]বিরণ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, হাজি মুরাদ।

মুরাদ প্রশান্তস্বরে কহিলেন, "এদিকে আসুন, আপনার সহিত কথা আছে।"

তাঁহারা জাহাজের অপর অংশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বড় একটা কেহ ছিল না। মুরাদ কহিলেন, "মনে করিয়াছিলাম এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিব না কিন্তু অবস্থাগতিকে বাধ্য হইয়া আমাকে ইহার অবতারণা করিতে হইতেছে মাত্র।"

যুবকের মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিল। হৃদয়ে প্রেমের প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, প্রেমাস্পদ ভিন্ন অন্য সকলেরই নিকট সে ভাব গোপন রাখিবার জন্য কেমন একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা স্বতই মনোমধ্যে সমুদিত হয়। যদি কাহারও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রথম প্রেমিকের যত্ন-পোষিত প্রচ্ছন্ন সেই হৃদয়ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়, তবে তখন তাহার অবস্থা রাজদ্বারে অভিযুক্ত কোন অপরাধীর অপেক্ষা কোন ক্রমেই উন্নত নয়।

মুরাদ বলিলেন,—"নর নারীর চক্ষুই তাহাদের হৃদয়ের গুপ্তভাব ব্যক্ত করিয়া দেয়। যুবক—প্রিয়বন্ধু! তোমার চক্ষুও এই সাধারণ নিয়মের অঙ্গীভূত। আমার বয়স হইয়াছে, আমি অনেক দেখিয়া শুনিয়া অনেক শিখিয়াছি। মানব হৃদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিতে যত যত্নই করুক না, আমার অন্তর্ভেদী দ[illegible] নিকট কখনই তাহাকে লুক্কায়িত রাখিতে সমর্থ হয় না। সুতরা[illegible] ভাবে সম্বোধিত করিয়া এ প্রস্তাবের অবতারণা করিলে, বেশী [illegible]র কারণ নাই।"

অম্বরণ কোন কথা ক[illegible]রিলেন না। লজ্জা ভয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও তিনি জড়ীভূত হ[illegible]য়া চলি[illegible]ন। মুরাদ বলিতে লাগিলেন, "তোমার দ্বারা আমি এব[illegible] [illegible] ভ্রাতুষ্পুত্রী যারপরনাই উপকৃত হইয়াছি। তোমার উপকারের [illegible]র করা আমাদের সাধ্যাতীত।

যদি কোন উপায় থাকিত, আমরা তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতাম না। আমাদের বিদায় লইবার সময় প্রায় উপস্থিত। বোধ হয় ইহজন্মে আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। বেদৌরার রূপে তোমার হৃদয় যে মুগ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। এ জন্য তোমার কোন অপরাধ নাই,—কারণ এ মোহ স্বাভাবিক। আশা করি যত্নপূর্ব্বক তোমার হৃদয় ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত ভালবাসার এ বীজকে নষ্ট করিবে। তোমার সদাশয়তা, হৃদয়ের মহত্বের দোহাই দিয়া বলিতেছি, বিদায়কালেহৃদয়ের উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া, বেদৌরার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিবেনা—তোমার নিকট আমার এই মিনতি—এই ভিক্ষা।"

অস্‌বরণ ধীরভাবে বলিলেন,—"আমি অনৃতের অনাদর করি। মিথ্যার আবরণে হৃদয়-ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিবার প্রয়াস আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সুতরাং সত্য বলিতেছি, বাস্তবিকই আমি বেদৌরার রূপে আকণ্ঠ মজ্জিত হইয়াছি। বেদৌরার রূপ—তাহার সুকুমার সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ে যে আসন পাতিয়াছে, পূর্ব্বে কেহ কখনও আমার হৃদয়কে এ ভাবে অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই—এবং ভবিষ্যতেও হইবে, এ আশা আমার নাই। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমার এ আশা-লতা মুকুলিতা হইবার কোন চুম্বন [illegible]ই নাই। আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম গৌরবের [illegible]নিক-ব্রত, জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি [illegible]ম-বিশ্বাস পর্য্যন্ত আমি বেদৌরার জন্য বিসর্জ্জন করিতে [illegible]কল্প হইয়াছি। গতরাত্রে বিশ্রামার্থে যে সামান্য সময়টুকু [illegible]ায় পড়িয়াছিলাম—জানি না তখন জাগ্রত কি নিদ্রিত,—[illegible]নে হইতে লাগিল, আমি যেন সারকেসিয়ার পর্ব্বত-মাল[illegible]ভক্ত মহাপ্রাণ সামুলের সৈন্য

মধ্যে তাঁহার সৈন্য চালনা করিতেছি,—তাঁহার পক্ষ হইয়া তাঁহার শত্রু নিপাত করিতেছি—আর এ সমস্তই ঐ সুন্দরী বেদৌরার জন্য। কিন্তু এ সত্য নয়—স্বপ্ন। আমার এ স্বপ্ন চিরকালই স্বপ্ন থাকিবে। ক্ষমা করিবেন,—আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। উত্তেজনাবশে মনের ভবি [illegible]ক্ত করিয়া ফেলিয়াছি।”

মুরাদ কহিলেন,—“উদার-হৃদয়-যুবক! তোমার উপর বিরক্ত হওয়া অসম্ভব। সাক্ষাৎ হইয়া অবধি তোমার উপর যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা অপনীত হইবার নহে। তীরে অবতীর্ণ হইবার পরই, আমি বেদৌরাকে লইয়া প্রস্থান করিব। তুমি তাহাকে বিস্মৃত হও, ভাবিতে চেষ্টা কর তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমরা কিন্তু তোমায় বিস্মৃত হইব না, চিরকাল হৃদয়ে তোমার স্মৃতির উপাসনা করিব।”

অস্‌বরণ কোন কথা কহিলেন না। কি একটা প্রগাঢ় চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। মুরাদ বিষণ্ণ অথচ সদয়ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—তিনিও কোন কথা কহিলেন না।

এদিকে বাষ্পীয়পোত ক্রমশঃ পার্ব্বত্যোপকূলের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। এই সময়ে অদূরে আর একখানা পোত পরিদৃষ্ট হইল। সেখানা তুরস্ক পোত। নিকটবর্ত্তী হইলে, জানা গেল রণ-সম্ভার লইয়া, সারকেশিয়ার সামুলকে [illegible] করিতে যাইতেছে।

এনাপা বন্দর [illegible] কটবর্ত্তী। দূরবীক্ষণের সাহায্যে তাহার দুর্গপ্রাকার এবং অট্টা[illegible]গ্নি-দগ্ধ বিকট দৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। বেদৌরার সহচ[illegible]ণে তাঁহার সহিত জাহাজের উপরে মিলিত হইয়াছে। তিন[illegible] নেত্রে জন্মভূমির দিকে চাহিয়া আছে। মুরাদ ইতস্ততঃ ঘ[illegible]ইতেছেন—সময়ে সময়ে ভাইঝির নিকট উপস্থিত হইয়া, মিষ্ট কথা[illegible]তুষ্ট করিয়া যাইতেছেন।

অস্‌বরণ মুরাদের কথাগুলি বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলেন। প্রথম প্রথম বেদৌরার নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করিতেছিলেন না, শেষ ভাবিলেন মুরাদ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করেন নাই—তাঁহার কর্ণে প্রণয় বার্ত্তা সম্ভাষণ না করিতেই, সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। যদি তিনি যুবতীর সহিত আর সাক্ষাৎ না করেন—বিদায়ের পূর্ব্বে আর তাঁহার নিকটবর্ত্তী না হন, তাহা হইলে যুবতী কি মনে করিবে! মুরাদই বা কি ভাবিবে? তিনি পুনরায় ধীরে ধীরে সুন্দরীর সমীপবর্ত্তী হইলেন।

বেদৌরা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিলেন—উন্মোচন করিয়া সহাস্য-মুখে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

অসবরণ। আর মুহূর্ত্ত পরেই, আপনার চিরপ্রিয় জন্মভূমিতে আপনি পদার্পণ করিবেন।

বেদৌরা। কিন্তু এটা কি একটা অশুভ লক্ষণ নয়? শত্রুকরে বিদ্ধস্ত, বিদগ্ধ, কালিমাময়ী জন্মভূমির কোলে আমি নামিতেছি।

অস্। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আপনার ভবিষ্য জীবনে কোনরূপ অমঙ্গল বা নিরানন্দের ছায়াপাত হইবে না। অন্ততঃ জগতের মধ্যে একটী হৃদয়ও আপনাকে অবিচ্ছিন্ন সুখভাগিনী দেখিতে অহর্নিশ ভগবানের আশীর্ব্বাদ কামনা করিবে।

যুবতীর নিকট উপস্থিত হইবার [illegible] প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিলেন, সাধারণভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া [illegible] বান্ধব বা পরিচিতের সহিত যে ভাবে লোকে মিষ্ট আলাপ [illegible]হার সীমা কথনই লঙ্ঘন করিবেন না কিন্তু বেদৌরার নিক[illegible] হইলে—তিন মিনিট সময় যাইতে না যাইতে, তিনি [illegible]ত হইলেন। প্রতিজ্ঞা, মনের দৃঢ়তা, হৃদয়ের সঙ্কল্প সুন[illegible] নিকট সব ভাসিয়া

গেল। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথা শ্রবণমাত্র, যুবতীর মুখমণ্ডল পুনরায় আরক্তিমভাব ধরিল,—চোখে মুখে আনন্দের ছায়া ভাসিয়া উঠিল। তিনি আরক্তগণ্ডে, প্রফুল্লস্মিত অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

যুবক পুনরায় কহিলেন,—"হাঁ, বাস্তবিকই চিরদিনই আমি ভগবানের নিকট আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করিব। আমার ধর্ম্মবিশ্বাস বিভিন্ন হইলেও, আমার প্রার্থনা পরমেশ্বরের পদপ্রান্তে পঁহুছিবে।"

যুবতী পুনরায় যুবকের মুখের দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে ভয়, বিস্ময়, আকুলতা অথবা তদ্বৎ একটা ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য সুন্দরীর সুন্দর মুখ রক্তহীন বিশুষ্ক হইল—পরমুহূর্ত্তে কিন্তু তাহার আরক্ত আভা ফিরিয়া আসিল। মৃদুমন্দ কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"আমিও প্রতিদিন আমার উপকারীর মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতে বিস্মৃত হইব না।"

এই বলিয়া বেদৌরা একবার চারিদিকে ভয়চকিত চঞ্চলদৃষ্টি সঞ্চালিত করিলেন। তাঁহার খুল্লতাত নিকটে আছেন কিনা—তিনি তাঁহার কথা, শুনিয়াছেন কিনা,—নির্ণয় করাই বোধ হয় সে দৃষ্টির কারণ। সুন্দরী পুনরায় কাতর দৃষ্টিতে যুবকের মুখের দিকে চাহিলেন, অস্‌বরণের মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার কিছু বলিবার আছে, যেন হৃদয়ের মধ্যে [illegible] থাকিলে [illegible] গুপ্ত কথা আছে,—যাহা সাহস করিয়া খুল্লতাতের নিকট [illegible] পারিতেছেন না—এমন কোন একটা বিষয় তাঁহাকে বলিব[illegible] বার বার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাহাতেও যেন সাহস হই[illegible] তাই বার বার ঐভাবে ভয়চকিত, চঞ্চল, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বিনি[illegible]য় চলিশ[illegible]ছেন।

যুবক পুনরায় [illegible]লেন, "শীঘ্রই বোধ হয় আপনার পিতা মাতার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

বেদৌরা কহিলেন, "হাঁ শীঘ্রই আমি তাঁহাদের স্নেহালিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইব। কিন্তু—"

যুবতী সহসা থামিয়া গেলেন। তাঁহার পীন বক্ষ আলোড়িত করিয়া, একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল। যুবক বুঝিলেন, বলি বলি করিয়া, কি যেন বলিতে পারিতেছেন না। বলিতে যেন তাঁহার সাহস হইতেছে না। কি এমন গুপ্ত কথা? প্রিন্স বার্ণয়েপের আবাসে অবস্থানকালে কোন ঘটনা ঘটিয়াছে কি? না তাহা নহে। তাঁহার কোন কলঙ্কের কথা হইলে, কখনই তিনি তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিবার জন্য এতদূর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন না। তিনি অনুমান করিয়া কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব। সে নীরবতা ভঙ্গ করিবার জন্য যুবক জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি আপনাদের সুলতান সামুলকে দেখিয়াছেন?"

বেদৌরার চক্ষু প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আর একবার তাঁহার দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "হাঁ। তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার রাজধানী বদেনো নগরের রাজপ্রাসাদের নিকটেই আমাদের বাড়ী।"

অস্। দেখিয়াছেন? পৃথিবীর মধ্যে তিনি একজন বড় যোদ্ধা। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার বড় সাধ হয়। কোন বিখ্যাত বীর পুরুষকে দেখিলে আমার হৃদয়ে বড় [illegible] হয়। তুর্কী সেনাপতিকে—

বেদৌরা। ওমার-পাশার কথা ব[illegible]? হাঁ তিনি এক জন বিখ্যাত যোদ্ধা—বর্ত্তমান যুগে [illegible] হয় তাঁহার দ্বিতীয় নাই।

অস্। ওঃ তাহা হইলে, বন্দি[illegible] আপনি বাহিরের সকল সংবাদ পাইতেন।

বেদৌরা। স্বাধীনতা ভিন্ন আমার অন্য সুখের অভাব ছিল না। অলসভাবে সময় অতিবাহিত না করিয়া আমি সংবাদপত্র পাঠ করিতাম। আইভান আমাকে বিবিধ পুস্তক এবং সংবাদপত্র দিয়া যাইত—তাহার অধিকাংশগুলিই ফরাসি ভাষায় লিখিত।

অস্। আপনি কি সে সব বুঝিতে পারিতেন?

বেদৌরা। আমি ফরাসি-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। শিক্ষা দিবার কেহ ছিল না—নিজের ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতটুকু পারিয়াছি শিখিয়াছি।

অস্‌রষণ একেবারে বিমুগ্ধ—আত্মসংযমরহিত। বেদৌরা শুদ্ধ সুন্দরী নয়—বেদৌরা বিদুষী। সারকেসিয়ার বন্ধুর পাহাড়ে তাঁহার জন্ম হইলেও অর্দ্ধসভ্য রুসের অবরোধে অবস্থানকালে আপনাকে নানা জ্ঞানে ভূষিতা করিয়াছেন। তিনি হাজি মুরাদের পরামর্শ বা অনুজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন—নিজের প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইলেন। বিস্ময়-চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"এও কি সম্ভব! সত্যই কি তুমি বন্দিনীদশায় আপনাকে এরূপ গুণগ্রামে ভূষিত করিয়াছ?"

কুমারী সরল নম্রমধুরকণ্ঠে কহিলেন,—"আমার অবসরের অভাব ছিল না। অলসভাবে সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত না করিয়া, আমি আপন চেষ্টায় ফরাসিভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম। এই সকল লইয়া আমি ব্যাপৃত [illegible] কিতাম—স্বদেশের স্মৃতি,—পিতামাতার কথা—আপনার [illegible] ষয় যথাসাধ্য বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করি—"

এই সময়ে জাহা[illegible]গুলি[illegible]র অসবরণের উপস্থিতির আবশ্যক হইল। আহূত হইয়া সত্বর প্রায় চল্লিশ[illegible]ন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

এনাপা

এনাপা বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিল। জাহাজের কাপ্তেন আরোহীগণকে কূলে নামাইয়া দিবার আদেশ করিলেন। সংবাদ পাইলেন, রুসেরা নগর বিধ্বস্ত করিয়া, ঘরবাড়ী পোড়াইয়া, গৃহ-দ্বার লুণ্ঠিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সুলতান সামুলের একদল সৈন্য আসিয়া নগর অধিকার করিয়া বসিয়াছে। দুর্গ ভগ্ন, তাহারা নগরমধ্যে ছাউনি পাড়িয়াছে। নগরবাসীরা সাহস পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, রাস্তা-ঘাট পরিষ্কৃত হইতেছে—ঘর বাড়ীর সংস্কার চলিতেছে। তবে উপকূলে বন্দরে জন মানবের সংস্রব নাই। সামুলের সেনাও নাই—কারণ বন্দরে জাহাজ নাই, লোক নাই—তাহারা কি রক্ষা করিবে ?

কাপ্তেনের আদেশে অসূবরণ হাজি মুরাদ, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও সহচরীদ্বয়কে লইয়া প্রথমতঃ বোটের সাহায্যে কূলে অবতরণ করিলেন। যুবকের হৃদয়ে তুফান উঠিল। বেদোরা [illegible] চুম্বন [illegible] সুহাসিনী বিদূষী বেদোরা জন্মের মত তাঁহার চক্ষু [illegible] চলিল। আর তাহাকে দেখিতে পাইবেন না—আর লইয়া [illegible]হত কথা কহিতে পাইবেন না। উদ্বেগের প্রবল জলো[illegible] [illegible]হার বক্ষ বিলোড়িত হইয়া উঠিল। বেদোরার বিচ্ছেদ [illegible] তবে কি তিনি ইংরাজ সেনা পরিত্যাগ করিয়া সামুলের [illegible] গ্রহণ করিবেন ? না—কখনই না—প্রাণ থাকিতে [illegible] [illegible]দ্রোহী, স্বধর্ম্মত্যাগী হইতে পারিবেন না।

প্রথমত হাজি মুরাদ অবতরণ করিলেন—তাহার পর অস্‌বরণ নামিয়া, সুন্দরী এবং তাঁহার সহচরীদ্বয়কে হাত ধরিয়া নামাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য যুবতীর কর-পল্লব যুবকের হস্তমধ্যে স্থাপিত হইল। সকল ভুলিয়া অস্‌বরণ সুন্দরীর কর-লতা ঈষৎ নিপীড়িত করিলেন—সে অতি সামান্য—সহজে অননুভূত। তাঁহার হস্তেও ঈষৎ চাপ পড়িল-তবে সে চাপ—নিপীড়নভার এত স্বল্প যে প্রেমিক ভিন্ন সহজে অপরে অনুভূত করিতে সক্ষম হয় না। যুবকের হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাঁহাদের উভয় হৃদয়তন্ত্রী তাহা হইলে এক আঘাতে বাজিয়াছে—উভয়ের প্রাণে এক স্রোত বহিয়াছে—বেদৌরা তাহা হইলে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে।

সুখ-স্বপ্নের ছায়ার মত কি যেন কি একটা তাঁহার হৃদয়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল। আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, সহসা মুখ তুলিয়া দেখিলেন, হাজি মুরাদ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। তদ্দর্শনে লজ্জাভয়ে আরও তিনি জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। মুরাদ কহিলেন,—"বন্ধু! আমাদিগকে বিদায় দাও।" [illegible]

যুবকের কর্ণে [illegible] তাঁহার মৃত্যু-দণ্ড বিজ্ঞাপিত করিল। কে যেন তাঁহার হৃ[illegible]ড়িয়া লইতে আসিল। তিনি সত্বর কহিলেন, "ইহার মধ্যে [illegible]লগুলির এত ব্যস্ত হইবেন না—চলুন আমি আপনাদিগকে নগরের মধ্যে চলিয়া [illegible]াসি।"

মুরাদ কতকটা গম্ভীর [illegible]টা দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না—তত দূর যাইবার আপনার আব[illegible]না। নগরের অর্দ্ধাংশে আমার দেশবাসীরা আছে—নগর নিরাপদ। [illegible] দেখুন আমাদের জাতীয় পতাকা

উড়িতেছে। এই স্থানে অপেক্ষা করুন—আমার মুখে সংবাদ পাইলেই আপনাদের পতাকার সম্মানরক্ষার্থ এখনই তোপ হইবে শুনিতে পাইবেন।"

যুবক যুবতীর দিকে আকুলনেত্রে চাহিলেন। যুবতীর মুখে নিবিড়াবগুণ্ঠন—তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার মুখের তাৎকালীক ভাব পরিলক্ষিত করিতে পারিলেন না কিন্তু অবগুণ্ঠন যে বিচলিত কম্পিত হইতেছে, তাহা বেশ লক্ষ্য করিতে পারিলেন।

হাজি মুরাদ যুবকের হাত ধরিয়া পুনরায় কহিলেন, "এই শেষ সাক্ষাৎ—আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর। যাও যুবক! কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হও! যে গৌরবময় মহান ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, প্রাণপনে তাহার উদ্যাপন করিয়া সংসারে যশ, মান এবং খ্যাতি অর্জ্জন কর। যে পথে অগ্রসর হইয়াছ, ফিরিও না—কর্ত্তব্য পথের কণ্টক মাত্রকে পদদলিত করিয়া, আপন উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হও—কোন ঘটনায় হৃদয়কে অবসন্ন হইতে দিও না—ইহা বীরের ধর্ম্ম নয়। যাও যুবক! যাও বন্ধু! তুমি ধর্ম্মান্তরের বিশ্বাসী হইলেও, আমাদের প্রার্থনায় তুমি সুখ সম্পদের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

চুম্বন

বেদৌরার মুখাবরণ আরও প্রকম্পিত [illegible]ল। অসবরণের মনে হইতে লাগিল,—সুন্দরী বো[illegible] কাঁদিতেছেন—তাঁহার অস্ফুট—যত্ন-দমিত রোদন-ধ্বনি তাঁহার [illegible] প্রবেশ করিল। তিনি আত্মহারা হইয়া, হাজি মুরাদের ক[illegible]রিয়া, কুমারীর নিকট বিদায় লইবার জন্য তাঁহার কর-পল্ল[illegible] বিদায় চাহিলেন। সুন্দরীর কর-লতিকা তাঁহার কর[illegible] হইয়া ঈষৎ কম্পিত হইল।

মুরাদ, ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয়ের সহিত অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলেন। অসবরণ সেইস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাদের অনুসরণ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। বেদোরা প্রতি পদ-বিক্ষেপে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে যতই দূরবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন, যুবকের হৃদয়ও ততই নিরাশার নিবিড়ান্ধকার মধ্যে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। অবশেষে সুন্দরীর মোহনী মূর্ত্তি যখন আর তাঁহার নেত্র-পথ বর্ত্তিনী হইল না—তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, জগতের যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু আনন্দদায়ক, যাহার জন্য জীবন উপভোগ্য—তাহা বুঝি চিরদিনের মত তাঁহার নয়নের অন্তরালে চলিয়া গেল।

সহসা তাঁহার মনে পড়িল, এখনও তাঁহার অন্য কর্ত্তব্য বর্ত্তমান। জাহাজের আরোহীগণকে নামাইয়া দিতে হইবে—তিনি সে স্থানে আর অপেক্ষা না করিয়া, বোটে ফিরিলেন এবং কাপ্তেনের আদেশ পালন করিলেন।

মুরাদের প্রস্থানের অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে, নগর মধ্য হইতে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। ক্রমান্বয়ে একুশ তোপ হইল—ব্রিটিশ পতকার সম্মানার্থই এই [illegible] থাকিবে। অনতিবিলম্বে ইংরাজের পোত হইতেও —তাহার প্রতি-[illegible] কিন্তু স্বধর্ম [illegible] হইল।

বেলা এগারটার [illegible] জ জাহাজ বন্দরে নঙ্গর করিয়াছিল। পথে আসিবার সময় [illegible]পগুলি [illegible]পোতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, বন্দরে উপস্থিত হইতে [illegible] চল্লিশ [illegible] একটা বাজিল। পুনরায় নগর হইতে তোপধ্বনি হইল। [illegible] কী জাহাজের কাপ্তেন ইংরাজপোতে আসিলেন। উভয় কাপ্তেনের [illegible] যথাযোগ্য আলাপ ও শিষ্টাচার প্রদর্শিত হইল। তাহার পর [illegible]। চারিটার সময় তাঁহারা দুই

জনে অস্‌বরণ ও অপর একজন তুর্কী-সেনানীকে সঙ্গে লইয়া, নগর পরিদর্শনার্থ এবং সামুল অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তীরে উঠিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর একজন সারকেসিয়ার সৈনিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল,—তাহার মুখে শুনিলেন স্থলতান সামুল এখানে উপস্থিত নাই, একজন সেনানীর অধীনে চারিশত মাত্র সৈন্য রাখিয়া তিনি অধিকাংশ সেনার সহিত পার্ব্বত্যপথে রুসের অনুসরণ করিয়াছেন।

তাঁহারা ক্রমশঃ নগরপ্রান্তে উপনীত হইলেন। ইংরাজ কাপ্তেন অসবরণকে কহিলেন, "তোমার সে বন্ধু হাজি মুরাদ কোথায়? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভাল হইত।"

অস্‌বরণ মনের আনন্দবেগ গোপন করিয়া, সেই মতের পোষকতা করিলেন; এবং সৈনিককে আহ্বান করিয়া মুরাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সৈনিক কহিল, "না, তিনি এখানে নাই।"

যুবক একেবারে দমিয়া গেলেন। তাঁহার অন্তরে যে আনন্দ বর্ত্তিকা ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল,—এইবার তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইল। বেদৌরা তাঁহার কাকার সহিত [illegible]পিতৃমাতৃদর্শনে কোন্ স্থদূর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার [illegible] সাক্ষাতের আর সম্ভাবনা নাই। কাপ্তেনকে কহিলেন, লইয়া [illegible] আপনাদের সহিত যাইবার যদি কোন বিশেষ আবশ্যক [illegible], যে সকল লোককে সঙ্গে আনিয়াছি,—তাহাদের পরিণাম [illegible] [illegible]খিয়া আসি।"

কাপ্তেন প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি [illegible] অসবরণ তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, একাকী [illegible]-প্রবেশ করিলেন। যতই তাঁহার ভাবনার স্রোত [illegible] হইতে লাগিল, তাঁহার গতি

ততই মন্থর হইয়া আসিল। তিনি অনন্যচিত্তে বেদোরার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন নগরের একটা নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে জনমানবের সংস্রব নাই—গৃহ-দ্বার ভগ্ন, ইঁষ্টক-স্তূপে পথ পূর্ণ। সম্মুখে অগ্রসর হইবার আর পথ নাই। তিনি ফিরিলেন, সম্মুখেই একখানা অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা। তাহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইবার কোন পথ আছে কিনা দেখিবার জন্য অট্টালিকা মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। কিন্তু একি! ইষ্টক-স্তূপের উপর ও কে বসিয়া! ও যে বেদোরা!

বাস্তবিকই রূপসী ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে ইষ্টক-স্তূপের উপর উপবিষ্টা। নগ্নপদ, আলু থালু বেশ। অনন্যমনে উপবিষ্টা। অসবরণ আত্মবিস্মৃতের ন্যায় চীৎকার করিয়া তাঁহার দিকে প্রধাবিত হইলেন। সুন্দরী চমকিয়া উঠিলেন। যুবকের উপর দৃষ্টি পড়িল। তিনিও সানন্দে চীৎকার করিয়া, উত্তেজনাবশে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। এই সময়ে অদূরে অশ্ব-পদধ্বনি পরিশ্রুত হইল। যুবক অশ্বারোহীকে চিনিতে পারিলেন না। দর্শনমাত্রেই যুবতী [illegible]লেন। পুনরায় আনন্দধ্বনি করিয়া, বাহু প্রসারণপূর্ব্বক অ[illegible] থাকি[illegible] দিকে ছুটিলেন।

অসবরণ কিছুই [illegible] না—তিনিও যুবতীর পশ্চাতে ছুটিলেন কিন্তু তাঁহাকে অধিক [illegible] অগ্রসর হইতে হইল না। তিন জন সারকেসিয়ার পদাতি [illegible] চলি[illegible] আসিয়া, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিল; এবং বন্দী করিয়া ফেলি[illegible] [illegible]

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ককেশাস পর্ব্বতমালা

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বিবৃত হইল, তাহা চকিতের মধ্যে হইয়া গেল,—অসবরণ আত্মরক্ষার্থ তরবারি নিষ্কোসিত করিবারও অবসর পাইলেন না।

পদাতিকত্রয় তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অট্টালিকার বাহিরে লইয়া আসিল। তাহার পর উহাদের মধ্যে একজন বন্দীকে অপর তুই জনের হেপাজতে রাখিয়া, পুনরায় ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া, সঙ্গীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইল। তথন তিন জনে বন্দীকে লইয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। অসবরণ তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন করিলেন। এরূপ অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহারা তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনই উত্তর দিল না। বলপ্রোয়োগ বৃথা ভাবিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি তাহাদের সহিত চলিলেন।

অবিলম্বে তাঁহারা নগর-প্রান্তে ছাউ[illegible] নিকট উপস্থিত হইলেন। দশ বারটা তাঁবু সারি স[illegible]জ্জিত রহিয়াছে। অদূরে একটী লোক চারিটী অশ্ব লইয়া [illegible]পেক্ষা করিতেছিল। প্রহরীরা ইঙ্গিতে অসবরণকে তাহার এ[illegible]টীতে আরোহণ করিতে বলিল। তাহারা বলিষ্ঠ দৃঢ়কায় এব[illegible]ত্তমরূপে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত, প্রতিবাদ বা পলায়ন-চেষ্টা বৃথা ভাবি[illegible]নি অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাহার পর তাহারাও অ[illegible] হইলে, সকলে দ্রুত অশ্বচালিত করিয়া দিলেন।

ততই মন্থর হইয়া আসিল। তিনি অনন্যচিত্তে বেদোরার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন নগরের একটা নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে জনমানবের সংস্রব নাই—গৃহ-দ্বার ভগ্ন, ইষ্টক-স্তূপে পথ পূর্ণ। সম্মুখে অগ্রসর হইবার আর পথ নাই। তিনি ফিরিলেন, সম্মুখেই একখানা অৰ্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা। তাহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইবার কোন পথ আছে কিনা দেখিবার জন্য অট্টালিকা মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। কিন্তু একি! ইষ্টক-স্তূপের উপর ও কে বসিয়া! ও যে বেদোরা।

বাস্তবিকই রূপসী ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে ইষ্টক-স্তূপের উপর উপবিষ্টা। নগ্নপদ, আলু থালু বেশ। অনন্যমনে উপবিষ্টা। অসবরণ আত্মবিস্মৃতের ন্যায় চীৎকার করিয়া তাঁহার দিকে প্রধাবিত হইলেন। সুন্দরী চমকিয়া উঠিলেন। যুবকের উপর দৃষ্টি পড়িল। তিনিও সানন্দে চীৎকার করিয়া, উত্তেজনাবশে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। এই সময়ে অদূরে অশ্ব-পদধ্বনি পরিশ্রুত হইল। যুবক অশ্বারোহীকে চিনিতে পারিলেন না। দর্শনমাত্রেই যুবতী [illegible]লেন। পুনরায় আনন্দধ্বনি করিয়া, বাহু প্রসারণপূর্ব্বক অ[illegible] কিন্তু [illegible]দিকে ছুটিলেন।

অসবরণ কিছুই [illegible]না—তিনিও যুবতীর পশ্চাতে ছুটিলেন কিন্তু তাঁহাকে অধিক [illegible] অগ্রসর হইতে হইল না। তিন জন সারকেসিয়ার পদাতি [illegible] আসিয়া, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিল; এবং বন্দী করিয়া ফেলি[illegible]

[illegible] কাপ্তেনের [illegible]

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ককেশাস পর্ব্বতমালা

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বিবৃত হইল, তাহা চকিতের মধ্যে হইয়া গেল,—অস্‌বরণ আত্মরক্ষার্থ তরবারি নিষ্কোসিত করিবারও অবসর পাইলেন না।

পদাতিকত্রয় তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অট্টালিকার বাহিরে লইয়া আসিল। তাহার পর উহাদের মধ্যে একজন বন্দীকে অপর দুই জনের হেপাজতে রাখিয়া, পুনরায় ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং মুহূর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া, সঙ্গীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইল। তখন তিন জনে বন্দীকে লইয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। অসবরণ তাহাদিগকে নানা প্রশ্ন করিলেন। এরূপ অত্যাচারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহারা তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল না অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনই উত্তর দিল না। বলপ্রোয়োগ বৃথা ভাবিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি তাহাদের সহিত চলিলেন।

অবিলম্বে তাঁহারা নগর-প্রান্তে ছা[illegible] নিকট উপস্থিত হইলেন। দশ বারটা তাঁবু সারি স[illegible]জ্জিত রহিয়াছে। অদূরে একটী লোক চারিটী অশ্ব লইয়া [illegible]পেক্ষা করিতেছিল। প্রহরীরা ইঙ্গিতে অসবরণকে তাহার এ[illegible]টীতে আরোহণ করিতে বলিল। তাহারা বলিষ্ঠ দৃঢ়কায় এব[illegible]ত্তমরূপে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত, প্রতিবাদ বা পলায়ন-চেষ্টা বৃথা ভাবি[illegible]নি অশ্বে আরোহণ করিলেন। তাহার পর তাহারাও অ[illegible] হইলে, সকলে দ্রুত অশ্বচালিত করিয়া দিলেন।

অশ্বারোহী দল ক্রমশঃ নগর পশ্চাতে ফেলিয়া, বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশে উপনীত হইলেন। অসবরণ আপন চিন্তায় তন্ময়। ইহরা তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে—উদ্দেশ্য কি—কিছুই—বুঝিতে পারিলেন না।

এইরূপ ভাবে তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর, তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে উপনীত হইলেন এবং সে স্থানের একটী পান্থাবাসে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় অশ্বারোহণে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পর্ব্বতমালার ভীষণ সৌন্দর্য্য, বনরাজীর বিপুল শোভা ততই নেত্রপথে পড়িতে লাগিল। এই-রূপ অরণ্যসঙ্কুল পর্ব্বতপথে আরও কয়েক ঘণ্টা অগ্রসর হইবার পর, তাঁহারা গিরি উপত্যকায় অবস্থিত আর একটী গণ্ড গ্রাম পাইলেন। পুনরায় সকলে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক আর একটী পান্থাবাসে আশ্রয় লইলেন। আহারাদির পর সকলে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন। অসবরণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যথাসময়ে তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া পুনরায় সকলে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, কষাঘাত করিলেন।

অসবরণের মনের অবস্থা ভাল ছিল না—তথাপি প্রকৃতির বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে নানা ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। কোথায় অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা—কোথায় নয়নাভিরাম শ্যামল পুষ্পশোভিত সমতল ক্ষেত্র, কোথায় বন্যজন্তু সমাকুলিত রম্য কানন—কোথায় গিরি-নির্ঝরিণীর অতুল সৌন্দর্য্য। এই সকল সন্দর্শন করিতে করিতে অসবরণ প্রহরীদের সহিত চলিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দিবস একটী পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইলে একটী ঘটনা ঘটিল। পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। অবিলম্বে বলিষ্ঠ সুন্দর দ্রুতগামী বাজীপৃষ্ঠে এক যুবক আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। নবাগতাকে দেখিবা-মাত্র রক্ষীত্রয় অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক সম্মানের সহিত অভিবাদন করিল।

আগন্তুক সুন্দর যুবক। শিষ্টাচারের সহিত অসবরণকে অভি-বাদন করিলেন। তিনি প্রত্যভিবাদনপূর্ব্বক নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

যুবক মাথার পাগড়ী খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, রক্ষীদের মধ্যে প্রধান যে, তাহার হস্তে অর্পণ করিল। রক্ষী পত্রাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক, নতজানু হইয়া বসিল, তাহার পর ভক্তিভরে পত্রখানি ওষ্ঠপৃষ্ট করিয়া মস্তকে স্থাপন করিল। তাহার কার্য্যে ভয় এবং ভক্তি পরিলক্ষিত হইতেছিল। এই সকল সমাধা করিয়া, পত্রমর্ম্ম পাঠ করিল। পাঠান্তে অপর সঙ্গীর হাতে দিল—সেও নতজানু হইয়া বসিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপে পত্র-চুম্বন এবং মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক পাঠ করিল—তাহার পর অপরের হস্তে দিল সে ব্যক্তিও ঐ ভাবে পাঠ করিয়া, আগন্তুকের হস্তে সমর্পণ করিল। আগন্তুকও পত্র খানি চুম্বন এবং মস্তকে স্পর্শ করিয়া পুনরায় পাগড়ীর মধ্যে রাখিয়া দিল।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে অস্বরণ এই সকল দেখিতে লাগিলেন। পত্র পাঠান্তে রক্ষীত্রয় সসম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। পত্রে কি লিখিত আছে, জানিতে না পারিলেও, স্রোতের গতি ফিরিয়াছে ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় আশায় এবং পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল।

একজন প্রহরী পৃষ্ঠবিলম্বিত বন্দুক হাতে লইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। অদূরে একখণ্ড শ্যামশস্পাবৃত ভূভাগের উপর তিনটী হরিণ নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করিতেছিল। রক্ষী বন্দুক লক্ষ্য করিয়া ধরিল—পর মুহূর্ত্তের বন্দুকের ঘোর নাদ পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে শত নিনাদ উত্তোলিত করিয়া, নির্জ্জন পর্ব্বত প্রদেশকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। গুলিবিদ্ধ হরিণ তন্মুহূর্ত্তে সেই স্থানে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আর দুইটী প্রাণভয়ে অরণ্যমধ্যে পলায়ন করিল।

প্রহরী বন্দুক ফেলিয়া মৃত হরিণের নিকট ছুটিয়া গেল এবং ছুরিকা বাহির করিয়া, তাহার কণ্ঠছেদ করিল। নিকটে পানপাত্র ছিল—সেই পানপাত্র পুরিয়া, কুরঙ্গের তপ্ত শোণিত লইয়া আসিল এবং নবাগত যুবকের হস্তে অর্পণ করিল। যুবক অসবরণকে অভিবাদনপূর্ব্বক রক্তপূর্ণ পানপাত্র ওষ্ঠের নিকট ধরিল এবং তাহার কিয়দংশ পান করিল। এই দৃশ্যে ইংরাজ যুবকের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। রক্তপানান্তে উহা অপরের হস্তে অর্পণ করিল। সে ব্যক্তি এবং তাহার সহচরদ্বয়ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অসবরণকে অভিবাদনপূর্ব্বক শোণিত পান করিল। যাহা অবশিষ্ট রহিল,—অসবরণের অশ্বের সম্মুখেব পদে ঢালিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর যে ঘটনা ঘটিল, তাহাতে যুগপৎ তাঁহার হৃদয় আশঙ্কা এবং উদ্বেগে আলোড়িত হইয়া উঠিল। সকলে সহসা ছুরিকা বাহির করিয়া, তাঁহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল॥ এইবার তাঁহার জীবনের শেষ—এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আনিয়া তাহারা তাঁহাকে এইবার খুন করিবে। কিন্তু তিনি আশ্বস্ত হইলেন। এ একটা অভিনয় মাত্র——

সহসা তাহারা ছুরিকাগ্রভাগ ঘুরাইয়া সেইভাবে—সেইরূপ ভীষণতর সহিত তাহাদের নিজ নিজ বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। পর মুহূর্ত্তে ছুরিকা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে সভক্তি অভিবাদন করিল। তিনিও আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাদিগকে অভিবাদন করিলেন।

এতক্ষণ কেহ কোন কথা কহে নাই। এইবার পত্রবাহক যুবক অসবরণকে ভদ্রভাবে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আপনার কোন ভয় নাই—তবে আপনাকে এখনও কিয়দ্দূর আমাদের সহিত যাইতে হইবে। সাধারণ বিষয় ভিন্ন অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবেন না।"

অসবরণ তাহাদের পূর্ব্বোক্ত কার্য্য দর্শনে মনে মনে বিচলিত এবং তাহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেও, তাহাদের এই আশ্বাসবাণী শ্রবণে যাহার পর নাই আনন্দিত হইলেন।

সকলে পুনরায় অশ্বারূঢ় হইলে,—আবার তাঁহারা বনরাজীপূর্ণ, হিংস্রজন্তুসমাকুলিত গিরিবর্ত্মে অগ্রসর হইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

অগ্রসর

এইরূপে পার্ব্বত্যপথে পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। নিশা-সমাগমে সকলে একটী জনপদের দ্বিতল পান্থাবাসে আশ্রয় লইলেন। ষষ্ঠ দিবস প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া, অসবরণ নীচে নামিয়া

আসিতেছিলেন, এমন সময়ে গ্রাম্যপথে বহু অশ্বের দ্রুত পদ-শব্দ তাঁহার কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিল। তিনি ফিরিয়া গবাক্ষ-সমক্ষে উপনীত হইলেন। দেখিলেন একদল অশ্বারোহী, সংখ্যায় প্রায় পাঁচশত, নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া যাইতেছে। সর্ব্বাগ্রে দলের দলপতি, সুন্দর বলিষ্ঠ এক বাজী-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। তাঁহার মস্তকে লৌহ-শিরস্ত্রাণ এবং অঙ্গে অয়সবিরচিত উজ্জ্বল বর্ম্মা। অশ্বারোহী এত বেগে অশ্বচালিত করিয়া যাইতেছেন যে, অসবরণ ভাল করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিবার অবসর পাইলেন না। বিশেষতঃ অন্য-দিকে সেই সময়ে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াতে তিনি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন।

উক্ত অশ্বারোহীর পশ্চাতে সুদৃশ্য তেজস্বিনী এক অশ্বিনী-পৃষ্ঠে এক যুবতী উপবিষ্টা। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বসনাবৃত, মুখমণ্ডলে নিবড়াব-গুণ্ঠন। অসবরণ তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন না—কিন্তু তাঁহার আকৃতি এবং বাহ্য হাব ভাব দেখিয়া, তিনি যে সুন্দরী বেদৌরা সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র রহিল না। এ ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার অন্য কারণ,—যুবতীর পশ্চাতে সেই অশ্বারোহী,—এনাপার ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে যাঁহাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, বেদৌরা ছুটিয়া গিয়াছিল।

অশ্বারোহীদল মুহূর্ত্তে তাঁহার সম্মুখ দিয়া, নক্ষত্রবেগে চলিয়া গেল। তাহার পদধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া, অবশেষে অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। অসবরণ ভাবিতে লাগিলেন, ঐ অশ্বারোহিণী—ঐ সুন্দরী যদি বেদৌরাই হয়—তবে কোথায় যাইতেছে? তাঁহাদের গন্তব্য পথ কি এক? তিনি যেখানে নীত হইতেছেন, বেদৌরাও কি সেই স্থানে যাইতেছে? অসম্ভব নয়!

আবার তাঁহার সহিত বেদৌরার সাক্ষাৎ হইবে। আর ঐ অগ্রবর্ত্তী অয়সবর্ম্মধারী যোদ্ধা কে? উনিই কি সারকেসিয়ার স্থলতান সামুল? আশ্চর্য্য নয়। কয়েক দিন পূর্ব্বে পোতবক্ষে বেদৌরার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ঐ বীর পুঙ্গবকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন—বোধ হয় তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে।

যদি তাহাই হয়,—তাঁহার এবং বেদৌরার গন্তব্য স্থান একই হয়,—তবে তাঁহাকে এই শত শত মাইল দূরবর্ত্তী প্রদেশে কি উদ্দেশ্যে লইয়া যাওয়া হইতেছে? তবে কি কোন আশা আছে? বেদৌরার যে উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন—সেই উপকারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য—তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য—তাঁহার করে বেদৌরা-রত্ন সমর্পণ করিবার জন্যই কি লইয়া যাইতেছে? সহসা তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের জাতিগত ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা সহসা মনে পড়িল। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মিলনের পথে যে দুস্তর গহ্বর বিদ্যমান স্মরণ হইল,—অমনি বিদ্যুৎ-বহ্নি-তাপে বিদগ্ধ-ঝলসিত নধর লতিকার মত,—তাঁহার আশালতা নিরাশার অনলতাপে শুষ্ক, মলিন হইয়া পড়িল।

এই সময়ে তাঁহার ডাক পড়িল। নীচে প্রাতর্ভোজন করিতে নামিলেন। সঙ্গী চতুষ্টয় তাঁহার মুখের দিকে খর দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন—বোধ হয় তিনি কতদূর জানিয়াছেন—তাহাই বুঝিবার জন্য।

আহারাদির পর অশ্বারোহণে পুনরায় তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই তিন ঘণ্টা তিনি কাহারও সহিত কোন কথা কহিলেন না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা এক অতি দুর্গম প্রদেশে

উপনীত হইলেন। স্থানে স্থানে নিবিড় জঙ্গল—মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ পথ। আবার কোথাও দুরারোহ পার্ব্বত্য-পথ—পর্ব্বতমালা ঋজুভাবে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—পার্শ্বে গভীর অন্ধকার গহ্বর! সামান্য মাত্র অসাবধানে পদস্খলিত হইয়া পড়িবার শত সহস্র অবসর। অনেক স্থানে অশ্বচালনা করা অতি সুকঠিন এবং বিপজ্জনক। সকলে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশ্ববল্গা ধরিয়া সে সকল স্থল উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

নিকটের মধ্যে কোন গ্রাম বা লোকালয় নাই। কেবল বন্ধুর ধূসর পর্ব্বতমালা—শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া, ভীষণভাবে দণ্ডায়মান। রক্ষীরা কহিল, নিকটের মধ্যে কোথাও লোকের বসতি নাই—তাহারা একটা পর্ব্বতগহ্বরে রাত্রিযাপন করিবে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ; তাঁহারা কথিত পর্ব্বত-গুহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এ স্থানটা কতকটা পরিষ্কৃত—সম্মুখে তৃণমণ্ডিত ভূমিখণ্ড-তাহার পর সুউচ্চ গিরিমালা। গুহার মধ্যে নিবিড় অন্ধকার। প্রহরীরা মশালের সাহায্যে আলো জ্বালিত করিল।

সন্ধ্যার শোভা বড়ই মনোহারিণী। উর্দ্ধে আকাশ-পটে অগণিত তারকা-কুলের বাহার। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ গিরিপ্রাচীরে বেষ্টিত গুহামুখে বসিয়া অস্‌বরণ আকাশপটের অপূর্ব্ব শোভা, গিরিব্রজের ভীম-রম্যকান্তি সন্দর্শন করিতে করিতে আপনার ভবিতব্যের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন।

প্রহরীদের নিকট প্রচুর আহার্য্য ছিল, তৎসাহায্যে সকলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, গুহামধ্যে শুষ্ক তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন। বন্দীর পলায়নে বাধা দিবার জন্য গুহাদ্বারে কোন পাহারা রহিল না। কারণ তাহারা জানিত অসযরণের পলায়নের ইচ্ছা

থাকিলেও, এ দুর্গম গিরিসঙ্কুল অজানা প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন চেষ্টা বাতুলের কল্পনামাত্র। অসবরণেরও পালাইবার ইচ্ছা ছিল না। এ অভিনয়ের পরিসমাপ্তি দেখিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিমি শয্যার উপর শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ তিনি নিদ্রা গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মসাল নিবিয়া গিয়াছে, গুহাভ্যন্তর এবং তাহার বাহিরে নিবিড় সূচীভেদ্য অন্ধকার। আকাশে তারকাস্তব মেঘের কোলে লুকাইয়া পড়িয়াছে। একটা অজ্ঞাত ভয়ে তাঁহার বীরহৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, নিদ্রিতাবস্থায় তিনি কোন ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষ মধ্যে নীত হইয়াছেন। সন্দেহ দূরীকরণার্থ আশ-পাশে অন্ধকারে হস্ত প্রসারিত করিলেন—দেখিলেন না—তাহা নহে—সন্ধ্যার সময়ে যেখানে শুইয়াছিলেন, সেই স্থানেই শুইয়া আছেন। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে বুঝিলেন রক্ষীরা নিকটেই নিদ্রা যাইতেছে।

উত্তেজনার বশে তিনি কতকটা উঠিয়া বসিয়াছিলেন,—এক্ষণে পুনরায় শয়ন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে হইল, অদূরে আলেয়ার মত একটা অলোক জ্বলিতেছে। সে রশ্মি অতি ক্ষীণ। ভাবিলেন তাঁহার দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে—তাঁহার মনের বিকার মাত্র। কিন্তু তাহা নহে,—দেখিতে দেখিতে সেই আলোক-রশ্মি পীত আভা বিকীর্ণ করিয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। তিনি অবাঙ্‌মুখে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। অত্যল্প সময় মধ্যে সেইরূপ শত শত আলোক-রশ্মি কোথা হইতে উদ্ভূত হইতে লাগিল। এই সময়ে আর একটী ঘটনায় তাঁহাকে আরও বিস্ময়াভিভূত করিয়া তুলিল। তাঁহার

বোধ হইতে লাগিল—কতকগুলা লোক ঐ সকল চলন্ত আলোক-পিণ্ডের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিতেছে, উঠিতেছে, অথচ কাহারও মুখ দিয়া একটী বাক্যও নিষ্পত্তি হইতেছে না। তিনি আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিলেন,—ঐ সকল আলোক জ্বলিতেছে বটে কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী স্থান আলোকিত হইতেছে না। আশে পাশে যেমন জমাটবান্ধা অন্ধকার ছিল,—তেমনিই রহিয়াছে। উহারা নিজেই আলোক-ময় উজ্জ্বল কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী স্থানকে আলোকিত করিবার উহাদের ক্ষমতা নাই। বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা! এরূপ ঘটনা জীবনে তিনি কখন দেখেন নাই, অথবা শোনেন নাই। কোন দাহ্য পদার্থের পরস্পর সংঘর্ষে যে আলোকোৎপাদিত বা আলোক প্রজ্বলিত হয়,—যাহার দাহিকা শক্তিতে তৃণ-কাষ্ঠ ভস্মীভূত হয়—এ সে আলো নয়। ইহা নিজে আলোকময়—প্রভাময় কিন্তু অপরকে আলোকিত বা প্রভাবিশিষ্ট করিবার ইহার সামর্থ্য নাই।

এ সকল কি? ইহার মধ্যে কি কোন অনৈসর্গিক ভৌতিক কাণ্ডের সংস্রব আছে? তাঁহার নির্ভিক বীর হৃদয়ে এ ধারণা আসন পাতিতে অক্ষম হইলেও, কি যেন কি একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

তিনি বসিয়া নির্ব্বাকবিস্ময়ে অভিভূত হইয়া এই অপূর্ব্ব ঘটন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আরও অধিকতর বিস্মিত করিবার জন্যই বোধ হয় ঐ অসংখ্য আলোকপিণ্ড পার্শ্ববর্ত্তী একটা পাহাড়ের পার্শ্ব বহিয়া উল্লম্ফন দিয়া উঠিতে লাগিল। একটা আলো-কের উপর আর একটা, তাহার উপর আর একটা, এইরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। সে এক নয়নাভিরাম অপূর্ব্ব দৃশ্য। দেখিতে দেখিতে সেই আলোকরশ্মি ত্রিশ ফিট দৈর্ঘ্যে

এবং কুড়ি ফিট প্রস্থে বিস্তৃতি লাভ করিয়া, সজীব আলোক-আস্তরণের মত মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিল।

সেই দোদুল্যমান আলোকাস্তরণের সম্মুখে নীরবে কতকগুলি মূর্ত্তি আসিয়া নতজানু হইয়া বসিল। অসবরণ সাহসী বীর পুরুষ হইলেও মানুষ—মনের দৃঢ়তা অধিক্ষণ বজায় রাখিতে পারিলেন না। সভয়ে সঙ্গীগণকে জাগ্রত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা সেই আলোকাস্তরণ কোন অদৃশ্য করস্পর্শে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। অসবরণ ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া শুইয়া পড়িলেন—ললাটে স্বেদবিন্দু ক্ষরিত হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়তন্ময়তার মধ্যে পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। আবার যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন বেলা হইয়াছে, নবোসিত সূর্য্যকিরণে দিঙ্মুখ-মণ্ডলে উদ্ভাসিত হইয়া হাস্য করিতেছে।

তিনি সভয়ে পাহাড়ের সেই অংশে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, ধূসর পাহাড়—তৃণমণ্ডিত ভূখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পূর্ব্বরাত্রে সে স্থানে যে আলোক জ্বলিয়াছিল, বা সেরূপ কোন একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন পাইলেন না। পাহাড়-গাত্রে একটু মাত্র আঁচ লাগে নাই—একগাছি তৃণও অগ্নিদগ্ধ বা ঝলসিত হয় নাই। লজ্জাভয়ে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। ভাবিলেন ও কিছু নয়—স্বপ্ন মাত্র।

আহারাদির পর পুনরায় তাঁহারা অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। আজ যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই পথ সুগম হইয়া আসিতে লাগিল। আজ আবার পর্ব্বতপার্শ্বে লোকালয়, কৃষিক্ষেত্র, লোকজন মাঝে মাঝে নেত্রপথবর্ত্তী হইতে লাগিল।

তাঁহারা এক্ষণে একটা অরণ্য পার হইয়া পর্ব্বতের উপর আরোহণ

করিলেন। এই পর্ব্বত ক্রমশঃ ঢালু হইয়া একটা অতিবিস্তৃত উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত, সে স্থান হইতে অনতিদূরে ঐ উপত্যকার অপরাংশে প্রায় বিংশ জন অশ্বারোহী একত্র সমবেত হইয়াছে। উহাদের নিকট হইতে আরও একটু দূরে প্রায় দুই শত গজ অন্তরে গন্ডকল্যকার সেই অশ্বারোহীদল। অসবরণ আকুলনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে সেই সুন্দরী এখনও দ্রুত অশ্ব চালিত করিয়া যাইতেছেন। তিনি তাহাদিগকে আর অধিক দেখিতে পাইলেন না—শীঘ্রই তাঁহারা আর একটা নিবিড় বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

অসবরণের দৃষ্টি পুনরায় সেই ক্ষুদ্র অশ্বারোহী দলের উপর পড়িল। তিনি ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া অশ্ববল্গা সংযত করিলেন। ঐ দলের মধ্যে তিন জন ইংরাজ নৌ-সেনানী। এক জনের পরিধানে ইংরাজ নৌ-সেনার কাপ্তেনের পরিচ্ছদ, অপর দুইজন লেপ্টনাণ্টের পোষাকে ভূষিত। তাঁহার জাহাজের কাপ্তেনের মত ঐ কাপ্তেনকে দেখিতে। তাঁহারা বন্দী—তাঁহারা বিপন্ন। ঐ তিন জনের মধ্যে এক জনের হস্তে রুমাল ছিল। অশ্বারোহীদলের অধিনেতা কি আদেশ করিলেন; অমনি ইংরাজ সেনানীর হস্ত হইতে রুমাল খসিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে "গুড়ুম গুড়ুম" করিয়া কানন-কন্দর প্রতিধ্বনিত করিয়া আওয়াজ হইল এবং ইংরাজ সেনানীরাও যুগপৎ ভূশায়ী হইল!

অসবরণ কি জাগ্রত না স্বপ্ন দেখিতেছেন? না স্বপ্ন নয়! ঐ যে ইংরাজ সেনানীদের মৃতদেহ তাঁহার সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—অশ্বপৃষ্ঠে সজোরে কষাঘাত করিয়া, সেই দিকে প্রধাবিত হইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার

পার্শ্ববর্ত্তী সেই নবাগত অশ্বারোহী সবলে তাহার অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া বজ্রকঠোর স্বরে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল—তিনি স্বাধীন নহেন—বন্দী।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

খাদ

ইংরাজ সেনানী রক্ষী চতুষ্টয়ের দিকে আরক্তনেত্রে চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ক্রোধ, ঘৃণা এবং আন্তরিক বিরক্তি অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। তিনি একা—তাহারা চারিজন। তিনি নিরস্ত্র—তাহারা সশস্ত্র। যুদ্ধ অসম্ভব। যাহারা ব্রিটিশ কর্ম্মচারীগণকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে হত্যা করিল,—তাহারাও এই রক্ষীগণের স্বজাতি, স্বদেশবাসী। এই অপরাধে তিনি ইহাদিগকেও ঐ নরহত্যা পাতকের অংশভাগী বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

তিনি উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া কহিলেন, "দাও, আমায় ছাড়িয়া দাও! পাহাড়ী লোকগুলা অতি বর্ব্বর—অতি নিষ্ঠুর! তাহারা আমার চোখের সম্মুখে আমার দেশবাসীকে খুন করিল। তোমরাও খুনে—ঘাতুক—আর মূহূর্ত্ত তোমাদের সহবাসে থাকিবার ইচ্ছা নাই!"

মুসলমান যুবকের সুন্দর মুখ ঘৃণায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে কষ্টে আত্মদমন করিয়া কহিল, "বেশী বাড়াবাড়ি করিবেন না—তাহা হইলে আপনি যে সম্পূর্ণ আমাদের আয়ত্ত, তাহা প্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য হইব।"

অসবরণ। অন্ততঃ একবার আমায় ছাড়িয়া দাও—আমি খৃষ্টানের শেষ কর্ত্তব্য করিয়া আসি। তাহাদের আত্মার মঙ্গলার্থ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া এবং তাহাদের দেহ সমাহিত করিয়া আসি।

মুসল। সে অবসর আমাদের নাই—গন্তব্য পথ ছাড়িয়া ও স্থানে যাইবারও আমাদের সময় নাই। কিসে কি হইল—আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আপনার ব্যস্ত হইবার কারণ নাই—ঐ দেখুন মৃতদেহ কবরস্থ করিবার উদ্যোগ হইতেছে। উহারা অপরাধী হইলেও উহাদের মৃতদেহের প্রতি শেষ কর্ত্তব্য এবং সম্মান প্রদর্শিত হইতেছে।

অস্। অপরাধী? দোষী? বলিতেছ কি তুমি? ইংরাজ-কর্ম্মচারীরা অপরাধী? অসম্ভব! তাহাদের দোষ তাহারা বন্ধুভাবে তোমাদের উপকূলে—

মুসল। ক্ষমা করিবেন। বৃথা বাকবিতণ্ডায় ফল নাই। প্রকৃত ঘটনা আমরা জ্ঞাত নহি। প্রকৃত কারণ অবগত হইলে, আপনার কার্য্যের জন্য আপনিই পরিশেষে সন্তপ্ত হইবেন।

অসবরণ ক্ষান্ত হইলেন। পুনরায় পর্ব্বত-তলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাস্তবিকই মৃতদেহের সমাধির ব্যবস্থা হইতেছে—কয়েকজন মাটী খুঁড়িয়া কবর প্রস্তুত করিতেছে। শবগুলিকে একবার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য—তাহাদের আত্মার শান্তির জন্য একবার খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত প্রার্থনা করিবার জন্য, তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই। তিনি বন্দী।

এই ঘটনায় পাহাড়বাসীদের উপর তাঁহার যে ভক্তি এবং বিশ্বাস ছিল—তাহা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। তাহারা সব করিতে পারে। ইংরাজ কর্ম্মচারীগণকে তাহারা এনাপা হইতে এই সুদূর

পার্ব্বত্য ভূমিতে আনিয়া হত্যা করিল। তাঁহার ভবিতব্যও যে অন্ত-রূপ, তাহা কে বলিবে? তাঁহাকেও যে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া যাইতেছে না—আর কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবেন? হয়ত আরও কিয়দ্দূর লইয়া গিয়া কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া —তাঁহাকেও ঐভাবে, ঐরূপ পৈশাচিকতার সহিত হত্যা করিবে। এই সারকেসিয়ার অধিবাসীরা—এই নির্দ্দয়প্রকৃতি পাহাড়ী বর্ব্বরেরা কোন কর্ম্মেই পশ্চাৎপদ হয় না—তাহারা সকলেই সমান—সকলেই নির্ম্মম, সকলেই নরঘাতক—রাক্ষস! কেবল একজন নয়—এই নির্দ্দয় নরঘাতকের রাজ্যে একজন কেবল এ প্রকৃতির নয়। তাহার প্রকৃতিতে এরূপ নির্ম্মমতা—এরূপ নিষ্ঠুরতা—এরূপ কঠিনতা কখনই সম্ভবপর নয়। সে কে?—বেদৌরা।

নির্ব্বাক, বিষণ্ণভাবে তিনি তাহাদের সহিত চলিতে লাগিলেন। মুসলমান যুবকও নিস্তব্ধ। পথের দুর্গমতা—পাহাড়তলীর ভীষণতা—বনজঙ্গলের নিবিড়তা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। লোকের বাড়ী আর দৃষ্টিপথে পড়িতে লাগিল না—নরপালিত গ্রাম্য পশু আর দেখিতে পাইলেন না, কেবলই বন-জঙ্গল—কেবলই দুরারোহ পাহাড়—অনুর্ব্বর পাহাড়তলী, আর মাঝে মাঝে ভীষণ জলপ্রপাত। পথ কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও নাই—একদিকে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত-প্রাচীর—অন্যদিকে অন্ধকার-অতলস্পর্শ গভীর খাদ। কোথায় নিস্তব্ধ—কোথাও জল-কল্লোলের কলকলনাদে মুখরিত। এইরূপ ভীষণ স্থানে—এইরূপ জনমানবশূন্য নির্জ্জন প্রদেশে—প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে। বন্ধুবান্ধবের মুখ দেখিতে পাইবেন না,—মৃত্যুকালে পরিচিত কোন স্বর কর্ণ-বিবরে ধ্বনিত হইবে না,—কাহারও এক বিন্দু তপ্ত অশ্রুজল তাঁহার সমাধি-স্থানের উপর পড়িবে না। কি ভীষণ মৃত্যু! কি ভয়ঙ্কর পরিণাম

তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল—মনের মধ্যে উদ্বেগের প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইল। তিনি বীর—যুদ্ধ-ব্যবসায়ী—মরিতে ভয় নাই; কিন্তু বেদৌরার রূপরাশি যাহার নেত্র-প্রান্ত আলোকিত করিয়াছে—বেদৌরা লাভের কল্পনা যাহার হৃদয় জুড়িয়া আসন পাতিয়াছে—তাহার কি মরিতে সাধ হয়? জীবনে যাহার ভালবাসার বন্ধন নাই—রূপের মোহ নাই—সেই মরিতে কুণ্ঠিত হয়। যে বেদৌরার মত অনিন্দ্য নারী-রত্নকে পাইবার আশা পোষণ করিয়াছে, সে জীবন রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। অসবরণও হইলেন,—এতদিন যে কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই—এতদিন যাহার বিষয় একবারও ভাবেন নাই—আজ সেই চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। পলায়ন—ইহাদের হস্ত হইতে কোনরূপে পলায়ন করিতে হইবে।

রক্ষীপরিবৃত হইয়া যাইতে যাইতে বন্দী পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যদি কোনরূপে ইহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হন,—এই ভীষণ অতি দুর্গম পাহাড়-কান্তর উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন কি? উল্লঙ্ঘ্য গিরিমালা—সুবিস্তীর্ণ খাদ গহ্বর, শ্বাপদ-সঙ্কুল পথ-শূন্য বন-জঙ্গল পার হইয়া পরিচিত কোন স্থানে নিরাপদে উপস্থিত হইতে পারিবেন কি? যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ আশা। পলায়নই স্থির হইল।

এদিকে পথের দুর্গমতা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা একটা ভীষণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক দিকে অলঙ্ঘ্য গিরিমালা পাষাণ প্রাচীরের মত গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান, অপরদিকে অতি গভীর অন্ধকার খাদ, এই উভয়ের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। অশ্বারোহীরা অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, নিজ নিজ অশ্ববল্গা ধরিয়া, ধীরে ধীরে সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

খাদের বিস্তৃতি ক্রমশই কমিয়া আসিতেছিল। খাদের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, কোন সময়ে ভূমিকম্পকালে পাহাড়-তলী বিদীর্ণ হইয়া এই খাদের সৃষ্টি হইয়াছে। খাদের একপার্শ্বে অর্থাৎ যেদিকে পর্ব্বত প্রাচীর বর্ত্তমান,—সেই দিকে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল। সম্ভবত ঝটিকার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বৃক্ষবর ভূশায়িত হইয়াছে। তাহার মূলদেশ এখনও এপারে অতি সামান্য মাত্র ভূ-সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, অপরাংশ বা শীর্ষভাগ অপর ধারে পড়িয়া, সেতুর মত অবস্থিত। বৃক্ষ বহুকাল পড়িয়াছে। পত্রপুষ্প শুখাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে—তাহার চিহ্নমাত্র নাই। শাখা প্রশাখা হীনবল, অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে—নিম্নে গভীর গহ্বর। জল কল্লোলের শব্দ শ্রুত হইতেছে—গভীরতা এবং অন্ধকার বশতঃ তলভাগ পরিদৃষ্ট হইতেছে না। ধারে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেও অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। অতি দুঃসাহসী ভিন্ন এ বৃক্ষ-সেতু পার হইয়া খাদের অপর পারে যাইতে কাহারও সাহস হয় না। অসবরণ এই বৃক্ষ-সেতু পার হইয়া, পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাহার সুযোগও উপস্থিত হইল।

সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—বিশেষতঃ অশ্বগণকে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের অবসর না দিলে, তাহারা আর চলিতে পারিতেছে না বেলা মধ্যাহ্ন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় সকলেই কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সকলে একটা নির্ঝরের নিকট উপবিষ্ট হইল। অশ্বগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। রক্ষিবর্গ আহার্য্য বাহির করিল—অসবরণকে আহার করিতে দিয়া নিজেরাও আহার-কার্য্য সমাধা করিল। নির্ঝরের শীতল বারিপানে পিপাসার শান্তি করিয়া সকলেই বিশ্রামার্থ শয়ন করিল। অস্‌বরণের মনে যে চিন্তাস্রোত বহিতেছিল, তাঁহার বাহ্য প্রকৃতি দর্শনে সঙ্গীগণ কিছুই সন্দেহ করিতে পারে নাই।

এইরূপে একঘণ্টা অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যাত্রা করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। রক্ষীরা অশ্বগণকে সজ্জিত করিতে ব্যস্ত হইল। অস্‌বরণের দিকে কাহারও লক্ষ্য রহিল না। তিনি তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—অকুতোসাহসে কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া বৃক্ষকাণ্ডে পদ স্থাপন করিলেন—পশ্চাতে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না—বৃক্ষের উপর দিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন। এই সময়ে রক্ষীদের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িবা মাত্র তাহারা সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিল ঠিক সেই সময়ে বৃক্ষটাও সশব্দে খাদের মধ্যে পড়িয়া গেল।

মুহূর্ত্তে তিনি পরপারস্থ একটা পাহাড়-পার্শ্বে আত্মগোপন করিলেন! রক্ষীগণ এবং বন্দীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। পূর্ব্বে যে বৃক্ষসেতু ছিল,—তাহাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এও একটা শুভ লক্ষণ। তাহারা সেই স্থানে রোষে ক্ষোভে এবং বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য একটী বন্দুকও উঠিল না। একটী গুলিও ছুটিল না। তিনি পর্ব্বতপার্শ্বে একটা নিবিড় বনমধ্যে ঘণ্টা দুই লুকাইয়া রহিলেন। তাহার পর যখন বুঝিলেন, তাহারা খাদ পার হইতে পারে নাই বা তাঁহার অনুসরণ করিয়া আসে নাই, —তখন গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু এখন যাইবেন কোথায়? কোন্ দিকে গন্তব্য পথ? যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন—কেবল পাহাড় আর বন।

তিনি ভয়ে দমিলেন না—হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন না। বহু-কষ্টে দিক্ নির্ণয় করিয়া দক্ষিণে যাইতে উদ্যত হইলেন কিন্তু দক্ষিণের পথ দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীরে বদ্ধ। তখন পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলেন এবং নিশা-সমাগমের পূর্ব্বে একটী পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করি-লেন। বন্যফল এবং নির্ঝর-বারি ক্ষুধাতৃষ্ণার শান্তি করিল। প্রস্তর-

খণ্ড সংগ্রহ করিয়া, তৎসাহায্যে গুহামুখ রুদ্ধ করিয়া, তাহার মধ্যে নিশ্চিন্তে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে গুহাত্যাগ করিয়া, পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরিভ্রমণের পর, আর একটা পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানকার পথ নিতান্ত মন্দ নয়—তবে বড়ই বন্ধুর—স্থানে স্থানে ভগ্ন। সহসা তাঁহার মনে হইলে, অদূরে পর্ব্বত-পার্শ্বে যেন কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। মনে করিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। লোকটা যে শত্রু নয়—তাঁহাকে ধরিয়া যে রক্ষীদের করে অর্পণ করিবে না—কে বলিতে পারে? লোকটা একা—নিকটে আর কেহ নাই—তবে তাহাকে ভয় কিসের? তিনি অগ্রসর হইলেন।

আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, তাঁহার বোধ হইল, লোকটীর আকৃতি নিতান্ত তাঁহার অপরিচিত নয়। ভাল করিরা দেখিয়া সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দণ্ডায়মান ব্যক্তি তাঁহার পরিচিত হাজি মুরাদ। তিনি অন্ততঃ তাঁহাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন ভাবিয়া,—তাঁহার দিকে ছুটিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দুর্গ

হাজি মুরাদ ইংরাজ সেনানীকে চিনিতে পারিলেও, তিনি যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন,—তাঁহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য—

সে স্থান হইতে এক পদও নড়িলেন না। যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন—তেমনই রহিলেন। মারবেল প্রস্তরের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল ভাবহীন, শান্ত-কোঠর হইলেও—তাহাতে তাঁহার আন্তরিক আনন্দানুভূতির ভাব সুস্পষ্ট প্রকটিত হইতে লাগিল। তাঁহার বেশভূষা পূর্ব্বের ন্যায়—সাদা-সিধে—আড়ম্বরশূন্য। অসবরণ তাঁহার দর্শন পাইয়া আনন্দ-বিভোর-চিত্তে মুরাদের প্রসারিত করণরাধপূর্ব্বক, উৎসাহ এবং অনুরাগের সহিত পেষণ করিলেন। মুরাদ গম্ভীর নির্ব্বিকার।

ইংরাজ সেনানীর বাঙ্‌নিস্পত্তির শক্তি ফিরিয়া আসিলে কহিলেন, ভগবানকে সহস্র ধন্যবাদ! খুব সময়ে আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বন্ধুর সাক্ষাৎকার লাভ এবং আশ্রয় আমার মত পূর্ব্বে আর কখনও কাহার আবশ্যক হয় নাই।"

"এস বিশ্রাম কর।" বলিয়া মুরাদ অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা যে একটা গুহার নিকট দণ্ডায়মান—এতক্ষণ তাহা অস্‌বরণের লক্ষীভূত হয় নাই।

অপরাপর গুহার মত ইহার মুখ বা প্রবেশ দ্বার অপরিষ্কার, বন্ধুর নয়। বেশ পরিষ্কৃত—দেখিলেই বোধ হয়, ইহা স্বাভাবিক গুহা নয়—মানুষের চেষ্টায়—এইরূপ ভাবে কর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি মুরাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অভ্যন্তরে আলোক জ্বলিতেছিল—পাহাড়তলে বিলম্বিত একটা লৌহ-শৃঙ্খলে আলোকাধার ঝুলিতেছিল। গুহার মধ্যস্থলে একখানা টেবিল এবং একখানা টুল। টেবিলের উপর একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক। লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন, উহা তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ। সাধারণ গুহার ন্যায় ইহার গঠন নয়—ভিতর বেশ পরিষ্কার। যতদূর দৃষ্টি চলিল—আলোক-রশ্মি যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল—দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া দেখিলেন পাহাড়-গাত্র

কাটিয়া একটা সরু পথ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তখন তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

মুরাদ তাঁহাকে টুলের উপর বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। যুবক উপবিষ্ট হইলে, তিনি তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি আহার্য্য এবং এক-পাত্র শীতল পানীয় স্থাপন করিলেন; এবং আহার করিতে ইঙ্গিত করিলেন। দুর্ভাবানা এবং পথশ্রমে তিনি যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত ইহয়াছিলেন। বিনা ব্রাক্যব্যয়ে আহার করিতে লাগিলেন, মুরাদ একপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

আহার শেষ হইলে, অম্‌বরণ কহিলেন,—"আমি আপনকার দেশবাসীর নিকট আশ্চর্য্য ব্যবহার পাইয়াছি। এমন সব ঘটনা দেখিয়াছি—যাহাতে আমার হৃদয়ে গুরু আঘাত লাগিয়াছে—আমি ভীত হইয়াছি। সে যাহা হউক—এখন বলুন আপনি আমার বন্ধু কি না?"

মুরাদ উক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "এস আমার সঙ্গে।"

শৃঙ্খল হইতে আলোকাধার নামাইয়া লইয়া, মুরাদ অগ্রসর হই-লেন। তাঁহার স্বর গম্ভীর—ভাব অব্যক্ত। তিবি শত্রু কি মিত্র—তাঁহার ভাবে,—তাঁহার আচরণে যুবক কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। হাজি মুরাদও কি ঐ দলের? তিনিও কি তাঁহার দেশবাসীর মত—নির্দ্দয় নির্ম্মম? অবশেষে তিনি কি মিত্রজ্ঞানে শত্রুজালে আসিয়া আবদ্ধ হইলেন? গত্যন্তর না দেখিয়া নীরবে তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন, আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। কোথা হইতে একটা তুষার শীতল ভাব আসিয়া অন্তরাত্মা এবং হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

মুরাদ ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহারা যেন ক্রমশঃ আরও নীচে নামিতেছেন—তাঁহারা যেন আরও ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছেন। সহসা মুরাদ থামিলেন—অসবরণ দেখিলেন তাঁহারা পথের প্রান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছেন—সম্মুখে পাহাড়, আর পথ নাই। কিন্তু এতদূরে তাঁহাকে আনিবার কি আবশ্যক আছে? কোন বক্তব্য থাকিলে গুহমধ্যে কি বলা হইত না? মুরাদ কিন্তু ইতিমধ্যে নিশ্চিন্ত ছিলেন না—বামহস্তে আলোক লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা, পাহাড়-গাত্রে কি অন্বেষণ করিতেছিলেন। বোধ হয় কোন গুপ্ত কল। সহসা পাহাড় ফাঁক হইয়া দ্বার বাহির হইল—তাঁহারা সে দ্বার পার হইয়া আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। আবার তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইল, গুপ্ত স্প্রীংয়ের সাহায্যে দ্বিতীয় দ্বারও মুক্ত হইল। তাঁহারা পুনরায় অগ্রসর হইলেন। এই সময়ের মধ্যে হাজি মুরাদ একটীও কথা কহেন নাই।

ইহার পরই পাষাণ-সোপানাবলী—মুরাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসবরণ নামিলেন। তাহার পরই আবার প্রাচীর। মুরাদ সহসা আলোকটা নিবাইয়া দিলেন। সূচীভেদ্য ঘোর অন্ধকার। ইংরাজ যুবকের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে দিব্য দিবালোক তাঁহার নেত্রে পড়িল। অদ্ভুত কৌশলে তৃতীয় দ্বার মুক্ত হইল। দ্বারের অনতিদূরে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের সারি। মুরাদ অসবরণকে গুহা হইতে বাহির হইতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি বাহির হইলে মুরাদ বাহিরে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। সবিস্ময়ে অসবরণ চাহিয়া দেখিলেন দ্বারের চিহ্নমাত্র নাই,—ধূসর কঠিন কর্কশ পাহাড় দণ্ডায়মান। তিনি তাঁহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না—এ সকল কি সত্য না কোন ঐন্দ্রজালিক কা[illegible]?

উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দুরারোহ গিরিমালা। যে স্থানে উক্ত রহস্যময় অদ্ভুতকৌশলে লুক্কায়িত গুপ্তদ্বার অবস্থিত—তাহার পরই খানিকটা স্থানে অবিরলবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী এবং লতাগুল্মের সমাবেশ। এই বৃক্ষাদি এবং লতাগুল্মের বাহিরে আসিলে যে দৃশ্য তাঁহার নেত্র-পথে পতিত হইল, তাহাতে তাঁহাকে যুগপৎ চিন্তিত এবং স্তম্ভিত করিয়া রাখিল।

অসবরণ দেখিলেন, তাঁহারা প্রকাণ্ড একটা পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী কোন প্রদেশে দণ্ডায়মান। মধ্যে মধ্যে সুশ্যামল বৃক্ষলতাপরিবৃত ভূখণ্ড, নচেৎ কেবল অনন্তপ্রসারিত পাহাড়-শ্রেণী, কোথাও উচ্চ—কোথাও, নিম্ন হইয়া পাষাণ শৃঙ্খলের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল পাহাড়ের ঠিক মধ্যস্থলে খানিকটা সমচতুষ্কোণ নিম্নভূমি—তাহার পরই একটা প্রকাণ্ড খাদ—খাদের পর আবার পাহাড়মালা উঠিয়া নামিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঐ নিম্নভূমির বামভাগে একটী ক্ষুদ্র নগরী,—বহু-সংখক হর্ম্মমালায় সুসজ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে। মধ্যস্থলে এক প্রকাণ্ড দুর্গ—তাহার ধূসর শীর্ষ এবং কামান-সজ্জিত প্রাকার সে স্থান হইতে বেশ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। দুর্গের সর্ব্বোচ্চ শীর্ষে সুলতানের পতাকা বায়ুভরে পৎ পৎ উড়িতেছে। দুর্গপ্রাকারে প্রহরীরা যুক্ত অসিকরে পাহারা দিতেছে—তাহাদের নিশিত অস্ত্র ফলকে রবিকর পড়িয়া ঝক্ মক্ করিতেছে।

দুর্গের অদূরে আরও কয়েকখানা বৃহদট্টালিকা। একখানার গঠনের বিশেষত্ব হইতে অসবরণ বুঝিলেন,—উহা বারুদখানা। পাহাড়ের উপর হইতে একটা কৃত্রিম নির্ঝরের সাহায্যে জল লইয়া গিয়া, নীচে একটা বড় চৌবাচ্চায় সঞ্চিত করা হইয়াছে—উহা হইতে আবার জল নির্গমেরও উ[illegible]ায়— বেশ সুকৌশলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে নির্জ্জন পর্ব্বতারণ্যে দাঁড়াইয়া, অসবরণ ভাবিয়াছিলেন—এদেশে বুঝি লোকের বসতি নাই—কেবলই অনুর্ব্বর ধূসর পাহাড়। এক্ষণে তাহার মধ্যে এইরূপ সুরম্য হর্ম্ম্যমালা পরিশোভিত নগরী দর্শনে যাহার-পর নাই বিস্মিত হইলেন। তিনি আর বিস্ময়াবেগ দমিত করিয়া রাখিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহার এই সুরম্য প্রাসাদ?"

মুরাদ কহিলেন, "সারকেশিয়ার মধ্যে এইরূপ আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ আছে—এস আমার সঙ্গে, ভাল করিয়া দেখিবে আইস।"

কয়েকটী বক্রপথ অতিক্রম করিয়া, হাজি মুরাদ নগর-তোরণে উপস্থিত হইলেন। দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী—অচল পাষাণ প্রতিমার মত দণ্ডায়মান রহিল—তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন,—প্রহরী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না বা কোনরূপ বাধা দিলনা। মুরাদ প্রধান ফটক দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ না করিয়া, একটা সেতুর উপর দিয়া, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী আর একটা দ্বারে উপনীত হইলেন। এখানেও সশস্ত্র প্রহরী নিশ্চল দণ্ডায়মান রহিল। অসি মুক্ত করিয়া সামরিক প্রথায় মুরাদকে অভিবাদন বা তাঁহার প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিল না। মুরাদ বলিয়াছিলেন, তিনি এ রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী—এক্ষণে তাঁহার প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শিত না হওয়াতে, অসবরণ বড়ই বিস্মিত হইলেন।

মুরাদ তাঁহাকে লইয়া, দ্বিতলস্থ একটী কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কক্ষটী প্রশস্ত এবং উত্তমরূপে সজ্জিত। তাঁহাকে একখানা আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, তাঁহার সম্মুখে একপাত্র মদ্য স্থাপন পূর্ব্বক মুরাদ কহিলেন, "আমরা মুসলমান—মদ্যপান আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে

নিষিদ্ধ, তোমাদের শাস্ত্রে ইহার ব্যবহারে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা নাই। ক্লান্ত হইয়াছ—পান কর।"

যুবক সুরাপাত্র নিঃশেষিত করিলেন। সুরা উগ্রশক্তি না হইলেও উপাদেয় বটে। অসবরণ দেখিলেন, কথাবার্ত্তা কহিবার এই প্রশস্ত সময়—তিনি কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন,—মুরাদ তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন, "কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই—আমি সকলই শুনিয়াছি। এনাপার ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে বেদোরার নিকট তুমি যখন উপস্থিত হইয়াছিলে—তখন তথায় আর একজন অশ্বারোহী উপস্থিত হন। তিনি বেদোরার পিতা। কন্যার প্রতি অত্যাচার এবং বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায়—তিনিই তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ করেন। রক্ষীরা তোমাকে উচ্চপদস্থ শক্তিশালী কোন ব্যক্তির নিকট লইয়া যাইতেছিল। যথাসময়ে এ ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত হইবামাত্র—তিনি তোমার প্রতি সৌজন্যপ্রদর্শন এবং সদ্ব্যবহার করিবার জন্য এক জন দূত প্রেরণ করেন। তাহারা—"

বাধা দিয়া অসবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিণের রক্ত পান করিবার উদ্দেশ্য কি?"

মুরাদ। সারকেশিয়ার লোকেরা যখন পরস্পর অথবা কোন বিদেশীর সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহারা শোণিতোৎসব করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

অসবরণ। আর অস্ত্র লইয়া, আক্রমণ করিতে যাইবার অর্থ কি?

মুরাদ। তোমার জীবন নিরাপদ তাহাই দেখাইবার জন্য। বরং তাহারা ঐ ছুরিকা তাহাদের নিজের হৃদয়ে আমূল বিদ্ধ করিবে, তথাপি তোমার প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না।

অস্। আরও এমন সব ঘটনা দেখিয়াছি—আপনি তাহার বিষয় অবগত নহেন। গত রাত্রিতে দেখিলাম, সহসা আলোক জ্বলিয়া উঠিতেছে—যেন কোন ইন্দ্রজালবলে ইতস্ততঃ উল্লম্ফন দিয়া যাইতেছে, মানুষের মত কাহারা—তাহার সম্মুখে আসিল—

মুরাদ। বুঝিয়াছি—আর বলিতে হইবে না। ককেশাশ পর্ব্বতে 'হাইড্রজেন বা উদযান বাষ্পের অভাব নাই। রাত্রিকালে উহারা মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত হইয়া অতি সহজেই জ্বলিয়া যায়। পর্ব্বতের উপর অগ্নি উপাসক এক প্রকার জাতি আছে। যেখানে উদযান বাষ্পের উদ্ভব হয়—তাহারাও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অগ্নিদেবের অর্চ্চনা করে।

অস্। কি সর্ব্বনাশ! আমি এ সকলকে কতই রহস্যজালে জড়িত করিয়াছিলাম। কিন্তু—কিন্তু তিন জন ইংরেজ সেনাধ্যক্ষকে ওরূপ ভাবে নিহত করা হইল কেন?

মুরাদ। তিন জন রুষ-চর ইংরাজ নৌ-সনানীদের বেশ ধরিয়া আমাদের গতি বিধি লক্ষ্য করিতে আসিয়াছিল।

অসবয়ণ আনন্দে অধীর হইয়া মুরাদের হাত চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পর আনন্দবিহ্বলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ভগবান! এও কি সম্ভব? এই সংবাদের জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! হায় অজ্ঞতা প্রযুক্ত আমি আপনার স্বদেশবাসীর উন্নত চরিত্রে কতই না দোষারোপ করিয়াছি। আপনাকে আর একটী মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিব। এক দিন প্রাতঃকালে একদল অশ্বারোহীর অগ্রভাগে লৌহবর্ম্মধারী সুলতান সামুলকে কি দেখিয়াছি?"

গাত্রোত্থান করিয়া হাজি মুরাদ কহিলেন, "এস আমার সঙ্গে। ইহাই সুলতান সামুলের রাজধানী বদোনা নগর। এ দিন তুমি

স্থলতানকে দেখিতে চাহিয়াছিলে, এস আজ তোমার সে সাধ পূর্ণ হইবে।"

হাজি মুরাদ তাঁহাকে লইয়া আরও কয়েকটা কক্ষ এবং সোপান উত্তীর্ণ হইয়া একটা কক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ ছিল—ঠেলিবামাত্র খুলিয়া গেল। মখমলের একটা পরদা দ্বারে ঝুলিতেছিল—সেটাকে সরাইয়া তঁহোরা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এ কক্ষে বসিয়া স্থলতান লোকজন বা অতিথি অভ্যাগতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। গৃহের মধ্যস্থলে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আসন শূন্য—গৃহমধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন বীরপুরুষ অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই বেশ-ভূষা বহুমূল্যের। তাঁহারা যে উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী—তাঁহাদের পরিচ্ছদ, গর্ব্বোন্নত, সাহস প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, বহুবিধ সামরিক চিহ্ন শোভিত উচ্চ বক্ষঃস্থল তাহারই পরিচয় দিতেছিল।

কিন্তু স্থলতান কোথায়? তাঁহার আসন শূন্য। গর্ব্বোন্নত স্ফীতবক্ষ তাঁহার সেনানীরা বিচরণ করিতেছে মাত্র। সহসা তাঁহাদের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। প্রত্যেক সেনানী নতজানু হইয়া বসিলেন,—প্রত্যেকের গর্ব্বোন্নত শির নমিত হইল। কিন্তু কাহার উদ্দেশে? কাহাকে তাঁহারা এ সম্মান প্রদর্শন করিলেন? সহসা চমক ভাঙ্গিয়া প্রস্ফুট দিবালোকের মত সত্যের আলোক তাঁহার নেত্রপ্রান্তে উদ্ভাসিত হইল। হাজি মুরাদ—আর কেহ নন—তিনিই সারকেসিয়ার বীরধর্ম্মা উপদেষ্টা এবং স্থলতান।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

সুলতান সামুল

যুবক অস্বরণ এক জানু নত করিয়া, ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক সুলতানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার রাজকীয় গৌরব অপেক্ষা তাঁহার শৌর্য্য এবং অকপট দেশানুরাগের প্রতিই এই সম্মান প্রদর্শিত হইল। সুলতান সাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করিয়া পার্শ্বস্থ আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন।

সুলতান অধীন সামন্ত এবং সেনানীবর্গের সহিত রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অসবরণ দেখিলেন, বেদৌরার পিতাও তথায় উপস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার নাম প্রিন্স আলি।

ক্রমশঃ অস্বরণের বিস্ময়োদ্বেগ প্রশমিত হইল। তাঁহার বিশাল বক্ষ আলোড়িত করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। কুমারী বেদৌরা এবং তাঁহার মধ্যে যে ব্যবধান ছিল—তাহা আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত সারকেশিয়ার সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্রী আর তিনি ব্রিটিশ নৌবহরের নগণ্য একজন সেনানী। আশা মায়াবিনী। তাহার মোহ-শক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া ভাবিলেন, তবে তাঁহাকে কি উদ্দেশ্যে এতদূর আনা হইল। সুলতান তাঁহার রাজৈশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য—তাঁহার নিজরাজ্যে সেনাধ্যক্ষ-সেনানী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, স্বরূপ প্রকাশ করিতে কি তাঁহাকে এখানে আনা হইয়াছে। না—তাহা কখনই না। সুলতান সে প্রকৃতির লোক নহেন।

এক ঘণ্টার পর সভা ভঙ্গ হইল। সুলতান তাঁহার হাত ধরিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী দ্বার দিয়া, তাঁহার খাস কামরায় উপনীত হইলেন। এটী তাঁহার বিশ্রাম বা পাঠাগার।

উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিলে পর সুলতান কহিলেন, মোটা-মুটি ঘটনাটা শুনিয়াছ, এইবার তোমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল বিষয় বলিব।"

অস্‌বরণ মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করিলেন। সুলতান বলিতে লাগিলেন, "কি উদ্দেশ্যে আমি কার্চ নগরে গিয়াছিলাম, পূর্ব্বেই তোমায় বলিয়াছি। সে স্থানে তোমার নিকট যে উপকার পাইয়াছি—জীবনে আমি বিস্মৃত হইব না। বেদৌরার রূপ যে, তোমার হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয়াছে—তাহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলাম। তোমাদের মিলন যে অসম্ভব—তাহা আমি কেন তুমিও ভাবিয়া দেখিয়াছ। সামাজিক উচ্চনীচতা বা বংশগৌরবের তারতম্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আমি এ কথা ভাবি নাই—উভয়ের মধ্যে জাতিগত ধর্ম্মবিশ্বাসই—তোমাদের পরস্পরের মিলনের পরিপন্থী। বেদৌরার সহিত কথা কহিয়া—তাহার সমক্ষে তোমার বিষয় আলোচনা করিয়া তাহারও হৃদয়ে যে তোমার ছায়া পড়িয়াছে তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। যাহাতে সে ছায়া ঘনীভূত হইতে না পায়—সেইজন্য তোমাদের মঙ্গলার্থ ই, তোমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া, এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহার পর এনাপায় আসিয়া, আমরা পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম এ জীবনে আমাদের পরস্পরের আর সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু আল্লা সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময়—তাঁহার ইচ্ছা অন্যরূপ।"

এই [illegible]র্যন্ত বলিয়া সুলতান থামিলেন। অস্‌বরণের মনে কি

ভাবের স্রোত বহিতেছিল, সহজেই অনুমেয়। সুলতান পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "বিদায় কালেও কেন আমি আমার প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিয়াছিলাম, ভাবিয়া, হয়ত তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। কিন্তু প্রকাশ করিয়া কি ফল লাভ হইত? কিছুই না। বরং গোপন করিবার আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। বেদৌরা সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্রী—এই সুদীর্ঘকাল কোথায় কি ভাবে অতিবাহিত করিয়াছিল—যাহাতে সাধারণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া না পড়ে—সে দিকে আমার লক্ষ্য ছিল। তোমাকে আমি অবশ্য বিশ্বাস করিতে পারিতাম কিন্তু তুমি যুবক—তোমার সম্মুখের পথ বড়ই পিচ্ছিল ভাবিয়া, আমি সতর্ক হইয়াছিলাম।"

অস্। একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব—প্রিন্স বার্ণজাপ কি কুমারীর স্বরূপ পরিচয় জানিতেন?

সুলতান। না। বেদৌরা এবং তাহার সঙ্গিনীগণ আত্মপরিচয় গোপন করিয়াছিল। বেদৌরা ভাবিয়াছিল, আত্মপরিচয়ে কোন লাভ হইবে না—বরং তাহাকে আবদ্ধ রাখিয়া, তাহার মুক্তির বিনিময়ে আমাদের মানের লাঘব হইতে পারে, এরূপ কোন চুক্তিতে আমাকে আবদ্ধ করিবে। আল্লা তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন—তাহার কুমারী ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছেন। হাঁ—তাহার পর এনাপা বন্দরে তোমার নিকট বিদায় লইয়া, আমি—যেখানে আমার প্রধান সেনার ছাউনি পড়িয়াছিল, তদভিমুখে চলিলাম। বেদৌরার পিতা অদূরেই একদল সেনা লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সেনানিবাসের নির্জ্জন কক্ষে উপনীত হইয়া, তাহাকে নামাজ পড়িতে আহ্বান করিলাম। বেদৌরা বিশুষ্কমুখে গলদশ্রুলোচনে আমার পদতলে পড়িয়া কহিল—পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে—সে খৃষ্টান হইয়াছে।"

আনন্দোন্মত্ত অস্‌মন্‌- মনোভাব গোপন রাখিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহার মুখ দিয়া আনন্দের অব্যক্তস্বর বাহির হইয়া পড়িল। সুলতানের সম্মুখে এ সময়ে এভাবে যে এরূপ অধীরতা প্রকাশ ভদ্রতাবিগর্হিত,—তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন। বেদৌরা এবং তাঁহার মধ্যে এতদিন যে অকূল সাগর বর্ত্তমান ছিল,—আজ তাহার বিলোপ সাধনের সংবাদ পাইয়া, তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সহসা তাঁহার চমক ভাঙ্গিল,—বুঝিলেন, কাজটা ভাল হয় নাই। সুলতানের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখ গম্ভীর বিষন্ন কিন্তু সে মুখে রাগ বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র নাই।

সুলতান বলিতে লাগিলেন,—"সে সময়ে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল—তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। আমি ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম—পদাবলুণ্ঠিতা বেদৌরাকে পদাঘাত করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ আমার সহিত তাহার পিতার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলাম। আমি কয়েকজন মাত্র সৈন্য লইয়া, প্রিন্স আলির সেনানিবাসের অভিমুখে চলিলাম। বেদৌরা সঙ্গিনীদের সহিত গাড়ীতে—পশ্চাতে চলিল। কিয়দ্দূরে আসিয়া শুনিলাম বেদৌরাও পলাইয়াছে। তাহার সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল, পাতি পাতি করিয়া বন-জঙ্গল খুঁজিলাম; কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইলাম না। সহোদর নিকটেই একটা বনে মৃগয়া করিতেছিল, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া অধিকাংশ সৈন্যের সহিত আমি রাজধানীর অভিমুখে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। আলিকে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিবার অবসর পাই নাই। তাহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল তোমারাই প্ররোচনায় সে ধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়াছে,—এবং তোমাদের মধ্যে পূর্ব্বেই কোনরূপ বন্দোবস্ত

হইয়াছিল,—তাই সে পলাইয়া তোমার সহিত মিলিত হইতে গিয়াছে।"

অস্বরণের মুখ ঘৃণা এবং রোষে আরক্তিম হইয়া উঠিল। বিরক্তি-ব্যঞ্জক বিষণ্ণকণ্ঠে কহিলেন,—"এরূপ নীচাশয় বিশ্বাসঘাতক আমি নই!"

বাধা দিয়া সুলতান কহিলেন,—"তাহা আমি জানি। ব্যস্ত হইও না—ধীরভাবে সমস্ত শোন। বেদৌরার নিকট তোমায় দেখিতে পাইলে, তোমাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিবার জন্য আলি আদেশ প্রচার করিল। তদনুসারে এনাপার ভগ্নাট্টালিকার মধ্যে তুমি ধৃত হইলে। আলি কন্যাকে যৎপরনাস্তি তিরস্কার করিল, হতভাগিনীর কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহার সহিত রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিল। যথাসময়ে সকল কথা আমার কর্ণগোচর হইল। তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার এবং সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ একজন দূত প্রেরণ করিলাম।"

অস্। বেদৌরার পিতা কি তাঁহাকে ক্ষমা করেন নাই?

সুল। করিয়াছেন। যখন সকল ঘটনা তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল। আমারও হৃদয় নরম হইল। তাহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি ভাবিয়া, আমরা বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলাম—সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই তোমার সমক্ষে সকল কথা বলিতেছি। প্রিন্স বার্ণজপের আবাসে অবস্থানকালে, আইভান তাহাকে নানাবিধ পুস্তক, সংবাদপত্র প্রভৃতি আনিয়া দিত। সেই সকল পুস্তকের মধ্যে বাইবেল ছিল,—বাইবেল পড়িয়া সরলা বালিকার খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে। কেহ তাহাকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য করে নাই। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে,—তুমি বিদিত আছ। অদ্য প্রাতঃকালে তোমার পলায়ন সংবাদ আমি অবগত হই—তোমাকে পুনরায় গ্রেপ্তার

করিবার জন্য আদেশ প্রচার করি,—তাহার পর দৈবক্রমে গুহামুখে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়। পর্ব্বততল দিয়া, সহসা রাজধানীতে উপস্থিত হইবার জন্য ঐরূপ গুপ্তপথ আরও অনেক বিদ্যমান। রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারী ব্যতীত উহার অস্তিত্ব আর কাহারও বিদিত নাই, আশা করি, তুমিও উহা গোপন রাখিবে।

অস্‌বরণ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি সর্ত্ত

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া স্থলতান পুনরায় বলিতে লাগিলেন,— "এনাপা বন্দরে উপস্থিত হইয়া, বেদৌরার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ সংবাদ শুনিয়া আমি তাহাকে যৎপরনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম। আহা অভাগিনী আমার দুর্ব্ব্যবহারে দারুণ মর্ম্মব্যথিত হইয়া, এবং পিতার নিকট আরও ভর্ৎসিত হইবার ভয়েই পলাইয়াছিল। পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনের নিকট তিরস্কৃত হইবার আশঙ্কায় বেদৌরা পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার সঙ্গিনীদ্বয় তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত—তাহারই তাহার এ পলায়নে সাহায্য করিয়াছিল। বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, পরিহিত বসন ছিন্ন ভিন্ন এবং চরণের পাদুকা কর্দ্দমে প্রথিত হইয়া যায়। আহা! দুর্ভাগিনী এই অবস্থায় যে কষ্ট—যে উদ্বেগ সহ্য করিয়াছিল,—নিজেই আমি অনুমান করিতেছি। সে এনাপার দিকে

পলাইতেছিল। অভাগিনী আপনাকে আশ্রয়হীনা, সহায়হীনা ভাবিয়া, কোথায় আশ্রয় লইতে যাইতেছিল জান? সে এখন খৃষ্টান—যে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী তাহাকে একবার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল—তাহারই নিকট এ বিপদে সাহায্য পাইবার আশায়—এ নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় পাইবার প্রলোভনে ছুটিতেছিল।

অস্বরণের হৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। হর্ষবিহ্বলকণ্ঠে কহিলেন,—"বলেন কি সত্য? এ কথা কি সম্ভব? আমার কথা কি তখন বেদৌরার মনে হইয়াছিল?"

সুলতান। হইয়াছিল। মুসলমানের নিকট তাহার আর আদর নাই—জন্মভূমিতে তাহার আর আশ্রয় নাই ভাবিয়া সরলা তাহার খৃষ্টান বন্ধুর নিকট যাইতেছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কণ্টকীলতায় ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া, পাদুকাশূন্য চরণে—সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্রী—যুবরাজ-দুহিতা এনাপার ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরেই তুমি উপস্থিত হও—তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তোমার অবিদিত নাই।

অস্বরণ। বেদৌরা অপাত্রে আস্থা স্থাপন করে নাই। যদিও তিনি মুসলনান হইতেন,—আমি তাঁহাকে আশ্রয় দিতাম, আপন সহোদরা ভগ্নীর মত পালন করিতাম। কিন্তু সুলতান! এখন জানিয়াছি,—তিনি পূর্ব্বেই খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের পরস্পর মিলনে আর কোন বাধা নাই। আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে জীবন উৎসর্গ করিব।

সুলতান। সত্য বলিতেছ যুবক? তাহা যদি সত্য হয়, আমি মুরাদরূপে—তোমায় সহিত যে সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি,—এখন সারকেসিয়ার সুলতান হইলেও, সেই সখ্যতা বজায় রাখিব।

অস্বরণ এক জানু নত করিয়া স্থলতানের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন, এবং স্থলতানের প্রসারিত কর চুম্বন করিলেন। তিনি তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন,—"আমি তোমাকে আমার অপেক্ষা হীন ভাবি না। যাহার হৃদয় মহৎ—সে কখনও ক্ষুদ্র নয়। হাঁ তাহার পর, বেদৌরাও তোমার প্রতি আসক্ত। তাহারও পিতা সম্মত হইয়াছে। তবে ইহার মধ্যে কিছু কথা আছে। বেদৌরা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, কোন মুসলমান তাহাকে বিবাহ করিবে না। তোমাকে ভাল না বাসিলেও, অন্য কোন খৃষ্টানকে বিবাহ করিয়া, তাহার সহিত কোন খৃষ্টান রাজ্যে গিয়া তাহাকে বাস করিতে হইত। ভাল করিয়া আমার কথাগুলি বোঝ,—তাহাকে বিবাহ করিয়া, রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করিলাম ভাবিতে পারিবে না,। কিম্বা আমাদের এ রাজ্যে তোমার কোন অধিকার থাকিবে না। তুমি যদি তাহাকে বিবাহ কর— তাহার সৌন্দর্য্য এবং সতীত্ব লইয়াই তোমাকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে,— আর কোন যৌতুক পাইবে না। তুমি নিজে দরিদ্র—সে তোমার দারিদ্র্যের অংশভাগিনী হইবে। এখন হইতে একটী নয় দুইটী উদরের জন্য তোমাকে পরিশ্রম করিতে হইবে। কেমন এ সর্ত্তে সম্মত আছ।"

অস্বরণ। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?

স্থলতান। স্বপ্ন নয় যুবক! সত্য ঘটনা।

অস্বরণ। বারিশূন্য মরুমাঝে তৃষ্ণাতুর ক্লান্ত পথিকের সম্মুখে সুশীতল জলপূর্ণ পাত্র ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সে পান করিবে কি না? নিরন্ন নিরাশ্রয় দরিদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধন সম্পত্তি এবং সৌধমালা গ্রহণ করিবে কি না? আমি সাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিব। তাঁহার অপার্থিব সৌন্দর্য্য—সরলতা এবং হৃদয়ের বিমলতাই তাঁহার উপযুক্ত যৌতুক—আমি অন্য যৌতুকের প্রত্যাশী নহি। আপনি

বলিতেছেন, আমায় বিবাহ করিলে, তিনি—রাজকন্যার পদ-গৌরব হইতে বঞ্চিত হইবেন—আমি তাঁহাকে ব্রিটিশসেনানীর পত্নীত্বের পদ গৌরবে মণ্ডিত করিব। বেদৌরা যদি আমায় ভালবাসিয়া থাকে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—সেই সম্মানে সম্মানিতা হইয়া আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিবেন। তাহার পর বলিতেছেন—তাঁহাকে বিবাহ করিয়া যুবরাজের পদের আমি দাবী করিব?—না, তাহা করিতে আসিব না। আমি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, যে গৌরবের পথে অগ্রসর হইয়াছি—তাহাই আমার লক্ষীভূত থাকিবে। আমি আপনার সকল সর্ত্তেই সম্মত আছি।

এই বলিয়া অম্বরণ পুনরায় তাঁহার পদতলে বসিয়া, তাঁহার কর চুম্বন করিলেন।

তাহার পর কোথায় কি প্রকারে বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, সে সম্বন্ধেও কথাবার্ত্তা হইল। বিদেশে কোন বিশিষ্ট স্থানে উপযুক্ত সাক্ষীর সম্মুখে বিবাহ না করিলে, সে বিবাহ ইংলণ্ডে বিবাহ মধ্যেই গণ্য হয় না। সেই জন্য কনস্তান্তিনোপলের ইংরাজ-দূতের উপাসনা মন্দিরে এ বিবাহ-সম্পন্ন হইবার পরামর্শ স্থির হইল। সুলতান কহিলেন, সেই পরামর্শই ভাল। কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য দৌত্য-ভার লইয়া, বেদৌরার পিতা কনস্তান্তিনোপলে যাইতেছেন, সেই সঙ্গে বেদৌরা এবং তাহার মাতাও যাইবেন,— সেই স্থানেই বিবাহ হইবে।

তাহার পর সুলতান তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে প্রিন্স আলি এবং তাঁহার বেগম অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভাবী জামাতার সহিত আলাপ পরিচয়ে তাঁহারা [illegible] হইলেন।

দুই দিন বিশ্রাম করিয়া অম্বরণ এনাপার অভিমুখে ফিরিলেন।

তাঁহার সহিত আটজন অশ্বারোহী চলিল। পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

অস্বরণের জাহাজ এখনও বন্দরে অপেক্ষা করিতেছিল। জাহাজের কাপ্তেন তাঁহার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে অস্বরণের সাক্ষাৎ পাইয়া এবং তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া যার-পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পর্ব্বত-মধ্য দিয়া গুপ্তপথের উল্লেখ ব্যতীত আর সমস্তই কাপ্তেনকে বলিয়া কনস্তান্তিনোপলে যাইবার জন্য কয়েক দিনের অবকাশ প্রার্থনা করিলেন।

কাপ্তেন তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তিনি সহজেই সম্মতি দিয়া, তাঁহার তুর্কী রাজধানীতে উপস্থিত হইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

যথাসময়ে কনস্তান্তিনোপলে আসিয়া দেখিলেন, প্রিন্স আলি কন্যা ও স্ত্রীর সহিত তাঁহার পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রিটীশ-দূতের ধর্ম্ম-মন্দিরে যথাসময়ে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহান্তে বরকন্যা তাঁহাদের জন্য নির্দ্ধারিত আলয়ে ফিরিয়া আসিলেন। বেদোরা লজ্জানম্রমুখে অস্বরণের হাতে একটী বাক্স প্রদান করিলেন। তাহার কারুকার্য্য এবং নির্ম্মাণ-সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। ডালাখানি বহুমূল্য মুক্তা-খচিত এবং চারিপার্শ্ব হৈমকার্য্য শোভিত। ডালার মধ্যস্থলে মুক্তবক্ষে সঙ্কেতে সুলতানের নামের ছাপ। অস্বরণ কক্ষ খুলিয়া দেখিলেন, [illegible] মধ্যে বহুমূল্যের কয়েকখানি হীরকাদি প্রস্তর এবং তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার পা[illegible] দিবার জন্য তত্রস্থ কোন একটী ব্যাঙ্কের উপর একখানি চেক।

ধন-রত্নপূর্ণ বাক্সটী বেদোরার বিবাহের যৌতুক। তাঁহার মন বুঝিবার জন্য, সুলতান তখন বলিয়াছিলেন, বিবাহে কোন যৌতুক প্রদত্ত হইবে না—কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটে নাই।

———

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

কনস্তান্তিনোপলে ওমারের প্রত্যাবর্ত্তন

যে সময়ে কার্চ এবং ককেসাসের পার্ব্বত্য প্রদেশে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, সেই সময়ে ক্রিমিয়ার ব্রিটিস সেনাধ্যক্ষের শিবিরে সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের সেনাধিনায়কগণের এক বৈঠক বসিয়াছিল। ওমার পাশা সভাপতি—সম্মুখের আসনে সমাসীন,—তাঁহার দক্ষিণে সার্দ্দিনিয়া প্রদেশের সর্দ্দার দেলা মারমোরা; বামে ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ সিম্পসন এবং সম্মুখের আসনে ফরাসি সেনাপতি জেনারেল পলিসর।

কি ভাবে আর কত দিন শিবাস্তপোলের অবরোধ চলিবে—এই মন্ত্রণা সভায় তাহারই পর্য্যালোচনা হয়। সভান্তে ওমার পাশা সকলের সমক্ষে নিবেদন করিলেন, রুষ এসিয়া মাইনরে জর্জিয়ার সীমায় প্রবেশ করিয়াছে। তিনি সুলতানের অনুমতি লইয়া, অবিলম্বে এসিয়া মাইনরে রুষের গতিরোধ করিতে যাইবেন। তেবারিক বে এবং প্রবীণ সেনাধ্যক্ষ ক্রজকি তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবেন। শুনিয়া অপরাপর সেনাপতিরা যারপর নাই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ওমারকে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে বলিলেন—ওমরের সঙ্কল্প কিন্তু স্থির—অবিচল।

উক্ত ঘটনার পর দুই দিন অতীত। তৃতীয় দিন সন্ধ্যা-কালে কনস্তান্তিনোপলের মসজিদে মসজিদে অসংখ্য নরকণ্ঠে যখন ভগবন্নাম সমুচ্চারিত হইতেছিল, সেই সময়ে কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ভীমনাদে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। গোল্ডেন হর্ণের নিস্তরঙ্গ বক্ষ আন্দোলিত করিয়া একখানি রণতরী আসিয়া লাগিল। জাহা-

জের সর্ব্বোচ্চ মাস্তলের উপর যে পতাকা উড়িতেছিল, তদ্দর্শনে লোকে ওমারের প্রত্যাগমন সম্বন্ধে জানিতে পারিল। মুহূর্ত্তে এ সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দুর্গ হইতে তাঁহার সম্মানার্থ তোপধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহার জাহাজের উপর হইতে প্রতি-সম্মান প্রদর্শনার্থ কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। নৌ-সেনাপতি কাপুদন পাশা একখানা সুসাজ্জিত বোটে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইলেন। গোল্ডম হর্ণে যত রণপোত ছিল—সকলেরই উপর হইতে কামান—গর্জ্জিতে লাগিল। সমর সচিব সদলবলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য তীরে উপস্থিত হইলেন, স্বয়ং সুলতান কতকগুলি সুসজ্জিত অশ্ব পাঠাইয়া দিলেন।

দুই বৎসরের পর গভীর কামান নির্ঘোষ এবং সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবিত আদর অভ্যর্থনার মধ্যে ওমার-পাশা কনস্তান্তিনোপলে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ের মধ্যে কত যশোকুসুমের মালিকা তাঁহার শিরে বর্ষিত হইয়াছে—কত সুনাম সুখ্যাতির সমুজ্জল মাণিক্য তাঁহার ললাটে শোভা পাইয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। নগরে পদার্পণ করিবামাত্র একবার পুরাণ স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সেই সময়ে এবং এসময়ের মধ্যে কত প্রভেদ। তখন থিয়োদর লোতসের নাম কেহ জানিত না—এখন পৃথিবীর সমগ্র সভ্য প্রদেশে তাঁহার নাম বিঘোষিত—তাঁহার যশোকুসুমের সৌরভ চারিদিক পরিব্যাপ্ত। নগরবাসী[illegible] সকলেই সমুচিত সমাদর প্রদর্শন করিয়া সমরবিজয়ী সর্দ্দার সেনাপতি [illegible]র্দ্ধনা করিলেন।

তাঁহাকে দেখিবার জন্য পথের উভয় পার্শ্বে, ছাদের উপর এবং গবাক্ষে বহু নগরবাসীর সমাগম হইল। নাগরি[illegible]রা উচ্চকণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল! পত্নী আয়েসা বিবি [illegible]হু প্রসারিত করিয়া দ্বার হইতে গৃহ-প্রত্যাগত বিজয়ী বীরকে বরণ [illegible]রিয়া লইলেন।

নগর আলোক-মালায় ভূষিত হইল—বহু স্থানে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ পান ভোজনের আয়োজন হইল। পরদিন ঠিক মধ্যাহ্নে ওমার, ভ্রাতুষ্পুত্র তেবারিক এবং বৃদ্ধ সেনানী ক্রুজকিকে সঙ্গে লইয়া সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইলেন। সসচিব সুলতান তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন। ওমার সভায় উপস্থিত হইয়া, সুলতানের পদতলে জানু পাতিয়া অভিবাদন করিতে যাইতেছিলেন, সুলতান আবদুল সত্বর সিংহাসন ত্যাগ করিয়া—তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিয়া কহিলেন, "সকল উপাধি—সকল সম্মানই তুমি অর্জ্জন করিয়াছ—আর এমন কোন গৌরব-সূচক সম্মান আমার জানা নাই, যাহার দ্বারা তোমাকে গৌরবান্বিত করিব। ভাষায় এমন কোন কথা পাইতেছি না, যাহার দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। পাশা! বল যদি তোমার কোন প্রার্থনা থাকে—তোমার প্রকাশের পূর্ব্বেই আমি তাহাতে সম্মতি দিয়াছি।"

ওমার কহিলেন, "রুস-সৈন্য সুলতানের এসিয়া মাইনরস্থ অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—সেই স্থানে আমার এই ক্ষুদ্র শক্তিকে নিয়োজিত করিবার জন্য, আমি সুলতান সকাশে অনুমতি লইবার আশায় রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছি।"

সুলতান কহিলেন, "দানিয়ুব-তীরে রুমানিয়ার বহুযুদ্ধে তোমার প্রতাপে রুষের দর্প খর্ব্ব হইয়াছে—যাও এসিয়া মাইনরে—আমি এই মুহূর্ত্তে তথাকার আমার সমস্ত সেনার অধিনায়কত্বে তো[illegible] বরণ করিলাম।"

ওমার ভক্তিভরে শির নত করিলেন। প্রধান সচিব সুলতানের আদেশে তৎক্ষণাৎ দলিল পত্র লিখিয়া দিলেন। সুলতান সভাভঙ্গ করিয়া ওমারের সহিত তাঁহার নিভৃত কক্ষে সমর প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য প্রস্থান

ওমার রাজধানী পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড ষ্ট্রাণ্ডফোর্ড রাদিক্লিপ দূতাবাসে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজ দিলেন এবং গৌরবসূচক এক উপাধিদ্বারা ভূষণে ভূষিত করিলেন।

ওমার এসিয়া এবং ইউরোপ—দুই স্থানে দুইটী জাইগীর প্রাপ্ত হইলেন।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

প্রুসিয়ার কলোনেল এবং তাঁহার দুহিতা

এই অধ্যায়ে আমরা আর একটী নূতন বিষয়ের অবতারণা করিব। ঘটনাস্থল প্রুসিয়া।

প্রুসিয়া ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী প্রধান রাজ্য। এখানকার রাজবংশ রুসিয়ার রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ। সুতরাং রুসের প্রতি প্রুসিয়ার আসক্তি যে কিছু বেশী হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান শক্তিনিচয় যখন রুস-তুরস্কের যুদ্ধকালে কোন না কোন [illegible] অবলম্বন করিল, প্রুসিয়া তখন নীরব—নিরপেক্ষ! প্রজা সাধারণ এবং সৈন্যমণ্ডলী কিন্তু তুরস্কের পক্ষপাতী। তাহারা রাজার এরূপ তুষ্ণীম্ভাব বা নিরপেক্ষতাকে [illegible]পুরুষতার নামান্তর মনে করিতে লাগিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরাজ ফ্রাসি প্রভৃতি শক্তি যখন আপন আপন শক্তির পরিচয় দিতেছে—প্রুসিয়ার সেনা তখন সে

ক্ষেত্রে আপনাদের বলবীর্য্যের পরিচয় দিবার অবসর না পাইয়া, মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল।

প্রুসিয়ার সম্রাট রুষ-সম্রাটের ন্যায় যথেচ্ছাচার শাসনপদ্ধতির পক্ষপাতী। প্রজারা কোনকালেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, সমগ্র ইউরোপে যখন রাজবিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই প্রধূমিত বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিতে, নররক্তের যে প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল,—প্রুসিয়ার সম্রাট তাহার অন্যতম প্রবর্ত্তক। প্রজারা সে দৃশ্য বিস্মৃত হইতে পারে নাই। এই ঘটনায় তাহারা তাঁহার উপর আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল।

পটাসদম রাজধানী বার্লিন হইতে অতি অল্পদূরেই অবস্থিত। এখানে অনেক বড় বড় লোকের পল্লী আবাস এবং রাজারও রাজপ্রাসাদ আছে।

পটাসদম হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে একটী নিভৃত পল্লীতে গোলা-বাড়ীর মত একটী আবাস শোভা পাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে উহা গোলাবাড়ী নহে। কলোনেল ওপানহামেদের আবাস বাটী। কলোনেল পারিণতবয়স্ক। কার্য্যে অবসর প্রাপ্ত হইয়া,—একমাত্র কন্যা সোফিয়ার সহিত এখানে বাস করিতেছেন।

তাঁহার বয়স প্রায় ষাইট বৎসর। চুলগুলি পাকিয়া রৌপ্যের মত শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এত বয়স হইয়াছে কিন্তু [illegible] দেহ কিছুমাত্র নত হয় নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে [illegible]ও প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ বিদ্রোহদমনের ভার কলোনেল ওপানহামের উপর পড়ে। তিনি [illegible]সী ভাইবন্ধুদের উপর গুলি চালাইতে অস্বীকার করেন। সম্রাট তখন তাঁহাকে কিছু বলেন নাই—কিছুদিন পরে বিদ্রোহানল প্রশমিত হইল, সম্রাট তাঁহাকে দলিত করিতে

অগ্রসর হইলেন। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে পাছে তাঁহার সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আবার রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া বসে, এই আশঙ্কায় কৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হন।

কলোনেল চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার ফলে তাঁহাদের কয়েকটী পুত্র কন্যা হয়। সোফিয়া ভিন্ন সকলেই কালকবলিত হইয়াছে। স্ত্রীবিয়োগের পর কলোনেল কোন আত্মীয়ার উপর সোফিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া, নিজ কার্য্যে চলিয়া যান। সোফিয়া সেখানে বয়োবৃদ্ধির সহিত নানাশাস্ত্রে বিভূষিত হইতে লাগিল। এক্ষণে কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া, ওপানহাম কন্যার সহিত তাঁহার নিভৃত পল্লী-ভবনে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে আসিলেন।

মে মাসের শেষভাগে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সোফিয়া তাহার পিতার বাস-ভবন-সংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহার বয়স এখন উনিশ বৎসর। যৌবনের নবকান্তি সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত। ফুল্লকুসুমের মত মুখখানি সরল সুন্দর হাসিতে সদাই অনুরঞ্জিত। ঠোঁট দুখানি যেন সিন্দূর-রাগে রঞ্জিত,—চক্ষু দুইটী বিভ্রান্ত—সমুজ্জ্বল-দীপ্তিপূর্ণ - তাহাতে কপটতার ছায়া কখনও প্রতিফলিত হয় না। তাহার পিতা তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সে আজি কয়েকদিন হইতে তিনি বড়ই [illegible] প্রায়ই লোকজন সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে—নিভৃতে তাঁহার সহিত [illegible] পরামর্শ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কলোনেল রুদ্ধকক্ষে বসিয়া [illegible] তাহা [illegible] স্বহস্তে ডাকে দিয়া আসিলেন। [illegible] পত্র [illegible] কুমারী পিতার এই সকল পরিবর্ত্তন [illegible] চলিত [illegible]লেন না। তিনিও একটী লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে [illegible] কিন্তু অবসর পাইতেছেন না। সে কথা বলিব বলিব মনে করিতে[illegible]

বাগান আবাস-ভবন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। সুন্দরী সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানের পরই একটা গলিপথ—ঐ পথ গিয়া একটা প্রশস্ত গ্রাম্যপথের সহিত মিশিয়াছে। ঐ গলিপথের দিকে বাগানের একটা ফটক বা বহির্গমনের পথ। সুহাসিনী ঐ ফটক খুলিয়া, গলিপথের মধ্য দিয়া বড় রাস্তার দিকে চঞ্চল দৃষ্টি বিনিক্ষেপ করিল। সুন্দরীর প্রফুল্লমুখ আরও প্রফুল্ল—আয়তনেত্র আরও আয়ত এবং সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। একজন অশ্বারোহী সেই দিকে আসিতেছে।

অবিলম্বে এক যুবক সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অদূরে অশ্ববন্ধন করিয়া, সুন্দরীর প্রসারিত করপল্লব সোহাগভরে ধরিয়া চুম্বন করিল। সুন্দরীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। এ ভাব রাগের নয়—আন্তরিক অনুরাগের।

যুবকের বয়স চব্বিশের বেশী নয়। সুপুরুষ—দেখিলেই ক্ষমতাপন্ন কোন ধনীর সন্তান বলিয়া বোধ হয়। সুন্দরীর করস্পর্শে যুবকের মুখমণ্ডলে আনন্দভাব প্রকটিত হইল—নেত্রযুগল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সুন্দরমুখ কালিমালিপ্ত হইল—যেন কোন একটা আন্তরিক যাতনার চিহ্ন মুখকমলে প্রতিফলিত হইল। হৃদয়ে সহসা কোন একটা গুরুতর [illegible]ঘাত লাগিলে—মুখে যেমন তাহার একটা স্পষ্ট ছায়া পড়ে—[illegible]র মুখও সেইরূপ ক্ষণেকের [illegible] অন্তর্বেদনায় অপ্রসন্ন [illegible]টা কি[illegible] প্রাপ্ত হইল। সো[illegible] ভাব লক্ষ্য করিল না। [illegible]নিব আমা[illegible] ঐ [illegible] বিদ্রোহদমনের [illegible]

এই সময়ে [illegible]পর আর[illegible] হইল। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সন্ধ্যার স[illegible]ও তোমার [illegible]র ভবনে অতিথি সমাগম হইতেছে দেখিতেছি এ"

সোফিয়া। সেইরূপই বোধ হইতেছে প্রিয় কার্ল!

কার্ল। তিন দিন পূর্ব্বে তোমার এখানে আসিয়াছিলাম। তাহার পর তোমাকে আর দেখিতে পাই নাই। কিন্তু এই অত্যল্প সময় আমার পক্ষে যেন একটা যুগ। কিন্তু সোফিয়া তো—

সোফিয়া। তুমিই কি মনে কর কার্ল! আমার সময় সুখে কাটিতেছে? তুমি চলিয়া যাও—তোমার অদর্শনে আমি যে কি মনোকষ্টে কালযাপন করি, তাহা তোমায় আর কি বলিব। তুমি চলিয়া যাইবে—আবার তিন চার দিন পরে আসিবে—আমিও তোমার আশা-পথ চাহিয়া প্রত্যহ এইস্থানে অপেক্ষা করিব।

যুবক কিশোরীকে বাহুবেষ্টনে হৃদয়মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "সোফিয়া! তুমি জান না তোমার এই আশ্বাস-বাণীতে আমি কত সুখী হইলাম। কিন্তু এ কি! আবার যে ঘণ্টা-ধ্বনি! তোমার পিতার নিকট আবার বোধ হয় কোন অতিথি আসিলেন। ভালই হইয়াছে—আমারা কিয়ংক্ষণ নিরুপদ্রবে এখানে কাটাইতে পারিব।"

সোফিয়া। কিন্তু কার্ল! সর্ব্বদা আমার মনে হয়, এ কাজটা ভাল হইতেছে না। এ গোপন সাক্ষাতে নিন্দা হইতে পারে।

কার্ল। তোমার পি[illegible] সহিত [illegible]আমার আলাপ আছে। তোমার সহিত আমার যে পরিচয় আছে [illegible]তাহাও তিনি অবগত। তদ্ভিন্ন অ[illegible] প্রকাশ্যভাবেও ত আমি [illegible]ন হইয়াছি[illegible] আসিয়াছি তবে এ ভয় [illegible] কেন? [illegible]ন্দেহ করি নাই

সোফিয়া [illegible] অসমর্থ [illegible]হইল, পিতাও তোমাকে ভালবা[illegible] ই না [illegible] ভয়ঙ্কর তোমার মত যদি সকল যুব[illegible] [illegible]হা হইলে গবর্ণমেণ্ট কখনই এমন অত্যাচার করিতে [illegible] তথাপি আমার

মনে হয়—কাজটা আমরা ভাল করিতেছি না। কার্ল তুমিই বা সদর দিয়া যাতায়াত কর না কেন?

কার্ল। প্রিয়তমে সোফিয়া! তোমায় ত অনেকবার বলিয়াছি, ইহাতে একটু বিঘ্ন আছে। আমার পিতা রাজার পক্ষপাতী—তাঁহার মতের পোষক ১৮৪৮ অব্দের বিদ্রোহের সময় আমার পিতাই রাজ-শক্তির সহায়তা করিয়াছিলেন—

সোফিয়া। বুঝিয়াছি আর বলিতে হইবে না, কাউণ্ট ম্যানফিল্ডের কর্ণে কলোনেল ওপানহামের নাম শ্রুতি সুখ বিধান করিবে না।

কার্ল। সত্যই তোমার পিতার উপর আমার পিতার ধারণা ভাল নয়। এই জন্যই আমি লুকোচুরি খেলিতে বাধ্য হইয়াছি।

সোফি। তাহা যেন বুঝিলাম কিন্তু আমার পিতার নিকট সত্য অপ্রকাশ রাখিবার কারণ কি?

কার্ল। বলিতেছি। তোমার পিতা যদি জানিতে পারেন, আমি তোমার পাণিপ্রার্থী হইয়াছি, তিনি কখনই আমাদের এ দেখা সাক্ষাতে অনুমোদন করিবেন না। তিনি সর্ব্বাগ্রে আমার পিতার মত কি জানিতে চাহিবেন। বুঝিয়াছ সোফিয়া! তাহার কি ফল ফলিবে?

সোফিয়া। এতদিন এসব [illegible] নাই কেন? কিন্তু পিতার নিকট কোন বিষয় [illegible] পড়ে—[illegible] বড় কষ্ট হইতেছে—[illegible] হইতেছে—[illegible] করিতেছি।

[illegible] না। [illegible] নিব আমা[illegible] জল মুছাইয়া [illegible] পর আর [illegible] হইল [illegible] আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে তোমার পিতার বি[illegible] ও তোমার [illegible] পরামর্শ দিব না। যদি তোমার মনের মধ্যে ধারণা[illegible] [illegible] কুকাজ করিতেছ, স্বচ্ছন্দে

সকল কথা তুমি তোমার পিতার নিকট ব্যক্ত করিতে পার। কিন্তু সোফিয়া তুমি আমার অবস্থা বুঝিয়াছ। আমার যেন মনে হয়, আমাদের এ প্রেমে লুকোচুরি কিছুদিন চলিলে ভাল হইত। কথাটা কষ্টকর হইলেও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না—আমার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি আর কয় দিন। তাঁহার মৃত্যুর পর,—আমিই আমার কর্ত্তা—তখন আর কেহ আমার কার্য্যে বাধা দিতে হস্তোত্তোলন করিবে না। তবে যদি আমাদের এই গোপন সাক্ষাতে তুমি মনে কোন———

সোফিয়া। না—না—ও কথা মুখে আনিও না। কিন্তু কার্ল! আমার পিতাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল না কেন?

কার্ল। তাহাতেও বাধা আছে। আমার পিতার মত তোমার পিতারও আত্ম-সম্মান বোধ আছে। তিনি কখনই এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না, কাউন্ট জীবিত থাকিলে যাহাকে পুত্রবধূ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্রের করে কন্যা সম্প্রদান করিতে আমার পিতা কখনই স্বীকৃত হইবেন না।

সোফিয়া। [illegible] পুনরায় ব[illegible] বিষয়ে তাহ[illegible] দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আমার সম্মুখে দুইটী পথ উন্মুক্ত। একদিকে আমি সবে [illegible]—অন্যদিকে তুমি। [illegible] দিকে [illegible]ক্তি,—অন্যদিকে তোমার প্র[illegible] হইয়াছিল—তাঁর [illegible] সকল [illegible] বলিব—কিংবা এই [illegible]ন্দেহ করি নাই। [illegible] করিব কি [illegible] অসমর্থ [illegible] হইল,

মর্ম্মযাতনায় সুন্দরীর কণ্ঠ [illegible] না [illegible] ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলেও এই সময়ে পুনরায় [illegible] একটা উত্থিত

যুবতী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলি[illegible] যেন ক্রমশঃই আমার অসহ্য। [illegible] দাঁড়াইলেন। তাঁহার

কার্ল! তোমার উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে,—বল—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পিতার নিকট যদি আমাদের এ সাক্ষাতের বিষয় গোপন রাখি—কোন দোষ—কোন পাপ হইবে না ত ?"

কার্ল। আমি তোমায় যেমন ভালবাসিয়াছি—তুমি যদি আমাকে সেরূপ ভালবাসিতে, কখনই এ সকলের সমালোচনা করিতে না। যাহা হউক, আমি এ সম্বন্ধে তোমাকে কোন পরামর্শ দিব না—অথবা এ কথা লইয়া আর অধিক তর্কবিতর্ক করি[illegible]। তবে একটা কথা, বলিয়া যাই,—তোমার পিতাকে সকল কথা বলিলে, আমার এ বাড়ী আসা বন্ধ হইবে। জানি না সে মর্ম্মপীড়া আমি সহ্য করিতে পারিব কি না। না, কখনই না—নিশ্চয় আমি মরিব। জান না সুন্দরি! তোমার এ ভালবাসার প্রভাব আমার হৃদয়ে কতখানি আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে—জান না তুমি, আমি তোমার জন্য কি ত্যাগ-স্বীকার করিতে বাধ্য———

সোফিয়া। ত্যাগ স্বীকার!

কার্ল। হাঁ, ত্যাগ স্বীকার। আমার [illegible] কয়েক মাস হইতে আমাকে কোন ধনাঢ্য-দুহিতার [illegible] জন্য পীড়াপীড়ি করি[illegible]। পাত্রী ধনবতী [illegible] না রূপবতীও বটে কিন্তু আমি কোন বি[illegible]

[illegible] সোফি[illegible] কি[illegible] য়মান রহিল। তাহা[illegible] মুখ [illegible] নিব আমা[illegible] কোন [illegible] জন্য তোমার [illegible] পর আর [illegible] তোমার অনুমতি পাইব—তোমার পিতার বি[illegible] ও তোমার [illegible] নিকট বলিব না।"

মনের মধ্যে ধারণা[illegible]" [illegible] মি[illegible] নিয়া লইয়া, মধুরকণ্ঠে কত

তাহার পর বিদায় লইয়া, অশ্বারোহণে প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল—সোফিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল,—তাহার পর ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে উপস্থিত হইল।

এই অধ্যায় শেষ করিবার পূর্ব্বে এই স্থানে আমরা আর একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পটাশডমে সম্রাটের সান-শুদি নামক প্রাসাদ। সম্রাট সন্ধ্যার পর সপরিবারে আহার করিতে বসিয়াছেন। আহার করিতে করিতে রণপ্রসঙ্গ উত্থিত হইল। অপরাপর সকলে রাজার মতের পোষকতা করিলেও, সিংহাসনের ভাবী অধিকারী যুবরাজ নীরব রহিলেন। ভূপাল জানিতেন, যুবরাজের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই, সেইজন্য প্রকাশ্যে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। প্রকারান্তরে সে কথার উত্থাপন করিলেও যুবরাজ কোন উত্তর করিলেন না। তদ্দর্শনে রাজ ধৈর্য্যচ্যুত ঘটিল। তিনি মনোভাব গোপন রাখিবার জন্য নয়। ... ত্যাগ ... ঝিতে ... উঠিয়া গেলেন।

সম্রাট ...তা পুনরায় বাকামরায় ...ের জন্য একটা সোপান পথে একটা ... কো... বিষয়ে তাহাকে আ... প্রত্যহ এই দালানে আলোক জ্বলিত,—আজ কো... সবে গতরাত্রে আলে... দীপালোক না থাকিলে... হইয়াছিল—তা... একরূপ ... হইয়া রহিয়া... সন্দেহ করি নাই। না থাকায় ... অসমর্থ ... হইল, দালানে অগ্রসর হইতে হই... না ... ভয়ঙ্কর কার্পেটমণ্ডিত গৃহতল ভেদ ... একটা উত্থিত হইতেছে। সম্রাট চক্ষু মার্জ্জ... যেন ক্রমশঃই ...

সর্ব্বাঙ্গে রক্তচলাচল রুদ্ধ এবং মস্তকের কেশরাশি কণ্টকিত হইয়া উঠিল। প্রথমে যাহা বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়াছিল—ক্রমশঃ তাহা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শুভ্রবসনা এক সুন্দরী রমণীতে পরিণত হইল। রক্তহীন শুভ্রমুখ গতায়ু কোন রূপসীর মুখের মত দেখাইতে লাগিল। রমণীমূর্ত্তি নিতান্ত কাতরভাবে সম্রাটের মুখপানে চাহিয়া রহিল। সম্রাট সভয়ে চক্ষু মুদিলেন। কিন্তু চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় চক্ষু মেলিলেন,—রমণী মূর্ত্তি অদৃশ্য—বাষ্পের নাম-গন্ধ কিছুই নাই।

অস্ফুটস্বরে রাজার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল, "কি ভয়ঙ্কর! শুক্ল-বসনা সুন্দরী!"—তিনি আর তথায় দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না। সত্বর নিজ কক্ষে উপস্থিত হইয়া সজোরে ঘণ্টাধ্বনি করিলেন।

একজন ভৃত্য আ[illegible]য়া উপস্থিত হইল। সম্রাট প্রথমতঃ পারিষদ-বর্গকে আহ্বান ক[illegible] কিন্তু পর[illegible]ণ কি ভাবিয়া ক্ষান্ত হইলেন। [illegible] আমা[illegible] [illegible]উক একটা কিছু বলিতে হইবে। [illegible]িতা[illegible]ার প[illegible] [illegible]-জিজ্ঞাসা করিলে[illegible] "ভাই[illegible]নবর্ত্তী [illegible] জন্য [illegible]

[illegible] এই ম[illegible]

কোন বিদ্র[illegible]টা কি[illegible]

হইতে [illegible] এবং [illegible]

কারণ ন[illegible]নিব আমা[illegible]পদ রাজসম্মা[illegible]স্থিত

[illegible] এই সময়ে [illegible]পর আর[illegible]

তোমার পিতার বি[illegible]ও তোমার[illegible]

মনের মধ্যে ধারণা[illegible]

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

শুভ্রবসনা সুন্দরী

সম্রাট যথসাধ্য আত্মসংবরণে সমর্থ হইলেও, তাঁহার রক্তহীন মলিন-মুখে আশঙ্কা এবং উদ্বেগের ছায়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। তাঁহার স্বভাবভীরু পাপমলিন হৃদয় তখনও থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কার্ল [illegible]পালের এবম্বিধ ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেও কোন কথা জিজ্ঞাসা [illegible] সাহস করিলেন না।

সম্রাট তাঁহাকে বসিতে আদেশ করিলেন। কার্ল আসন পরিগ্রহ করিলে, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ ?"

কার্ল। কিছুই না।

সম্রাট। কিছুই না? কখনও তোমার মুখে হাঁ শুনিলাম না।

কার্ল। যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। মানুষের যাহা সাধ্যায়ত্ত,—তাহার [illegible]

স[illegible] বাষ্পের মত কি একটা উত্থিত [illegible]ছি না। মানুষে যাহা[illegible] করিলেন। পদার্থটা যেন ক্রমশঃই [illegible] অমনোযোগিতায় [illegible] হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার [illegible] এখনও সম্পা-দিত হইতেছে না। [illegible] নাই। [illegible] ছি [illegible]ষ্ট, তাহা [illegible] মি এখনও বলিতে পারি [illegible] না কেন—তুমি [illegible] এই শুভ্রবসনার [illegible]

তোমা[illegible] অসম[illegible] সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হয়। ক[illegible]

তোমার পুরস্কার নির্ভর [illegible]

ভাবী—[illegible]

কার্ল। আপনার আদেশ পালনে এ দাস কখনই অমনোযোগী নয়।

সম্রাট। তাহা হইলে তুমি অদূরদর্শী। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বলিয়া পদার্থটা তোমার নাই।

কার্ল। শারীরিক বা মানসিক কোন অভাব বা ত্রুটীর উপর কাহারও হাত নাই। আমার যতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি আছে—

সম্রাট। তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি বিশ্বাসঘাতক। জান যুবক! স্পন্দনের দুর্গ এখান হইতে বেশী দূর নয়—সেখানে যাহারা যায়, প্রত্যাবর্ত্তন বড় একটা তাহাদের ভাগ্যে ঘটে [illegible]

কার্ল। আপনি শক্তিমান সম্রাট—দোষীকে সাজা দিবার আপনার ক্ষমতা আছে।

সম্রাট। হয়ত আমি তোমার উপর অবিচার করিতেছি—কি জান আমার মনটা বড় ভাল নাই। কি হইয়াছে যদি তুমি জানিতে—

সম্রাট সহসা থামিয়া গেলেন। সুযোগ বুঝিয়া কার্ল [illegible]লেন,—"আশা করি কোনরূপ দু[illegible] [illegible]বাদ উপস্থিত হ[illegible] [illegible] কিন্তু পর[illegible]

সম্রাট মৃদুস্বরে [illegible] [illegible]ই আসে নাই। কার্ল [illegible] আম[illegible] [illegible]

কার্ল। [illegible] [illegible] জন্য [illegible]

সম্[illegible] [illegible] সত্য

ক[illegible] কোন বিষয় [illegible]

[illegible] [illegible]টা কি[illegible] প্রা[illegible] ভাব

[illegible]নিব আমা[illegible] পদ রাজসম্[illegible]

[illegible] গল্প

—[illegible] অস্তিত্বে আমার কোনরূপ

[illegible]মি বেশী কিছু শুনি নাই।

সম্রাট। বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে আমাদের প্রাসাদে সময়ে সময়ে এই শুক্লবসনা নারীর আবির্ভাব হইয়া থাকে—যখন এই আত্মাকে কেহ দেখিতে পায়—তাহার অব্যবহিত পরেই হয় রাজবংশের কাহারও মৃত্যু হয়—না হয়, কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটে।

কার্ল। হাঁ। এইরূপ প্রবাদ শোনা যায় বটে।

সম্রাট। আমার পিতার মৃত্যুকালে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পূর্ব্বে রাজপরিবারের কয়েকজন ইহাকে দে[illegible]। আর আমি ইহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

কার্ল। আপনি [illegible]খিয়াছেন ?

সম্রাট। হাঁ আমি। আমার দৃষ্টিভ্রম বা মনোবিকার বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবে না। রমণীমূর্ত্তি আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টিতে আমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। যেন আমাকে সতর্ক করিবার জন্যই এবার সে আবির্ভূতা হইয়াছে। কিন্তু আমি তও জ্ঞান ন্যায়বিগর্হিত কাজ করি নাই—যাহা করিতেছি—[illegible] তাহার [illegible] অন্ততঃ আমার [illegible]ইরূপ।

কার্লরময়। [illegible] ঝিতেছি [illegible] কি [illegible] হিতৈষিণী কি অশু[illegible] পিতা পুনরায় বলিতে [illegible] নাই ?

[illegible] কোন [illegible] বিষয়ে [illegible] আমাদের [illegible] একটাই [illegible] সর্ব্বদাই ব্যস্ত আমি সবে গতরাত্রে শুনিয়াছি [illegible] চরিত্র- [illegible] হয় অনেক চিমন [illegible] নাই। তবে এই শুভ্রবসনার [illegible] কেহ [illegible] তাহা ঠিক জানা যায় না [illegible] স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হয়। [illegible] ভয়ঙ্কর আবির্ভূতা হয়—মুখে যন্ত্রণ[illegible]

কখনও সুন্দর মুখে শান্তির জ্যোতিঃ ভাসিতে থাকে—তবে মুখখানা বড়ই মলিন—বড়ই বিরস। আজ আমি ইহাকে এই অবস্থায় দেখিয়াছি। কখনও কখনও তাহার শুভ্রবসন রক্তরঞ্জিত দৃষ্ট হয়—তখন তাহার মুখাকৃতিতে বেদনা-অনুশোচনা এবং আশঙ্কা বিভাষিত হইতে থাকে।

কার্ল। মহারাজ! ক্ষমা করিবেন। আমার বিশ্বাস প্রথমতঃ কোন লোকের কুসংস্কারপূর্ণ হৃদয় অথবা দুষ্টবুদ্ধি হইতে এই আজগুবি গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর সেই কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস বংশপরম্পরায় হৃদয়ে আবদ্ধ হইয়া আছে। ... যখন ভাল থাকে না—অথবা বংশপরম্পরাগত কুসংস্কারময় কল্পনা যখন হৃদয় মধ্যে উদ্ভূত হয়, তখনই রাজবংশের কেহ না কেহ ঐ কাল্পনিক মূর্ত্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করে। আমার বোধ হয়, অদ্য মহারাজের মনের অবস্থা ভাল ছিল না, তাহাতেই ঐ অসম্ভব কল্পনায় আস্থা স্থাপন করিয়া অকারণ উদ্বিগ্ন হইলেন।

সম্রাট ...রিক্তাবে ... গুলি শুনিলেন। ... কিন্তু পর... লেন, "না কার্ল! তাহা ... করিতে পা... আম... পনোদন —তাঁহারাও ... ছিল, ... জন্য ... কিছুক্ষণ ... কিন্তু ... কোন বিষয় ... নিব আমা... পদ রাজসভা... ... না পার, নিশ্চয় বুঝিব তু... ...ছি, ... সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ...র বিশ্বাসের অপব্যবহার

করিতেছ। এখনও সময় থাকিতে সাবধান হও, বিশ্বাসহীনতার পরিণাম কি জান—স্বর্গের অন্ধতম কারাকক্ষে চির নির্ব্বাসন! যাও এখন যাও—এইমাত্র যাহা শুনিলে, ঘুণাক্ষরে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।"

কার্ল সম্মতি জানাইয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় হইলেন।

বাহিরে একজন রাজভৃত্য ঘোড়া ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, কার্ল অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক প্রান্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন [illegible] সম্মুখে [illegible]গলাশ্ব-সংযোজিত একখানি শকট অবলোকন করিয়া অশ্ববল্গা [illegible] করিলেন। গাড়ীর আলোকছটা তাঁহার মুখের উপর পড়াতে শকটারূঢ়া রমণীরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, শকট-গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। এ সময়ে ইহাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও শিষ্টাচারপ্রদর্শনার্থ মাথার টুপি খুলিলেন। শকটচালক তৎক্ষণাৎ যান থামাইল। কার্লের অন্তরে বিষাদমেঘ ঘনীভূত[illegible] থাকিলেও সহাস্যমুখে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিবার জন্য তাহার [illegible] উপস্থিত হইলেন [illegible] লাগ[illegible]

গাড়ী [illegible]রময়। [illegible] ঝিতেছি [illegible] কি [illegible] দেখিতে পাই [illegible] বয়স প্র[illegible] পিতা পুনরায় বলিতে [illegible] "আমি [illegible] কে [illegible]!" কাউন্টে[illegible] কোন [illegible] বিষয়ে তাঁহাকে আমাদের [illegible] তুলনায় [illegible]হাকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত আমি সবে গতরাত্রে শুনিয়াছি [illegible] হবি[illegible] হয় অনেক চিন্তিত হইয়াছিল—তাহার কোন [illegible] প্রসা[illegible] করিতে [illegible]নি স্বহ[illegible] নাই। তবে এই শুভ্রবসনার [illegible]

মেরিয়া [illegible]লেন এবং [illegible]ও [illegible] ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি [illegible] ভয়ঙ্কর [illegible]

কার্ল। বিশেষ কারণবশতঃ [illegible] পারিব না।

মেরিয়া। এমন কি কাজ?

কার্ল। পিতা আমার উপর কোন কার্য্যের ভারার্পণ করিয়াছেন।

মেরিয়া। তাহা হইলে তোমাকে আর আটক রাখিব না। কাল বোধ হয় দেখা হইবে?

কার্ল। নিশ্চয়। একদিন না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকি।

কার্ল পুনরায় অভিবাদনপূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিলেন। মেরিয়া কহিলেন, "কার্ল আজ যেন [illegible]মন একটু বিষণ্ণ।"

খুড়ী হাসিয়া কহিলেন, "ভালবাসার চক্ষে ঐ রকম [illegible] হয়। ভাবী সুখ-কল্পনায় চিত্তটা একটু চঞ্চল হই[illegible] বিষাদের কোন কারণ নাই।"

এদিকে কার্ল প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অশ্বচালনার পর, একটী উদ্যান দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বাররক্ষক দ্বার খুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কার্ল অশ্বপৃষ্ঠে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, এক সুন্দর অট্টালিকাদ্বারে অ[illegible] হইতে অবতরণ ক[illegible] একজন সহিস [illegible] তিনি [illegible] কিন্তু পর[illegible] উপস্থিত [illegible] তাহা [illegible] বাষ্পের মত কি একটা উত্থিত [illegible] হইবে। [illegible] করিলেন। পদার্থটা যেন ক্রমশঃই [illegible] অগ্রসরবর্তী [illegible] হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার [illegible] কিন্তু [illegible] পড়ে [illegible]

[illegible] লিব। কুসংস্কারপূর্ণ [illegible]

[illegible] শেষে [illegible] ন, "ভাল [illegible] নিশ্চয় [illegible] ব। তোমার সাফল্যের উপর আমাদের সর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছে।

কার্ল। পিতা! বরং আমি পথের ভিখারী—

কাউন্ট। ও কথা মুখে আনিও না। কথাটা যেন ভবিষ্যবাণীর ন্যায় তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। তোমার সমস্ত সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়া এই আরব্ধ কার্য্যটা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা কর। তাহা হইলেই আমাদের বংশের প্রণষ্ট গৌরব বজায় থাকিবে—ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা পাইবে। এ পর্য্যন্ত সমস্তই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে—কাউন্টেসের সহিত একবার তোমার বিবাহ হইয়া গেলে—তোমার সমবয়স্ক যুবকেরা তোমার [illegible] ঈর্ষাপূর্ণ নেত্রে চাহিবে। আজ কি কাউন্টেসের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।

কার্ল। অতি অল্পক্ষণের জন্য হইয়াছে। কিন্তু পিতা! বাস্তবিকই কি আপনার আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়?

কাউন্ট। তোমায় ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কতকটা টাকা সংগ্রহ করিয়া একজনকে দিতে না পারিলে আমাদের সর্ব্বস্ব যাইবে—জমিদ[illegible]ও জা[illegible] পৈতৃক ভিটা সমস্তই বিকাইয়া যাইবে। কার্ল—আমি [illegible] তাহার [illegible] করিতে [illegible] লাগি [illegible] সময় আছে—[illegible]সময়। [illegible] ঝিতেছি [illegible] কি [illegible] রাখিতে পাইবে নাই—রা[illegible] পিতা পুনরায় বলিতে [illegible]

কার্ল [illegible] কো[illegible] তাহারাও বিষয়ে তাহা[illegible]কে আমাদের- [illegible] এ [illegible] জা[illegible] টানিয়া [illegible] —এ অভিনয়োমি সবে গতরাত্রে শুনিয়াছি [illegible] [illegible] কি বলিতেছ তু[illegible]মন হইয়াছিল—তাহার কোন [illegible] [illegible]হার মত [illegible] প্রতিশ্রুত [illegible]দেহ করি নাই। যদি সে গুপ্তচর [illegible] অ[illegible] [illegible]মার এ[illegible] অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিয়া [illegible]হল, [illegible]হইবে। মান, সম্ভ্রমই না! অসম্ভব পিতা! [illegible] যাইবে, ভয়ঙ্কর [illegible] ভিখারী হইব। [illegible]যুক্ত [illegible] পিতামহের প্রাসাদতুল্য এই

অট্টালিকা ছাড়িয়া, আমাদিগকে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

কাল। যথেষ্ট হইয়াছে পিতা! আর বলিতে হইবে না। যে কোনরূপে হউক জমিদারী এবং বাড়ী রক্ষা করিতে হইবেই। আমি বড়ই ক্লান্ত, বিশ্রাম করিতে চলিলাম।

এই কথা বলিয়া ভাইকাউন্ট কাল সজোরে পিতার করমর্দ্দন করিয়া, সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

কাচের দরজা

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সোফিয়া আবার আসিয়া উদ্যান-ফটকের নিকট দাঁড়াইল। কার্লের আজ আসিবার [illegible] নিশ্চয়তা নাই— [illegible] উদ্বেলিতহৃদয়ে [illegible] কিন্তু পর[illegible] বিটপাপথ চাহিয়া, তাহা [illegible] [illegible] বর ধীরে সন্ধ্যা- [illegible] ত হইবে। [illegible] লাগিল। [illegible] লাগিল। [illegible] কাল [illegible] পড়ে— [illegible] লিব। [illegible]

বাষ্পের মত কি একটা উত্থিত [illegible] করিলেন। পদার্থটা যেন ক্রমশঃই [illegible] হইয়া দাঁড়াইলেন [illegible] করিতে [illegible] হইলেন এবং [illegible] করিলেন। [illegible] য়া জিজ্ঞাসা [illegible] দাঁড়াইয়াছিলে? আমি আজ

[illegible] আসিব কিনা—কেমন করিয়া [illegible]

সোফিয়া। আমি জানিতাম তুমি আসিবে। তোমায় যতক্ষণ দেখি—ততক্ষণই যে আমার সুখ।

কাল। সোফিয়া তোমার স্বভাব বড়ই মধুর। আর আমি—হাঁ, আজও কি তোমার পিতার গৃহে কোন অতিথি আসিয়াছেন ? তাহা হইলে ভালই হয়,—আমরা ঘণ্টাখানেক নিরুপদ্রবে অতিবাহিত করিতে পারিব।

সোফিয়া। [illegible] লোক আসিয়াছে—ঐ দিকে আবার ঘণ্টা বাজিতেছে—বোধ হয় আবার কেহ আসিল।

কাল। আজ কাল তোমার পিতার সহিত অনেক লোক দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে।

সোফিয়া। হাঁ। কিন্তু তাহারা কি জন্য আসে—তাহা আমি জানি না। আমিও তাদের নাম ও জানি না। পিতার স্বভাবটা যেন কতকটা পরি[illegible] তাহার [illegible] [illegible]তে লাগি[illegible]

কার্ল। [illegible]রময়। [illegible] ঝিতেছি [illegible] কি [illegible] বাঁধিতে পাইবে [illegible]

বৈলক্ষণ্য পিতা পুনরায় বলিতে [illegible]

সো[illegible] কোন [illegible] বিষয়ে তাহাকে আমাদের- [illegible] টানিয়া [illegible] তাকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থামি সবে গতরাত্রে শুনিয়াছি [illegible] ভবি[illegible] বোধ হয় অনেক চিন্তিত হইয়াছিল—তাহার কোন দু[illegible] [illegible]হার [illegible] তিনি স্বহস্তে সন্দেহ করি নাই। যদি সে গুপ্তচর [illegible] অ[illegible] তাঁহার নি[illegible] পত্রও [illegible] অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিয়া [illegible]হল, পারি না। কখনও ডাক পিয়নকেই না! অসম্ভব পিতা! [illegible] ভয়ঙ্কর বোধ হয় এই ভদ্রলোকগুলি যুক্ত বার সময় পত্র লইয়া আইসেন।

কার্ল। কিন্তু এই লোক[illegible] বোধ হয় নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই [illegible]সেন [illegible]

সোফিয়া। তাহাও বলিতে পারি না। তাঁহারা কোথায় থাকেন —কতদূর হইতে আসেন—কি উপায়ে আসেন—তাহা জানি না। সম্ভবতঃ তাঁহারা পিতার বন্ধু—সৈনিক কর্ম্মচারী।

কার্ল। খুব সম্ভব। তাহা যদি হয়—অনেকেই আমাকে চেনে। যদি কোনরূপে দেখিতে পায়, সোফিয়া আমাদের প্রণয় ব্যাপারের লুকোচুরি আর থাকিবে না।

সোফিয়ার মুখ মলিন হইয়া উঠিল। [illegible] ছায়ায় সে শায়িত—তাহা বুঝি ভাঙ্গিয়া যায় ভাবিয়া, সোফিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কম্পিতকণ্ঠেকহিল, "এ বিপদের কথা ত আমি একবারও ভাবি নাই।"

কার্ল। এ বড় কম বিপদ নয়। আমায় এখানে দেখিতে পাইলে, নিশ্চয় তাহারা তোমার পিতাকে আমার হস্তে [illegible] য় সমর্পণ করিতে নি[illegible] ক[illegible] কস্তু পর[illegible]ণ [illegible]।

তাহা [illegible] বাষ্পের মত কি একটা উত্থিত [illegible] বর্ত্তমান উপায়

[illegible] করিলেন। পদার্থ টা যেন ক্রম[illegible] হইতে

না[illegible] ত হইবে [illegible] হইয়া দাঁড়াইলেন [illegible]

বিচি[illegible]

[illegible]াফিকিন্তু [illegible]নবত [illegible] সেই উপায়টা [illegible]

কোন বিদ্র [illegible] পড়ে—[illegible]

[illegible]সাফি [illegible] রিটো কি[illegible] লিব [illegible]ত বিপদ হইতে আত্মরক্ষ[illegible]ন

[illegible]ন না। [illegible] বুঝিব তু[illegible]

না পার, নিশ্চয় [illegible] নিয়া

[illegible]মার[illegible]র দেখিতে চাই। তাহাদের অজ্ঞাতে তাহাদিগকে দেখিব—তাহ[illegible]ই বুঝিতে পারিব ইহাদের মধ্যে আমার কেহ পরিচিত আছে কনা—আমায় দেখিলে কেহ

সোফিয়া আশ্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ওঃ এই কথা! এ ত অতি সহজেই হইতে পারিবে।"

কাল। কেমন করিয়া?

সোফিয়া। পিতা যে ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন—তাহার পাশেই আর একটা ঘর আছে। উভয়ের মধ্যে একটা কাচের দরজা আ... সেখানে এক্‌খানা পর্দ্দা ঝুলান থাকে। সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অ... ত পাইবে। কিন্তু ইহাতে কি কোন ক্ষতি——

কাল। ক্ষতি! কিছুমাত্র না। কিন্তু সোফিয়া ধরা পড়িবার ত কোন সম্ভাবনা নাই?

সোফিয়া। না। যদি কেহ সহসা কাঁচের দরজা খুলিয়া ফেলে, নিকটেই ফ্রেডারিকে... প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য একটা প্রকাণ্ড পাদ-
...ও জা...
পীঠ আছে—... ...য়াসে লুকাইতে ...।
...তাহার ... ...তে লাগি...ন
এই পর্য... ...ঝতেছি... কি ক্রোড় ...
...রময়। ... ...রাখিতে পাইবে
বাটীর মধ্যে... ...গাত্র
পিতা পুনরায় বলিতে ...লেন, "আমি ...কে ...
গিয়া ... ...র এ... ...য়া
...মি কোন একটী বিষয়ে তাহাকে আমাদের- ...
আসি... ...ক্ষ ...ন্তর
টানিয়া লে... এ সকল কথা আমি সবে গতরাত্রে শুনিয়াছি ...।
ভবি... ...শ্যে যে এখানে তাহার আগমন হইয়াছিল—তাহার কোন দু... ...য়
...হার
শশধরের ক... ...একদিনও আমি সন্দেহ করি নাই। যদি সে গুপ্তচর ... অ..."
...আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিয়া ...হল,
করিয়াছে। এই দেখ...
বাহকমাত্র। আমার দ্বা... না, কখনই না! অসম্ভব পিতা! এরূপ ভয়ঙ্কর
ইহার দ্বারা তাহার ...কে অভিযুক্ত করিবেন না।"

[

এ ব্যক্তি কার্লের সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁহারা কাচের দরজার দিকে আসিতেছেন দেখিয়া, কার্ল মুহূর্ত্তে সেই পাদপিঠের পার্শ্বে লুকাইয়া পড়িলেন। যে ব্যক্তি উঠিয়া আসিল, তাহার বয়স প্রায় চল্লিশ—লম্বাকৃতি। মাথার চুল বড় বড়—গোঁপ জোড়াটী খুব জাঁকাল।

কলোনেল এই লোকটীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"সকলেরই যখন অমত, তখন এ বিষয়টা লইয়া আমি [illegible]র অধিক [illegible] করিতে চাহি না। তবে তোমার [illegible]ক বলিয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি ম্যানফিল্ড পা[illegible]রের কোন একটী বিষয় অবগত আছ—শুনিয়াছিলাম।"

অপরিচিত। কাউণ্টের সম্বন্ধে কিছু সামান্য খবর রাখি সত্য কিন্তু ভাইকাউন্ট কার্লকে আমি কখনও দেখি নাই—তাহার বিষয় কিছুই জানিও না। এখন এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তুমিই ভাল বলিতে

নি[illegible] ক[illegible] [illegible] কন্তু পর[illegible] [illegible]

তাহা [illegible] বাষ্পের মত কি একটা উত্থিত [illegible] বরং অসম্ভাবিত

পা[illegible] [illegible] করিলেন। পদার্থটা যেন ক্রম[illegible] [illegible]রি করে।

না[illegible] [illegible]ত হইবে [illegible] হইয়া দাঁড়াইলেন [illegible] তাহার

বিচি[illegible] [illegible]নবত [illegible] [illegible] সেই উপায়টা [illegible] হন

[illegible]াকিকিন্তু [illegible] [illegible]ত বিপদ হইতে আত্মরক্ষ[illegible] [illegible]ন

কোন বিষয় [illegible] পড়ে—[illegible]

[illegible]সাথি [illegible] ব্রিটো কি[illegible] [illegible]লি[illegible]

[illegible] না। [illegible] বুঝিব তু[illegible]

না পার, নিশ্চয় [illegible] [illegible]ত্ত [illegible]নিয়া

[illegible] [illegible]পার[illegible]র দেখিতে চাই। তাহাদের অজ্ঞাতে তাহাদিগকে দেখিব—তাহ[illegible]ই বুঝিতে পারিব ইহাদের মধ্যে আমার কেহ পরিচিত আছে কি না—আমায় দেখিলে কেহ

নাই তাঁহার স্বভাব বড়ই উদার,—তখন আর আমার আনন্দের সীমা রহিল না।

অপরিচিত। আজকালের মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়াছেন?

কলোনেল। না। তবে সে দিন একটা লোক তাঁহাকে এদিকে আসিতে দেখিয়াছিল—বলিতেছিল। বোধ হয় আর কোথায় আবশ্যক ছিল। যাউক এ বিষয় লইয়া আর গোলযোগে কাজ নাই।

... কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে, কার্ল ও ধীরে ধীরে বাগানে সো... উপস্থিত হইলেন।

কাজটা যে ভাল হয় নাই—বাগানে আসিয়া সোফিয়া বুঝিতে পারিল। তাহার মনের মধ্যে উদ্বেগ এবং আশঙ্কার বিষবর্ত্তি একটা জ্বলিয়া উঠিল। সে অস্থিরভাবে কার্লের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে কার্ল উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সোফিয়া সব ভুলিয়া গেল। ও জা... তাহাকে সাদরে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার কা... তাহার ... লাগি... আত্মগ্লানি ...রময়। ...ঝিতেছি ... কি ... রাখিতে পাই...

কা... পিতা পুনরায় বলিতে ... বিদায় ... কোন একটী বিষয়ে তাহাকে আমাদের- ... টানিয়া... এ সকল কথা আমি সবে গতরাত্রে শুনিয়াছি ... ভবি... যে এখানে তাহার আগমন হইয়াছিল—তাহার কোন ... শশধরের ... একদিনও আমি সন্দেহ করি নাই। যদি সে গুপ্তচর ...” করিয়াছে। এই দে... আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিয়া ...হল, বাহকমাত্র। আমার দ্বা... না, কখনই না! অসম্ভব পিতা! এরূপ ভয়ঙ্কর ইহার দ্বারা তাহার ...কে অভিযুক্ত করিবেন না।”

[

রাজা। বস। নাম কয়টা অথবা যাহা যাহা জানিয়াছ বল, আমি লিখিয়া লইতেছি।

এই বলিয়া তিনি কাগজ কলম লইয়া লিখিতে উদ্যত হইলেন।

কার্ল। প্রথম কলোনল ওপেনহাম, ২য় শিভালর ইলু, ৩য় হেত-লিনের কাউণ্ট, ৪র্থ বেরণ রুদলস্তদ। অপর তিন জন আমার অপরিচিত।

রাজা। আকৃতি কিরূপ?

কার্ল বর্ণনা করিলেন—রাজা লিখিয়া লইলেন।

রাজা। আর কিছু জান?

কার্ল। কলোনেল ওপেনহাম প্রত্যহ রাশি রাশি পত্র লিখিয়া স্বহস্তে ডাকে দেয়—আমি আর কিছু জানি না।

রাজা। আর কিছুরই আবশ্যক নাই। বিশ্বাসঘাতকের দল এই বার দণ্ড পাইবে। সেই জন্য শুক্লবসনা মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। আমিও সতর্ক আছি [illegible] সর্ব্বাগ্রে ষড়যন্ত্রকারীর [illegible] হস্তগত করিতে [illegible] কস্তু পর[illegible]

তাহা [illegible]

পা[illegible] [illegible] হইবে না?

না[illegible] হইবে [illegible] বাষ্পের মত কি একটা উত্থিত [illegible] হইতে

বিচি[illegible] করিলেন। পদার্থটা যেন ক্রম[illegible] স্কারের

[illegible] কিন্তু [illegible] নবত [illegible] হইয়া [illegible] দাঁড়াইলেন [illegible] সেই উপায়টা

কোন বিষয় [illegible] পড়ে—[illegible]

[illegible] সাধি [illegible] রিটো কি[illegible] [illegible] বিপদ হইতে আত্মরক্ষ[illegible] [illegible]ন

[illegible] না। [illegible] বুঝিব তু[illegible]

না পার, নিশ্চয় [illegible] [illegible]য়া

[illegible] দেখিতে চাই। তাহাদের অজ্ঞাতে তাহাদিগকে দেখিব—তা[illegible] বুঝিতে পারিব ইহাদের মধ্যে আমার কেহ পরিচিত আছে কি না—আমায় দেখিলে কেহ চিনিতে পারিবে কি না।

এই ঘটনার তিন দিন পরে রাজ-প্রাসাদে একটী সান্ধ্য নিমন্ত্রণে ভাইকাউণ্ট কার্ল ও নিমন্ত্রিত হইলেন। তিনি কাউণ্টেস মেরিয়ার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। কার্লের বাহ্য আকার প্রফুল্লতাময় হইলেও তাহার অন্তরালে কি যেন একটা বিষাদের ছায়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মেরিয়ার বোধ হইতে লাগিল। আহারাদির পর সকলে প্রাসাদসংলগ্ন উপাসনা-মন্দির, চিত্রশালা প্রভৃতি দেখিবার অনুমা...

কার্ল মে... —তাহ...হিত নৃত্যশালার একটী কক্ষে উপনীত হইলেন। কক্ষে আর কেহ নাই। কার্ল বিবিধ বিধানে মেরিয়ার সন্তোষ বিধানার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিবাহের দিন আগত-প্রায়—তাহার উল্লেখ করিয়া, তাঁহার কর্ণে কতই বাক্য-সুধা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেরিয়া সে সব কথা চাপা দিয়া তাঁহার এ বাহ্য প্রফুল্লতার অন্তরাও জীবের কি কারণ বিদ্যমান ... বিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার ... তে লাগি...ন

মেরিয়া ...রময়। ... ঝিতেছি ... কি ক্রোড় ... রাখিতে পাই... ছেন, ... পিতা পুনরায় বলিতে ... আমি ... কে ... কোন ... মি কোন একটী বিষয়ে তাহ...কে আমাদের- ... য়া ... টানিয়া...লর এ সকল কথা আমি সবে গতরাত্রে শুনিয়াছি ... ভবি... শ্যে যে এখানে তাহার আগমন হইয়াছিল—তাহার কোন দু... হার ...য় শশধরের ... একদিনও আমি সন্দেহ করি নাই। যদি সে গুপ্তচর, ... অ...” করিয়াছে। এই দে... আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিয়া ...হল, বাহকমাত্র। আমার দ্বা... না, কখনই না! অসম্ভব পিতা! এরূপ ভয়ঙ্কর ইহার দ্বারা তাহার ...কে অভিযুক্ত করিবেন না।”

[

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পিতা পুত্রী

দেখিতে দেখিতে সে মূর্ত্তি তরল বাষ্পে মিশিয়া গেল। কক্ষে জল ছিল—কার্ল জল আনিয়া সুন্দরীর মলিন মুখে সিঞ্চন [illegible]তে লাগিলেন। অবিলম্বে তাঁহার চৈ[illegible]

চক্ষু মেলিয়া মেরিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "[illegible]ঙ্কর! কাল'! এ কি সত্য? না স্বপ্ন?"

কাল' উত্তর করিলেন, "সত্য মেরিয়া—অতি ভয়ঙ্কর সত্য।"

মেরিয়া। আমাদের কি কোন অমঙ্গল ঘটিবে?

কাল'। না—না। ইহার সহিত আমাদে[illegible] শুভাশুভের কোন [illegible]বির্ভাব রাজবং[illegible] [illegible]কন্তু পর[illegible] [illegible]ন মঙ্গলা- তাহা [illegible] বাষ্পের মত কি একটা উত্থিত [illegible] পা[illegible] [illegible]করিলেন। পদার্থটা যেন ক্র[illegible] নাই [illegible] হইবে [illegible] হইয়া দাঁড়াইলেন [illegible] সুখ- বিচি[illegible] [illegible]নবর্ত্ত[illegible] [illegible] করিয়া থাকি কিন্তু [illegible] সেই উপায়টা [illegible] কোন বিষয় [illegible] পড়ে—[illegible] [illegible]তে বিপদ হইতে আত্মরক্ষ[illegible] [illegible]সাথি [illegible] রেটো কি[illegible]

[illegible] না। [illegible]

না পার, নিশ্চয় বুঝিব তু[illegible]

[illegible]নার[illegible] দেখিতে চাই। তাহাদের অজ্ঞাতে তাহাদিগকে দেখিব—তা[illegible] বুঝিতে পারিব ইহাদের মধ্যে আমার কেহ পরিচিত আছে[illegible]কনা—আমায় দেখিলে কেহ চিনিতে পারিবে কি না।

তিনি আমাকে সকল কথা বলিয়াছেন। সেই অবধি আমার হৃদয়ে কেমন একটা—

মেরিয়া। বুঝিয়াছি, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। বুঝিলাম আমাদের সুখ দুঃখের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

কার্ল। কিছুমাত্র না।

তাঁহারা উভয়েই এ ঘটনাকে গোপন রাখিতে সংকল্প করিয়া, সে ... ত্যাগ করিলেন।

দে... কালগর্ভে নিহিত হইল। ইহার মধ্যে কার্ল একদিন ... তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন না। সোফিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কত আশা লইয়া, বাগানে গিয়া দাঁড়ায়—আশা-পথ চাহিয়া অপেক্ষা করে—রাত্রি হয় দেখিয়া আবার বিষণ্ণচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসে। দিনে দিনে তাহার মুখ মলিন—চক্ষু বিষাদের ছায়ায় প্রভাহীন—গতি মন্থর এবং চিত্ত বিশুষ্ক হইতে লাগিল। কিন্তু একদিনের জন্য ... ও জা... মনে হইল না,—কার্ল ... তাহার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক... তাহার ... তে লাগি... ন অসুস্থ হই... ময়। ... ঝিতেছি ... কি ... রাখিতে পাইে ... ত্র তাঁহার ... পিতা পুনরায় বলিতে ... লাগিলেন, "আমি ... কে ... এ ... য়া ... মি কোন একটী বিষয়ে তাহা... আমাদের- ... ক্ষ ... ন্তর টানিয়া ... এ সকল কথা আমি সবে গতরাত্রে শুনিয়াছি ... ভবি... শ্য যে এখানে তাহার আগমন হইয়াছিল—তাহার কোন দু... য় শশধরে... একদিনও আমি সন্দেহ করি নাই। যদি সে গুপ্তচর ... হার ... অ..." করিয়াছে। এই দে... আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিয়া ... হইল, বাহকমাত্র। আমার দ্বা... না, কখনই না! অসম্ভব পিতা! এরূপ ভয়ঙ্কর ইহার দ্বারা তাহার ... কে অভিযুক্ত করিবেন না।"

[

সোফিয়া কার্লকে বিস্মৃত হইবে? অসম্ভব কথা! তাঁহার স্মৃতি সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে। দিবারাত্রির মধ্যে একদণ্ড তাঁহার মূর্ত্তি তাহার হৃদয়-ছাড়া হয় নাই।

সৌভাগ্যক্রমে সে সময়ে তাহার পিতার দৃষ্টি অন্যদিকে ছিল, নচেৎ সোফিয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবা মাত্র সোফিয়ার মুখমণ্ডল প্রথমতঃ আরক্তিম, পরে মৃত ব্যক্তির মুখের মত বিবর্ণতা ধারণ করিল। বহুকষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া যুবতী কহিল,—"না [illegible] ...ার খুব মনে আছে।"

কলোনেলের দৃষ্টি তখনও অন্যদিকে—সংবাদপত্রের দিকে চাহিতে চাহিতে পুনরায় কহিলেন,—"কথাটা হয়ত তুমি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবে না। লোকটী হয় কোন প্রলোভনে পড়িয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছে,—নয় আমরা তাহাকে যেমন ভাবিয়াছিলাম—তেমন সে কখনই ছিল না।"

[illegible] কন্তু পর[illegible]

তাহা [illegible] লাগিলেন,—

[illegible] বাষ্পের মত কি একটা উত্থিত [illegible] সে রাজার

[illegible] করিলেন। পদার্থটা যেন [illegible]

শরীর [illegible] হইয়া দাঁড়াইলেন [illegible]

[illegible] নাকিকিন্ত [illegible] । সেই উপায়টা [illegible] কহিল,

কোন বিষয় [illegible] পড়ে— [illegible]

সাফি [illegible] ব্রিটো কি [illegible] ত বিপদ হইতে আত্মরক্ষ[illegible]

[illegible] না [illegible] নিশ্চয় বুঝিব [illegible]

না পার, [illegible]

[illegible] দেখিতে চাই। তাহাদের অজ্ঞাতে তাহাদিগকে দেখিব—তা[illegible] বুঝিতে পারিব ইহাদের মধ্যে আমার কেহ পরিচিত আছে কিনা—আমায় দেখিলে কেহ চিনিতে [illegible]

গত প্রজাবিদ্রোহের সময়ে, প্রজাপক্ষের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। আমি যে কাজ ঘৃণার সহিত করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম, তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন।"

সোফিয়ার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। কি একটা অজানা আতঙ্কে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। সন্দেহে সন্দেহে জিজ্ঞাসা করিল, "কাউণ্টেস মেরিয়ার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি?"

পিতা উত্তর করিলেন, "তুমি সে কথা শোন নাই? জনরবে প্র... ...উণ্ট কার্লের সহিত মেরিয়ার বিবাহ হইবে।"

সো... ...হা—তাহার... একটী কথা—একটী চীৎকার শব্দ কিংবা যন্ত্রণাসূচক একটীও আর্ত্তনাদ নির্গত হইল না। তাহার বক্ষ একবারও রুদ্ধশ্বাসে কাঁপিয়া উঠিল না। তাহার পিতা এখনও অন্যমনস্ক—তাঁহার চক্ষু এখনও অন্যদিকে। তিনি অজ্ঞাতে একটীর পর একটী বিষাক্ত শায়ক যে কন্যার হৃদয়ে বিদ্ধ করিতেছেন, তাহা তিনি ঘুণাক্ষরে এখনও জানিতে পারিলেন না। সোফিয়ার অঙ্গ-যষ্টি নিথর, নিস্পন্দ—তাহার ... ...বা ...ব্যথিত... ...তে লাগি... ভবিষ্যৎ ঘনান্ধকারময়। ... ...ঝিতেছি... কি ...কোড় ...খিতে পাই...

পিতা পুনরায় বলিতে ...সিযা... "আমি... ...কে ...গ্য যে আমি কোন একটী বিষয়ে তাহ... আমাদের- ...র এ... ...য়া লই ...তোমা... টানিয়া লই... এ সকল কথা আমি সবে গতরাত্রে শুনিয়াছি ... । কি ভবি... ...শ্যে যে এখানে তাহার আগমন হইয়াছিল—তাহার কোন দু... ...হার ...য় শশধরে... ...একদিনও আমি সন্দেহ করি নাই। যদি সে গুপ্তচর... অ..." করিয়াছে। এই দে... আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিয়া ...হল, বাহকমাত্র। আমার দ্বা... "না, কখনই না! অসম্ভব পিতা! এরূপ ভয়ঙ্কর ইহার দ্বারা তাহার ...কে অভিযুক্ত করিবেন না।"

[

মুহূর্ত্তে কন্যার দিকে ফিরিয়া কলোনেল কহিলেন, "এরূপ উদ্বেগ চাঞ্চল্যের কারণ কি সোফিয়া ?"

সোফিয়া গলদশ্রুলোচনে করনিপীড়ন করিতে করিতে কহিল, "পিতা—পিতা! আমি তোমার সহিত প্রতারণা করিয়াছি—তোমাকে একটী বিষয় গোপন করিয়াছি! কিন্তু আর কোন ক্রমেই গোপন করা কর্ত্তব্য নয়।" হতভাগিনী আর বলিতে পারিল না—চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কলোনেলের মনেও ভয়ঙ্কর একটা সন্দেহ জন্মিল [illegible] লেন, "কি হইয়াছে সোফিয়া ? এ সকলের অর্থ কি ?"

কন্যা। পিতা! আমি কার্লকে ভালবাসিয়াছি—এখনও ভালবাসি। তিনিও প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন, আমায় ভাল—

পিতা। সোফিয়া! সোফিয়া! সত্যই কি আমার কন্যার দ্বারা আমার বংশে কলঙ্ক পড়িয়াছে ? বল্ সত্য বল্—নচেৎ খুন করিব ?

কন্যা। না বাবা! আমার দ্বারা কখনও তোমার উচ্চমাথা হেঁট হইবে তাহা [illegible] কলে তোমায় লজ্জা পাইতে [illegible]

[illegible] বাষ্পের মত কি [illegible] করিলেন, [illegible] হইবে [illegible]

কণ্ঠে [illegible] র একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আঃ ভগবান রক্ষা করিয়াছেন!" তাহার পর কন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন, "[illegible] মধ্যে তা [illegible] তাহাকে দেখিয়াছ ?"

[illegible]। দেখিয়াছি। সব বলিব—কোন কথা গোপন করিব [illegible] আ[illegible] প্রায়ই গোপনে সাক্ষাৎ করিতাম।

পিতা। সোফিয়া—হতভাগিনী—সত্য ?

কন্যা। হাঁ পিতা, সব বলিতেছি। আমায় ক্ষম[illegible] চাই। তাহাদের [illegible] তে পারিব ইহাদের

পিতা। বল্ বল্ শীঘ্র বল। তাহার সমক্ষে আমার [illegible] দেখিলে কেহ

কথা কখনও বলিয়াছিস কি? আমার চিঠি-পত্রের কথা সে শুনিয়াছে কি?

সোফিয়ার মনে ঘোর সন্দেহ জন্মিল। তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে বাড়বানল জ্বলিতে লাগিল। অন্তর্যাতনায় বিকট চীৎকার করিয়া, পিতার পদতলে পড়িয়া কহিল, "বাবা! বাবা! আমায় খুন কর- আমায় মারিয়া ফেল! যদি কখনও তোমার কোন অনিষ্ট ঘটে—জানিবে তোমার এই হতভাগিনী কন্যাই তাহার মূল।"

মু... নিতান্ত বিমর্যকণ্ঠে কহিলেন, "আর আমার রক্ষা নাই! ওঠ সোফিয়া ... তুই যা কিছু দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস—আমি ক্ষ... হাঁ—তাহারই ..."

কন্যা। পিতা! আমি তোমার ক্ষমার অযোগ্য! আমার মাথা ঘুরিতেছে—আমি পাগল হইব। আমার জ্ঞান থাকিতে থাকিতে সব শোন—শুনিয়া এখনও যদি আত্মরক্ষার উপায় থাকে, চেষ্টা কর।

পিতা! বল সোফিয়া! শান্ত হ'! তুই যে আমার বড় আদরের কন্যা।

কন্যা। আমি এখন ... ঝিতেছি ... কি ... তে লাগি... বাঁধিতে পাইবে সত্যই সে গুপ্তচ... সত্য ... বিশ্বাসঘাতক! ... বকে ...

পিতা। সো... ার হস্তগত হয়? ... হইয়াছ ... তোমা... ার এ... নও

তোমা... াশা অ... লও নিজের কাজ লইয়া ... অবশেষে এক পক্ষ টানিয়া লই... আ... রবার অবসর পাইলেন না। ...

ভবি... কই ... কালে কলোনেল কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সো... শশধরে... ... রিয়া... ই যুবকটীর বিষয় বিস্মৃত হও নাই? কাহার করিয়াছে। এই দে... ছিলাম যিনি অতি ভদ্রতার সহিত আমাদের অপহৃত বাহকমাত্র। আমার দ্বা... আঃ জান এবং তাহার পর আরও কয়েকবার এখানে ইহার দ্বারা তাহার ...

পিতা। তাহার পর, বল—বল—শীঘ্র বল। তোমার প্রতি কিছু-মাত্র আমার রাগ নাই, অজ্ঞাতে যাহা করিয়াছ, তাহার জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। তাহার পর?

কন্যা। বলিতেছি, এ ঘটনা ঘটিয়াছে ১৫ দিন পূর্ব্বে। তোমার সহিত ঐ লোকগুলি সাক্ষাৎ করিতে আসে—তোমার নিকট অনেক চিটিপত্র আসে, তুমি তাহাদের উত্তর লিখিয়া স্বহস্তে ডাকে দিয়া আইস—তাহাও বলিয়াছি।

পিতা। আর?

কন্যা। আর কিছু না, [illegible]

পিতা। আমি আজ খুব ভোরে কতকগু[illegible] ডাকে দিয়া আসিয়াছি। বোধ হয় এখনও সময় আছে! স্থির হও সোফিয়া। আমার বেশী বিলম্ব হইবে না, পনের মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিব। আমি ডাক ঘরে চলিলাম, ইহার উপর আমার নিরাপদতা—এমন কি আমার জীবন পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছে।

[illegible] ক[illegible]সভয়ে চীৎকার করিয়া [illegible],—"তোমার জীবন! সে [illegible]

[illegible] না—না—আমার জীবন নয়! ভুলিয়া বলিয়াছি। তুমি শা[illegible], আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিব; কিন্তু একটা কাজ করিলে হয়।

কন্যা। কি কি বাবা! আমায় কিছু করিতে হইবে?

পিতা। হইবে—শোন। এখন হইতে আমাদিগ[illegible] বাঁধিতে হইবে। আমার সঙ্গীদিগকে বাঁচাইতে হই[illegible] আমি কোন পত্র লিখি নাই—আজ কেবল [illegible] চাই। তাহাদের আসিয়াছি। তাহাতে যাহা লেখা আছে, [illegible] পারিব ইহাদের [illegible] দেখিলে কেহ

দের আর রক্ষা নাই। যদি কোনরূপে পত্রগুলা, হস্তান্তরিত হইবার পূর্ব্বে ফিরাইয়া লইতে পারি,—সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু যদি——

কন্যা। কি করিতে হইবে বল?

পিতা। আমার বন্ধুদিগকে সতর্ক করিতে হইবে। আমি যে কোন মুহূর্ত্তে গ্রেপ্তার হইতে পারি। তোমার আমার মধ্যে একটা সঙ্কেত থাকা আবশ্যক। সোফিয়া তুমি পিস্তল ছুঁড়িতে পারিবে?

কন্যা। খুব পারিব। কোন কার্য্যেই আমি পরাঙ্মুখ হইব না।

।   ...ব।

তাহার ...া—তাহারই ...রুদভরা পিস্তল বাহির করিয়া একটী কন্যার হস্তে দিলেন, অপরটী নিজের নিকট রাখিয়া কহিলেন,—"ছাদের উপর যাও—যদি কোন পুলিস বা রাজকর্ম্মচারী কিম্বা সন্দেহজনক দুই তিন জন লোককে আসিতে দেখ, পিস্তল ছুঁড়িবে। তাহার শব্দ শুনিয়া অথবা তাহার কুণ্ডলিত ধূম উর্দ্ধে উঠিতে দেখিয়া, আমি পলাইব। তাহার পর ছদ্মবেশে বন্ধু-বান্ধবকে সতর্ক করিব।"

কন্যা। আর? ...তে লাগি...

পিতা। বলিতেছি। মনে কর, এটা অনুমান মাত্র ...তে পাইস্তেত হইয়া থাকা ভাল—গ্রাম হইতে বাহির হইবা মাত্র অথবা ... ঘরের চৌকাট যাইবা মাত্র আমি যদি গ্রেপ্তার হই,—তৎক্ষণাৎ আমি এই টানিয়া ...লর আওয়াজ করিব। তুমি সেই সঙ্কেত পাইয়া যত শীঘ্র পার ভবি...র বন্ধুবান্ধবকে সতর্ক করিবে। এই লও টাকা এবং যাহাদের শশধরের ... হইবে, তাহাদের নামের তালিকা এবং ঠিকানা এবং করিয়াছে। এই দে...কি, প্রকারে, কাহার দ্বারা, আমরা প্রতারিত হইয়াছি। বাহকমাত্র। আমার দ্বার কষ্টকর হইলেও তুমি সেই গুপ্তচরের নামো- ...হার দ্বারা তাহার ...ও না।

[

সোফিয়া দৃঢ়তার সহিত কহিল,—"পিতা! আমার অবিনশ্বর আত্মার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি এ কর্ম্ম সম্পাদন করিব। সেই বিশ্বাসহন্তা চরের কথায় আস্থাস্থাপন এবং তোমায় প্রবঞ্চনা করিয়া যে পাপার্জ্জন করিয়াছি, নিজ মুখে সে পাপ ব্যক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কবিব ”

"এস বৎসে বিদায়" বলিয়া কলোনেল কন্যাকে মুহূর্ত্তের জন্য স্নেহালিঙ্গন করিয়া বেগে বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ

পিস্তল সঙ্কেত

সো... অর্দ্ধ অজ্ঞানাবস্থায় ... কখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। তাহা... হইতে লাগিল, তাহায় জ্ঞান-বুদ্ধি বুঝি মন্দীভূত হইয়া আসিতে... সে বুঝি পাগল হইয়া যাইবে। একবার মনে করিল, সঙ্কেত করিবার জন্য তাহার পিতা তাহার হাতে যে পিস্তল দিয়া গিয়াছেন, তাহার সাহায্যে সকল জ্বালার শেষ করিয়া বসে কিন্তু ... মুহূর্ত্তে ভাবিল,—না, আগে কর্ত্তব্যের সমাধান—পরে প্রাণত্যা... হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিয়া, যুবতী উঠিল। বাড়ীর ভৃত্য... আহ্বান করিয়া, একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া, দরজায় হাজির ... করিল। ভৃত্য গাড়ী ডাকিতে প্রস্থান করিল, ... ছাদের উপর উঠিল।

চাই। তাহাদের
...তে পারিব ইহাদের
দেখিলে কেহ

ছাদের উপর হইতে গ্রামের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বেশ দেখা যায়। সোফিয়া সতর্কদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। কোন দিকে কোন পুলিশ কর্ম্মচারী—কোন সৈনিক বা কোন সন্দেহ-জনক লোক তাহার দৃষ্টি-পথে পড়িল না। এইরূপে প্রায় কুড়ি মিনিট অতিবাহিত করিল, এদিকে ভৃত্য গাড়ী আনিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

ওদিকে কলোনেল ওপেনহাম যে গ্রামে পোষ্টআপিস অবস্থিত, তদা[illegible] [illegible]ত। গ্রামে উপস্থিত হইয়া, সতর্কদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন—[illegible]া—তাহারই [illegible]পরিচিতকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। পশ্চাতে চাহি[illegible]লেন, দেখিলেন তাঁহার বাটীর ছাদের উপর শুভ্রবর্ণের কি রহিয়াছে—বুঝিলেন তাঁহার কন্যা দাঁড়াইয়া আছে।

রুদ্ধদ্বার অন্ধকার কক্ষে দ্বারছিদ্র দিয়া আলোকরশ্মি প্রবেশ করিয়া তাহার অন্ধকার অপসারিত করিতে যেমন চেষ্টা করে,—আশার ক্ষীণালোকচ্ছটাও সেইরূপ কলোনেলে[illegible] [illegible]ন্ধকার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ তাহাকে আলোকি[illegible] করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি পোষ্টাপিসের নিকটবর্ত্তী হইলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া, পোষ্টমাষ্টার সাহেবকে বলিলেন, "ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে আমি কতকগুলা পত্র ডাকে দিয়া গিয়াছি। কোন বিশেষ দিনে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। সেই [illegible]রখটা বদল করিবার আবশ্যক হইয়াছে, যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র [illegible] ফিরাইয়া দেন বড়ই বাধিত হই।"

[illegible] করিয়াছে। এই দৈত্বর [illegible]রিলেন,—"বাক্সের মধ্যে পত্রাদি একবার ফেলিয়া [illegible] বাহকমাত্র। আমার দ্বা[illegible]র আর কোন স্বত্ব থাকে না।"

[illegible]ইহার দ্বারা তাহার দৃষ্টিটা কলোনেলের ভাল বোধ হইল না। তিনি [illegible]তাহা জানি। তবে যদি অনুগ্রহ——"

এই সময়ে দুইজন লোক তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা পুলিসকর্ম্মচারী, একজন কহিলেন,—"কলোনেল ওপেনহাম! তুমি আমাদের বন্দী।"

"উত্তম! আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি।" বলিতে বলিতে তিনি বাহিরে আসিলেন। একে প্রবীণ,—তাহাতে তিনি একজন পদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার অবমাননার ভয়ে তাঁহারা তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিতে সাহস করিলেন না। ইত্যবসরে ব... পকেট হইতে পিস্তল... করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া আওয়াজ করিলেন।

সোফিয়া ছাদের উপর হইতে পিস্তলধ্বনি শুনিল, কুণ্ডলিতাকারে ধূমরাশি আকাশপথে উঠিতে দেখিল। মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা হইয়া কহিল,—"হায় ভগবান! আমার পিতার কি হইল!"

...মুহূর্ত্তে ছাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক, গাড়ীতে গিয়া চড়িল এবং চালককে পটাসদমের ... ড়ী চালাইতে বলিল।

ঠিক এই সময়ে পটাসদমে যে ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল, তাহাই বিবৃত করিব। বেলা ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়ে একখানি অশ্বশকট একজন এটর্ণির বাড়ীর দরজায় আসিয়া থামিল। দ্বার-পার্শ্বে একখান তাম্র-ফলকে—"বি, মিচেলসন, এটর্ণি এবং এবং নোটারি" এই কয়েকটি কথা বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। গাড়ী থামিবা মাত্র কাউণ্ট ম্যানসফিল্ড ও তাঁহার পুত্র কার্ল অবতরণ করিলেন। এ... মিচেলসন আফিসেই ছিলেন। কাউণ্ট পিতা পুত্রে তাঁহার ... উপস্থিত হইবা মাত্র কার্ল শিহরিয়া উঠিলেন। ... বাড়ীতে ইহাকে দেখিয়াছিলেন, ওপেনহাম এই ... চাই। তাহাদের করিবার জন্য কার্ল যে কক্ষে লুক্কায়িত ছিলেন, ...তে পারিব ইহাদের হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রম হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ... দেখিলে কেহ

শ্মশ্রুগুম্ফহীন—বসন্তক্ষতচিহ্নিত মুখ। এটর্ণির দৃষ্টি তখন অন্যদিকে ছিল, কার্লের এ চাঞ্চল্য বা ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন না।

বৃদ্ধ কাউণ্ট পুত্রের সহিত এটর্ণির পরিচয় করিয়া দিলেন। তিনি মৌখিক সন্তোষ জানাইয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। কাউণ্ট কহিলেন,—"টাকাটা পরিশোধ করিতে আসিয়াছি। আজ সাত দিন হইল, টাক ... পরিশোধ করিবার সময় উ... হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার তাহাতে ... দিতে আসিয়াছিলাম, আপনি বাড়ী ... —তাহারই"

একটু হাসিয়া এটর্ণি কহিলেন,—"দলিলে যেরূপ সর্ত্ত আছে বা আইনে যেরূপ বাঁধাবাঁধি আছে, এ ক্ষেত্রে তাহার প্রতি কিছুম... আমার দৃষ্টি নাই, তাহা থাকিলে টাকা এখন গ্রহণ না ক... হস্ত আপনার ভদ্রাসন এবং জমিদারী দ... বাড়াইর বসিতাম ... শুদ্ধ তাহা

কাউণ্ট উদ্বিগ্নস্বরে কহিলেন,—"...পড়িয়া —তাহা আপনি করিবে... না।"

এটর্ণি। নিশ্চয়ই না। আমি সেরূপ প্রকৃতির লোক নই। মেয়াদী সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি যদি এখন আপনার টাকা ...ই, আপনি কিছুই করিতে পারেন না। আপনার উচিত ছিল, টানিয়া... মুহুরির নিকট টাকা জমা দিয়া, আপনার খৎ এবং পাট্টা ... করিয়া লইয়া যাওয়া। মুহরীর নিকট আমার সিন্দুকের চাবি ... অনায়াসে দেনা-পাওনা মিটাইতে পারিতেন। সে যাহা করিয়াছে। এই ... ক্ষেত্রে আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না; বাহকমাত্র। আমার দ্বা... আমার মত নয়। ভবিষ্যতে আবার যদি ইহার দ্বারা তাহার পাট্টা বাঁধা দেন,—সতর্ক হইবেন।

[আপনার এ সাধু আচরণের জন্য শত সহস্র ধন্যবাদ!

ঈশ্বর করুন, আর আমাকে যেন কখনও ঋণজড়িত হইয়া এরূপ ভাবে উকিল মোক্তারের শরণাপন্ন হইতে না হয়। আপনার এ সদাচরণ আমি কখনই বিস্মৃত হইব না। আইনের এত খুটী নাটী আমার জানা ছিল না।

এটর্ণি। যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তজ্জন্য আপনাকে কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হ[illegible] না। এই নিন আপনার বন্ধকী [illegible] এবং পাট্টা।

এই বলিয়া তিনি পার্শ্বের সিন্দুকের [illegible]নাদি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

বৃদ্ধ কাউন্ট নোটের তাড়াটী তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন,—"এই [illegible] আপনার টাকা!" [illegible]ক পক্ষ পূর্ব্বে পুত্র কার্ল তাহার দুষ্কর্ম্মের [illegible] এই [illegible] তাড়াটী রাজার নিকট হইতে চা[illegible]ইয়াছিলেন।

এটর্ণি নোটগুলি গুণিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ কাউন্টের মুখমণ্ডল [illegible]নন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মৃদুস্বরে পুত্রকে কহিলেন,—"কেমন [illegible]স! এখন সন্তুষ্ট হইয়াছ ত? এখন জমিদারী আমাদের নিজের, [illegible]ার কোনরূপ দায়সংযুক্ত নয়। এখন তুমি কাউণ্টেস মেরি[illegible] অনায়াসে বিবাহ করিতে পার। তাহার পিতার উইল——"

বিষণ্ণ অথচ চাঞ্চল্যস্বরে বাধা দিয়া কার্ল কহিলেন,—"চুপ কর—সব বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় বা স্থান এ নয়।"

এই সময়ে এটর্ণির টাকা গোনা শেষ হইল[illegible] "হাঁ, টাকা ঠিক আছে। আমি একটা রসিদ[illegible]

এই সময়ে একজন মুহুরী তথায় আসিয়া কহিল, [illegible] আপনার সহিত মুহূর্ত্তের জন্য সাক্ষাৎ করিতে চাহি[illegible]

[illegible] চাই। তাহাদের [illegible]ত পারিব ইহাদের [illegible]দেখিলে কেহ

করিতেছি। সে অত্যাচার আমার স্বার্থপরতা... দুষ্ট। আমি তাহাকে কখনও ভালবাসিতাম না, কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালবাসা চির সমান। তন্মধ্যে তোমায় যেমন ভালবাসিতাম, এখনও তেমনিই ভালবাসি। সে হিসাবে সে রমণীর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা আরও অধিক হইয়াছে বলিতে হইবে; তথাপি—

সোফিয়া। সে রমণী বোধ হয় কাউণ্টেস মেরিয়া।

মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎচকিতের ন্যায় সোফিয়ার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল।

...রের ...হাঁ—তাহারই কথা বলিতেছিলাম। তুমি বোধ হয় শুনিয়া ...ৰ্কেল ...তার ...য়াছে ?

...র্ল বুঝিলেন আ... ...য়াছি।

কাফিয়া আতা যখন রুগ্নশয্যায় শায়িত, মেরিয়ার অদৃশ্য হস্ত সহস্র প্রকার হৃদস্কা এবং প্রীতির পুষ্প বাড়াইয়া দিয়... শুদ্ধ তাহা নহে, আমি যে ...একটা বিপাকে পড়িয়া এ কার্য্য... ...য়াছিলাম, তাহাও স্বীকার করিয়াছে; এবং আম... ...প্রে... ...য়ে বাসি-লেও ভবিষ্যৎ একেবারে নিরাশার মসীলেপনে অ... ...দুইটার তুলে নাই। তাহার হৃদয় বড়ই উদার—উচ্চ! তোমার... ...ত। তোমাকে সে ভালবাসিতে শিখিয়াছে—তো... ...সখী ...হৃদয়ে টানিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়াছে। তাহার ...পাড়ি... —তাহার অ... ...তোমার ভবিষ্য-জীবন এখনও উজ্জ্বল হইতে ... এখনও সেবক্তব্য সুখ-শশধরের করস্পর্শে আলোকিত হই... তাহার জন্য সে চেষ্টাও করিয়াছে। এই দেখ সোফিয়া! এই দেখ মুক্তিনামা, আমি ইহার বাহকমাত্র। আমার দ্বারা যে মহদনিষ্ট সাধিত হইয়া... এই লও, ইহার দ্বারা তাহার অনেকটা প্রতিবিধান ... ...তো... স্বদেশের,

জন্মভূমি ... তোমার পিতা বা তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের পক্ষে আর রুদ্ধ... নয়, তাঁহারা সকলেই মা... প্রাপ্ত—স্বাধীন—মুক্ত।

সোফিয়া শিহরিয়া উঠিল। তাহার ...হীন মলিন গণ্ডে সজীবতা ফিরিয়া আসিল, বিস্ময় এবং আনন্দের জ্যোতিঃ তাহার নীল নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সকল চাঞ্চল্যের লক্ষণ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। কার্ল্র হস্ত হইতে মুক্তিনামা লইয়া পাঠ করিল, তাহার অন্তরের মধ্যে উদ্বেগের তরঙ্গ উঠিলেও বাহ্যপ্রকৃতি পূর্ব্ববৎ ভাবশূন্য—নীরস।

যুবতী ধীরে ধীরে কহিল, "আমার সহিত তুলনায় ...াদ বা...তি অত্যাচার নগণ্য। তাঁহার কার্য্যের দ্বারা তাঁহার শ্রদ্ধা... তাঁহার বন্ধুবান্ধব কখনও নিগৃহীত হয় নাই। ...কে ...লেন,—"এইব্র ধন্যবাদ! আমি নিজে তাঁহার সহিত দেখা করিব—...র ...হৃদয়ের ভক্তি-ভা... জ্ঞাপন করিব—তাঁহার এই মহৎ নিকট...র জন্য কৃতজ্ঞতা ... হব, কিন্তু তিনি যে আশা ক...ছেন—কল্পনাবলে ভবিষ্য... ... চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কখনই কার্য্যে প্রদীপ্ত হইয়া... না, না—কখনই না।" যুবতী ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষু মার্জ্জ... এখন সন্তুষ্ট হই...

কোনরূপ ...তরকণ্ঠে সংযুক্ত ...লেন, "আর একটী কথা—আমার শেষ কর্ত্তব্য শুনিয়া ... বি...। খুব স... পার। ... এ পারে-আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে ... অথ পিতার অর বাধা দি... পরেই আমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, তুর্কির পক্ষ অ... করিবার সময় অন্ততঃ একখানি প্রুসিয়ার তরবারিও তুর্কীর সাহায্যে ঘূর্ণিত হইবে। অতি সামান্য আশার আলোকও যদি আমার হৃদয়ে ...লিয়া রাখ, কিংবা আমার অন্তরে নিরাশার অন্ধকার ঢালিয়া দাও, একজন ... অসি শত্রুর মধ্যে পরিচালিত হইবে।

তবে একটু পার্থক্য আছে;—যদি আশা দাও, তরবারির সাহায্যে নাম কিনিয়া, যশঃ অর্জ্জন করিয়া, অতীতের অপকীর্ত্তির ক্ষালন করিব, নচেৎ রণক্ষেত্রে শত্রু-ব্যূহের মধ্যে পশিয়া, যথাসাধ্য শত্রুনাশ করিতে করিতে নিরাশাভারাক্রান্ত এ জীবন অবসান করিব।"

নবীনার সর্ব্বাঙ্গে একটা চাঞ্চল্যের ভাব পরিলক্ষিত হইল। তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিল—তাহার কপোল ঈষৎ অনুরঞ্জিত হইল—তাহার সর্ব্ব-শরীরে একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িল। কার্ল সকলই দেখিলেন। তাঁহার অন্তরে আশা এবং আশঙ্কার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সহসা সুন্দরীর ওষ্ঠাধরের স্পন্দন থামিল—দেহের চাঞ্চল্যের তিরোভাব হইল—সর্ব্বাঙ্গ মার্ব্বেল মূর্ত্তির ন্যায় ভাবশূন্য—নীরস বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কার্ল বুঝিলেন, আর আশা নাই।

সোফিয়া কহিল, "না, আমি তোমায় কোন আশাই দিতে পারি না। আমার হৃদয় ভালবাসাহীন—মরুক্ষেত্র। তবে এ [illegible] বলিতে পারি. আমি আর তোমার শত্রু নই। ইহাতে যদি তুমি [illegible]শান্বিত হও, তুমিই ভুগিবে। যাও কার্ল! যু[illegible] [illegible]হায্যে ভবিষ্যজীবন গৌরবময়—প্রদীপ্ত করিয়া, অতীতের [illegible] দুইটার কার দূর কর। যাও কার্ল! যদি ও আমি তোমাকে [illegible] ভাল-বাসিতে পারিব না—তথাপি বলিয়া যাইতেছি [illegible] [illegible]াকে [illegible]ভাবে ক্ষমা করিলাম।"

সোফিয়ার স্বর ক্রমশঃ কাঁপিতে [illegible] তাহার বক্তব্য শেষ হইলে, কর-পল্লব সঞ্চালিত করিয়া, পা[illegible] [illegible]ক্ত করিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। কার্ল সকাতরে কহিলেন, "সোফিয়া, দাঁড়াও—আর একটা কথা শুনিয়া যাও।"

সোফিয়া আর ফিরিল না। পরক্ষণেই [illegible]ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ

করিবার ন্দ হইল। কার্ল হতাশভরে বসিয়া পড়িলেন—বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ বালকের ন্যায় কাঁদিলেন। অশ্রুধারার সহিত হৃদয়ের অবসাদ অনেকটা বিদূরিত হইলে, তিনি হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মেরিয়াকে এক পত্র লিখিলেন। সোফিয়ার সহিত যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, যথাযথ বর্ণনা করিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তাহার উত্তর আসিল—মেরিয়াও তাঁহাকে তাহার আশা ত্যাগ করিয়া রণক্ষেত্রে যাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই পত্রের মর্ম্ম হইতে বুঝিলেন, সোফিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি চেষ্টা করিয়াও তাহার মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তর, কার্ল শিবাস্তপোলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সো[illegible] পিতা এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাদের জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলে[illegible] দুই একজন বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, কিন্তু অধিকাংশ[illegible] স্বপক্ষে[illegible] করিবার জন্য রণক্ষেত্রের অভিমুখে বাহির হইতে প্রদীপ্ত হইয়া[illegible]ও সঙ্গে চলিল।

[illegible]থন সন্তুষ্ট হই[illegible]

নরূপ[illegible] সংযু[illegible]

পার।

চতুশ্চ[illegible]শত্তম পরিচ্ছেদ

[illegible]র বাধা দি[illegible] করিবার সময় [illegible]বং সার্গিয়া

ফিনলন্দ উপসাগর বাল্টিকসাগরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এই উপসাগরের প্রান্তসীমায়—যেখানে নেভার জল আসিয়া মিশিয়াছে, সেই স্থানে ক্রনস্তাদ[illegible] দক্ষিণে শিবাস্তপোল দুর্গ যেমন দুর্ভেদ্য,

উত্তরে ক্রনস্তাদ দুর্গ তেমনই অপরাজেয় বলিয়া ... র ক্র ১৮৫০ এবং ৫৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ এবং ফরাসির রণতরী বল্টিকসাগরের এ অংশে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই ইহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় নাই।

ফিনলন্দের দক্ষিণ উপকূলে সুইবর্গ ও হেলসিংফোর্স নগর অবস্থিত। সুইবর্গ বাণিজ্যপ্রধান সহর—লোকসংখ্যা প্রায় সতের হাজার। এখানে জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা, অস্ত্রাগার, দুর্গ এবং গোলাগুলি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নগরটী স্বভাবের দ্বারা সুরক্ষিত, সু-উচ্চ দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই পর্ব্বতের উপর সুইবর্গের পার্ব্বত্য দুর্গ অবস্থিত। এ দুর্গ অধিকার বা সমভূমি করিতে না পারিলে হেলসিংফোর্সে প্রবেশের উপায় নাই।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে ইংরাজ এবং ফরাসীর রণতরী সুইবর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; দুর্গের উপর অগ্নি-বৃষ্টি আরম্ভ করিল। ৪৮ ঘণ্টা যুদ্ধ চলে। নগরের মধ্যে যাহা কিছু [illegible]হ্য পদার্থ ছিল, পুড়িয়া ছাই হইল—বড় বড় অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ [illegible] হইল—জাহাজ-নির্ম্মাণ-স্থান, অস্ত্রাগারের চিহ্ন পর্য্যন্ত লো[illegible] দুর্গের বিশেষ কিছুই ক্ষতি হইল না দেখিয়া, সম্মিলিত র[illegible] দুইটার অনলোদগীরণে ক্ষান্ত হইল।

উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে ক্রিমি[illegible]র একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়।

সার্ণিয়া নদী-তীরে ফরাসি-শি[illegible] প্রহরী পাহারা দিতেছিল। ১৬ই আগষ্টের প্রভাত—উষার [illegible] তখনও ভাল করিয়া ধরাবক্ষে ছড়াইয়া পড়ে নাই। প্রহরীর বোধ হইল, নদীর অপর তীরে কাহারা অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া ধী[illegible] ধীরে অগ্রসর

হইতেছে ... প্রহরী হাঁক দিল, কোন উত্তর আসিল না দেখিয়া, বন্দুক তুলিয়া আওয়াজ করিল। প্রায় দশ মিনিট কাল কাহারও কোন শব্দ পাওয়া গেল না। সহসা আবার কতকগুলি বন্দুকের শব্দ হইল। অভিজ্ঞ প্রহরী বুঝিল, এ শব্দ উপত্যকার অপর প্রান্তে অবস্থিত সার্দ্দিনিয়া বাহিনীর রক্ষী-সেনার।

অল্পে অল্পে উষার আলোকচ্ছটা পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে রুষ-সেনা, সার্দ্দিনিয়া-সেনা আক্রমণ করিল। নদীর মধ্যস্থলে একটী সেতু, ওমার-পাশার অমিত-ভুজবলে পর্য্যুদস্ত হইয়া, রুষ-সেনা এ সেতুর অধিকার ছাড়িয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে ফরাসী-সৈন্যের উপর ইহার রক্ষাভার সংন্যস্ত। একদল রুষসেনা এই সেতু দখল করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রুষের কালানল-বর্ষী কামানগুলি সার্দ্দিনিয়া এবং ফরাসী সেনার উপর গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সার্দ্দিনিয়া এবং ফরাসী কামান হইতেও অনলোদগীরণ আরম্ভ হইল। একজন রুষ-বন্দীর মুখে তাহারা অবগত হইল, প্রিন্স গ্রতস্কোপ প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া এই আক্রমণে প্রদীপ্ত হইয়াছেন। বিপক্ষ-বাহিনী সংখ্যায় উহা অপেক্ষা বহু অংশে ন্যূন হইলেও, দমিয়া গেল না—অমিততেজে শত্রুসেনা সংহার করিতে লাগিল। দূরে কয়েকদল ইংরাজের অশ্বসাদী সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইয়া, আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ওমার-পাশা এখন ক্রিমিয়ায় বাধা দিতে ... ওসমানপাশা নামক একজন বিখ্যাত রণচতুর সেনানীর উপর তুর্কী-সেনার পরিচালন ভার ছিল। তাঁহার নিকট এ সংবাদ উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া সাহায্যার্থ অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

সার্দ্দিনিয়া-সেনার সুকৌশলে চালিত কামানের গোলায় রুষ-সেনার

বিস্তর ক্ষতি করিল, জুহক সেনার বলদর্পে ... ...ে রুষ-সেনা নদীতটে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বহুসংখ্যক রুষসেনা শত্রুর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িল।

যখন এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, একদল যোদ্ধা—সংখ্যায় একশতের অধিক হইবে না, সকলেরই পরিধানে নূতন গাঢ় নীল-বর্ণের পোষাক, পবনগতিতে সার্দ্দিনিয়া-সেনার পাশ দিয়া সেতুর অভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সকলেই পদাতিক, হস্তে বন্দুক, কটিবন্ধে তরবারি। কলোনেল ওপানহাম এই দলের নেতা, পরি-চালিত সেনারা সকলেই প্রুসিয়ার অধিবাসী—সখের সেনা, সার্দ্দিনিয়া সেনার সাহায্যার্থ উপস্থিত।

তাহারা সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও, সাহসে—তেজে দুর্দ্দমনীয়! রুষ বাহিনীর—শত্রু-ব্যূহের কোন্ স্থলটী হীনবল, ওপনহামের অভিজ্ঞ চক্ষুর নিকট তাহা অধিকক্ষণ গুপ্ত রহিল না। তিনি সদলে সিংহবিক্রমে সেতু পার হইয়া শত্রু-সেনার সেই অংশ আক্রমণ করিলেন, ... রুষের দুইটা কামান কাড়িয়া লইলেন। ফরাসী-সেনা তাহাদের দৃষ্টান্তে প্রোৎসাহিত হইয়া সেই দিকে শত্রুদলনে অগ্রবর্ত্তী হইল। ঠিক ... সময়ে রুষের নিক্ষিপ্ত একটা গোলা আসিয়া, উক্ত অধিকৃত কামান দুইটার নিকট পড়িল।

সখের সেনা ক্ষিপ্রগতিতে সরিয়া পড়িল,—কলোনেল ওপানহাম কিন্তু পলাইতে পারিলেন না, পায়ে ... তার বেড় লাগাতে পড়িয়া গেলেন। গোলাটা তাঁহার নি... তিন গজ মাত্র দূরে, তাহার মুখের পলিতাটা ত... জ্বলিতেছে ... সময়ে একজন যুবক,—ফরাসি পদাতিকের বেশধারী, গোলার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং গোলাটী তুলিয়া লইয়া, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, ... দূরে নিক্ষেপ

করিল। ক   ওপানহাম রক্ষা পাইলেন। যুবকের এই সাহসিকতায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল; কিন্তু গোলা বিদীর্ণ হইল—হতভাগ্য যুবক একটা বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া ভূশায়ী হইলেন। কলোনেল ওপানহাম ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে তুলিলেন—মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যুবক কার্ল ম্যানফিল্ড।

যুবকের মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে আঘাত লাগিয়াছিল, কলোনেলের মুখপানে চাহিয়া একটু আনন্দের হাসি হাসিলেন, তাহার পর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এ যুদ্ধেও রুষের পরাজয় হইল। বহুসংখ্যক হতাহত রণস্থলে ফেলিয়া রুষ-সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

অবিলম্বে আহতগণকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য গাড়ী আসিল। কলোনেল কার্লকে একখানি শকটে তুলিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিলেন।

গাড়ী ক্রমে কপোতার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল। বহু নর-নারী যুদ্ধের ফলাফল অবগত হইবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। এই দলে সোফিয়াও ছিল, পিতাকে অক্ষতদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া, সানন্দে একটা চীৎকার করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কলোনেল গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "সোফিয়া! এই শকটে যিনি যাইতেছেন, ইহারই জন্য আজ আমরা জীবন রক্ষা পাইয়াছি!"

পিতার প্রাণরক্ষাকারীর প্রতি হৃদয়ের প্রীতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিবার জন্য কিশোরী অগ্রসর হইয়া কহিল, "কে বাবা?"

গাড়ীর পর্দ্দা সরাইয়া কলোনেল কহিলেন,—"দেখ!"

সোফিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল,—মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।

কার্ল ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,—"সোফিয়া! আমা [illegible] েন তোমার নিকট অভিশাপ হইলেও আমার মৃত্যু তোমার পক্ষে কল্যাণকর—আশীর্ব্বাদ!"

কাঁদিয়া সোফিয়া কহিল,—"না—না, তুমি মরিও না, যে আমার পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাহার জীবন আমার নিকট প্রিয় হইতে প্রিয়তর।"

হর্ষজনিত হাস্যচ্ছটায় কার্লের অধর অনুরঞ্জিত হইল, ধীরে ধীরে করপ্রসারণ করিয়া দিলেন; সোফিয়া উভয় করে সাগ্রহে তাহা চাপিয়া ধরিল।

কার্ল পুনরায় কহিলেন, "বল সোফিয়া! আমায় ক্ষমা করিলে? আমার পূর্ব্বকৃত যত অপরাধ মার্জ্জনা করিলে?"

ব্যথিতা, মর্ম্মপীড়িতা যুবতী কহিল, "সে ত [illegible] ক্ষমা করিয়াছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত—"

গম্ভীরভাবে কলোনেল কহিলেন, "পূর্ণ হইল!"

হাঁ—বাস্তবিকই কার্লের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাপের ও প্রায়শ্চিত্তের অবসান হইল। তিনি জীবন দিয়া কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

গ্রীক-পরিবার

আমরা অনেকদিন অদ্রিয়ান দিলেস্সির কোন সংবাদ পাই নাই। মেমিল অধিকারের পরই ফরাসি-সেনাধ্যক্ষ বিজয়-বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়া, তাঁহাকেই ফ্রান্সে সমর-সচিবের নিকট প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন; তদনুসারে তিনি একখানি ফরাসি জাহাজে আরোহণ করিলেন। রাত্রি আট্টার সময় জাহাজ কনস্তান্তিনোপলে উপস্থিত হইল, তীরে উঠিয়াই ফরাসি-রাজদূতের আবাসে উপস্থিত হইলেন। দূত-সেনা ছত্রভঙ্গ সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং সেনাপতির পত্রে যখন জা অবিলম্বে ত্রান, এই দিলেস্সিই সর্ব্বপ্রথমে মেমিলনের দুর্গ-প্রাকারে ফরাসি-পতাকা প্রোথিত করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার খাতির-যত্নের অবধি রহিল না।

রাজদূত তাঁহাকে সে রাত্রি তাঁহার আবাসেই অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনিও সম্মতি প্রকাশ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের পর নগর-দর্শনে এবং জাহাজে তাঁহার ভৃত্যকে কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য এখানে পাঠাইতে বলিবার জন্য বাহির হইলেন।

সর্ব্বপ্রথমে জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ভৃত্যকে যথাযথ আদেশ করিয়া সহরের উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন; বাসায় যথাসত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিবার তেমন কোন প্রয়োজন না থাকাতে মন্থরগমনে চলিতে লাগিলেন। মাত্র

সহসা বামা-কণ্ঠের কাতর-ধ্বনি—বিপন্না কোন কামিনীর কাতর প্রার্থনা—তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। যুবকের হৃদয় চঞ্চল হইয়া

উঠিল—তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া তীরবেগে ছুটিলেন। ...রের সে অংশে লোকের বসতি খুব কম। দেখিলেন, সম্মুখেই একখানি সুন্দর অট্টালিকা—অট্টালিকা হইতে আলোকরশ্মি রাস্তায় আসিয়া পড়িতেছিল। ঐ অট্টালিকার মধ্য হইতেই আর্ত্তনাদ বাহির হইতেছিল, তিনি উহার অভিমুখে নক্ষত্রবেগে ছুটিলেন। দেখিলেন, একটী লোক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে—তাহার পরিধানে ইউরোপবাসীর মত পরিচ্ছদ—কেবল মাথার টুপিটা ভিন্নাকৃতির. টুপী দেখিলেই তাঁহাকে হয় তুর্কী, না হয় গ্রীক বলিয়া বোধ হয়। লোকটা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কয়েক পদ যাইবামাত্র একটা বিকট চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। অট্টালিকার মধ্য হইতে এখনও সেই ভাবের কাতর চীৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। অদ্রিয়ান চন্দ্রালোকে ... ...কের বয়স বেশী নয়—বড় জোর কুড়ি। যুবক গোঁ গোঁ ...রিতে নিস্তব্ধ হইল। সভয়ে অদ্রিয়ান দেখিলেন, তাহার বাম স্কন্ধ অস্ত্রক্ষত, সে স্থান হইতে রক্ত-ধারা বাহির হইয়া, তাহার ...াঙ্গকে সিক্ত করিতেছে। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কোটের বোতাম খুলিয়া, ক্ষত-মুখে একখানা রুমাল চাপিয়া ধরিলেন এবং তাহাকে চিৎ করিয়া শোওয়াইলেন।

অট্টালি... মধ্য...তে এখনও কোন উৎপীড়িতা কামিনীর মর্ম্ম-ভেদী কাতরধ্বনি ...নিস্তব্... ভঙ্গ করিয়া, উত্থিত হইতেছে। অদ্রিয়ান, যুবকের বক্ষ ললা... স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, গাত্র ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতেছে; তিনি তাহাকে মৃত ভাবিয়া, অপরের জীবন রক্ষা করিবার ...ভিমুখে ছুটিলেন।

...লেন অনতিবিলম্বে অট্টালিকা-দ্বারে উপনীত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ—নিম্নতলের একটা গবাক্ষের সার্সি খোলা ...। তাহার মধ্য

দিয়া দৃষ্টি সঞ্চা... করিয়া দেখিলেন, এক ষোড়শী যুবতী কক্ষতলে বিস্তৃত জাজিমের উপর জানু পাতিয়া উপবিষ্ট। যুবতী সম্ভবতঃ গ্রীস-বাসিনী—তাহার মুক্ত কুন্তলদাম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বাতাসে উড়িতেছিল, সুন্দর মুখ ভয়ে মলিন এবং রক্তশূন্য হইয়া প্রস্তরের মত দেখাইতেছিল। যুবতী যুক্তকরে দণ্ডায়মান এক প্রৌঢ়ের পদতলে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। প্রৌঢ়ের হস্তে একখানা বড় ছোরা, ছোরাখানা রক্তমাখা। তাহার পার্শ্বে অপর দুইজন যুবক দণ্ডায়মান। তিনজনেই কর্কশকণ্ঠে যুবতীকে ভর্ৎসনা করিতেছিল এবং অস্ত্রধৃত ব্যক্তি অস্ত্র সঞ্চালিত করিয়া পুনঃ পুনঃ শাসাইতেছিল। অদ্রিয়ান তাহাদের ভাষা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নিরস্ত্র, তরবারি জাহাজে রাখিয়া আসিসেনা ছত্রভঙ্গ দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মুক্ত গবাক্ষপথে কক্ষের মধ্যে অবিলম্বে আ...ড়লেন।

তাহাকে সহসা তথায় লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়া, সকলেই ভীত হইয়া পড়িল... এই অবসরে যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রৌঢ় কর্কশ-কণ্ঠে কি জিজ্ঞাসা করিল—অদ্রিয়ান তাহার ভাষা বুঝিতে না পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কি?"

প্রৌঢ় ফরাসি ভাষা বুঝিত—কহিল, "তুমি ফরাসি?"

যুবতী কাতরস্বরে কহিল, "মহাশয়! আ... রক্ষা... ন—আমার পিতা-ভ্রাতার কবল হইতে আমাকে ...র ক... এ...

প্রৌঢ় চীৎকার করিয়া কহিল, "চু...র হনোরিয়া! পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার বাহিরের লো... সে... কান অধিকার নাই।"

দিলেন্সি কলিহন, "নিশ্চয় আছে... মাত্র। ভ্রাতা যখ... স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, নির্ম্মমতার পরিচয় দিতে অগ্রসর—" ...

বাধা দিয়া, ...ও কুপিত হইয়া গ্রীক কহিল, "দূর হও ... আমার

বাড়ী হইতে! এখানে তোমাকে মধ্যস্থতা করিতে কেহ ডাকে নাই। যদি তোমার অসহ্যই বোধ হইয়া থাকে, কাজির আদালত খোলা আছে, কালর্গি সওদাগরের নামে নালিশ কর।"

দিলেন্সি তাহাদের উগ্রস্বভাব বা রোষকষায়িত লোচনের অনল-বর্ষী দৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিলেন, "নিশ্চয় কাজি সাহেব তদন্ত করিবেন—এ বাড়ীর মধ্যে খুন হইয়াছে।"

হনোরা সকাতরে কহিল, "খুন! না—না, সত্য বলিতেছ খুন? হায় ভগবান, কি করিলে, ভীষণ আঘাত! পিতা যদি তুমি তাহাকে খুন করিয়া থাক—কি হইবে?"

দিলেন্সি কহিলেন, "এস, শীঘ্র এস। এখনও বোধ [illegible] জীবন আছে—চেষ্টা করিলে এখনও বোধ হয় হতভাগে[illegible]ব!"

কালর্গির ভয় হইল। বিনা বাক্যব্যয়ে দিলেন্সির অ[illegible] করি-লেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় এবং হনোরিয়াও সঙ্গে চলিল।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে সকলেই আশ-ঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। যুবতী আহত যুবকের বক্ষের উপর পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। ব্যাপারখানা কি বুঝিতে অদ্রিয়ানের বিলম্ব হইল না; [illegible]ভ্রাতার অনভিমতে যুবতী এই যুবককে হৃদয় অর্পণ করিয়াছিল-[illegible]ই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

সদাগরের [illegible] পিতা[illegible]ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। দিলেন্সি অগ্রবর্ত্তী হইয়া [illegible]হতের [illegible]ীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, এখনও দেহে প্রাণ আছে। তিনি [illegible] একজন ডাক্তার ডাকিতে আদেশ করি[illegible]। সে বিনা বা[illegible]ব্যয়ে আদেশ পালন করিতে ছুটিল। তখন অদ্রি[illegible] কালর্গিকে কহিলেন,—"মহাশয়! আপনারই কর্ত্তব্য ইহাকে বাড়ীর [illegible]ধ্যে আশ্রয় দিয়া ইহার সেবা শুশ্রূষা করা!"

বাধা দিয়া কাতরকণ্ঠে হনোরিয়া কহিল,—"না,—না, তাহা হইলে তাহারা উঁহাকে খুন করিবে। এ বাড়ীতে কখনই উহার জীবন নিরাপদ নয়।"

পিতাকে কন্যা ভর্ৎসনা করিতে উদ্যত হইলে, দিলেস্পি কহিলেন,—"এ বিবাদের সময় নয়। সুন্দরী! এ যুবককে তোমার পিতার আবাসেই আশ্রয় দিতে হইবে। কোন ভয় নাই। আমি একজন ফরাসি সেনানি—সম্প্রতি রাজদূতের সহিত তাঁহার ভবনে বাস করিতেছি। আমি রাত্রির তাবৎ ঘটনা তাঁহাকে বিবৃত করিব। এই হতভাগ্য আহত যুবকের প্রতি আর যদি কোনরূপ অত্যাচার হয়, সেই অত্যাচারকারী ... অনিষ্ট সাধিত হইবে।"

সনা ছত্রভঙ্গ দি.

অবিলম্বে অ... ভীত হইয়া কহিলেন,—"আমাকে রক্ষা করুন—এ স... ...না প্রকাশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবেন না। আমি যথাসাধ্য ইহার সেবা করিব।"

তখন সকলে ধরাধরি করিয়া আহত যুবককে বাড়ীর মধ্যে আনা হইল। অবিলম্বে ডাক্তার আসিলেন এবং ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া, ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া যাইলেন,—"রোগীকে খুব সুস্থিরভাবে রাখিয়া ... পারিলে, জীবন রক্ষা হইতে পারে।"

...া রক্ষ হইর ন

দিলেস্পিও বিদায় লইয়া প্রস্থানে... হইলে, ...য়া কহিল,—"মহাশয়! কি বলিয়া আর আপন... ...বাদ ...রিয়া! আপনি যাহা করিয়াছেন, জীবনে কখনও বিস্মৃত ...ব না। আপনাকে আর একটু অনুকম্পা প্রকাশ করিতে হইবে। ... আজিকার ঘটনা প্রকাশ করেন, আপনাদের রাজদূতের নিকট প্রার্থনা করিবেন, যেন আমার পিতার—"

বাধা দিয়া দিলেন্সি কহিলেন, "যদি তোমার পিতা, তোমার এবং এই যুবকের প্রতি আর কোন অত্যাচার না করেন এবং ভবিষ্যতে সদয় ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে কোনরূপে অভিযুক্ত করিব না।"

যুবতী সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিল।

সদাগর অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "আমার বৈঠকখানায় আসুন, ভিতরকার ঘটনাটা আপনার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, আমার অপরাধের মাত্রা কত অল্প।"

দিলেন্সি সম্মত হইয়া তাঁহার সহিত কক্ষান্তরে প্রবে[illegible]

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

আক্রমণকারী

তাঁহারা [illegible]ন চেয়ারে উপবেশন করিলে, কালগি বলিতে লাগিলেন,—"আ[illegible] অঞ্চলে আমার বেশ মান-সম্ভ্রম আছে। আমি [illegible]সারে ঐ দুইটী পুত্র এবং ঐ কন্যাটী। আমি কন্যাটীকে [illegible] হইতে দেখিয়া, তাহার জন্য একটী সৎপাত্রে অনুসন্ধান করিতেছিলাম। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে, একজন গ্রীক স[illegible]গরের সহিত আমার পরিচয় হয়। তিনি [illegible] রূপবান, যুবক এবং ধন[illegible]লী সম্ভ্রান্ত বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তিনি আমার

কন্যার পাণীপ্রার্থী হইলে, আমি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করি। এই সময়ে আর এক ঘটনা ঘটে। ত্রাবিজন্দের এক মুসলমান সদাগরের সহিত আমার খুব সৌহার্দ্দ্য জন্মে। তিনি তাঁহার পুত্রকে বহুমূল্য হীরা জহরৎ দিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দেন। আমার জহরতের কারবার নাই, তাহাকে একটী মুসলমান হোটেলে অবস্থান করিতে বলিয়া, পরিচিত জহরত ব্যবসায়ীর সহিত তাহার আলাপ করিয়া দিই। যুবক প্রত্যহ আমার বাড়ী যাতায়াত করিতে লাগিল। হনোরিয়া সহিত তাহার যে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে, পরস্পরে যে পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তাহা আমি বা আমার পুত্রেরা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।"

[illegible] বলিয়া সদাগর থামিলেন, তাহার পর পুনরায় আরম্ভ [illegible] দিবস [illegible] উক্ত তুর্কী-যুবক আমার এখানে উপ[illegible]হইল এবং কিয়ৎ[illegible] কথাবার্ত্তার পর কহিল, একজন আরমেনিয়া সদাগর তাহার জহরতাদি দেখিতে চাহিয়াছে, তাই সে গুলি বাসা হইতে লইয়া, তাহাকে দেখাইতে যাইতেছে। আমি আর কিছু বলিলাম না। অল্পক্ষণ পরেই যুবক পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! তাহার অনুপস্থিতিকালে, তাহার বাসা হইতে কে তাহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া [illegible]য়াছে। সেই সময়ে হনোরিয়ার দুঃখ এবং তাহার সহানু[illegible] বাক্য হইতে, তাহাদের মধ্যে যে প্রণয় সঞ্চার[illegible], তা[illegible] প্রথম জানিতে পারিলাম। ক্রোধে আমার সর্ব্ব[illegible]তে [illegible]—তুর্কী যুবকের প্রতি আমার সন্দেহ হইল—স[illegible] বাসায় উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম সর্ব্বৈব মিথ্যা; বিশ্বস্তসূত্রে আর[illegible] অবগত হইলাম, যুবকের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়সহরে আসিয়া অবধি সে জুয়াখেলা ধরিয়াছে। জুয়ায় সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া এখন এই কৌশলের

উদ্ভাবনপূর্ব্বক তাহার পিতার এ বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আমার নিকট পত্র লইতে আসিয়াছে। আমি প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পাথেয় প্রভৃতি দিয়া, তাহাকে তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল, সে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া তাহাকে আমার আবাসে দেখিবা মাত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। আমি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম। কথায় কথায় বিবাদ হইল, আমি রাগে আত্মসংযমে অক্ষম ... তাহাকে আঘাত করিয়াছি—তাহার পর সমস্তই আপনি ...

দিলেন্সি ... ন, "আপনার মুখে সকল কথা শুনিয়া আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। যে যুবকের প্রতি ... নুকম্পা ... তে উদ্যত হইয়াছিলাম—তাহার এবম্বিধ স্ব ... র ... দিয়ে বড়ই ব্যথা পাইলাম। আপনার প্রতি ... যে ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আপনার দ্বারা তাহার যে আর কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহাও বুঝিয়াছি। সুতরাং আমাদের রাজদূতের নিকট এ সব ঘটনা আর প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু আপনি সাবধান হইবেন—ভবিষ্যতে একটু ... বেচনা করিয়া অস্ত্র ব্যবহার ...

সদাগর ... কৃতজ্ঞতা এবং সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পর, দিলেন্সি তাঁহার ... বিদায় ... দূতাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ... একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে উপনীত হইলেন। অট্টালিকার উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া কক্ষমধ্যস্থ আলোক-ছটা আসিয়া রাস্তায় পড়িতেছিল। রাত্রি কত হইয়াছে জানিবার জন্য তিনি আলোকের নিকট উপস্থিত হইয়া, ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন।

দীপালোকে ঘড়ি, চেন এবং অঙ্গুলিস্থিত হীরকাঙ্গুরীর উজ্জল প্রভা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। তিনি পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। সম্মুখেই একটা পতিত জমি—তাহার পাশে বড় একটা কাহারও বসতি নাই। ঐ পতিত জমির দক্ষিণে সেগুণ কাষ্ঠের স্তূপ—বামে ক্রমনিম্ন নদীতট। কাষ্ঠ স্তূপের জন্য চন্দ্রালোক সে স্থানে পড়িতে পারিতেছিল না—সুতরাং স্থানটা অপেক্ষাকৃত অধিক অন্ধকারময়। সম্মুখেই আরও দুইটা কাষ্ঠস্তূপ। এই কাষ্ঠস্তূপের [illegible] উপস্থিত হইবামাত্র দিলেন্সি পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়া সহসা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, একখানা তীক্ষ্ণাগ্র ছোরা তাঁহার পৃষ্ঠ।" জোরে পড়িবার জন্য না ছত্রভঙ্গ হইয়াছে। সদাগর সতর্কতার সহিত হত্যাকারীর অস্ত্র-সন্নিবিলম্বে [illegible] বস [illegible]লেন। আক্রমণকারীর দেহেও যথেষ্ট শক্তি [illegible]র্থ্য ছিল। কয়েক [illegible] ধস্তাধস্তির পর অদ্রিয়ান তাহাকে ভূশায়ী করিতে সমর্থ হইলেন, তখন তাহার পৃষ্ঠের উপর বসিয়া ছোরাখান কাড়িয়া লইলেন।

এই সময়ে অদূরে কাহাদের পদশব্দ শ্রুত হইল—এবং অনতি-বিলম্বে একদল [illegible]ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

আক্রমণকারী পড়িয়া চীৎকার করিয়া [illegible] রক্ষ হ[illegible] লাগিল, অদ্রি-য়ান তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিলেন [illegible] তাহার ভাবার্থ বুঝিতে বড় বিলম্ব হইল না—[illegible] আ[illegible]রিয়া ! তাহাকেই গ্রেপ্তার করিয়া বসিল। তিনি ঘৃণাভ[illegible] সে[illegible] দুর্ব্যবহা[illegible] প্রতিবাদ করিয়া প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিতে, সর্দ্দার[illegible]মাত্র [illegible] কহিল, "যখন তোমরা পরস্পর পরস্পরকে অভিযুক্ত করিতেছ, আমি তোমাদের উভয়কেই কাজির সম্মুখে হাজির করিব।"

দিলেন্সি কহিলেন, "তোমার লোকদিগকে আমার গায়ে হাত দিতে

নিষেধ কর। আমি একজন ফরাসী সেনানি—আমি রণস্থল হইতে কাগজ পত্র——"

পুনরায় আক্রমণকারী দিলেন্সির —ধ্য ভাষায় আবার কি চীৎকরি করিয়া বলিল। সর্দ্দার প্রহরী বড়ই গোলযোগে পড়িল। কহিল, "তোমরা দুইজনেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিতেছ—আমি এখন কাহার কথায় বিশ্বাস করি ?"

অদ্রিয়ান তাঁহাকে ...ঁর আবাসে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলে, অপর ব্যক্তি ...ক বলিল, তৎশ্রবণে প্রহরী কহিল, "ঐ ব্যক্তিও কহি... তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিলে সে যে, একজন সম্ভ্রান্ত মান্য ব্যক্তি, তা...াণ দি...। তদ্ভিন্ন তোমাকেই দোষী ব...া বোধ হ... ...র ...ট্টি তুমি ইহাকে মাটীতে ফেলিয়া, ছোরা চ...।"

দিলেন্সি কহিলেন,—"এ ছোরা ঐ লোকট...আমি এইমাত্র উহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন আমার দিকে চাহিলে আমাকে কি খুনে ডাকাত বলিয়া বোধ হয় ? এই দেখ আমার নিকট বহু মূল্যের ঘড়ি, চেন, অঙ্গুরী, পকেটে টাকা...যথেষ্ট আছে।"

পুনরায় অ...ক্তি বলিল এবং তাহার হাতের হীরকাঙ্গুরী এবং বক্ষবিলম্বি... দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

প্রহরী কহিল, ...া উ...ল্যামূল্য। এ রহস্যের মীমাংসা করা আমার সাধ্য... তবে ...ই মাত্র বলিতে পারি, সমস্ত রাত্রি তোমাদিগকে হাজতে ... না রাখিয়া এই রাত্রেই কাজির সম্মুখে হাজির করিব।"

দিলেন্সি দেখিলেন, সর্দ্দার প্রহরী প্রকৃত কথাই বলিতেছে, তদ্ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। কাজি সাহেবের বাড়ী ঘটনাস্থল হইতে নিকটেই

অবস্থিত। তাঁহারা সকলে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইবামাত্র প্রহরীরা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠি তে সকলেরই দৃষ্টি দিলেন্সির হস্ত এবং বস্ত্রের দিকে, তিনিও চা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার বস্ত্রের স্থানে স্থানে রক্তের দাগ, তাঁহার হাতে তখনও শোণিতের চিহ্ন।

সর্দ্দার প্রহরী কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—"...ক! তোমার মূর্ত্তি সুন্দর এবং বয়স অল্প হইলেও তোমার হ... রা। খুনে ঘাতক! আজ রাত্রে আর কয়জনের প্রাণ ... আসত? তোমার পাপের চিহ্ন এখনও হস্ত এবং বস্ত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে...।"

...না ছত্রভঙ্গ নির্ব্বাক সদাগর ...ন রহি...।
...বিলম্বে ... বস ...রে ... কিয়ৎক্ষ...
...লেন, জ...

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ

কাজির বিচার

ফরাসী ... হত্যাভিযোগে সহসা ... যাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আ... বা প্রকৃতিস্থ হইতে কিয়ৎক্ষণ সময় লাগিল। ... হাতে ... যে রক্ত লাগিয়া-ছিল, তাহা তিনি জানিতেন ... এক্ষণে ... লাগিবার কারণ দর্শাইতে হইলে বা নিজের নির্দ্দোষ... করিতে হইলে, রাত্রির তাবৎ ঘটনা প্রকাশ করিতে হয়; কিন্তু ঐ বিষয় গোপন রাখিবার জন্য গ্রীক সদাগর ও তাঁহার কন্যার নিকট তিনি প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছেন, সেই জন্যই তাঁহার এ ভাব—চোকে মুখে এ ব্যাকুলতা।

তিনি কিয়ৎ পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "কি! তোমরা আমাকে হত্যাভিযোগে অভিযুক্ত করিতে সাহস কর? বর্ত্তমান রুষ তুরস্ক যুদ্ধে বা অন্য সময়ে আর্ত্তের ——ণের জন্য আমার এই হস্ত নররক্তে রঞ্জিত হইয়াছে সত্য কিন্তু আমি নরহন্তা খুনে ঘাতুক নই!"

তুর্কী প্রহরী তাঁহার এ[illegible]ক্তিতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না—বুঝিল এ সব দুরাত্মা[illegible] আত্মদোষ স্খালনের বিফল প্রয়াস মাত্র। এই সময়ে একজন [illegible] একটী দ্বার খুলিয়া, সকলকে সেই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ[illegible] করিল।

তাঁহারা যে [illegible] করিলেন—তাহা বিস্তৃত এবং উজ্জ্বলালোকিত। ক[illegible]একাংশ[illegible] রেলি[illegible] পরিবেষ্টিত [illegible]হার মধ্যে একখানি উচ্চাসনে [illegible]ষ্ট্রেট ব[illegible]র সম্মুখে একজন যুবক আসীন—তিনি [illegible] এবং [illegible]র কাজ করেন।

প্রহরীরা বন্দীদ্বয়কে কাজির সম্মুখে হাজির করিল। গ্রীক যুবক —দিলেন্সির আক্রমণকারী এখন আর বন্দী নয়—প্রহরীরা তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়াছে। দিলেন্সি তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, তাহার সুন্দর আকৃতি[illegible]পাত করিলে কখনই তা[illegible] নিশাবিহারী গুপ্তঘাতক ব[illegible]। বয়স কুড়ি পঁচিশের বেশী হইবে না।

কাজী ইঙ্গিত[illegible]লে, প্র[illegible] যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বর্ণনা করিল এবং ছোরাখানা ও[illegible] হাত এবং গায়ের উপর রক্তের চিহ্নগুলি দেখাইল। কাজী [illegible] করিলেন গ্রীক যুবকের গায়ে কোথাও রক্তের দা[illegible] আছে কিনা—তাহার দেহের কোন স্থান কাটিয়া গিয়াছে কিনা। প্রহরী পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"না।"

এই সময়ে আর দুইজন প্রহরী তথায় উপস্থিত হইল এবং কাজীর নিকট কি বলিল। দোভাষী [illegible] ভাষায় সেইটা দিলেন্সিকে বুঝাইয়া দিল। কাঠ গোলার [illegible] একস্থানে থানিকটা রক্ত সঞ্চিত হইয়া আছে—কিন্তু কোন আহত বা মৃতদেহ নিকটের মধ্যে পাওয়া যায় নাই—তাহার সন্ধানার্থ দক্ষ কর্ম্মচ[illegible] নিযুক্ত হইয়াছে।

দিলেন্সি বুঝিলেন তাঁহার বিরুদ্ধে [illegible]ভিযোগের গুরুত্ব ক্রমশই বাড়িতেছে—ঘটনার পর ঘটনায় তাঁহা[illegible] [illegible]শই জড়ীভূত করিয়া ফেলিতেছে। এদিকে তাঁহার শত্রুর [illegible] আনত[illegible]পিত অভিযোগের মাত্রা ক্রমশই লঘু হইয়া আসিতেছে। [illegible]।" [illegible] গেলেও ভীত হই[illegible]—তাঁহার [illegible]তার বি[illegible] হ্রাস [illegible] না। কাজী সে[illegible] বস [illegible] রাখি[illegible] চাহিলে তিনি কহিলেন, "[illegible]বই প্র[illegible] কয়ে[illegible] নিকট প্রকাশ করিয়াছি—আমি একজন ফরাসী সেনানী। [illegible]-সমরে তুর্কীর সাহায্যার্থ উপস্থিত। আমার নাম অদ্রিয়ান দিলেন্সি—আমিই মোমিলনের দুর্গ-প্রাকারে সর্ব্বাগ্রে আমাদের বিজয়-নিশান পুতিয়া দিই। জেনারল পলিসর আমাকে এখানকার রাজ[illegible]তের নিকট পাঠাইয়াছেন—এখানকার কাজ সমাধা হইলে ফ্রান্সে[illegible] সচীবের নিকট বিজয়বা[illegible] উপস্থিত হইব। আমার কথা সত্য কি না—দূতাবাসে [illegible] জানিতে পারিবেন। তাহার পর এই রক্তে[illegible] [illegible]রিয়া! [illegible]ক কাঠগোলার অদূরে আহতাবস্থায় পড়িয়াছিল [illegible] সাহা[illegible]তে গিয়াই লাগিয়াছে। পরিশেষে আমার বক্তব্য—[illegible]মাত্র [illegible] ফরাসী সেনানী—আমার মত অবস্থাপন্ন একজন লোক [illegible]ক এই [illegible]বের একটা ঘৃণিত কাজ করিতে প্রলুব্ধ হইতে পারে?"

দোভাষী তাঁহার বক্তব্য তর্জ্জমা করিয়া কাজীকে জ্ঞাপ[illegible] করিলে,

তিনি একজন প্রহরীকে ফরাসী দূত-ভবনে পাঠাইলেন। ...ন তিনি গ্রীক যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবক উত্তর করিল,—"আমার নাম কনস্তানতিন কেরোণি। ই... দূতের আবাসের নিকট আমার বাস, আমি একজন সম্ভ্রান্ত সদাগ... ই।

এখানেও একজন ... অনুসন্ধানার্থ প্রেরিত হইল। এই সময়ে পুনরায় কক্ষদ্বার মুক্ত ...। এবং দুইজন তুর্কী পুলিসকর্ম্মচারী আর একজন বন্দীকে লই... উপস্থিত হইলেন। দিলেস্পি সবিস্ময়ে দেখিলেন, গ্রীক সদাগর ...। তিনিও তাঁহাকে আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান দে... তাই বিস্মিত হইলেন। তাহার পর গ্রীক যুবকের বা... নতি... দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র কহিলেন, "একি! জুলিয়ান পেত্র... তুমিও ...

হনোরার পিতা গ্রীক ভাষায় ... ক ... লেও, দিলেস্পি পেত্রস নামটা শুনিয়া সবিস্ময়ে ... উঠিলেন, "কি জুলিয়ান পেত্রস! কিন্তু এই মাত্র সে যে আপনাকে কনস্তানতিন কেরণী বলিয়া পরিচয় দিল!"

কাজী তখন পুলিস কর্ম্মচারীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি অভিযোগ?" ...

কর্ম্মচা... গোলার অদূরে রক্ত স... দেখিয়া, আমি তাহার সন্ধা... ই। ... লাকে রক্তের চিহ্ন ধরিয়া একটা বাড়ীতে উপ... রটাই এব... উপস্থিতির কারণ জ্ঞাপন করিলে গৃহস্বামী কহিলেন, রা... নয় তিনি একজন মুসলমান যুবককে আহত করিয়াছেন—এ... তাহাকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া সেবা করি... ছেন—তাঁহারই রক্তের দাগ। সুতরাং আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনিতে বাধ্য হইয়াছি!"

সদাগ সরলভাবে সকল বিষয় কাশ করিতে উদ্যত হইলে, কাজি বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই দুই জনকেই চেন?"

সদাগর কহিলেন, "আর বশবর্ত্তী হইয়া যাহাকে আঘাত করিয়াছিলাম, এই সদ কোন যুবকের সাহায না পাইলে কখনই তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারিতাম না।

কাজি কহিলেন, "তাহা হইলে দুইটী য়ার মধ্যে সংযোগ আছে দেখিতেছি! তোমার কি বক্তব্য—সব বল।"

হনোরার পিতা দিলেন্সির নিকট প্রাত আসলেন, এখানেও তাহাই প্রকাশ করিলেন। কাজি সবিস্ময়ে দুই।" শুনিয়া এক জন প্রহরীর কানে কি বলিয়া দিলেন— বলে হইতে প্রস্থান ছত্রভঙ্গ লক্ষে বস পরে

ব সর কয়েক করিলেন। নিজের বিপদ বুঝিয়াও অপরের গোপনীয় বি প্রকাশ করেন নাই বলিয়া, তাহার সুখ্যাতি করিয়া সদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এজাহারে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার বন্ধুপুত্রের জহরত অপহরণের সংবাদ পাইয়া তুমি তাহার সত্যাসত্যের সন্ধান লইতে গিয়াছিলে, এবং বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হও, তোমার বন্ধু জুয়ার আড্ডায় সমস্ত নষ্ট করিয়াছে—এ সংবাদ কাহার নিকট পাও?"

সদাগর। আমার ঐ বন্ধু জুলিয়ান পেত্রসে

কাজি। এই জুলিয়ান পেত্রসকে তুমি কতদিন করোণি নামে জানিতে?

সদাগর। না। ব্যবসা-সূত্রে তাঁহার সহিত আমার তিন চারি বৎসর পরিচয়—

কাজি। কি রকম ব্যবসা?

সদাগর। আমি কখনও তঁ ক কোন দ্রব্য বিক্রয় করি াই। তাঁহার নিকট হইতে আমি মাল পত্র খরিদ করিয়া থাকি।

কাজি। তাহা হইলে, তাহার স পরীক্ষা করিবার তুমি তেমন কোন বিশেষ াও নাই ; হাস কোথায় থাকে জান ?

সদাগর। আমার রি । ধানে তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বা বাড়ী নাই। তিনি দেশে ভ্রমণ করিয়া, মালপত্র বিক্রয় করিয়া বেড়ান ; এখানে য কোন না কোন হোটেলে অবস্থান করেন।

কাজি। টলে ার বন্ধুপুত্র সা লইয়াছিলেন, সেখানে ইহার যাতায়াত বা পরিচয় তেক না

সদাগর। হাঁ আছে—আমি অনেক ছি এবং তাঁহারই মুখে উক্ত হোটেলের সুখ্যা আমি আমার বন্ধু-পুত্রকেও ঐ স্থানে বাসা লইতে অনুরোধ

কাজি। তাহা হইলে, তুমি ইহাকে কনস্তানতিনো করোণি বলিয়া জান না এবং ইংরাজ দূত-ভবনের সান্নিধ্যে ইহার যে বাড়ী আছে, তাহাও অবগত নি

সদাগর। প ছ

জুলিয়ান ম অ হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চোখে রটিত্তচাঞ্চল আশঙ্কার ছায়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

এই সময়ে একজন ফরাসী রাজদূতের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মচারী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই লেন্সির সহিত করমর্দ্দন করিলেন—এদিকে প্রহরীরা কাজীকে

কহিল সলেন্সি যে এজাহার দিয়া কা সমস্তই সত্য। এই অবসরে জুলিয়ান প্রেত্র কক্ষ হইতে পলাইবার উপক্রম করিলেন—কিন্তু প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ ধরির ...।

এই ঘটনা শে কোন ... হইতে ... দুইজন প্রহরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহারা কাজির ... লিয়ানের বাড়ী খানাতল্লাসী করিতে গিয়াছিল। এক্ষণে তাহারা ... ক্ষুদ্র চন্দন-কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স বাহির করিয়া কাজীর সম্মুখে ধরিল ... সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "এই আমার বন্ধু-পুত্রের জ ... আসক্ত বাক্স।"

... যন্ত্রণায় জুলিয়ানের কণ্ঠ হইতে ... শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। পরিত্রাণের আশা কোনই ... না ... বিয়া হতভাগ্য যুবক ... বস ... । এ ... আত্মার কথার উপর নির্ভর করি... তাঁ কয়েক ... র উপর বৃথা সন্দিহান হইয়াছিলেন এবং যারপর নাই ... করিয়াছিলেন ভাবিয়া নিরতিশয় অনুতপ্ত হইলেন এবং দিলেন্সিকে কহিলেন, "এই যুবকের করেই হনোরাকে সমর্পণ করিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

অষ্ট-ত্রিংশ ... পরিচ্ছেদ

... রক্ষ হর ...

... বিমাত্র।

কাজীর কোর্ট বন্ধ হইল। প্রহরীরা জুলিয়ানকে জেলের দিকে লইয়া গেল। এড্রিয়ান দিলেন্সি সদাগরের সহিত তাঁহার বাড়ী আসিলেন।

আহত তুর্কী যুবকের যদি ঐ আঘাত হইতে মৃত্যু হয়, তবে ...াগরকে দণ্ড গ্রহণার্থ আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। ...গরের প্রতি এই আদেশ দিয়া, কাজী সাহেব বিশ্রাম ... করিলেন।

সদর দ্বারে উপ... মাত্র, ...হার দুই পুত্র এবং কন্যা ছুটিয়া আসিল এবং ... নিরাপদ প্রত্যাগমনে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। দি... পুনরায় প্রত্যাগত দেখিয়া, তাহারা কিছু বিস্মিত হইয়াছিল; ... যখন সকল কথা শুনিল, তখন তাহারা সকলেই তাঁহার ... প্রকাশ করিতে লাগিল।

পরদিন জ... ...য় কোর্টে হাজির করা হইল। তাহার বাড়ী হইতে ... তল্লাসিবরি ... আরও অনেক রকমের অনেক বহুমূল্য সামগ্রী ...তে হইয়া ... পাইল, সে সমস্তই অপহৃত সম্পত্তি! বিচারে ... তি প্রা... আদেশ হইল!

তুর্কী অতি অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিলেন। ত্রাবিজন্দ হইতে তাঁহার পিতা আসিলেন। শুভদিনে হনোরিয়ার সহিত তুর্কী যুবকের বিবাহ হইল।

এদিকে ... দিলেন্সি ফ্রান্সে আসিয়া পঁ... এবং কাগজপত্র যথাস্থানে ... ...প ফরাসি গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য তাঁ... পদে উন্নমিত করিলেন।

তাঁহার পি... ...রষ্টা, ভা... এবং বন্ধুবর্গ, তাঁহার সন্দর্শনে যার পর নাই আনন্দিত হইল ... সপ্তাহকাল পিতামাতার নিকট অবস্থান পূর্ব্বক ইংলণ্ডে ...।

... কুথবার্টের বাড়ীর বাড়ীতে তাঁহার আদর অভ্যর্থনার ধূম পড়িয়া গেল। ...ঘড়ির উভয় পার্শ্বে পরির হস্তে দণ্ডায়মান ইংরাজ

এবং ... পতাকার সম্মিলন লক্ষ্য করিয়া, আড়াই বৎসর পূর্ব্বে তিনি ... য়াছিলেন—যদি কখনও ঐক্যই উদ্দেশ্যে ইংরাজ এবং ফরাসী পতাকা উর্দ্ধংক্ষণায়, তবে ... অদ্রিয়ান দিলেম্সির করে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিতে কোন ... তাহাই ... । সম্মিলিত ইংরাজ ফরাসীর পতাকামূলে ... দেশের ... একত্র হইয়াছে, আর সেই রণক্ষেত্র হইতে দিলেম্সি অ... গৌরব মণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন; সুতরাং আর কি তিনি ... বাহে অমত করিতে পারেন।

বিবাহের ধূম পড়িয়া গেল। উভয় ... স্বীয় কুটুম্বগণের নিকট নিমন্ত্রণের পত্র প্রেরিত হইল। ... কুথবার্ট-নন্দিনী ... বস ... কর... । ... বর-কন্যার শোভা ... য়াছিল।

এই স্থানে আর ... কথার উল্লেখ না করিয়া এ পরিচ্ছেদ সমাপ্তি করিতে পারিলাম না। কনস্তান্তিনোপলের গ্রীক সদাগর ও তাঁহার মুসলমান বৈবাহিক উভয়ে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এক ছড়া বহুমূল্যের হীরক-হার প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে হারের ঔজ্জ্বল্যে ... রী ইলইসের রূপের উজ্জ্বলতা ... আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

—

...মাত্র।

উনপঞ্চাশত্তম পরি[illegible]

[illegible] চেষ্টা। [illegible]

সারনিয়ার যুদ্ধের [illegible] পরে রুস সেনাপতি প্রিন্স গ্রটস্কোপ তাঁহার অফিসের [illegible] বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর স্তূপাকারে পত্র, [illegible] চিঠি পড়িয়া—একে একে তাহাই পড়িতেছেন। [illegible] পড়িতে পড়িতে তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডলে বিষাদ-মেঘের ছায়া [illegible] হইয়া [illegible] গিল। সহসা তিনি গাত্রোত্থান [illegible] কক্ষমধ্যে [illegible] চার [illegible] কি[illegible] আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"মহানাটকের [illegible] প্তির [illegible] বিলম্ব নাই। বেশীদিন আর অবরোধকারীদের [illegible] করিয়া রাখিতে পারিব না। এই পরাজয়ের মধ্যেও বিজয়-গৌরবের কুসুম-মালিকায় আমার ললাট শোভিত হইবে। যতদিন পৃথিবীতে ইতিহাসের আদর থাকিবে, লোকে দেখিবে শিবাস্তপোলের মত আর কোন নগরই এ ভাবে দো[illegible] শত্রুর অবরোধ সহ্য ক[illegible] সমর্থ হয় নাই। দানিয়ুব না[illegible] আমার পূর্ব্বগৌরব স[illegible] নষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক যু[illegible] —বিতাড়ি[illegible] বিধ্বস্ত এবং অপমানিত [illegible] কিন্তু [illegible] আমার এই পরাভবের মধ্যেও আমি আমার নামকে [illegible] গৌরবে মণ্ডিত করিব। শেষ অঙ্কে রঙ্গভূমে যখন যবনিকা উত্তোলিত হইবে, আমি এমন কার্য্য করিয়া যাইব, যাহার ফলে, আমার মৃত্যুর পরেও লোকে আমার স্মৃতির সহিত কীর্ত্তিময় যশোগৌরবের মাল্য বিজড়িত করিয়া রাখিবে।"

পা আনন্দে প্রিন্সের মুখম কারিমুজ্জল হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় রিপোর্ট মনোনিবেশ করিলেন। সহসা আবার উঠিলেন এবং কক্ষদ্বার মুক্ত করি নাবতরণপূর্ব্বক নীচে নামিলেন এবং খিড়কির দ্বার দিয়া ব কোন রাস্তার অপর পার্শ্বেই আর একখানা বাড়ীর উপরে ধীরে তাহার কক্ষে করাঘাত করিলেন। এক বৃদ্ধা ধাত্রী হইয়া আসিল এবং সেনাপতিকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষে একজন আহত ব্যক্তি শায়িত মুখমণ্ডল বিকৃত এবং মলিন হইলেও স্বা কিছুমাত্র হ্রাস হয় বস ইহাঁর নাম তোটলিবান ইঞ্জিনিয়ার। ইহাঁরই বুদ্ধিকৌশলে শত্রুরা শিবাস্তপোলে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইতেছে না। তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রশ্ন করিবার পর প্রিন্স কহিলেন, "অভিনয় শেষ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। প্রিয় জেনারেল! তোমারই বুদ্ধি—চতুরতা—উদ্ভাবনীশক্তি এবং প্রতিভাগুণে——"

বাধা দিয়া জেনারেল তোটলিবান কহিলেন অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া থাকিলেও, আমি আমার হই নাই। একটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছি, আকৃতির যুদ্ধের রিপোর্ট আপনার হস্তগত হইয়াছে?"

প্রিন্স। হইয়াছে। তিন হাজার মাত্র। ছয় হাজার আহত এবং পাঁচশত বন্দীকৃত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় আমরা জেনারেল রিদকে হারাইয়াছি।

তোটলিবান। আমার পরম সুহৃদ এবং একজন বিখ্যাত যোদ্ধা।

এ পথের এই প... কথা! এখন শত্রুদের ... কি বলুন ?

প্রিন্স। ফরাসিরা পাম মেলেকপে ... হইয়াছে। ইংরাজেরা এখনও রেদনের কিছু ... অবস্থিত। ... তাহারা আর একবার নগর তোপে উড়াইবার ...।

তোটলিবান। মে... শিবাস্তপোলের তোরণ, উহা একবার শত্রুকরগত হইলে, ন... করা সহজসাধ্য হইবে না।

প্রিন্স। তাহা ... চেষ্টার ত্রুটী করিতেছি না।

তোটলিবান ... প্রস্তুত হইয়াছে ?

প্রিন্স। ... যাহাতে ... ...রী, অশ্ব, শকট এবং খাদ্যসম্ভার ... করিতে হই... আ... প্রকৃত অবস্থাও রাজধানীতে তার অপ্রকাশ ... মনে ... না। আমি জারের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছি, যা... দুর্দৈবই উপস্থিত হয়, শত্রুরা শিবাস্তপো অধিকার করিলেও বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না। এই যে উদ্দেশ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।

জেনারেল ... বালিশের নীচে হইতে ...না মানচিত্র বাহির করিয়া ... আপনার বোধ হয় স্মরণ ...ছে যে, আমি প্রশাও দুইটা ব... ম ... মধ্যে খুঁ... রাখিয়াছি। একটী মালাকপের নীচে ...রটী রেদ... চে। মানচিত্রে এই যে রেখাটী দেখিতেছেন, মনে ... নয়, একটা ধাতুনির্ম্মিত তার। ইহার মুখ ভূগর্ভস্থ ক বারু... গুদামের সহিত সংযুক্ত। আর এই তারটা উহার সহিত যোগ করিয়া দিয়া কারাবেলনিয়ার নিকট সমুদ্র তটে জাহাজের ... করিবার স্থানে জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে

হইবে ... হার অপরাংশ তাড়িত ... হইয়া উঠি ... সংযুক্ত থাকিবে।
তাহার পর ... প্রি... রিতে হইবে,—বলিতে

প্রিন্সের মুখমণ্ডল ... বেশ করি ... আনন্দে ... হইবে কি?
"বুঝিয়াছি, আর ... হইবে না। ... হইয়া উঠিল, কহিলেন,
হয়, আমি তাহার উপায় করিতে ... রাস্তার ... সকল কার্য্যে পরিণত
সহস্র ধন্যবাদ। ... ধীরে আপনাকে ইহার জন্য

কি প্রকারে তার প্রস্তুত করিতে হ... হইয়
রুস সেনাপতি তাহার নিকট ... উপদেশ প্রদান করিলে,
অস্ত্রাগারে উপস্থিত হইলেন ... বদয় ... নাই।" ... বলনিয়ার উপকণ্ঠে
করিয়া, গটাপার্চ্চা ... এবং দুই ... তার প্রস্তুত

প্রি... তাঁহার ... করি... প্রে... লেন ...
আহ্বান করিলেন ... প্রত্যাব... হই... রিয়া ... সেক্রেটারীকে
নিকট পাঠাইবা... স্থিত হইলে, রাজ...নীতে সময় সচীবের
কহিলেন। ... উপ... একখানা রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে

এই সম... দুই চারি...
লেন।

... য়ে ... দ্বার মুক্ত করিয়া, একজন সরকারী প্রবেশ করি
হস্তে ... রেরে নিকট হইতে একখানা পত্র আসিয়াছে—প্রিন্স ক্ষিপ্র
হইতে ... চন পূর্ব্বক পাঠ করিতে ... যতই অগ্রসর
অবশেষে পত্রখা... ততই তাঁহার মুখমণ্ডল ... হইতে লাগিল।
অসম্ভব যাহা—কিরূ... কদিকে ... না! ... লেন,—"অসম্ভব!
তীর হইতে তুর্কীদে... সম্ভব ক... স...?" ... তপূর্ব্ব ... দানিউব নদীর
বর্ত্তমান সম্রাটও তাড়িতাড়িত ... মাত্র। ছয় ... ক্রমাগত আদেশ করিতেন,
সম্মিলিত শত্রু-সেনাকে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছয়দিনের মধ্যে
অসম্ভব!" ... ক্রিমিয়া হইতে নিদুরিত করিতে হইবে!

